Registered No. WB/SC-247

রেজিস্ট্রী নংঃ ডব্লু.বি/এস.সি-247

सत्यमेव जयते

Kolkata Gazette
কলকাতা গেজেট

EXTRAORDINARY
বিশেষ

PART III
ভাগ ৩

Published by Authority
প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

No. 3 **KOLKATA, FRIDAY, APRIL 12, 2024** **[CHAITRA 23, 1946 (SAKA)**

নং ৩ কলকাতা, শুক্রবার, ১২ই এপ্রিল, ২০২৪ [২৩শে চৈত্র, ১৯৪৬ (শক)

বিধি বিভাগ

কলকাতা, ১২ই এপ্রিল, ২০২৪/২৩শে চৈত্র, ১৯৪৬ (শক)

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৭৩-এর বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাজ্যপালের প্রাধিকারধীনে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রদীপ কুমার পাঁজা
প্রধান সচিব
বিধি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

LAW DEPARTMENT

Kolkata, 12th April, 2024/Chaitra 23, 1946 (Saka)

The translation in Bengali of The West Bengal Panchayat Act, 1973 is hereby published under the authority of the Governor of West Bengal.

Pradip Kumar Panja

Principal Secretary
Law Department
Government of West Bengal

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩
(১৯৭৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৪১ আইন)

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩
(১৯৭৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৪১ আইন)

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েতসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটরূপে কার্য করিবার জন্য সমর্থ করিতে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা করিতে ও জনগণের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করিতে উহাকে পুনঃসংগঠিত, শক্তিশালী ও উহাদের ক্রিয়াকলাপের প্রসার ঘটান ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েতসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটরূপে কার্য করিবার জন্য সমর্থ করিতে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা করিতে ও জনগণের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করিতে উহাকে পুনঃসংগঠিত, শক্তিশালী ও উহাদের ক্রিয়াকলাপের প্রসার ঘটান ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ও সঙ্গত;

অতএব ইহা এতদ্দ্বারা ভারত সাধারণতন্ত্রের চব্বিশতম বর্ষে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানমন্ডল কর্তৃক, নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল ঃ—

ভাগ ১

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা যেসকল এলাকায়—

(ক) দি ক্যান্টনমেন্টস অ্যাক্ট, ১৯২৪, — ১৯২৪-এর ২।

(খ) দি হাওড়া মিউনিসিপাল করপোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০, — ১৯৮০-র পশ্চিমবঙ্গ ৫৮ আইন।

(গ) দি কলকাতা মিউনিসিপাল করপোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০, — ১৯৮০-র পশ্চিমবঙ্গ ৫৯ আইন।

(ঘ) দি শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল করপোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৯০, — ১৯৯০-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩০ আইন।

(ঙ) দি আসানসোল মিউনিসিপাল করপোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৯০, — ১৯৯০-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩১ আইন।

(চ) দি চন্দননগর মিউনিসিপাল করপোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৯০, — ১৯৯০-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩২ আইন।

(ছ) দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপাল অ্যাক্ট, ১৯৯৩, — ১৯৯৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ২২ আইন।

(জ) দি দুর্গাপুর মিউনিসিপাল করপোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৯৪, — ১৯৯৪-এর পশ্চিমবঙ্গ ৫৩ আইন।

-এর বিধানসমূহ বা উহার কোন অংশ বা সংপরিবর্তন প্রযোজ্য হয় অথবা অতঃপর প্রযোজ্য হইতে পারিবে তদ্ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রসারিত হইবে।

(৩) এই ধারা অবিলম্বে বলবৎ হইবে; অবশিষ্ট ধারাসমূহ রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ তারিখ বা তারিখসমূহে এবং সেরূপ এলাকা বা এলাকাসমূহে বলবৎ হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ধারা ও ভিন্ন ভিন্ন এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট করা যাইবে।

সংজ্ঞার্থসমূহ।

২। এই আইনে, বিষয়তঃ বা প্রসঙ্গতঃ বিরুদ্ধার্থক কিছু না থাকিলে,-

(১) "নিরীক্ষক" বলিতে ১৮৬ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন নিরীক্ষককে বুঝায় এবং অধ্যায় ১৮ অনুযায়ী কোন নিরীক্ষকের সকল অথবা যেকোন কৃত্য সম্পাদনের জন্য তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত কোন আধিকারিককে অন্তর্ভুক্ত করে;

(১অ) "অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ"-এর সেই একই অর্থ হইবে উহার যে অর্থ দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস অ্যাক্ট, ১৯৯৩-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণে রহিয়াছে; — ১৯৯৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ১ আইন।

(২) "ব্লক" বলিতে ৯৩ ধারায় উল্লিখিত কোন এলাকা বুঝায়;

(৩) "ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক" বলিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক ঐরূপে নিযুক্ত কোন আধিকারিককে বুঝায় [এবং ব্লকের ভারপ্রাপ্ত সংযুক্ত ব্লক উন্নয়ন আধিকারিককে অন্তর্ভুক্ত করে];

(৪) "মামলা" বলিতে কোন ন্যায় পঞ্চায়েত দ্বারা বিচারযোগ্য কোন অপরাধ সম্পর্কিত কোন ফৌজদারী কার্যবাহ বুঝায়;

(৪ক) "সমাহর্তা" বলিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক ঐরূপে নিযুক্ত কোন আধিকারিককে বুঝায়;

(৪কক) "পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন কমিশনার" বলিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক ঐরূপে নিযুক্ত কোন আধিকারিককে বুঝায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের সংযুক্ত অধিকর্তা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের উপ-অধিকর্তা এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের সহ-অধিকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(৪খ) "পরিষদ" বলিতে দি দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৮৮ অনুযায়ী গঠিত দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে বুঝায়; ১৯৮৮-র পশ্চিমবঙ্গ ১৩ আইন।

(৫) "জেলা ম্যাজিস্ট্রেট", রাজ্য সরকার কর্তৃক, এই আইন অনুযায়ী কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সকল বা যেকোন কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিবার জন্য, নিযুক্ত কোন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কোন উপ-কমিশনার, কোন অতিরিক্ত উপ-কমিশনার এবং অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে অন্তর্ভুক্ত করে;

****

(৭) "জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক" বলিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক ঐরূপে নিযুক্ত কোন জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিককে বুঝায়;

(৮) "জেলা পরিকল্পনা কমিটি" বলিতে কোন জেলার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপিত জেলা পরিকল্পনা কমিটিকে বুঝায়;

(৮ক) "বিভাগীয় কমিশনার" বলিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক ঐরূপে নিযুক্ত কোন আধিকারিককে বুঝায়;

(৮খ) কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের "নির্বাহিক সহকারী" বলিতে ৩৫ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে ঐরূপে নিযুক্ত কোন নির্বাহিক সহকারীকে বুঝায়;

****

(৯ক) "সাধারণ নির্বাচন" বলিতে রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, মহকুমা পরিষদ, বা জিলা পরিষদ অথবা যেকোন দুইটি বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, মহকুমা পরিষদ, বা জিলা পরিষদের গঠনের জন্য যুগপতভাবে অনুষ্ঠিত সদস্যগণের নির্বাচন বুঝায়;

(১০) "গ্রাম" বলিতে ৩ ধারায় উল্লিখিত কোন এলাকা বুঝায়;

(১১) "গ্রাম পঞ্চায়েত" বলিতে ৪ ধারা অনুযায়ী গঠিত কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বুঝায়;

(১১ক) "গ্রাম সভা" বলিতে, ৩ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী ঐরূপে ঘোষিত কোন গ্রাম সম্পর্কিত নির্বাচক তালিকায় রেজিস্ট্রিকৃত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত কোন সংস্থাকে বুঝায়;

(১১খ) "গ্রাম সংসদ" বলিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বশেষ পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে পরিসীমিত কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন নির্বাচনক্ষেত্র সম্পর্কিত নির্বাচক তালিকায় যেকোন সময় রেজিস্ট্রিকৃত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত কোন সংস্থাকে বুঝায়;

(১১গ) "পার্বত্য এলাকা"-র সেই একই অর্থ হইবে দি দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৮৮-তে উহার যে অর্থ রহিয়াছে; ১৯৮৮-র পশ্চিমবঙ্গ ১৩ আইন।

(১২) "কর্মাধ্যক্ষ" বলিতে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ১২৫ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত কোন পঞ্চায়েত সমিতির কোন স্থায়ী সমিতি অথবা ১৭২ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত কোন জিলা পরিষদের কোন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষকে বুঝায়;

(১২ক) কোন পঞ্চায়েতে কোন স্বীকৃত রাজনীতিক দল সম্পর্কিত "দলনেতা" বলিতে, ২১৩অ ধারার (৩) উপধারার ধারণা ও অর্থে ঐরূপে বাছাই কোন দলনেতাকে বুঝায়;

(১২খ) "মহকুমা পরিষদ" বলিতে ১৮৫অ ধারা অনুযায়ী গঠিত দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়ি মহকুমার জন্য মহকুমা পরিষদকে বুঝায়;

(১৩) "মৌজা" বলিতে কোন জেলার রাজস্ব অভিলেখে ঐরূপে নিরূপিত, সমীক্ষিত ও অভিলিখিত এবং কোন গ্রামকে বিনির্দিষ্ট করিবার জন্য সার্বজনিক প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এলাকার নিম্নতম ইউনিটরূপে ভারতের সংবিধানের ২৪৩ অনুচ্ছেদের (ছ) প্রকরণে উল্লিখিত কোন এলাকাকে বুঝায়;

(১৩ক) "পৌরসংঘ" বলিতে ভারতের সংবিধানের ২৪৩থ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়;

(১৪) "প্রজ্ঞাপন" বলিতে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত কোন প্রজ্ঞাপনকে বুঝায়;

(১৫) "ন্যায় পঞ্চায়েত" বলিতে ৫১ ধারা অনুযায়ী গঠিত কোন ন্যায় পঞ্চায়েতকে বুঝায়;

(১৫ক) "কর্মকর্তা" বলিতে, প্রধান, উপপ্রধান, সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি অথবা একত্রে তাঁহাদের যেকোন দুইজন বা ততোধিককে বুঝায়;

(১৫খ) "পঞ্চায়েত" বলিতে ভারতের সংবিধানের ২৪৩আ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, মহকুমা পরিষদ, অথবা জিলা পরিষদকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(১৫গ) "পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক" বলিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক ঐরূপে নিযুক্ত কোন আধিকারিককে বুঝায়;

(১৬) "পঞ্চায়েত সমিতি" বলিতে, ৯৪ ধারা অনুযায়ী গঠিত কোন পঞ্চায়েত সমিতিকে বুঝায়;

(১৬ক) "জনসংখ্যা" বলিতে সর্বশেষ পূর্ববর্তী যে জনগণনার প্রাসঙ্গিক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে যথা-নির্ণীত জনসংখ্যাকে বুঝায়;

(১৭) "প্রধান" বলিতে ৯ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন প্রধানকে বুঝায়;

(১৮) "বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(১৯) "বিহিত প্রাধিকার" বলিতে এই আইনের যেকোন বা ততোধিক উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিযুক্ত কোন প্রাধিকারকে বুঝায়;

(২০) "সার্বজনিক রাস্তা" বলিতে কোন রাস্তা, সড়ক, গলি, গলিপথ, সরু গলি, মার্গ, পায়ে-চলা পথ, সেতু, চত্বর অথবা অঙ্গন, উহা জনসাধারণের চলাচলের পথ হউক বা না হউক, যাহার উপর দিয়া জনসাধারণের যাতায়াতের অধিকার আছে, তাহাকে বুঝায় ও কোন পার্শ্বস্থ নর্দমা বা পয়নালীকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং কোন সমসীমাভুক্ত সম্পত্তির সীমানা পর্যন্ত

বিস্তৃত ভূমিকে ঐরূপ ভূমির উপর কোন অভিক্ষেপন বা কোন বারান্দা অথবা কোন অভিনির্মিতি সত্ত্বেও বুঝায়;

(২০অ) "স্বীকৃত রাজনীতিক দল" বলিতে ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তৎসময়ে বলবৎ প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাতীয় দল অথবা কোন রাজ্য দল রূপে স্বীকৃত কোন দলকে বুঝায়;

(২১) "সভাপতি" বলিতে, ৯৮ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত, কোন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে বুঝায়;

(২২) "সভাধিপতি" বলিতে ১৪৩ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত কোন জিলা পরিষদের সভাধিপতিকে বুঝায় এবং মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(২৩) "সহকারী সভাপতি" বলিতে ৯৮ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত, কোন পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতিকে বুঝায়;

(২৪) "সহকারী সভাধিপতি" বলিতে ১৪৩ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত, কোন জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতিকে বুঝায়, এবং মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতিকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(২৫) "তফসিলী জাতিসমূহ" বলিতে, ভারতের সংবিধানের ৩৪১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পর্কে, যে সকল জাতি, প্রজাতি বা জনজাতি অথবা ঐরূপ জাতি, প্রজাতি বা জনজাতির অংশ বা তন্মধ্যস্থিত গোষ্ঠী তফসিলী জাতিসমূহ বলিয়া গণ্য হয়, তাঁহাদের বুঝায়;

(২৬) "তফসিলী জনজাতিসমূহ" বলিতে, ভারতের সংবিধানের ৩৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পর্কে, যে সকল জনজাতি বা জনজাতি সমাজ অথবা ঐরূপ জনজাতি বা জনজাতি সমাজের অংশ বা তন্মধ্যস্থিত গোষ্ঠী তফসিলী জনজাতিসমূহ বলিয়া গণ্য হয়, তাঁহাদের বুঝায়;

(২৬অ) কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের "সচিব" বলিতে ৩৫ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে ঐরূপে নিযুক্ত কোন সচিবকে বুঝায়;

(২৬অঅ) "রাজ্য নির্বাচন কমিশনার" বলিতে, দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকশন কমিশন অ্যাক্ট, ১৯৯৪-এর ৩ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে বুঝায়; ১৯৯৪-এর পশ্চিমবঙ্গ ৮ আইন।

(২৬আ) "রাজ্য সরকার" বলিতে, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে রাজ্য সরকার বুঝায়;

(২৭) "রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ" বলিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদকে বুঝায়;

(২৭অ) "মহকুমা আধিকারিক" বলিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক ঐরূপে নিযুক্ত কোন আধিকারিককে বুঝায় এবং ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন কোন অতিরিক্ত মহকুমা আধিকারিককে অন্তর্ভুক্ত করে;

(২৮) "মোকদ্দমা" বলিতে, কোন ন্যায় পঞ্চায়েত দ্বারা বিচারযোগ্য কোন দেওয়ানী মোকদ্দমাকে বুঝায়;

(২৯) "উপ-প্রধান" বলিতে, ৯ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত, কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন উপ-প্রধানকে বুঝায়;

(৩০) "বৎসর" বলিতে এপ্রিল মাসের প্রথম দিনে যে বৎসর শুরু হয় তাহাকে বুঝায়;

(৩১) "জিলা পরিষদ" বলিতে ১৪০ ধারা অনুযায়ী গঠিত কোন জেলার জিলা পরিষদকে বুঝায়।

ভাগ ২

গ্রাম পঞ্চায়েত

অধ্যায় ২

গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন

গ্রাম।

৩। (১) রাজ্য সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন মৌজা অথবা কোন মৌজার অংশ অথবা সমীপস্থ মৌজাসমূহের সমষ্টি অথবা উহার অংশকে গ্রাম বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন ঃ

তবে মৌজাসমূহের সমষ্টি বা উহার অংশকেও গ্রাম বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে, যখন সেগুলি সমীপস্থ না হয় বা সেগুলির কোন অভিন্ন সীমা না থাকে এবং এমন এক এলাকা দ্বারা পৃথকীকৃত থাকে যেখানে এই আইন প্রসারিত হয় না বা যেখানে ১ ধারার (৩) উপধারায় উল্লিখিত এই আইনের অবশিষ্ট ধারাসমূহ বলবৎ হয় নাই।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন, যে নামে ঐ গ্রাম পরিচিত হইবে সেই নাম ও ঐরূপ গ্রামের স্থানীয় সীমানা বিনির্দিষ্ট করিবে।

(৩) রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ অনুসন্ধান করিবার পর এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েতসমূহের মতামত সম্পর্কে আলোচনা করিবার পর, প্রজ্ঞাপন দ্বারা—

(ক) কোন গ্রাম হইতে উহার অন্তর্গত কোন এলাকা বাদ দিতে পারিবেন; অথবা

(খ) কোন গ্রামে এরূপ কোন এলাকা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন যাহা ঐরূপ গ্রামের সহিত সমীপস্থ কোন এলাকা বা এরূপ কোন এলাকা দ্বারা পৃথকীকৃত যেখানে এই আইন প্রসারিত নহে বা যেখানে ১ ধারার (৩) উপধারায় উল্লিখিত এই আইনের অবশিষ্ট ধারাসমূহ বলবৎ হয় নাই;

(গ) কোন গ্রামের এলাকাকে বিভক্ত করিতে পারিবেন যাহাতে দুইটি বা ততোধিক গ্রাম গঠিত হয়; অথবা

(ঘ) দুইটি বা ততোধিক গ্রামের এলাকাকে সংযুক্ত করিতে পারিবেন যাহাতে একটি গ্রাম গঠিত হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েত এবং উহার গঠন।

৪। (১) প্রত্যেক গ্রামের জন্য রাজ্য সরকার, ঐ গ্রামের নাম সংবলিত একটি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করিবেন।

(২) রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে প্রস্তুত এবং ঐ গ্রামের অন্তর্গত এলাকা সম্পর্কিত নির্বাচনের উদ্দেশ্যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার যেরূপ ঘোষণা করিবেন সেরূপ তারিখে বলবৎ নির্বাচক তালিকায় যে ব্যক্তিগণের নাম অন্তর্ভুক্ত

আছে তাঁহারা বিহিত প্রাধিকার, পার্বত্য এলাকায় এবং অন্য এলাকায় ভোটারগণের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে যেরূপ নির্ধারণ করিবেন নিজেদের মধ্য হইতে অন্যূন পাঁচজন অথবা অনধিক ত্রিশজন সেরূপ সংখ্যক সদস্যকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে ও সেরূপ প্রণালীতে নির্বাচিত করিবেন ঃ

তবে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসনসমূহ সংরক্ষিত হইবে, এবং ঐরূপে সংরক্ষিত আসনসংখ্যার যথাসম্ভব নিকটতম রূপে ও রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনের দ্বারা পূরণীয় মোট আসনসংখ্যার সহিত সেই একই অনুপাত থাকিবে, ঐ গ্রামে ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জনসংখ্যার ঐ গ্রামের মোট জনসংখ্যার সহিত যে অনুপাত থাকে এবং ঐরূপ আসনসমূহ, ঐ গ্রামের মোট জনসংখ্যার সহিত, ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জনসংখ্যার যে অনুপাত হয়, যেরূপ বিভিন্ন নির্বাচনক্ষেত্রে মোট জনসংখ্যার ও ঐ নির্বাচনক্ষেত্রের তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীর জনসংখ্যার তাহার অন্যূন অর্ধেক অনুপাত থাকে সেরূপ বিভিন্ন নির্বাচনক্ষেত্রের মধ্যে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে আবর্তনক্রমে বিভাজনসাপেক্ষ হইবে ঃ

পরন্তু তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য, ঐরূপে সংরক্ষিত মোট আসনসমূহের সংখ্যা, ক্ষেত্রানুযায়ী, পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে, প্রথম অনুবিধি অনুসারে যথানির্ধারিত গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসনসমূহের সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হইবে না ঃ

অধিকন্তু প্রথম পর্যায়ে প্রথম অনুবিধির অধীন বিধানসমূহের অনুসরণে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতির অনুকূলে আসনসমূহের সংরক্ষণ কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসনের পঞ্চাশ শতাংশ সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে নির্ধারিত হইবে এবং তাহার পর মোট আসনের পঞ্চাশ শতাংশ সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে অবশিষ্ট সংখ্যক আসন উক্ত গ্রামের মোট জনসংখ্যার সহিত অনগ্রসর শ্রেণীর মোট জনসংখ্যার অনুপাতের সাপেক্ষে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত হইবে ঃ

অধিকন্তু যদি এবং যখন প্রথম অনুবিধি অনুসারে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত আসনসংখ্যা পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হয়, তাহা হইলে এবং তখন তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে ঐরূপ সংরক্ষিত আসনসমূহ, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে ঐ গ্রামের মোট জনসংখ্যার সহিত তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জনসংখ্যার যে অনুপাত থাকে সেই একই অনুপাতে ভাগ করা হইবে ঃ

অধিকন্তু যখন, ক্ষেত্রানুযায়ী, প্রথম অনুবিধি অথবা চতুর্থ অনুবিধি অনুসারে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত আসনসংখ্যা পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশে পৌঁছায় তখন ঐ গ্রামে অনগ্রসর শ্রেণীর বড়মাপের জনসংখ্যার অনুপাত থাকা সত্ত্বেও অনগ্রসর শ্রেণীর অনুকূলে আসন সংরক্ষণ করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতমরূপে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত মোট আসনসংখ্যার অর্ধেক কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে এরূপে আসনসমূহ, ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহভুক্ত মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে ঃ

অধিকন্তু কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতমরূপে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহ সমেত মোট আসনসংখ্যার অর্ধেক কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে এরূপে আসনসমূহ মহিলাগণের জন্য সংরক্ষণ করা হইবে, এবং মহিলাগণের নিমিত্ত ঐরূপে সংরক্ষিত আসনসমূহের জন্য নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে আবর্তনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে ঃ

অধিকন্তু এই উপধারার পূর্বগামী বিধানসমূহে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যখন কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হইবে এরূপ সদস্যগণের সংখ্যা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক নির্ধারিত হয় অথবা যখন কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য যথাপূর্বোক্ত প্রণালীতে আসনসমূহ সংরক্ষিত হয় তখন ঐরূপে নির্ধারিত সদস্যসংখ্যা অথবা ঐরূপে সংরক্ষিত আসনসংখ্যাকে আনুক্রমিক দুইটি সাধারণ নির্বাচনের জন্য পরিবর্তন করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের কোন সদস্য এবং কোন মহিলা যাঁহার জন্য এই উপধারা অনুযায়ী আসনসমূহ সংরক্ষিত হইয়াছে তিনি যদি কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হন, তাহা হইলে ঐরূপে সংরক্ষিত নহে এরূপ কোন আসনে নির্বাচনের পক্ষে নির্যোগ্য হইবেন না ঃ

অধিকন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশনার যেকোন সময়ে কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া আদেশ দ্বারা বিহিত প্রাধিকারকে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্যসংখ্যার নূতনভাবে নির্ধারণ করিতে অথবা ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতে আসনসংখ্যার আবর্তনের ভিত্তিতে নূতনভাবে সংরক্ষণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক ঐরূপ আদেশ প্রদত্ত হইলে আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সদস্যগণের সংখ্যার বা সংরক্ষিত হইবে এরূপ আসনসমূহের সংখ্যার বা আসনসংরক্ষণের আবর্তনক্রম বা উহাদের কোন সমাবন্ধর নির্ধারণ পরবর্তী দুইটি আনুক্রমিক সাধারণ নির্বাচনের জন্য পরিবর্তন করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের বিধানসমূহ ভারতের সংবিধানের ৩৩৪ অনুচ্ছেদে বিনির্দিষ্ট সময়সীমার অবসানের পর আর কার্যকর থাকিবে না এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধানসমূহ যে তারিখে রাজ্য বিধানমন্ডল অধিনিয়ম দ্বারা এতৎপক্ষে স্থির করেন সেই তারিখ হইতে আর কার্যকর থাকিবে না।

(২অ) গ্রাম পঞ্চায়েত নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে ঃ

(i) (২) উপধারা অনুযায়ী নির্বাচিত সদস্যগণ,

(ii) গ্রামের কোন অংশের অন্তর্গত নির্বাচনক্ষেত্র হইতে নির্বাচিত সভাপতি বা সহকারী সভাপতি নহেন পঞ্চায়েত সমিতির এরূপ সদস্যগণ।

(৩) নির্বাচনে সুবিধার জন্য বিহিত প্রাধিকার রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে,—

(ক) (২) উপধারা অনুযায়ী নির্ধারিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে কোন গ্রামের এলাকা নির্বাচনক্ষেত্রে বিভক্ত করিবেন;

(খ) ঐ গ্রামের নির্বাচকমন্ডলীর ভিত্তিতে ঐরূপ প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্রে অনধিক দুইটি আসন বিভাজন করিবেন ঃ

তবে নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের ঐরূপ বিভাগ এবং আসনসমূহের ঐরূপ বিভাজন এরূপ প্রণালীতে করা হইবে যাহাতে ঐ গ্রামের জনসংখ্যা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনসংখ্যার অনুপাত যতদূর কার্যতঃ সম্ভব, কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে একই হইবে।

(৪) এই ধারা অনুযায়ী গঠিত প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবে এবং উহার প্রথম অধিবেশন যাহাতে কোরাম বিদ্যমান ছিল তাহার তারিখ হইতে কার্যকারিতা সহ পদাসীন হইবে।

(৫) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত একটি নিগমিত সংস্থা হইবে যাহার নিরবচ্ছিন্ন উত্তরানুক্রম ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার নিগমিত নামে মোকদ্দমা করিতে পারিবে এবং তদ্বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা যাইবে।

কোন গ্রামের এলাকার পরিবর্তনের ফল।

৫। (১) যখন ৩ ধারার (৩) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী কোন গ্রাম হইতে কোন এলাকাকে বাদ দেওয়া হয় তখন ঐরূপ এলাকা, ঐ উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে, আর ঐ গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের এবং রাজ্য সরকার অন্যথা নির্দেশ প্রদান না করিলে তথায় বলবৎ নিয়ম, আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপনের সাপেক্ষাধীন হইবে না।

(২) যখন ৩ ধারার (৩) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী কোন এলাকা কোন গ্রামে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন ঐ গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐ উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ঐরূপ এলাকার উপর ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে এবং রাজ্য সরকার অন্যথা নির্দেশ প্রদান না করিলে ঐ গ্রামে বলবৎ সকল নিয়ম, আদেশ, নির্দেশ এবং প্রজ্ঞাপন ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

(৩) যখন ৩ ধারার (৩) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী কোন গ্রামের এলাকা এরূপে বিভক্ত হয় যাহাতে দুইটি বা ততোধিক গ্রাম গঠিত হয় তখন এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে নবগঠিত গ্রামসমূহের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের পুনর্গঠন করা হইবে, এবং ঐরূপে বিভক্ত গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত, নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের পদাসীন হইবার তারিখ হইতে, আর বিদ্যমান থাকিবে না।

(৪) যখন ৩ ধারার (৩) উপধারার (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী দুইটি বা ততোধিক গ্রামের এলাকা এরূপে সংযুক্ত করা হয় যাহাতে একটি মাত্র গ্রাম গঠিত হয়, তখন এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে নবগঠিত গ্রামের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের পুনর্গঠন করা হইবে, এবং ঐরূপে সংযুক্ত গ্রামগুলির গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের পদাসীন হইবার তারিখ হইতে, আর বিদ্যমান থাকিবে না।

(৫) যখন ৩ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী কোন এলাকাকে কোন গ্রাম হইতে বাদ দেওয়া হয় বা উহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় অথবা কোন গ্রাম এরূপে বিভক্ত হয় যাহাতে দুই বা ততোধিক গ্রাম গঠিত হয় অথবা দুই বা ততোধিক গ্রাম একটি মাত্র গ্রাম গঠন করিবার জন্য সংযুক্ত হয় তখন ঐরূপ পুনর্গঠন দ্বারা প্রভাবিত গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েতসমূহের সম্পত্তি, তহবিল ও দায়িতাসমূহ ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েতসমূহে বর্তাইবে, এবং বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক

লিখিত আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ বিভাজন অনুসারে হইবে, এবং ঐরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে।

(৬) ঐরূপ পুনর্গঠনকে কার্যকারিতা প্রদানে যেরূপ প্রয়োজন হইবে (৫) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশে সেরূপ অনুপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানসমূহ অন্তর্ভূত হইবে।

ব্যাখ্যা— (৩) উপধারায় উল্লিখিত বিভাজন অথবা (৪) উপধারায় উল্লিখিত ঐক্যসাধনের পর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে,—

(ক) যখন ৭ ধারার (১) উপধারার পরিধি ও অর্থে পূর্বতর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণের পদের মেয়াদ অবসিত না হয় তখন নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা প্রয়োজন হইবে না; এবং

(খ) যে সকল সদস্যের পদের মেয়াদ অনবসিত থাকে সেরূপ সদস্যগণ রাজ্য সরকার কর্তৃক, অথবা যেরূপ প্রাধিকার রাজ্য সরকার কর্তৃক আদেশক্রমে এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন সেরূপ প্রাধিকার কর্তৃক, তিনি সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ, সেই সকল নির্বাচনক্ষেত্র লইয়া নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বলিয়া সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত হইবেন, যেসকল নির্বাচনক্ষেত্র হইতে ঐরূপ সদস্যগণ পূর্বতর গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহে নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ঐরূপ কোন সদস্য তাঁহার পদের মেয়াদের অনবসিত অংশের জন্য ঐ নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

কোন গ্রাম অথবা উহার কোন অংশের পৌরসংঘ, ইত্যাদিতে অন্তর্ভুক্তির ফল।

৬। (১) যদি কোন সময় কোন গ্রামের সমগ্র এলাকা তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন পৌরসংঘের বা কোন নগর কমিটি বা সেনানিবাসের প্রাধিকারের অধীনে কোন এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অথবা প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ তারিখ হইতে বা যে তারিখে নবগঠিত সংস্থার নির্বাচন সম্পূর্ণ হয় এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্ববর্তী হইবে সেই তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ আর বিদ্যমান থাকিবে না এবং ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইয়াছে এরূপ সম্পত্তি, তহবিল ও অন্যান্য পরিসম্পত এবং ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল অধিকার ও দায়িতা বিহিত প্রাধিকারের আদেশানুসারে, ক্ষেত্রানুযায়ী, পৌরসংঘের কমিশনার অথবা নগর কমিটি অথবা সেনানিবাস প্রাধিকারে বর্তাইবে ও উহাতে প্রতিসংক্রমিত হইবে। ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারিগণকে রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে ঐ গ্রামের এলাকার গঠিত যেরূপ পৌরসংঘ বা নগর কমিটি বা সেনানিবাস প্রাধিকারে অথবা যেখানে ঐরূপ পদশূন্যতা বিদ্যমান রাজ্যের মধ্যে সেরূপ যেকোন গ্রাম পঞ্চায়েতে যোগ দিবার জন্য তাঁহাদের ইচ্ছা প্রয়োগ করিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে। তাঁহাদের ইচ্ছার ভিত্তিতে তাঁহারা, ক্ষেত্রানুযায়ী, পৌরসংঘ, নগর কমিটি বা সেনানিবাস প্রাধিকার অথবা অন্য কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহাদের চাকরি অবিচ্ছিন্ন হইবে।

(২) যদি কোন সময় কোন গ্রামের এলাকার কোন অংশ তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন পৌরসংঘের অথবা কোন নগর কমিটির বা কোন সেনানিবাসের প্রাধিকারাধীন কোন এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রামের যে অংশ ঐরূপ পৌরসংঘের বা ঐরূপ নগর কমিটির বা সেনানিবাসের প্রাধিকারাধীনে ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে সেই অংশ-পরিমাণে ঐ গ্রামের এলাকা ঐ প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ছয় মাস অবসিত হইবার পর

বা ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেই তারিখ বা যে তারিখে ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত এলাকা হইতে নবগঠিত সংস্থার নির্বাচন সম্পূর্ণ হয় সেই তারিখ, ইহাদের মধ্যে যাহা পূর্বতর, সেই তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত অংশ সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পত্তি, তহবিল ও দায়িতাসমূহ বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ বিভাজন অনুসারে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ পৌরসংঘে, নগর কমিটিতে বা ঐ সেনানিবাসের প্রাধিকারে বর্তাইবে এবং উহাতে প্রতিসংক্রমিত হইবে এবং ঐরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে এবং রাজ্য সরকার অন্যথা নির্দেশ প্রদান না করিলে ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ পৌরসংঘ, নগর কমিটি অথবা সেনানিবাসের প্রাধিকারধীন এলাকায় বলবৎ সকল নিয়ম, আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপন ঐ গ্রামের এলাকার যে অংশ ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত হয় তৎসম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে।

পৌরসংঘের সমগ্র বা আংশিক এলাকার অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন।

৬অ। (১) যদি রাজ্য সরকারের এরূপ অভিমত হয় যে কোন পৌরসংঘের সমগ্র এলাকা বা উহার কোন অংশের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং উহার অবশ্যই এক বা একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করা উচিত তাহা হইলে রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের খসড়ার পূর্ব প্রকাশনার পর,—

(ক) ঐরূপ এলাকাকে প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট করিতে হইবে এরূপ কোন বিদ্যমান গ্রাম পঞ্চায়েতের, অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন, বা

(খ) ঐরূপ এলাকায় এক বা একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করিতে পারিবেন ঃ

তবে, ঐ প্রজ্ঞাপনের খসড়া জেলার অন্তর্গত যে স্থানে পৌরসংঘের ঐ এলাকা অবস্থিত সেই স্থান হইতে প্রকাশিত অন্তত দুইটি স্থানীয় সংবাদপত্রে, ঐরূপ প্রকাশনার তারিখ হইতে দুই মাস সময়সীমার মধ্যে আপত্তি ও প্রস্তাবসমূহ আহ্বান করিয়া প্রকাশও করিতে হইবে এবং যে আপত্তি বা প্রস্তাব পাওয়া যাইবে তাহা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত হইবেন সেরূপ প্রাধিকার কর্তৃক, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদানের পর, ঐরূপ প্রকাশনার তারিখ হইতে তিনমাসের মধ্যে বিবেচনা করা হইবে।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন প্রকাশনার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট এলাকা হইতে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে এবং ঐরূপ নির্বাচনসমূহের সমাপ্তির তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ, ঐ এলাকা, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ বিনির্দিষ্ট বা গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐরূপ প্রজ্ঞাপিত এলাকায় পৌরসংঘ আর বিদ্যমান থাকিবে না ঃ

তবে, যদি ঐরূপ এলাকা বা উহার কোন অংশ, তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী কোন পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের এক বা একাধিক নির্বাচনক্ষেত্রের গঠন করে তাহা হইলে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের ঐ নির্বাচনক্ষেত্র হইতে বা নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ হইতে নির্বাচনসমূহ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনের সহিত যুগপতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

পরন্তু, যদি ঐরূপ এলাকা লইয়া কোন পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের এক বা একাধিক নির্বাচনক্ষেত্র গঠন করা না যায় তাহা হইলে ঐ এলাকা কোন সমীপস্থ নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে এবং ঐ নির্বাচনক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদে ঐরূপ সংস্থার তৎসময়ে পদাধিষ্ঠিত সদস্যগণের অনবসিত মেয়াদকালে, কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা যাইবে না।

(৩) যথাপূর্বোক্ত ঐ অঞ্চল যে তারিখে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ,—

(ক) ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত এলাকা সম্পর্কে পৌরসংঘের সম্পত্তি, তহবিল ও দায়িতা, বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ বিভাজন অনুসারে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদে বর্তাইবে ও প্রতিসংক্রমিত হইবে, এবং

(খ) ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত এলাকা সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা পৌরসংঘ কর্তৃক নিযুক্ত তাঁহারা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ বিভাজন অনুসারে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ কর্তৃক, নিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণের পদের মেয়াদ।

৭। (১) কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ, ১১ ও ২১৩অ ধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম অধিবেশনের নির্দিষ্ট তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সময়সীমার জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, এবং উহার পর নহে।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের জন্য কোন সাধারণ নির্বাচন, পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচনের পরে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সমাপ্তির তারিখের পূর্বে যেরূপ সুবিধাজনক বলিয়া গণ্য হইবে, সেরূপ তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে, যদি নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম অধিবেশন (১) উপধারা অনুযায়ী পাঁচ বৎসরের সময়সীমা অবসিত হইবার পূর্বে অনুষ্ঠিত করা না যায় তাহা হইলে রাজ্য সরকার, আদেশ দ্বারা, কোন প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্তসমূহ সাপেক্ষে, এই আইন বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ, একত্রে অনধিক তিনমাস সময়সীমা বা যে তারিখে নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐ প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় সেই তারিখ পর্যন্ত, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর হইবে তজ্জন্য প্রয়োগ ও সম্পাদন করিতে, আদেশ দ্বারা, নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৭অ। [(গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ নির্বাচন) দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৯৪-এর ৬ ধারা দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৯৪-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৮ আইন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণের নির্যোগ্যতা।

৮। ৯৪ ও ৯৭ ধারায় অন্তর্ভূত বিধানসমূহ সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হইবার পক্ষে যোগ্যতাসম্পন্ন হইবেন না, যদি-

(ক) তিনি ১ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত আইনসমূহের যে কোনটি অনুযায়ী গঠিত কোন পৌর প্রাধিকারের সদস্য হন; অথবা

(খ) তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার অথবা কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা কোন জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ বা কাউন্সিলে চাকরিরত থাকেন এবং এই প্রকরণের প্রয়োজনে, এতদ্দ্বারা ইহা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোন উদ্যোগ অথবা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা নিগম বা কোন সার্বজনিক বা সরকারী কোম্পানি বা কোন স্থানীয় প্রাধিকার বা কোন সমবায় সমিতি বা কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানি অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকার পরিপোষিত কোন প্রতিষ্ঠানে অথবা অনুদানরূপে বা অন্যথা সরকারী সহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা বা অন্য প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগ বা সংস্থায়

চাকরিরত কোন ব্যক্তি অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের নিয়মপ্রণয়নকারী প্রাধিকারের অধীন নহেন এরূপ কোন ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি কোন উদ্যোগ বা সংস্থা বা সংগঠন বা ব্যক্তিবর্গের-পরিমেলের নিকট হইতে কর্মচারীরূপে বা ঐরূপ উদ্যোগ বা সংস্থা বা সংগঠন বা ব্যক্তিবর্গের পরিমেলে চাকরিরত থাকিয়া কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক ব্যবস্থিত তহবিলসমূহ বা প্রদত্ত অনুদান বা সাহায্য হইতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন তিনি, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারে চাকরিরত বলিয়া গণ্য হইবেন না; অথবা

(গ) তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার অংশীদার বা নিয়োজক বা কোন কর্মচারীর ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের বা সংশ্লিষ্ট গ্রামের অন্তর্গত ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির বা জেলার জিলা পরিষদের, অথবা মহকুমা পরিষদের, অথবা কাউন্সিলের সহিত বা তদ্দ্বারা বা তৎপক্ষে সম্পাদিত কোন সংবিদায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন অংশ বা স্বার্থ থাকে:

তবে, কোন ব্যক্তি, দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-য় যথা-পরিভাষিত যে সার্বজনিক কোম্পানি কোন গ্রামের অন্তর্গত ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ অথবা কাউন্সিলের সহিত সংবিদাবদ্ধ হয় বা তদ্দ্বারা নিযুক্ত হয় তাহাতে মাত্র তাহার অংশ বা স্বার্থ থাকিবার কারণে, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হইবার পক্ষে নির্যোগ্য গণ্য হইবেন না; অথবা ১৯৫৬-এর ১।

(ঘ) তিনি নৈতিক দুশ্চারিত্র্যের সহিত জড়িত অসদাচরণের জন্য কেন্দ্রীয় বা কোন রাজ্য সরকারের বা কোন স্থানীয় প্রাধিকারের বা কোন সমবায় সমিতির বা কোন সরকারী কোম্পানির অধীন, অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোন নিগমের চাকরি হইতে বরখাস্ত হইয়া থাকেন এবং ঐরূপ বরখাস্তের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত না হইয়া থাকে; অথবা

(ঙ) তিনি কোন ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্তৃক অসুস্থমনা বলিয়া বিচার-নির্ণীত হইয়া থাকেন; অথবা

(চ) তিনি একজন অ-ভারমুক্ত দেউলিয়া হন; অথবা

(ছ) তিনি ভারমুক্ত দেউলিয়া হইয়াও আদালত হইতে এই মর্মে কোন শংসাপত্র না পাইয়া থাকেন যে, তাঁহার দেউলিয়াত্ব দুর্ভাগ্যবশতই ঘটিয়াছিল, তাঁহার পক্ষে কোন অসদাচরণের জন্য নহে; অথবা

(জ) (i) তিনি কোন আদালত কর্তৃক-

(অ) নৈতিক দুশ্চারিত্র্য অথবা অন্য কোন প্রগ্রহণীয় অপরাধ জড়িত থাকে ছয় মাসের অধিক সময়সীমার জন্য কারাবাসে দন্ডনীয় এরূপ কোন অপরাধে, অথবা

(আ) ভারতীয় দন্ড সংহিতা, ১৮৬০-এর অধ্যায় ৯অ অনুযায়ী কোন অপরাধে, অথবা ১৮৬০-এর ৪৫।

(ই) দি ওয়েস্ট বেঙ্গল লোকাল বডিজ (ইলেক্টোরাল অফেন্সেজ অ্যান্ড মিসলেনিয়াস প্রভিসন্স) অ্যাক্ট, ১৯৫২-র ৩ বা ৯ ধারা অনুযায়ী দোষসিদ্ধ হইয়া থাকেন এবং দন্ডাদেশের অবসানের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত না হইয়া থাকে: ১৯৫২-র পশ্চিমবঙ্গ ১০ আইন।

তবে কোন আপীলী আদালত, যে আদালত ঐ ব্যক্তিকে দোষসিদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার আদেশের সংক্রিয়া, স্থগিত না রাখিলে নিম্ন আদালতের ঐরূপ দোষসিদ্ধি ক্রিয়াশীল থাকিয়া যাইবে; অথবা

(ii) তিনি দি রিপ্রেজেনটেশান অফ দি পিপল অ্যাক্ট, ১৯৫১-র ভাগ ২-এর অধ্যায় ৩-এর বিধানসমূহ অনুযায়ী রাজ্য বিধানমন্ডলে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্যোগ্য হন; অথবা ১৯৫১-র ৪৩।

(ঝ) তিনি কোন নির্বাচনের মনোনয়ন সংবীক্ষা করিবার জন্য স্থিরীকৃত তারিখে একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; অথবা

(ঞ) তিনি বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যেকোন সময়ে ৯অ ধারা অনুযায়ী দোষসিদ্ধ হইয়া থাকেন; অথবা

(ঞক) তিনি বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে ১১ ধারার (১) উপধারার (জ) প্রকরণ অনুযায়ী পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন; অথবা

(ট) তিনি বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে ১৮৯ ধারা অনুযায়ী দোষসিদ্ধ হইয়া থাকেন; অথবা

(ঠ) তিনি বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে ১৯২ ধারা অনুযায়ী অধিভারযুক্ত বা প্রভারযুক্ত হইয়া থাকেন; অথবা

(ড) তিনি বিগত পাঁচ বৎসর সময়সীমার মধ্যে যেকোন সময়ে ২১৩ ধারা অনুযায়ী অপসারিত হইয়া থাকেন।

প্রধান ও উপ-প্রধান। ৯। (১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত, উহার প্রথম যে অধিবেশনে কোরাম থাকে সেই অধিবেশনে, বিহিত প্রণালীতে, উহার একজন সদস্যকে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরূপে এবং অপর একজন সদস্যকে উপ-প্রধানরূপে নির্বাচিত করিবেন:

তবে, ৪ ধারার ২(অ) উপধারার (ii) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণ ঐরূপ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন না, উহার জন্য যোগ্যও হইবেন না:

পরন্তু, রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী সাপেক্ষে, কোন সদস্য প্রধান নির্বাচনের পক্ষে যোগ্য হইবেন না, যদি না তিনি লিখিতভাবে ঘোষণা করেন যে নির্বাচিত হইলে তিনি তাঁহার পদে পূর্ণ-কালিক কৃত্যনির্বাহী হইবেন এবং যে সময়সীমার জন্য তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন বা তাঁহাকে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে সেই সময়সীমা কালে, তিনি তাঁহার চাকরিস্থল হইতে অনুপস্থিতি অবকাশ প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হইবেন না অথবা তিনি এরূপ প্রণালীতে কোন ব্যবসা, পেশা বা বৃত্তি চালাইয়া যাইবেন না বা উহার সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট করিবেন না যাহা তাঁহার ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগে, তাঁহার কৃত্যসমূহের যথাযথ সম্পাদনে বা তাঁহার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহে হস্তক্ষেপ ঘটাইবে বা সম্ভাব্যরূপে হস্তক্ষেপ ঘটাইতে পারে:

আধিকন্তু পূর্ণ সময়ের কর্মকর্তা রূপে পদে নির্বাচিত হইবার পর তাঁহাকে, রাজ্য সরকারের যে বিভাগ বা প্রাধিকার বা উদ্যোগ অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে তিনি তাঁহার লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন তৎকর্তৃক প্রধান পদে যোগদানের তারিখ হইতে কার্যকরিতাক্রমে ঐরূপ পদে তাঁহার পূর্ণ মেয়াদের জন্য তাঁহার চাকরিস্থল হইতে লিয়েন বা অনুপস্থিতি অবকাশ লইতে অনুমতি দেওয়া হইবে:

অধিকন্তু, রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী সাপেক্ষে, প্রধান ও উপ-প্রধানের পদ তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য এরূপ প্রণালীতে সংরক্ষিত হইবে যাহাতে কোন সাধারণ নির্বাচনের সময় ঐরূপ সংরক্ষিত পদসংখ্যার কোন জেলায় ঐরূপ পদসমূহের মোট সংখ্যার সহিত, যথাসম্ভব নিকটতম রূপে, সেই একই অনুপাত থাকিবে যে অনুপাত ঐ জেলার অন্তর্ভুক্ত সকল ব্লকে, ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতির বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের একত্রিত জনসংখ্যার সহিত ঐ একই এলাকার মোট জনসংখ্যার হয় এবং ঐরূপ পদসমূহ বিহিত প্রণালীতে আবর্তনের ভিত্তিতে বিভাজন সাপেক্ষ হইবে:

অধিকন্তু কোন জেলায়, তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত প্রধান বা উপ-প্রধানের মোট পদসংখ্যা, ক্ষেত্রানুযায়ী, পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে ঐ জেলার মধ্যে, তৃতীয় অনুবিধি অনুসারে যথানির্ধারিত প্রধান বা উপ-প্রধানের মোট পদসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হইবে না:

অধিকন্তু কোন জেলায়, তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে প্রধান বা উপ-প্রধান পদের সংরক্ষণ তৃতীয় অনুবিধির বিধানসমূহ অনুসরণ করিয়া প্রথম পর্যায়ে ঐ জেলায় প্রধান বা উপ-প্রধানের মোট পদের পঞ্চাশ শতাংশ সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে নির্ধারিত হইবে এবং তাহার পর ঐ জেলায় প্রধান বা উপ-প্রধানের পদের মোট সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে ঐ জেলায় প্রধান বা উপ-প্রধান পদের অবশিষ্ট সংখ্যা, অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য, উক্ত জেলায় অনগ্রসর শ্রেণীর মোট জনসংখ্যা ও উহার সর্বমোট জনসংখ্যার অনুপাত সাপেক্ষে, সংরক্ষিত হইবে:

অধিকন্তু যদি ও যখন কোন জেলায় তৃতীয় অনুবিধি অনুসারে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত প্রধান বা উপ-প্রধান পদের সংখ্যা, পৃথকভাবে বা সংযুক্ত রূপে, ঐ জেলায় প্রধান বা উপ-প্রধান পদের মোট সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হয়, তাহা হইলে ও তখন ঐ জেলায় প্রধান বা উপ-প্রধানের মোট পদের মোট সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতি সমূহের অনুকূলে ঐরূপে সংরক্ষিত পদসমূহ জেলায় তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতির জনসংখ্যার সহিত ঐ জেলার মোট জনসংখ্যার যে অনুপাত থাকে সেই একই অনুপাতে বিভাজন করিয়া দেওয়া হইবে:

অধিকন্তু যখন কোন জেলায়, ক্ষেত্রানুযায়ী, তৃতীয় অনুবিধি বা ষষ্ঠ অনুবিধি অনুসারে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত প্রধান বা উপ-প্রধান পদের সংখ্যা পৃথকভাবে বা সংযুক্ত রূপে, ঐ জেলায় প্রধান বা উপ-প্রধানের পদের মোট সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশে পৌঁছায়, তখন ঐ জেলায়, বড় মাপে অনগ্রসর শ্রেণীর জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও, ঐ জেলায় অনগ্রসর শ্রেণীর অনুকূলে প্রধান বা উপ-প্রধান পদে কোন সংরক্ষণ করা হইবে না:

অধিকন্তু, গ্রামের মোট জনসংখ্যা পাঁচ শতাংশের অনধিক হয় এরূপ, ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীর জনসংখ্যা বিশিষ্ট, কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধানের পদসমূহ আবর্তনের ভিত্তিতে বিভাজনের জন্য বিবেচিত হইবে না:

অধিকন্তু মোট জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশের অধিক তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামের সংখ্যা কোন জেলায় সংরক্ষণের জন্য অনুজ্ঞাত প্রধান ও উপ-প্রধান পদের সংখ্যা অপেক্ষা কম হইবার ক্ষেত্রে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণের জন্য অনুজ্ঞাত মোট সংখ্যক আসন প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের উচ্চতর অনুপাতবিশিষ্ট গ্রাম হইতে শুরু করিয়া প্রধান ও উপ-প্রধানের ঐরূপ অন্য পদসমূহ, আদেশ দ্বারা, অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন:

অধিকন্তু কোন জেলায়, তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি, অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত প্রধান পদের নির্ধারণ উপ-প্রধান পদে ঐরূপ নির্ধারণের পূর্ববর্তী হইবে:

অধিকন্তু যদি নির্বাচনের কোন মেয়াদে (অতঃপর এই অনুবিধিতে নির্বাচনের উক্ত মেয়াদ বলিয়া উল্লিখিত) কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানের পদ বলবৎ নিয়মাবলী অনুসারে কোন প্রবর্গের ব্যক্তিবর্গের জন্য সংরক্ষিত হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতে উপ-প্রধানের পদ নির্বাচনের উক্ত মেয়াদার্থে কোন প্রবর্গের জন্য সংরক্ষিত হইবে না, এবং যদি, উপ-প্রধানের পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলী অনুসারে ঐরূপ পদ নির্বাচনের উক্ত মেয়াদের জন্য সংরক্ষণ করা অনুজ্ঞাত হয় তাহা হইলে নির্বাচনের উক্ত মেয়াদের জন্য ঐরূপে সংরক্ষিত পদের মোট সংখ্যা বলবৎ নিয়মাবলী অনুসারে সংরক্ষণের জন্য অনুজ্ঞাত ঐরূপ পদের সংখ্যার সমান রাখিয়া একই প্রবর্গের জন্য ঐরূপ সংরক্ষণ বিহিত প্রণালীতে ঐ জেলার মধ্যে উপ-প্রধানের অপর কোন পদে করা হইবে:

অধিকন্তু যখন নির্বাচনের কোন মেয়াদকালে উপ-প্রধানের কোন পদ এই হেতুতে সংরক্ষিত হয় না যে প্রধানের তৎস্থানী পদ বিহিত প্রণালীতে সংরক্ষিত হইয়াছে, তখন যথাপূর্বোক্ত হেতুতে অসংরক্ষিত উপ-প্রধানের ঐরূপ পদ, পরবর্তী নির্বাচনের মেয়াদকালে বিহিত প্রণালীতে সংরক্ষণের জন্য বিবেচিত হইবার পক্ষে যোগ্য হইবে:

অধিকন্তু কোন জেলায় তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত প্রধান ও উপ-প্রধান পদের মোট সংখ্যার কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতম রূপে অর্ধেক কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে এইরূপ সংখ্যক আসন ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহভুক্ত মহিলাগণের জন্য আবর্তনের ভিত্তিতে সংরক্ষিত হইবে:

অধিকন্তু কোন জেলায় তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত পদসমূহ সমেত, প্রধান ও উপ-প্রধান পদের মোট সংখ্যার কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতম রূপে অর্ধেক কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে এইরূপ সংখ্যক আসন মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে এবং ঐরূপ সংরক্ষিত পদসমূহ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে আবর্তনের মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে:

অধিকন্তু, এই উপধারার পূর্বগামী বিধানাবলীতে অথবা এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই উপধারা অনুযায়ী পদসমূহের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আবর্তনের নীতি দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৯৪-এর ৮ ধারা বলবৎ হইবার পর অনুষ্ঠেয় ১৯৯৪-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৮ আইন।

প্রথম সাধারণ নির্বাচন হইতে প্রারম্ভ হইবে এবং আবর্তনের ভিত্তিতে সংরক্ষণের রোস্টার সম্পূর্ণ আবর্তনের জন্য প্রত্যেক দুইটি আনুক্রমিক মেয়াদের জন্য চালু থাকিবে, যদি না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া এবং প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন পর্যায়ে, আবর্তনের সংক্রিয়া হইতে এক বা একাধিক মেয়াদ বর্জন করিয়া, ঐ আবর্তন নূতনভাবে প্রারম্ভ করিতে নির্দেশ দেন:

অধিকন্তু, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের কোনও সদস্য এবং কোনও মহিলা, যাঁহার জন্য এই উপধারা অনুযায়ী পদ সংরক্ষিত থাকে তিনি, যদি প্রধান বা উপ-প্রধান পদের জন্য যোগ্য হন তাহা হইলে, ঐরূপে সংরক্ষিত নহে এমন কোন পদে নির্বাচনের পক্ষে নির্যোগ্য হইবেন না:

অধিকন্তু কোন অ-সংরক্ষিত আসন হইতে অথবা অন্য কোন প্রবর্গের জন্য সংরক্ষিত কোন আসন হইতে নির্বাচিত কোন সদস্য যদি তিনি কোন নির্দিষ্ট প্রবর্গভুক্ত হন ও তাঁহার দাবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকারিকের সমক্ষে ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণী-শংসাপত্র উপস্থাপিত করেন তাহা হইলে তিনি ঐরূপ প্রবর্গের জন্য সংরক্ষিত প্রধান বা উপ-প্রধান পদে নির্বচনের পক্ষে যোগ্য হইবেন:

অধিকন্তু, তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতির জন্য প্রধান ও উপ-প্রধান পদ সংরক্ষণার্থ বিধানসমূহের, ভারতের সংবিধানের ৩৩৪ অনুচ্ছেদে বিনির্দিষ্ট সময়সীমার অবসানের পর আর কার্যকারিতা থাকিবে না এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসনসমূহ সংরক্ষণের বিধানসমূহের, যে তারিখে রাজ্য বিধানমন্ডল অধিনিয়ম দ্বারা এতৎপক্ষে স্থির করেন, সেই তারিখ হইতে আর কার্যকারিতা থাকিবে না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী অনুষ্ঠেয় অধিবেশন বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক বিহিত প্রণালীতে আহূত হইবে।

(৩) প্রধান ও উপ-প্রধান, ১২ ধারার বিধানসমূহের সাপেক্ষে ও তাঁহাদের সদস্য থাকার সাপেক্ষে, পাঁচ বৎসর সময়সীমার জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) যখন—

(ক) প্রধানের পদ মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণের কারণে অথবা অন্যথা শূন্য হইয়া পড়ে, অথবা

(খ) প্রধান ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে, সাময়িকভাবে, কার্য করিতে অসমর্থ হন,

তখন উপ-প্রধান, ক্ষেত্রানুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত না নূতন প্রধান নির্বাচিত হন ও পদভার গ্রহণ করেন বা যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রধান তাঁহার কর্তব্যের পুনরারম্ভ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রধানের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

(৫) যখন—

(ক) উপ-প্রধানের পদ মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণের কারণে অথবা অন্যথা শূন্য হইয়া পড়ে, অথবা

(খ) উপ-প্রধান ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে সাময়িকভাবে, কার্য করিতে, অসমর্থ হন,

তখন প্রধান, ক্ষেত্রানুযায়ী, যতক্ষণ পর্যন্ত না নূতন উপ-প্রধান নির্বাচিত হন ও পদভার গ্রহণ করেন বা যতক্ষণ পর্যন্ত না উপ-প্রধান তাঁহার কর্তব্যের পুনরারম্ভ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত উপ-প্রধানের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

(৬) যখন প্রধান ও উপ-প্রধান উভয়েরই পদ শূন্য হয় অথবা প্রধান ও উপ-প্রধান উভয়েই সাময়িকভাবে কার্য করিতে অসমর্থ হন, তখন বিহিত প্রাধিকার, ক্ষেত্রানুযায়ী, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন প্রধান বা উপ-প্রধান নির্বাচিত হন ও পদভার গ্রহণ করেন, বা যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রধান বা উপ-প্রধান কর্তব্যের পুনরারম্ভ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত একত্রে ত্রিশদিন সময়সীমার জন্য ঐরূপে কার্য করিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন প্রধান ও একজন উপ-প্রধান নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৭) কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়সীমা বা সময়সীমাসমূহের জন্য অনুপস্থিতি-অবকাশ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৮) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানের নির্বাচন হইয়া গেলে অথবা প্রধানের পদ অন্যথা শূন্য হইয়া গেলে, তৎসময়ে যে প্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনি অথবা উপ-প্রধান বা কোন প্রাধিকার বা অন্য কোন সদস্য যিনি প্রধানের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করেন, তিনি তাঁহার দখলে, অভিরক্ষায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকিতে পারে এরূপ সকল নগদ, পরিসম্পত, দস্তাবেজ, রেজিস্টার ও সীলমোহর, তাহার পর যথাসম্ভব, শীঘ্র ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক কর্তৃক যেরূপ স্থিরীকৃত হইবে সেরূপ তারিখ, স্থান ও সময়ে নবনির্বাচিত প্রধানের নিকট, অথবা অন্যথা উদ্ভূত পদশূন্যতার ক্ষেত্রে, ৭ ধারার (২) উপধারার অনুবিধিতে বা এই ধারার (৬) উপধারায় বা ২১৫ ধারার (১) উপধারার (খ) প্রকরণে বা ২১৬ ধারায় উল্লিখিত, ক্ষেত্রানুযায়ী উপ-প্রধান বা প্রাধিকার বা ঐ ব্যক্তির নিকট, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের বা তৎকর্তৃক এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত অন্য আধিকারিকের উপস্থিতিতে হস্তান্তর করিবেন।

(৯) ৩ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী বা ৬ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী কোন গ্রামের এলাকার পরিবর্তন করিবার অথবা ৬ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী কোন গ্রামকে কোন পৌরসংঘ বা কোন প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল বা কোন পৌর নিগম বা নগর কমিটি বা সেনানিবাসের অন্তর্ভুক্ত করিবার পর এবং ক্ষেত্রানুযায়ী, এরূপ পরিবর্তন বা অন্তর্ভুক্তির ফল বলবৎ হইবার পর, সংশ্লিষ্ট গ্রামের এলাকার ঐ পরিবর্তন বা অন্তর্ভুক্তির অব্যবহিত পূর্বে যে প্রধান বা উপ-প্রধান বা অন্য প্রাধিকার বা অন্য কোন ব্যক্তি প্রধানের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করেন, তিনি ৫ ধারার (৫) উপধারা ও ৬ ধারার (১) ও (২) উপধারাসমূহ অনুযায়ী বিহিত প্রাধিকারের আদেশ পালনক্রমে ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তানো সকল সম্পত্তি, তহবিল ও অন্য পরিসম্পত এবং ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল অধিকার ও দায়িতা হস্তান্তর করিবেন।

(১০) এই আইনে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও বিহিত প্রাধিকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোন প্রধানকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন যদি উঁহার অভিমতে তিনি কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ও তাঁহার চাকরিস্থল হইতে অনুপস্থিতি

অবকাশপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন অথবা কোন ব্যবসায়, পেশা বা বৃত্তির সহিত এরূপ প্রণালীতে সংশ্লিষ্ট থাকেন অথবা উহা চালাইয়া যান যাহা, তাঁহার ক্ষমতাসমূহের যথাযথ প্রয়োগে, কৃত্যসমূহের যথাযথ সম্পাদনে বা কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহে হস্তক্ষেপ ঘটাইবে বা সম্ভাব্য রূপে হস্তক্ষেপ ঘটাইতে পারে:

তবে বিহিত প্রাধিকার, ঐরূপ কোন আদেশ প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিবেদন করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন:

পরন্তু যখন প্রধান বা উপ-প্রধান পদে আধিষ্ঠিত বা সঞ্চালক পদে স্থানাপন্ন কোন সদস্যকে ১১ ধারার (১) উপধারার (ক) হইতে (জ) প্রকরণের কোনটি অনুযায়ী পদ হইতে অপসারণ করা হয়, তখন তাঁহাকে ক্ষেত্রানুযায়ী, প্রধান, উপ-প্রধান বা সঞ্চালক পদ হইতে আশু কার্যকারিতাসহ অপসারণ করা হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

(১১) এই আইনের অন্য কোন বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বিহিত প্রাধিকার, কোন প্রধান বা উপ-প্রধানকে তদ্বিরূদ্ধে গৃহীত হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিবার পর, যদি প্রধান বা উপ-প্রধান পদে তাঁহার নির্বাচনের সময় তিনি ক্ষেত্রানুযায়ী, যে তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য ঐরূপ প্রধান বা উপ-প্রধানের পদ সংরক্ষিত থাকে, তাহার কোনটির সদস্য না হন এবং ঐরূপ নির্বাচনের সময় তৎকর্তৃক উপস্থাপিত তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণী-শংসাপত্র মেকি বলিয়া দৃষ্ট হয় অথবা উহা তদ্বধি ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক বাতিল করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে আদেশ দ্বারা অপসারণ করিতে পারিবেন :

তবে এই উপধারা অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সত্ত্বেও, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ড সংহিতা, ১৮৬০-এর বিধানসমূহ বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী কার্যবাহ আনয়ন করা যাইবে : ১৮৬০-এর ৪৫।

পরন্তু বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক অপসারণের আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ কোন প্রধান বা উপ-প্রধান ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত করিবেন সেরূপ প্রাধিকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং তদুপরি ঐরূপ প্রাধিকার আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিহিত প্রাধিকারকে এই বিষয়ে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং বিহিত প্রাধিকারকে আপীলের নোটিস প্রদানের পর, এবং আপীলকারীকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদান করিয়া, ঐ আদেশ খারিজ করিবেন, সংপরিবর্তন করিবেন বা বহাল রাখিবেন এবং আপীলের উপর ঐরূপ প্রাধিকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত ও বাধ্যকর হইবে।

ব্যত্যয়ের দরুণ দন্ড। ৯অ। যদি ৯ ধারার (৮) উপধারা ও (৯) উপধারায় উল্লিখিত কোন প্রধান বা উপ-প্রধান বা প্রাধিকার বা কোন ব্যক্তি ঐ উপধারার বিধানসমূহ পালন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দন্ডনীয় হইবেন বা অনধিক দুই হাজার টাকা জরিমানা প্রদানের বা এতদুভয়ের দায়িতাধীন হইবেন এবং ঐ অপরাধ প্রগ্রহণীয় হইবে :

তবে, পূর্বগামী দন্ড-বিধানসমূহকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ ব্যত্যয় অসদাচরণ বলিয়াও অর্থান্বয়িত হইবে, যাহার দরুণ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদান করিবার পর বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ মেয়াদের জন্য এই আইন অনুযায়ী যেকোন নির্বাচনে তাঁহাকে যেকোন পদসামর্থ্যে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইতে প্রবারিত করা যাইবে এবং তাঁহাকে প্রবারিত করিয়া কৃত কোন আদেশ, উহার কারণসমূহ বিবৃত করিয়া, লিখিতরূপে হইবে ও উহা সরকারী গেজেটে প্রকাশিতও হইবে।

প্রধান বা উপ-প্রধান বা কোন সদস্যের পদত্যাগ।

১০।(১) কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা উপ-প্রধান বা অন্য কোন সদস্য, বাঞ্ছনীয়তঃ তাঁহার পদত্যাগের কারণ এবং তৎসহ আরও যোগাযোগের জন্য তাঁহার বর্তমান ডাক-যোগাযোগের ঠিকানা উল্লেখ করিয়া তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় লিখিত রূপে প্রজ্ঞাপিত করিবার পর বিহিত প্রাধিকারের নিকট তাঁহার পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২)(১) উপধারা অনুযায়ী পত্রপ্রাপ্তির পর বিহিত প্রাধিকার, প্রদত্ত পদত্যাগের উপর শুনানির জন্য রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে কোন পত্রপ্রাপ্তির তারিখ হইতে সাতদিনের মধ্যে বিহিত প্রাধিকারের সমক্ষে স্বশরীরে উপস্থিত হইতে ঐরূপ পদত্যাগকারী ব্যক্তিকে অনুরোধ করিয়া তিনদিনের মধ্যে তাঁহাকে ঐরূপ পত্র প্রদান করিবেন।

(৩)(২) উপধারা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত শুনানিকালে, বিহিত প্রাধিকার, ঐ ব্যক্তির স্ব-ইচ্ছা অনুযায়ী ঐরূপ পদত্যাগ প্রদান করা হইয়াছে কিনা এবং ঐ ব্যক্তি তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অভিপ্রায় করেন কিনা, তৎসম্পর্কেও বিনিশ্চিত হইবেন।

(৪) বিহিত প্রাধিকার যুক্তিযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐরূপ ব্যক্তিকে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দিবেন কিংবা আশু কার্যকারিতা সহ প্রদত্ত পদত্যাগ গ্রহণ করিবেন:

তবে যদি ঐরূপ ব্যক্তি বিহিত প্রাধিকারকে কোনপ্রকার সংজ্ঞাপন ব্যতীত শুনানিতে উপস্থিত না হন, তাহা হইলে তৎকর্তৃক প্রদত্ত পদত্যাগপত্র ইচ্ছাকৃত পদত্যাগ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং বিহিত প্রাধিকার উহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিবেন।

(৫) যখন (৪) উপধারা অনুযায়ী পদত্যাগ গৃহীত হয় তখন ঐরূপ গৃহীত হইবার তারিখ হইতে প্রাসঙ্গিক পদ শূন্য হইয়া যাইবে এবং বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক পরবর্তী তিনটি কর্মদিবসের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহিক সহায়ককে বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঐ পদে স্থানাপন্ন ব্যক্তিকে ও পদত্যাগকারী ব্যক্তিকে, পত্রে যেরূপ উল্লিখিত হইবে সেরূপ ব্যক্তিকে পরবর্তী পাঁচটি কর্মদিবসের মধ্যে তাঁহার পদভার হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়া বা কোন ব্যক্তি ঐরূপে উল্লিখিত না হইলে উপরিউক্ত সময়সীমার মধ্যে নির্বাহিত আধিকারিককে লিখিতভাবে উদ্দেশ করিয়া বিহিত প্রাধিকারের নিকট, উহার পৃষ্ঠাঙ্কিত প্রতিলিপি সহ, পদভার ত্যাগপূর্বক এবং নির্বাহিক সহায়ককে তাঁহার অভিরক্ষায় থাকা, গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মালিকানাধীন সকল দস্তাবেজ, রেজিস্টার, সীলমোহর, পরিসম্পত ও নগদ কিছু থাকিলে, উহা হস্তান্তর করিবার নির্দেশ দিয়া, লিখিত সূচনা প্রেরণ করা হইবে।

(৬) পদত্যাগ গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সূচিত করার সমগ্র প্রক্রিয়া বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক ঐরূপ পদত্যাগপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের অপসারণ।

১১। (১) বিহিত প্রাধিকার, কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের বিরুদ্ধে গৃহীত হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহাকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদানের পর, আদেশ দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন—

(ক) যদি তিনি, তাঁহার নির্বাচনের পর, নৈতিক দুশ্চারিত্র্য বা অন্য কোন প্রগ্রহণীয় অপরাধে জড়িত থাকেন, যাহা ছয় মাসের অধিক সময়সীমার জন্য কারাবাসে দন্ডনীয় এরূপ কোন অপরাধে কোন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দোষসিদ্ধ হন; অথবা

(খ) যদি তিনি তাঁহার নির্বাচনের সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হইবার পক্ষে নির্যোগ্য হন; অথবা

(গ) যদি তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরূপে তাঁহার নির্বাচনের পর ৮ ধারার (খ) হইতে (ছ) পর্যন্ত প্রকরণসমূহে উল্লিখিত নির্যোগ্যতাসমূহের যে কোনটির অধীন হন; অথবা

(ঘ) যদি তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি ব্যতীত ঐ গ্রামপঞ্চায়েতের ক্রমান্বয়িক তিনটি অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন; অথবা

(ঙ) যদি তিনি এই আইন অনুযায়ী বা দি বেঙ্গল ভিলেজ সেল্ফ্ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯১৯, বা দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৭, বা দি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ অনুযায়ী প্রদেয় কোন কর, পথকর, ফী বা অভিকর সম্পর্কিত কোন বকেয়া প্রদান না করেন;

১৯১৯-এর বঙ্গীয় ৫ আইন।
১৯৫৭-র পশ্চিমবঙ্গ ১ আইন।
১৯৬৩-র পশ্চিমবঙ্গ ৩৫ আইন।

(চ) যদি তিনি তাঁহার নির্বাচনের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারের সমক্ষে ১৯৭ ধারা অনুযায়ী শপথ বা প্রতিজ্ঞা না করেন ও উহাতে স্বাক্ষর না করেন; বা

(ছ) যদি তিনি তাঁহার নির্বাচনের সময়ে ভারতের নাগরিক না হন এবং নির্বাচক রেজিস্ট্রিকরণ আধিকারিক কর্তৃক তাঁহার নাম ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এলাকা সম্পর্কে বলবৎ নির্বাচক তালিকা হইতে তদবধি ঐ হেতুতে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে; বা

(জ) যদি তাঁহার নির্বাচনের সময়ে তিনি তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের কোনটির সদস্য না হন এবং মনোনয়নের সময় তৎকর্তৃক উপস্থাপিত তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণী শংসাপত্র ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক তদবধি বাতিল করা হইয়া থাকে তাহা হইলে আদেশ দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন:

তবে (ছ) বা (জ) প্রকরণ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০-এর বিধান সমূহ অনুসারে কার্যবাহ আনয়ন করা যাইবে। ১৮৬০-এর ৪৫।

(২) বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক (১) উপধারা অনুযায়ী কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের এরূপ কোন সদস্য, যিনি তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন তিনি আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত করিবেন সেরূপ প্রাধিকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন ও, তদুপরি, ঐভাবে নিযুক্ত প্রাধিকার আপীলের নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ আদেশের সংক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং, বিহিত প্রাধিকারকে আপীলের নোটিস প্রদান করিবার পর, ও আপীলকারীকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদান করিবার পর, ঐ আদেশ সংপরিবর্তন করিতে, খারিজ করিতে অথবা উহা বহাল রাখিতে পারিবেন।

(৩) ঐরূপ প্রাধিকার কর্তৃক ঐরূপ আপীলের উপর প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

অনাস্থা প্রস্তাব বা প্রধান অথবা উপ-প্রধানের অপসারণ।

১২। (১) এই ধারার অন্য বিধানসমূহ সাপেক্ষে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা উপ-প্রধানকে, তাঁহার পদ হইতে যেকোন সময়ে, অপসারণ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষরূপে আহূত কোন অধিবেশনে ৪ ধারার (২অ) উপধারার (i) প্রকরণে উল্লিখিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যমান অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক প্রধান বা উপপ্রধানের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আস্থার অভাব ব্যক্ত করিয়া বা প্রধান অথবা উপ-প্রধানকে অপসারণ করিতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অভিলিখিত করিয়া অপসারিত করা যাইবে।

(২) প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারণের উদ্দেশ্যে, (১) উপধারায় উল্লিখিত বিদ্যমান সদস্যগণের এক তৃতীয়াংশ, ন্যূনতম তিনজন সদস্য থাকিবার সাপেক্ষে, ঐরূপ সদস্যগণের প্রত্যেকের দলগত সম্বদ্ধকরণ বা নির্দলীয় প্রাস্থিতিকে নির্দেশ করিয়া প্রধান বা উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আস্থার অভাব ব্যক্ত করে অথবা প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারণ করিতে তাঁহাদের অভিপ্রায় অভিলিখিত করে এরূপ একটি লিখিত প্রস্তাব স্বাক্ষর করিবেন ও স্বয়ং কোন সদস্যের মাধ্যমে প্রস্তাবটি প্রদান করিবেন কিংবা বিহিত প্রাধিকারের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে উহা প্রেরণ করিবেন; প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে হাতে-হাতে কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রদান করা হইবে ও আর একটি প্রতিলিপি রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে তাঁহার নিবাসস্থানের ঠিকানায় প্রেরণ করা হইবে।

(৩) বিহিত প্রাধিকার প্রস্তাব প্রাপ্তির পর উহা যে (২) উপধারার আবশ্যকতার অনুসারী হয় তৎসম্পর্কে স্বয়ং প্রতীত হইবেন ও তাঁহার প্রতীতির পর, প্রস্তাব প্রাপ্তির পাঁচটি কর্মদিবসের মধ্যে, নোটিসদানের মাধ্যমে, গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে অনুষ্ঠেয় অধিবেশনের তারিখ ও সময় স্থির করিয়া এবং প্রস্তাবটি বিবেচনা করিবার ও তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিদ্যমান সদস্যগণের প্রত্যেককে স্পষ্টরূপে সাতদিনের নোটিস প্রেরণ করিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের একটি অধিবেশন বিশেষরূপে আহ্বান করিবেন।

(৪) (৩) উপধারায় উল্লিখিত কোন অধিবেশন এরূপ কোন কর্মদিবসে অনুষ্ঠিত হইবে যাহা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ হইতে পনেরটি কর্মদিবসের পর হইবে না ও ঐভাবে আহূত অধিবেশন ক্ষমতাপন্ন আদালতের আদেশ বা নির্দেশের অনুসরণে বা বিহিত প্রাধিকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অন্য কোন কারণে ভিন্ন স্থগিত বা বাতিল হইবে না।

(৫) ঐরূপ অধিবেশনে বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক যেরূপ প্রাধিকৃত হইবে সেরূপ কোন আধিকারিক, রাজ্য সরকার কর্তৃক আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্দেশিত হইবে বা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে সভাপতিত্ব করিবেন ও এতৎপক্ষে নিবদ্ধ প্রণালীতে প্রত্যেক সদস্যকে যে যথাযথভাবে নোটিস প্রদান করা হইয়াছে, অধিবেশন প্রারম্ভের পূর্বে অগ্রাধিকারিক তাহা সুনিশ্চিত করিবেন; ঐরূপ অধিবেশনের জন্য আবশ্যক কোরাম (১) উপধারায় উল্লিখিত বিদ্যমান সদস্যগণের পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হইবে ও অগ্রাধিকারিক তাঁহার স্বীয় মতামত ব্যক্ত না করিয়া এক বা একাধিক বিধিগত প্রশ্নে পরামর্শ দিলেও তিনি অধিবেশনে ভোটদানের অধিকারী হইবেন না।

(৬) যদি অধিবেশনে মতৈক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত না হয়, তাহা হইলে প্রকাশ্য ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদান অনুষ্ঠিত হইবে যেখানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্য ব্যালটপত্রের বিপরীত দিকে এরূপে তাঁহার পূর্ণ স্বাক্ষর বা তাঁহার বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিবেন যাহা ঐ সদস্য যে রাজনীতিক দলভুক্ত হন, ২১৩অ ধারায় উল্লিখিত তাঁহার নেতা কর্তৃক বা ঐ অগ্রাধিকারিক কর্তৃক প্রত্যয়িত হইবে।

(৭) সচিব বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে অগ্রাধিকারিক কর্তৃক প্রাধিকৃত অন্য কোন পদস্থ কর্মচারী কর্তৃক অধিবেশনের কার্যবিবরণী লিখিত হইবে। ঐরূপ কার্যবিবরণীতে সংক্ষেপে উপস্থিত সদস্যগণের নাম, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া, প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন এরূপ সদস্যগণের নাম, ও সর্বসম্মতরূপে বা উহার বিদ্যমান সদস্যগণের অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত অভিলিখিত করা হইবে ও উহা তৎকর্তৃক এবং অগ্রাধিকারিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(৮) অগ্রাধিকারিক কর্তৃক অধিবেশনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হইবার পর, উহা উপস্থিত সকল সদস্যের নিকট পাঠ করা হইবে যাঁহারা তদনন্তর অভিলিখিত কার্যবাহসমূহের প্রতিপন্নক্রমে কার্যবিবরণীর উপর ক্ষেত্রানুযায়ী তাঁহাদের স্বাক্ষর বা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিবেন। অগ্রাধিকারিক তখন, যিনি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছেন বা পূর্বেই কক্ষত্যাগ করিয়াছেন এরূপ কোন সদস্য থাকিলে তাঁহার নাম অভিলিখিত করিবার পর ঐ একই দস্তাবেজের উপর আবারও তাঁহার স্বাক্ষর দিবেন ও তদনন্তর ঐ ভূ-গৃহাদি পরিসর ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি কার্যবিবরণীর একটি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিবেন।

(৯) (ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহিক সহায়ক বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সচিব, ঐ অধিবেশনের তিনটি কর্মদিবসের মধ্যে, বিহিত প্রাধিকারের নিকট অধিবেশনের কার্যবিবরণীর প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

(খ) অগ্রাধিকারিক পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যে বিহিত প্রাধিকারের নিকট অধিবেশনের কার্যবিবরণীর একটি প্রতিলিপি ও তৎসহ পৃথক একটি লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(১০) (৯) উপধারা অনুযায়ী অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, বিহিত প্রাধিকার, পরবর্তী পাঁচটি কর্মদিবসের মধ্যে তিনি যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ ব্যবস্থা লইবেন ও বিহিত প্রাধিকারের নিকট প্রস্তাব দেওয়া হইতে প্রারম্ভ করিয়া চূড়ান্তভাবে তৎকর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়া ত্রিশ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

(১১) যদি বিদ্যমান সদস্যগণের অধিকাংশের দ্বারা প্রস্তাবটি গৃহীত না হয় বা কোরামের অভাবে অধিবেশন অনুষ্ঠিত করা না যায় তাহা হইলে ঐ একই কর্মকর্তাকে অপসারণের জন্য পরবর্তী প্রস্তাবের কোন নোটিশ ঐরূপ অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ হইতে এক বৎসর সময়সীমার মধ্যে প্রগ্রহণ করা যাইবে না।

(১২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই ধারা অনুযায়ী প্রধান বা উপ-প্রধানের অপসারণের জন্য কোন অধিবেশন প্রধান বা উপ-প্রধান নির্বাচনের তারিখ হইতে এক বৎসর সময়সীমার মধ্যে, গ্রাম পঞ্চায়েত পুনর্গঠনের পরবর্তী প্রথম অধিবেশনে কিংবা উক্ত পদের কোন আকস্মিক শূন্যতা পূরণের জন্য আহ্বান করা হইবে না।

প্রধান বা উপ-প্রধান পদে আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণ।

১৩। ১২ ধারা অনুযায়ী প্রধান বা উপ-প্রধানকে অপসারণের ক্ষেত্রে অথবা যখন পদত্যাগ, মৃত্যুর কারণে অথবা অন্যথা প্রধান বা উপ-প্রধানের পদে কোন শূন্যতা উদ্ভূত হয় তখন গ্রাম পঞ্চায়েত বিহিত প্রণালীতে অপর একজন প্রধান বা উপ-প্রধানকে নির্বাচিত করিবেন।

পঞ্চায়েত সমিতির কোন সদস্যপদের আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণ।

১৪। যদি কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের পদ তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণের কারণে বা অন্যথা শূন্য হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ পদশূন্যতা এই আইন অনুযায়ী অন্য ব্যক্তির নির্বাচনের মাধ্যমে বিহিত প্রণালীতে পূরণ করা হইবে।

আকস্মিক শূন্যপদ পূরণ করেন এরূপ প্রধান, উপ-প্রধান অথবা সদস্যের পদের মেয়াদ।

১৫। ১৩ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রত্যেক প্রধান বা উপ-প্রধান ও আকস্মিক শূন্যপদ পূরণ করিতে ১৪ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্য, তিনি যে ব্যক্তির স্থলে সদস্য হন তাঁহার পদের মেয়াদের অনবসিত অংশের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবেশন।

১৬। (১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত উহার কার্যালয়ে প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ একবার অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবেন। ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধিবেশনে যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ তারিখে ও সেরূপ সময়ে ঐরূপ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে কোন নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম অধিবেশন বিহিত প্রাধিকার যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ তারিখে, সেরূপ সময়ে ও সংশ্লিষ্ট গ্রামের স্থানীয় সীমার মধ্যে সেরূপ স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

পরন্তু যখন প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের এক তৃতীয়াংশ কর্তৃক, ন্যূনতম তিনজন সদস্য থাকিবার সাপেক্ষে, কোন অধিবেশন আহ্বান করিতে লিখিত রূপে অনুজ্ঞাত হন তখন তিনি পনের দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি অধিবেশনের তারিখ ও সময় স্থির করিয়া বিহিত প্রাধিকারকে সূচনা দিবার ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণকে সাতদিনের নোটিস দিবার পর ঐভাবে অধিবেশন আহ্বান করিবেন, যাহা করিতে তিনি ব্যর্থ হইলে পূর্বোক্ত সদস্যগণ বিহিত প্রাধিকারকে সূচনা দিবার এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যান্য সদস্যকে স্পষ্টরূপে সাতদিনের নোটিস দিবার পর পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি অধিবেশনে আহ্বান করিতে পারিবেন। ঐরূপ অধিবেশন, ঐ অধিবেশন আহ্বানকারী সদস্যগণ যেরূপ স্থির করিবেন, সেরূপ তারিখে ও সময়ে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। বিহিত প্রাধিকার ঐরূপ অধিবেশনের জন্য একজন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, যিনি বিহিত প্রাধিকারের নিকট, ঐ অধিবেশনের এক সপ্তাহের মধ্যে, অধিবেশনের কার্যবাহ সম্পর্কে তৎকর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত একটি লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। বিহিত প্রাধিকার, প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, তিনি যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন তদুপরি সেরূপ ব্যবস্থা লইবেন ঃ

অধিকন্তু যদি কোন গ্রাম পঞ্চায়েত কোন অধিবেশনে উহার পরবর্তী অধিবেশনের তারিখ ও সময় স্থির না করেন বা যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধিবেশনে স্থিরীকৃত তারিখে ও সময়ে উহার কোন অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে প্রধান, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ তারিখে ও সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

(২) প্রধান অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন; এবং উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে অথবা তাঁহাদের কোন একজন বা উভয়েই কোন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে অস্বীকৃত হইলে উপস্থিত সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে ঐ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করিবেন।

(৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবেশনের জন্য কোরাম, ন্যূনতম তিনজন সদস্য থাকিবার সাপেক্ষে, মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ লইয়া গঠিত হইবে ঃ

তবে, কোন স্থগিত অধিবেশনের ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের সমক্ষে আগত সকল প্রশ্ন ভোটাধিক্যের ভিত্তিতে মীমাংসিত হইবে ঃ

তবে, ভোট সমান সমান হইবার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে ঃ

পরন্তু, কোন তলবী অধিবেশনের ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির কোন দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে না।

গ্রাম সংসদের অধিবেশন।

১৬অ। (১) ৪ ধারার (৩) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি গ্রাম সংসদ থাকিবে যাঁহাদের নাম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার জন্য ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐরূপ নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্গত অঞ্চলের সহিত সম্পর্কিত তৎসময়ে বলবৎ, যে নির্বাচক তালিকা থাকে তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(২) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম সংসদের স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রতিটি গ্রাম সংসদের জন্য ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক যেরূপ স্থিরীকৃত হইবে সেরূপ স্থানে, তারিখে ও সময়ে, একটি বার্ষিক ও একটি অর্ধ-বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবেন ঃ

তবে, গ্রাম সংসদের বার্ষিক অধিবেশন প্রত্যেক বৎসর সাধারণতঃ মে মাসে এবং গ্রাম সংসদের অর্ধ-বাৎসরিক অধিবেশন সাধারণতঃ নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

পরন্তু, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজন হইলে বা রাজ্য সরকার, আদেশ দ্বারা, সেরূপ নির্দেশ দিলে, গ্রাম সংসদের বার্ষিক ও অর্ধ-বার্ষিক অধিবেশনের অতিরিক্তে, যে কোন সময়ে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে, এই ধারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

(৩) গ্রাম পঞ্চায়েত, (২) উপধারায় উল্লিখিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবার তারিখের অন্ততঃ সাতদিন পূর্বে, যত বিস্তৃতভাবে সম্ভব ঢ্যাঁরা পিটাইয়া ঐ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়, স্থান, তারিখ ও সময় ঘোষণাক্রমে ঐরূপ অধিবেশনের সার্বজনিক নোটিস দিবেন। ঐরূপ অধিবেশনের নোটিস ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়েও টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে।

(৪) গ্রাম সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনে প্রধান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহাদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে ঐ গ্রাম সংসদ যে নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্গত তাহা হইতে নির্বাচিত, ক্ষেত্রানুযায়ী সদস্য বা সদস্যগণের কোন একজন অথবা, ঐরূপ সদস্য বা সদস্যগণের অনুপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য কোন সদস্য ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন ঃ

তবে, যেক্ষেত্রে ঐ নির্বাচনক্ষেত্র হইতে দুইজন সদস্য নির্বাচিত হন, সেক্ষেত্রে ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে যে সদস্য বয়সে জ্যেষ্ঠ তাঁহার অগ্রাধিকার থাকিবে ঃ

পরন্তু, ঐ নির্বাচনক্ষেত্র হইতে নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্য গ্রাম সংসদের প্রতিটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন ঃ

(৪অ) গ্রাম সংসদের কোন অধিবেশনে কোরাম মোট সদস্যসংখ্যার এক-দশমাংশ লইয়া গঠিত হইবে ঃ

তবে, যদি ঐরূপ অধিবেশনে কোন কোরাম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ অধিবেশন স্থগিত করিয়া ঐ অধিবেশনের তারিখের সাতদিন পর ঐ একই সময়ে ও স্থানে যেরূপ বিহিত হইতে পারিবে সেরূপ প্রণালীতে উহা অনুষ্ঠিত করিতে হইবে।

(৫) গ্রাম সংসদের সদস্যগণের বার্ষিক ও অর্ধ-বার্ষিক অধিবেশনে হাজির থাকা এবং ঐরূপ অধিবেশনসমূহের সকল কার্যবাহ, সভাপতিত্বকারী সদস্য কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রাধিকৃত হইবে, গ্রাম পঞ্চায়েতের সেরূপ আধিকারিক বা কর্মচারী কর্তৃক অথবা ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকগণ ও কর্মচারিগণের অনুপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সেরূপ সদস্য কর্তৃক অভিলিখিত হইবে। ঐরূপ কার্যবাহসমূহ ঐ অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পূর্বে পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং সভাপতিত্বকারী সদস্য তখন উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৬) কোন গ্রাম সংসদ গ্রাম পঞ্চায়েতকে, উহার অঞ্চলের মধ্যে আর্থনীতিক উন্নয়নমূলক ও সামাজিক ন্যায়মূলক যে সকল পরিকল্প গৃহীত হইয়াছে বা গ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে পথ-নির্দেশ করিবেন ও পরামর্শ দিবেন, এবং উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে, গ্রাম সংসদ কর্তৃক উহার এলাকার জন্য গৃহীত ঐরূপ পরিপ্রেক্ষিত-অনুসারী পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার ভিত্তি হইবে ও ঐরূপ পথ-নির্দেশ ও পরামর্শের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া,—

(ক) গ্রামের আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য যেসকল পরিকল্প অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করা আবশ্যক সেগুলি চিহ্নিত করিবেন বা উহা চিহ্নিতকরণের জন্য নীতিসমূহ নিবদ্ধ করিতে পারিবেন, যখন ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ঐরূপ চিহ্নিতকরণ বাধ্যকর করা হইবে,

(খ) দারিদ্র দূরীকরণের নানাপ্রকার কার্যক্রমের হিতভোগীদের চিহ্নিত করিবেন বা চিহ্নিতকরণের জন্য নীতিসমূহ নিবদ্ধ করিতে পারিবেন, যখন ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ঐরূপ চিহ্নিতকরণ বাধ্যকর করা হইবে ঃ

তবে, যে দারিদ্র দূরীকরণ কার্যক্রমে হিতভোগীগণকে অধিকার বা দাবির ভিত্তিতে নহে কিন্তু সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতী সংস্থার স্ববিবেচনা ব্যবহার করিয়া বাছাই করা হয় তৎসম্পর্কিত নির্দেশিকায় নিবদ্ধ শর্ত ও কড়ার সমূহকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ কার্যক্রমের জন্য হিতভোগীর মোট সংখ্যার যথাসম্ভব নিকটতমরূপে তিন শতাংশ যে, কোন প্রকার অক্ষমতাক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইবে, রূপায়ণকারী এজেন্সি তাহা সুনিশ্চিত করিতে ব্যবস্থা লইবেন।

(গ) যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ বিষয় সম্পর্কিত হিতের রূপায়ণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ন্যায্য বন্টনের ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করিবার জন্য গ্রাম সংসদের এলাকার ওপর ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন কোন গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও তৎসহ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, যেরূপ অনুজ্ঞাত হইবে সেরূপ সংখ্যক কৃত্য সম্পাদনকারী কমিটি গঠন করিবেন ঃ

তবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি উহার কৃত্য ও সিদ্ধান্তসমূহের জন্য গ্রাম সংসদের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে ও গ্রাম সংসদ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, এতৎপক্ষে উহার ক্ষমতা ও প্রাধিকার প্রয়োগ করিবেন।

(ঘ) জনসমাজের কল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ এবং বয়স্ক-শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ ও শিশু কল্যাণ কার্যক্রমসমূহে গণ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন,

(ঙ) ধর্ম, নিষ্ঠা, জাতি, বর্ণ বা প্রজাতি নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি উন্নীত করিতে পারিবেন,

(চ) কোন উন্নয়ন পরিকল্প যথাযথভাবে রূপায়ণ করিতে অথবা উহার রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাইতে ব্যর্থ হইবার দরুন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা অন্য কোন সদস্যের কোন কার্য সম্পর্কে উহার আপত্তি অভিলিখিত করিতে পারিবেন।

গ্রামসভার সার্বজনিক অধিবেশন।

১৬আ। (১) প্রত্যেক গ্রামে ঐ গ্রামের এলাকার সহিত সম্পর্কিত নির্বাচক তালিকায় রেজিস্ট্রিভুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি গ্রামসভা থাকিবে।

(২) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম সংসদের অর্ধ-বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পর, গ্রামের স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রত্যেক বৎসর সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসে, গ্রাম সভার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবেন ঃ

তবে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, বার্ষিক অধিবেশনের অতিরিক্তরূপে, যেকোন সময়ে গ্রাম সভার বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিতে পারিবেন, অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজন হইলে অথবা যদি রাজ্য সরকার, আদেশ দ্বারা, ঐরূপে নির্দেশ দেন এবং ঐরূপ বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) গ্রাম সভার কোন অধিবেশনের কোরাম মোট সদস্যসংখ্যার একের-কুড়ি অংশ লইয়া গঠিত হইবে ঃ

তবে, কোন স্থগিত অধিবেশনের ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না, যাহা সাতদিন পর একই সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত করিতে হইবে।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েত, (২) উপধারায় উল্লিখিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবার তারিখের অন্তত সাতদিন পূর্বে, যত বিস্তৃতভাবে সম্ভব ঢ্যাঁরা পিটাইয়া ঐ অধিবেশনের আলোচ্যবিষয়, স্থান, তারিখ ও সময় ঘোষণাক্রমে ঐরূপ অধিবেশনের সার্বজনিক নোটিস দিবেন। ঐরূপ অধিবেশনের নোটিস ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়েও টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। কোন স্থগিত অধিবেশনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রচার করিত হইবে।

(৫) গ্রাম সভার অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) কোন গ্রাম সভার সমক্ষে আগত সকল প্রশ্ন আলোচিত হইবে এবং উহাতে উত্থাপিত বিষয়বিন্দু গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট উহার বিবেচনার জন্য প্রেষিত হইবে।

(৭) গ্রাম সভা ১৬অ ধারার (৬) উপধারা ও ১৭অ ধারায় উল্লিখিত যেকোন বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করিবেন, সুপারিশ করিবেন এবং সংকল্প গ্রহণ করিবেন।

(৮) গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম সংসদের সংকল্পগুলি বিবেচনা ও উহাদের একত্র করিবার পর, গ্রাম সভার সমক্ষে গ্রাম সংসদের ঐ সংকল্পগুলি এবং এতদুপর গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামতসমূহ ও তৎসহ যে ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে বা লওয়া হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে গ্রামসভা কর্তৃক পর্যালোচনা ও সুপারিশের জন্য, স্বীয় প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৯) গ্রাম সভার অধিবেশনসমূহের সকল কার্যবাহ সভাপতিত্বকারী সদস্য কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রাধিকৃত হইবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সেরূপ আধিকারিক বা কর্মচারী কর্তৃক অথবা ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকগণ ও কর্মচারিগণের অনুপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সেরূপ সদস্য কর্তৃক অভিলিখিত হইবে। ঐরূপ কার্যবাহসমূহ ঐ অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পূর্বে পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং সভাপতিত্বকারী সদস্য তখন উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

কোন অধিবেশনে পরিচালনীয় কার্যাবলীর সূচী।

১৭। গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন স্থগিত অধিবেশন ব্যতীত অন্য প্রত্যেক অধিবেশনে পরিচালনীয় কার্যাবলীর একটি সূচী, ঐরূপ অধিবেশনের জন্য স্থিরীকৃত সময়ের অন্ততঃ সাতদিন পূর্বে, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সদস্যের নিকট বিহিত প্রণালীতে প্রেরণ করিতে হইবে এবং ঐরূপ কোন অধিবেশনের সমক্ষে, যে কার্য সম্পর্কে ঐরূপে নোটিস প্রদত্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য কোনও কার্য, ঐ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের অনুমোদন ব্যতীত, আনীত হইবে না বা পরিচালিত হইবে না ঃ

তবে, যদি প্রধান মনে করেন যে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহার জন্য অবশ্যই গ্রাম পঞ্চায়েতের জরুরী অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে তাহা হইলে তিনি সদস্যগণকে তিন দিনের নোটিস প্রদানের পর ঐরূপ একটি অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু, ঐরূপ অধিবেশনে পরিচালনীয় কার্যসূচীতে একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

গ্রাম সংসদের অধিবেশনে কার্যপরিচালনা।

১৭অ। (১) গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যালোচনা করিবার, সুপারিশ করিবার ও প্রস্তাব দিবার জন্য-

(ক) গ্রাম সংসদের বার্ষিক অধিবেশনে-

(i) পূর্ববর্তী বৎসরের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুপূরক বাজেট, এবং

(ii) ১৮ ধারা অনুযায়ী প্রস্তুত প্রতিবেদন;

(iii) চলতি বৎসরের জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ও গৃহীত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা;

(iv) চলতি বৎসরের জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ও গৃহীত বার্ষিক বাজেট;

(খ) গ্রাম সংসদের অর্ধ-বার্ষিক অধিবেশনে-

(i) পরবর্তী বৎসরের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট, এবং

(ii) গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র নিরীক্ষার উপর সর্বশেষ প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(২) গ্রাম সংসদের ঐরূপ বার্ষিক বা অর্ধ-বার্ষিক অধিবেশনে, ঐ অধিবেশনে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যেরূপ সম্মত হইবেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট সেরূপ অন্যান্য কার্যও সম্পাদিত হইতে পারিবে।

(৩) গ্রাম সংসদের কোন অধিবেশনে গৃহীত প্রত্যেক সংকল্প গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক উহার অধিবেশনে যথাযথভাবে বিবেচিত হইবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাসমূহ পরবর্তী বৎসরের জন্য ১৮ ধারা অনুযায়ী প্রতিবেদনের অংশ হইবে।

(৪) (১) উপধারার (ক) প্রকরণ বা (খ) প্রকরণ অথবা (৩) উপধারা অনুযায়ী কার্য করিতে কোন অকৃতি ১৯০ ধারার (২) উপধারার (খ) প্রকরণের পরিধি ও অর্থে অনুচিত ও অনিয়মিত কার্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) ১৬অ ধারা বা ১৬আ ধারা অনুযায়ী অথবা এই ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণ বা (খ) প্রকরণ বা (৩) উপধারা অনুযায়ী কার্য করিতে কোন অকৃতি ক্ষেত্রানুযায়ী, ২১৩ ধারার পরিধি ও অর্থে এই আইনের বিধানসমূহ কার্যায়িত করিতে ইচ্ছাকৃত অকৃতি বা অস্বীকৃতি বলিয়া অথবা ২১৪ ধারার পরিধি ও অর্থে এই ধারা অনুযায়ী কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের অক্ষমতা বা অবিচ্ছিন্ন ব্যত্যয় বলিয়া গণ্য হইবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য সম্পর্কে প্রতিবেদন।

১৮। (১) গ্রাম পঞ্চায়েত পূর্ববর্তী বৎসরে কৃত কার্যের ও পরবর্তী বৎসরে কৃত হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত কার্য সম্পর্কে বিহিত প্রণালীতে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং বিহিত প্রাধিকারের ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নিকট উহা বিহিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করিবেন।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েত, প্রত্যেক বৎসর অক্টোবর ও এপ্রিলে পূর্ববর্তী অর্ধবৎসরে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক বিভিন্ন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থপরিমাণ সমেত প্রারম্ভিক উদ্বর্ত ও বিভিন্ন দফার কার্য সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে ব্যয় করা হইয়াছে এরূপ অর্থপরিমাণ এবং হিতভোগিগণের একটি সূচী দর্শাইয়া একটি অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন।

(৩) গ্রাম পঞ্চায়েত, (২) উপধারায় উল্লিখিত প্রতিবেদন ও সূচী প্রস্তুতির অব্যবহিত পর, জনসাধারণকে তথ্য জানাইবার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে উহা প্রকাশ করিবেন।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েত, (১) উপধারা অনুযায়ী প্রতিবেদন ও (২) উপধারা অনুযায়ী প্রতিবেদন ও সূচী প্রস্তুতির পর যথাসম্ভব শীঘ্র ঐগুলি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ও কোন সংপরিবর্তন থাকিলে তৎসহ উহা গ্রহণের জন্য গ্রাম সংসদসমূহের ও গ্রামসভার অধিবেশনে উহা স্থাপন করিবেন এবং (১) উপধারা অনুযায়ী প্রতিবেদনের ঐভাবে সংপরিবর্তিত প্রতিলিপিসমূহ (১) উপধারায় উল্লিখিত বিহিত প্রাধিকার ও পঞ্চায়েত সমিতির নিকট সাধারণভাবে প্রত্যেক বৎসর জানুয়ারির মধ্যভাগে দাখিল করিবেন।

অধ্যায় ৩

গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কর্তব্য

গ্রাম পঞ্চায়েতের বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

১৯। (১) গ্রাম পঞ্চায়েত সামাজিক ও আর্থনীতিক উন্নয়ন সমেত মানব উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন ও সকলের জন্য সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করিতে একটি স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটরূপে কৃত্য সম্পাদন করিবেন ও রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ শর্তসমূহের বা যেরূপ প্রদত্ত হইবে সেরূপ নির্দেশসমূহের সাপেক্ষে –

(ক) সদস্যগণের পদের পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য একটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং সম্পদের প্রাপ্তিসাধ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যখন ও যেরূপে প্রয়োজন হয় তখন ও সেরূপে উহা পুনরীক্ষণ ও সদ্যতন করিবেন;

(খ) উহার উদ্দেশ্যসমূহের অগ্রনয়নে পরবর্তী বৎসরে কৃত হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত কার্যের জন্য পূর্ববর্তী বৎসরের অক্টোবর মাসের মধ্যে প্রত্যেক বৎসরের জন্য গ্রাম সংসদের পরিকল্পনার ভিত্তিতে একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন;

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক বার্ষিক পরিকল্পনায় যেরূপ প্রস্তুত করা হইবে অথবা উহাকে যেরূপ ন্যস্ত করা হইবে বা হস্তান্তরিত করা হইবে অথবা উহাতে যেরূপ প্রতিসংক্রমিত হইবে সেরূপ পরিকল্পসমূহ রূপায়ণ করিবেন।

(২) (১) উপধারার বিধানাবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত উহার ক্ষেত্রাধিকারাধীন এলাকার মধ্যে–

(ক) উপকেন্দ্র ও ঔষধালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নীতকরণ এবং তৎসহ প্রোন্নয়নমূলক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থারূপে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্নগ্রহণ, প্রজনন ও শিশুর স্বাস্থ্য যত্ন, পৌষ্টিক মানের উন্নয়ন, জনসামাজিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপন;

(খ) বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি করা, স্কুলছুটদের সংখ্যা সীমিত রাখা, সাক্ষরতা অভিযান কার্যসূচীর বিস্তার, বয়স্ক ও বিদ্যালয় বহির্ভূতদের জন্য শিক্ষাদানকার্য চালান ও অন্য অনুরূপ পরিকল্প সমেত প্রাগ-বিদ্যালয় শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা;

(গ) মহিলা ও শিশুদের উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীসমূহ গঠন ও উহা সহজতর করা, আয় সৃষ্টি ও অন্য উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করিতে ঋণদানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ পরিকল্প ও অন্য ক্রিয়াকলাপ;

(ঘ) অনগ্রসর শ্রেণী, দুর্বলতর শ্রেণী ও অক্ষমতাক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের কল্যাণ সমেত সমাজকল্যাণ;

(ঙ) মহামারির বিরুদ্ধে পশু টিকাকরণ ও কৃত্রিম পরিনিষেক কার্যক্রম রূপায়ণ সমেত পশুসম্পদের উন্নয়ন;

(চ) সেচের সুযোগসুবিধা ও শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষিদের প্রেষণা দান, বীজ, জৈবসার, কীটনাশক, খামারের যন্ত্রপাতি, উদ্ভিদ রক্ষার সরঞ্জাম ও অন্য কৃষি যন্ত্র বণ্টনের জন্য হিতভোগিগণের বাছাই সমেত নূতন নূতন শস্য ও উন্নততর কৃষিকার্যের প্রবর্তন সমেত কৃষির প্রোন্নয়ন;

(ছ) পুষ্করিণীর উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া মৎস্যক্ষেত্রের উন্নয়ন, ফসল কাটাই, জালবোনা, পুষ্করিণী খনন, মাটি ও জল পরীক্ষা, মিনিকিটের সরবরাহ ও বিভিন্ন উন্নততর কৃষিকর্মের প্রবর্তন;

(জ) কুটির-গ্রামীণ তথা ক্ষুদ্র শিল্পের প্রোন্নয়ন ও কারিগরগণের কল্যাণ;

(ঝ) রেশনকার্ড বণ্টনের জন্য হিতভোগিগণকে চিহ্নিত ও বাছাই করা, গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যশস্য বণ্টনের ক্ষেত্রে নজরদারি;

(ঞ) অনুস্রাবিত পুষ্করিণী, খাল নির্মাণ, ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রাম পঞ্চায়েতকে হস্তান্তরিত প্রকল্পের জন্য ব্যবহারকারিগণের কমিটির মাধ্যমে জল বাবত প্রভার সংগ্রহ;

(ট) জল ব্যবস্থাপন, মৃত্তিকা পরিরক্ষণ ও জলবিভাজিকার উন্নয়ন;

(ঠ) নলকূপ, কূপ, পুষ্করিণী নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জল সরবরাহের উৎস ও জলাধারসমূহের বিশোধন এবং উহার নির্বীজন;

(ড) সরকারী রাস্তাসমূহের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি ও তৎসমূহের রক্ষা;

(ঢ) সামাজিক বনসৃজন ও খামার-বনসৃজনের প্রসারণ ও তৎসমেত বৃক্ষরোপণ ও চারাগাছ বণ্টন এবং জ্বালানি ও পশুখাদ্য চাষের প্রোন্নয়ন;

(ণ) কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থার প্রোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপন এবং লোক-উৎপাত নিবারণ সমেত পরিবেশ সম্পর্কিত অনাময়ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্পর্কে পরিকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করা বা ব্যবস্থাগ্রহণ করা কর্তব্য হইবে।

(৩) কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, যদিনা উহা কোন অধিবেশনে, লিখিতরূপে কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে কোন গ্রাম সংসদের সুপারিশসমূহ এই আইন বা তদধীনস্থ কোন নিয়ম, আদেশ বা নির্দেশের বিধানসমূহ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য বা রূপায়ণযোগ্য নহে তাহা হইলে কোন কার্যক্রম বা প্রস্তাবিত কার্য, হিতভোগিগণের সূচী, বা পরিকল্প বা কার্যক্রমকে, উহা যতদূর পর্যন্ত গ্রাম সংসদের এলাকার সহিত সম্পর্কিত হয় ততদূর পর্যন্ত, অগ্রাধিকার দান সম্পর্কে ঐরূপ সুপারিশের উপর কার্য করিতে অকৃতি করিবেন না বা অস্বীকৃত হইবেন না ঃ

তবে যদি গ্রাম পঞ্চায়েত স্থির করেন যে এই আইন অথবা তদধীনস্থ কোন নিয়ম, আদেশ বা নির্দেশের বিধানসমূহ অনুযায়ী কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য বা রূপায়ণযোগ্য নহে, তাহা হইলে উহার সিদ্ধান্ত গ্রাম সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে স্থাপন করা হইবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তান্তরিত কর্তব্যসমূহ।

২০। (১) কোন গ্রাম পঞ্চায়েত –

(ক) নিয়োজন সৃষ্টি, রাজ্য সরকার কর্তৃক অথবা রাজ্য সরকারের অনুমোদনসহ অন্য কোন প্রাধিকার কর্তৃক উহাকে ন্যস্ত করা হইয়াছে বা উহাতে প্রতিসংক্রমিত হইয়াছে এরূপ কোন কৃত্য সম্পাদনের অথবা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের পরিচালনা সম্পর্কিত পরিকল্প সমেত কোন পরিকল্প নিষ্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(খ) সার্বজনিকরূপে উপযোগী কোন কার্য অথবা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য উহাতে বর্তাইয়াছে বা হস্তান্তরিত হইয়াছে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) রাজ্য সরকার, আদেশ দ্বারা, সময়ে সময়ে উহাকে যেরূপ হস্তান্তরণ বা উহার উপর ন্যস্ত করিবেন অথবা উহাকে প্রতিসংক্রমণ করিবেন সেরূপ অন্য কৃত্য সম্পাদন করিবেন।

(২) যদি রাজ্য সরকারের এরূপ অভিমত হয় যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত (১) উপধারা অনুযায়ী উহাকে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে অথবা উহার উপর ন্যস্ত বা প্রতিসংক্রমিত করা হইয়াছে এরূপ কৃত্যসমূহের যে কোনটির সম্পাদনে অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যত্যয় করিয়াছেন তাহা হইলে, রাজ্য সরকার, উহার কারণসমূহ অভিলিখিত করিবার পর, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট হইতে ঐরূপ কৃত্যসমূহ প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন ঃ

তবে রাজ্য সরকার, প্রত্যাহারের ঐরূপ আদেশ প্রদানের পূর্বে, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিবেদন করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রনিয়ন্ত্রণমূলক কর্তব্যসমূহ।

২১। যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ শর্তসমূহের সাপেক্ষে, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, উহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে,-

(ক) অপরিকল্পিত বৃদ্ধি নিবারণ ও পরিবেশ রক্ষার জন্য নূতন নির্মিতি বা নূতন ভবন পরিনির্মাণ অথবা কোন নির্মিতি বা ভবনের সংযোজনের জন্য অনুমতি প্রদান;

(খ) এই আইন অনুযায়ী উদ্‌গ্রহণযোগ্য কর, অভিকর, বা ফীসমূহের নির্ধার, আরোপ ও সংগ্রহ;

(গ) যদি না তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী কোন চালু ব্যবসায় বা চালু ব্যবসায়ের রেজিস্ট্রিকরণের প্রতিষেধ করা হয় তাহা হইলে ঐরূপ ব্যবসায়ের রেজিস্ট্রিকরণ;

(ঘ) দি মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট, ১৯৮৮ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকরণ করিতে অনুজ্ঞাত হইবে এরূপ যানবাহন ব্যতীত অন্য কোন যানবাহনের রেজিস্ট্রিকরণ; ১৯৮৮-র ৫৯।

(ঙ) সেচের জন্য স্থাপিত ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত, যন্ত্রচালিত পাম্প সংযুক্ত অ-গভীর বা গভীর নলকূপের রেজিস্ট্রিকরণ;

(চ) এলাকায় সংঘটিত জন্ম ও মৃত্যুর রেজিস্ট্রিকরণ;

(ছ) এই আইন অনুযায়ী স্থাপিত গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিলের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও প্রশাসনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(জ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারিগণের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ;

(ঝ) দুর্দশাগ্রস্ত, নিঃস্ব ও অশক্ত ব্যক্তিবর্গের ত্রাণের জন্য ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ;

(ঞ) জল জমা নিবারণ ও বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা;

(ট) মহামারির বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করিতে নিবারণমূলক ব্যবস্থাসমূহের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঠ) উহাতে বর্তাইয়াছে এরূপ ভবন বা অন্য সম্পত্তির রক্ষা ও মেরামতির উদ্যোগ গ্রহণ;

(ড) খেয়া ঘাট স্থাপন ও খেয়ার পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণ;

(ঢ) শবদাহের জন্য চুল্লি ও শ্মশান স্থাপন এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ;

(ণ) ভোজনস্থলের উপর নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণবিধি বলবৎকরণ;

(ত) রাস্তার আলোর রক্ষণাবেক্ষণ; এবং

(থ) রাজ্য সরকার কর্তৃক উহাকে যেরূপ হস্তান্তর করা হইবে অথবা উহাতে প্রতিসংক্রমিত হইবে সেরূপ অন্য কৃত্য সম্পাদন করিবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিপূরক কর্তব্যসমূহ।

২১অ। ১৯ ধারার (১) উপধারায় নিবদ্ধ উদ্দেশ্যসমূহের অনুসরণক্রমে, কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকিবে এবং পূর্বোক্ত বিধানের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া –

(ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে জনগণের অংশগ্রহণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে উহাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;

(খ) উন্নয়ন কার্য রূপায়ণের সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ;

(গ) জনগণের জন্য জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি;

(ঘ) জনসামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য স্বেচ্ছাসেবী কর্মিগণকে সংগঠিতকরণ;

(ঙ) মদ্যপান, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার, পণপ্রথা, শিশুবিবাহ, লিঙ্গবৈষম্য, এবং মহিলা ও শিশু নিপীড়নের মত সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান সংগঠিতকরণ;

(চ) অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণীসমূহের মধ্যে বৈধিক সচেতনতা সৃষ্টি;

(ছ) জনসামাজিক পরিসম্পত রক্ষণাবেক্ষণ;

(জ) নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গঠন;

(ঝ) সমবায় আন্দোলনের প্রোন্নয়ন ও সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা দান;

(ঞ) খাদ্যে ভেজাল নিবারণ;

(ট) জৈব-গ্যাস ব্যবহারের জন্য উৎসাহদান;

(ঠ) স্নান ও প্রক্ষালনের জন্য ঘাটের ব্যবস্থাকরণ;

(ড) যাত্রীদের জন্য চালাযুক্ত প্রতীক্ষালয় নির্মাণ;

(ঢ) চিরাচরিত শক্তির উৎস নির্মাণের জন্য উদ্যোগের প্রোন্নয়ন;

(ণ) পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়সমূহের সম্পর্কে প্রেরণাদান ও সচেতনতা বিস্তার; এবং

(ত) ব্যবসায় ও কারবারে অবৈধ আচরণের উদঘাটন ও যথাযোগ্য প্রাধিকারের সহিত ঐ তথ্য ভাগ করিয়া লওয়া সম্পর্কিত পরিকল্পসমূহের উদ্যোগগ্রহণ ও ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিবেন।

রাজ্য সরকার ২০ বা ২১ ধারা অনুযায়ী কৃত্য ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ত্তিতে প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদান করিবেন।

২২। যেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কোন গ্রাম পঞ্চায়েতকে ২০ ধারা অনুযায়ী কোন কৃত্য নির্দিষ্ট করেন অথবা যেক্ষেত্রে উহা ২১ ধারায় ক্রমবর্ণিত দফাসমূহের যে কোনটির জন্য ব্যবস্থা করিতে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেন সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ কৃত্যের যথাযথ সম্পাদনের জন্য অথবা ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ তহবিলসমূহ ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ত্তিতে প্রদান করিবেন।

ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত সংক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ।

২৩। (১) কোন ব্যক্তি, কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের লিখিত পূর্বানুমতি ভিন্ন ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে কোন এলাকায় অনধিক ১৫০ বর্গমিটার ভিত এলাকা ও অনধিক ৬.৫ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট নূতন কোন নির্মিতি অথবা নূতন কোন ভবন পরিনির্মাণ বা ঐ নির্মিতি বা ভবনে কোন সংযোজন করিবেন না ঃ

তবে, যেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার অথবা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোন প্রাধিকার বা এজেন্সি কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে কোন শিল্প তালুক বা শিল্প পার্ক স্থাপনের অভিপ্রায় করেন বা স্থাপন করিয়া থাকেন সেক্ষেত্রে ঐরূপ শিল্প তালুক বা শিল্প পার্কের মধ্যে কোন শিল্প স্থাপনের জন্য কোন নির্মিতি বা ভবন পরিনির্মাণ অথবা কোন নির্মিতি বা ভবনে কোন সংযোজন করিবার জন্য রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ প্রাধিকার অথবা শিল্প উন্নয়ন প্রাধিকার বা নিগমের নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিতে হইবেঃ

পরন্তু কোন নূতন নির্মিতি বা নূতন ভবনের পরিনির্মাণ অথবা কোন নির্মিতি বা ভবনে ঐরূপ সংযোজন বা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট হইতে ঐরূপ অনুমতি রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলীর সাপেক্ষে হইবে ঃ

অধিকন্তু যদি ক্ষেত্রানুযায়ী কোন নূতন নির্মিতির পরিনির্মাণ বা কোন নূতন ভবন নির্মাণের প্রস্তাবে,-

(ক) যে কোনো নামে অভিহিত কোন জলের ব্যবস্থা বিহীন শৌচাগারের পরিনির্মাণ বা নির্মাণের ব্যবস্থা থাকে; এবং

(খ) অনাময়ব্যবস্থাযুক্ত যে কোন প্রকার শৌচাগারের পরিনির্মাণ বা নির্মাণের কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে গ্রাম পঞ্চায়েত ঐরূপ পরিনির্মাণ বা নির্মাণের অনুমতি প্রদান করিবেন না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী অনুমতি চাহেন এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে, সেরূপ বিশেষ বিবরণকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে সেরূপ ফী প্রদানের পর, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট লিখিতরূপে আবেদন করিবেন ঃ

তবে অনুমতি প্রদানের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক বিহিত ফী ব্যতীত অন্য যে কোন নামে বা প্রণালীতে কোন অর্থপরিমাণ, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রভারিত হইবে না ঃ

পরন্তু যে কাঁচা বা আংশিক পাকা নিবাসভবন বলিতে এরূপ কোন একতলা ভবন বুঝায় যাহার ছাদ কংক্রিটের নহে ও যাহার দেওয়াল ইষ্টক-নির্মিত নহে ও যাহার ক্ষেত্রে রাস্তার ধার হইতে এক মিটারের অন্যূন নয়-দশমাংশ পিছনে ছাড় দেওয়া হয় তাহা নির্মাণের ক্ষেত্রে আচ্ছাদিত এলাকা সম্পর্কে কোন বাধানিষেধ থাকিবে না ঃ

অধিকন্তু যেক্ষেত্রে ইটের দেওয়াল ব্যতিরেকে খড়-পাতা আচ্ছাদিত নূতন কোন নির্মিতি, টিনের ছাউনি বা টালির ছাউনি, অংশস্বরূপ ভূমি সমেত ঐ ভূমির মোট এলাকার তিন-চতুর্থাংশের অধিককে আচ্ছাদিত করে না ও উহার ক্ষেত্রে রাস্তার ধার হইতে এক মিটারের অন্যূন নয়-দশমাংশ পিছনে ছাড় দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে অনধিক আঠার বর্গমিটার এলাকাকে আওতাভুক্ত করে এরূপ ঐ নির্মিতি বা চালা পরিনির্মাণের জন্য স্ব-ঘোষণার দাখিল সাপেক্ষে, (১) উপধারা অনুযায়ী কোন অনুমতি আবশ্যক হইবে না ঃ

অধিকন্তু রাজ্য সরকার, আদেশ দ্বারা, কোন নির্মিতি বা ভবন অথবা কোন শ্রেণীর নির্মিতি বা ভবনকে (১) উপধারা ও এই উপধারার বিধানসমূহের সংক্রিয়া হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

অধিকন্তু যদি ভবন পরিকল্পনায়, উহার ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য কোন নির্মিতি পরিনির্মাণের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে, গ্রাম পঞ্চায়েত (১) উপধারা অনুযায়ী অনুমতির জন্য ফী প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে, রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ হারে ছাড় লাভের অনুমতি দিবেন।

(৩) ঐরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর গ্রাম পঞ্চায়েত, উহা যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করেন ঐ ভবন পরিকল্পনার সেরূপ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিবার পর এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে, লিখিত আদেশ দ্বারা, অনুমতি প্রদান করিবেন কিংবা অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে উহার কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া, অস্বীকার করিবেন।

(৪) অনুমতি প্রদানে অস্বীকার করিয়া (৩) উপধারা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের আদেশের দ্বারা অথবা যেরূপ বিহিত হইবে পরিনির্দিষ্ট সেরূপ সময়ের মধ্যে এতৎসম্বন্ধে কোন সূচনা না পাইবার কারণে ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ আপীলী প্রাধিকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন :

তবে ঐ প্রাধিকারের আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ কোন পুনর্বিলোকনকারী প্রাধিকারের সমক্ষে আপীল করিতে পারিবেন।

পরন্তু পুনর্বিলোকন প্রাধিকারের আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলিবে না।

(৫) যেক্ষেত্রে (১) উপধারার বিধানসমূহের লঙ্ঘনক্রমে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কোন নূতন নির্মিতি বা নূতন ভবন অথবা কোন নির্মিতি বা ভবনের কোন সংযোজন ক্ষেত্রানুযায়ী পরিনির্মিত বা কৃত হইতেছে, অথবা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে অনুমতি প্রদানকারী প্রাধিকার সংশ্লিষ্ট মহকুমা আধিকারিকের নিকট বিষয়টি প্রেষণ করিবেন যিনি ঐরূপ ভবনের মালিককে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ দিবার পর, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সময়সীমার মধ্যে ঐ মালিক কর্তৃক ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ ভবন বা ভবনের কোন অংশ ভাঙিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উহার ব্যত্যয়ে, মহকুমা আধিকারিক স্বয়ং-ই ঐভাবে ভাঙিয়া ফেলার

ব্যবস্থা কার্যকর করিতে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ জরিমানা আরোপ করিতে ও মালিকের নিকট হইতে সরকারী প্রাপ্যরূপে উহার খরচ আদায় করিতে পারিবেন।

(৬) যেক্ষেত্রে (১) উপধারার বিধানসমূহের লঙ্ঘনক্রমে, কোন নূতন নির্মিতি বা নূতন ভবন অথবা কোন নির্মিতি বা ভবনের কোন সংযোজন ক্ষেত্রানুযায়ী পরিনির্মিত বা কৃত হইতেছে বা হইয়াছে বা ঐরূপ করা হয় সেক্ষেত্রে প্রাধিকার ঐরূপ ভবনের মালিককে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ দিবার পর, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সময়সীমার মধ্যে ঐ মালিককে ঐ ভবন ভাঙিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিয়া আদেশ প্রদান করিতে এবং উহার ব্যত্যয়ে, প্রাধিকার স্বয়ং-ই ঐরূপ ভাঙিয়া ফেলার ব্যবস্থা কার্যকর করিতে ও মালিকের নিকট হইতে উহার খরচ সরকারী প্রাপ্যরূপে আদায় করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনের উপর প্রনিয়ন্ত্রণ।

২৩অ। (১) কোন ভূমি, ভবন, দেওয়াল, হোর্ডিং, কাঠামো, খুঁটি, বৃক্ষ, কীয়স্ক বা নির্মিতির মালিকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যের কোন সার্বজনিক রাস্তা বা সার্বজনিক স্থান রূপী কোন স্থান হইতে দৃশ্যমান হয়, সার্বজনিক রূপে দৃষ্টিগোচর এরূপ কোন বিজ্ঞাপন ঐরূপ কোন ভূমি, ভবন, দেওয়াল, হোর্ডিং, কাঠামো, খুঁটি, বৃক্ষ, কীয়স্ক বা নির্মিতির উপরে বা উর্ধ্বে পরিনির্মাণ, প্রদর্শন, স্থিরীকরণ করিবেন না অথবা উহা ধরিয়া রাখিবেন না ঃ

তবে ঐরূপ অনুমতি পাইবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, অন্য বিষয়ের মধ্যে, ঐরূপ ভূমি, ভবন, দেওয়াল, হোর্ডিং, কাঠামো, খুঁটি, কীয়স্ক বা নির্মিতির উপর পরিনির্মাণ, প্রদর্শন, সংলগ্ন করা বা ধরিয়া রাখা হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও সময়সীমা বিবৃত করিয়া সংশ্লিষ্ট মালিকের নিকট লিখিত আবেদন করিবেন ঃ

পরন্তু কোন ব্যক্তি ঐরূপ লিখিত অনুমতি পাইবার পূর্বে, ঐরূপ বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত কোন ভবন বা দেওয়ালের উপর লিখন বা অঙ্কন রূপী কোন চিহ্ন বা সংকেত লাগাইবেন না ঃ

অধিকন্তু মালিকের নিকট হইতে অনুমতি পাইবার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানে ঐরূপ বিজ্ঞাপন, প্রদর্শ বা প্রচারকার্যকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিবার পূর্বে অন্যূন সাতটি কর্মদিবসের মধ্যে অনুমতিপত্রের একটি প্রতিলিপি সহ, গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রধানকে সূচনা দিবেন।

অধিকন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সময়সীমা অবসিত হইবার অব্যবহিত পর ঐরূপ বিজ্ঞাপন অপসারণ করিবেন ও স্থানটি উহার মূল অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবেন।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যদি ঐ ভূমি, ভবন, দেওয়াল, হোর্ডিং, কাঠামো, খুঁটি, কীয়স্ক বা নির্মিতির মালিকের এরূপ অভিমত হয় যে (১) উপধারা অনুসারে প্রস্তাবিত কোন বিজ্ঞাপন ঐ ভূমি, ভবন, দেওয়াল, হোর্ডিং, কীয়স্ক বা নির্মিতিকে স্থায়ীভাবে বিকৃত, লোকসানগ্রস্ত বা বিনষ্ট করিবে বা পরিবেশ অথবা দৃশ্য দূষণ ঘটাইবে, তাহা হইলে তিনি (১) উপধারায় উল্লিখিত অনুমতি প্রদান করিবেন না।

(৩) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার অথবা কোন স্থানীয় প্রাধিকার অথবা বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় বা হাসপাতাল অথবা নার্সিং হোম বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা ঔষধালয় বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অথবা ট্রান্সফরমার বা পুষ্করিণী বা

জলাধারের অন্তর্গত, অথবা উহার দখলাধীন বা তৎকর্তৃক ব্যবহৃত কোন ভূমি, ভবন, দেওয়াল, হোর্ডিং, কাঠামো, খুঁটি, গাছ, কীয়স্ক বা নির্মিতির উপর কোন বিজ্ঞাপন পরিনির্মাণ করিবার, প্রদর্শন করিবার, সংলগ্ন করিবার অথবা উহা ধরিয়া রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

(৪) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি কোন সার্বজনিক রাস্তা বা সার্বজনিক স্থান হইতে দৃশ্যমান হয়, সার্বজনিক রূপে দৃষ্টিগোচর এরূপ কোন বিজ্ঞাপন কোন ভূমি, ভবন, দেওয়াল, হোর্ডিং, কাঠামো, খুঁটি, বৃক্ষ, কীয়স্ক বা নির্মিতির উপর প্রদর্শন, স্থিরীকরণ অথবা ধরিয়া রাখিবার প্রস্তাব করেন তিনি ঐরূপ পরিনির্মাণ, প্রদর্শন, স্থিরীকরণ বা ধরিয়া রাখা অথবা প্রদর্শের পূর্বে, ৪৭ ধারার (১) উপধারার (xvii) প্রকরণ অনুযায়ী যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফী প্রদান করিবেনঃ

তবে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা কোন স্থানীয় প্রাধিকার অথবা কোন রাজনীতিক দল বা কোন গণ সংগঠন কর্তৃক কোন বিজ্ঞাপন সম্পর্কে ৪৭ ধারার (১) উপধারার (xvii) প্রকরণ অনুযায়ী কোন ফী উদ্‌গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৫) যে কেহ (১), (২) বা (৩) উপধারার বিধানসমূহ লঙ্ঘন করেন তিনি কোন অপরাধে দোষী হইবেন এবং দোষসিদ্ধ হইবার পর, ছয়মাস পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে ও অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন ঃ

তবে আদালত, উহার দোষসিদ্ধির আদেশে, নির্দেশ দিতে পারিবেন যে এই উপধারা অনুযায়ী আদায়ীকৃত জরিমানার অর্থপরিমাণের একটি অংশ ঐ ভূমি, ভবন, দেওয়াল, হোর্ডিং, কাঠামো, খুঁটি, কীয়স্ক বা নির্মিতির মালিককে ঐ বিজ্ঞাপন ভাঙিয়া ফেলা অথবা অপসারণের জন্য ক্ষতিপূরণ রূপে প্রদান করা হইবে।

(৬) যেক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যক্তি বা কোন কোম্পানি অথবা কোন রাজনীতিক দল বা গণ সংগঠনের সুবিধার জন্য (১) (২) বা (৩) উপধারার বিধানসমূহের লঙ্ঘনক্রমে কোন সরকারী রাস্তা বা সার্বজনিক স্থান হইতে দৃশ্যমান হয় এরূপ কোন বিজ্ঞাপনকে কোন ভূমি, ভবন, দেওয়াল, হোর্ডিং, কাঠামো, খুঁটি, কীয়স্ক বা নির্মিতির উপর বা উর্ধ্বে পরিনির্মাণ করা, প্রদর্শন করা, সংলগ্ন করা বা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা উহা সার্বজনিকভাবে দৃষ্টিগোচর রূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে ঐরূপ অন্য ব্যক্তি ও প্রত্যেক সভাপতি, সভাধ্যক্ষ, ডাইরেক্টর, অংশীদার, পরিচালক, সচিব, এজেন্ট অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি ঐরূপ কোম্পানি, রাজনীতিক দল বা গণসংগঠনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ও উহার নিকট দায়িত্বশীল ছিলেন তিনি ঐ অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তদ্বিরুদ্ধে কার্যবাহ আনীত হইবার ও তদনুসারে দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হইবেন ঃ

তবে এই উপধারার কোন কিছুই ঐরূপ অন্য কোন ব্যক্তি, সভাপতি, সভাধ্যক্ষ, ডাইরেক্টর, অংশীদার, পরিচালক, সচিব, এজেন্ট অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি ঐরূপ কোম্পানি, রাজনীতিক দল বা গণসংগঠনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ও উহার প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন তাঁহাকে, যদি তিনি প্রমাণ করেন যে ঐ অপরাধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা তিনি ঐ অপরাধের সংঘটন নিবারণ করিবার জন্য সকল যথোচিত অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা হইলে তাঁহাকে কোন প্রকার দন্ডের দায়িতাধীন করিবে না।

ব্যাখ্যা–এই ধারায়, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,–

(ক) "বিজ্ঞাপন", প্রদর্শনের জন্য এরূপ কোন উৎকীর্ণ ছবি, গ্লোসাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ফেস্টুন, পোস্টার, কাট আউট, নিশান বা পতাকা ও বিজ্ঞাপনকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাহা সিনেমাটোগ্রাফ ও লিখিত বার্তা বা সাজসজ্জা, অক্ষর চিত্রণ, অলঙ্করণ বা চিত্রণের মাধ্যমে প্রদর্শিত হইতে পারিবে;

(খ) "কোম্পানি" বলিতে কোন নিগমবদ্ধ সংস্থাকে বুঝায় এবং কোন ফার্ম অথবা ব্যক্তিবর্গের অপর কোন পরিমেলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(গ) "ব্যক্তি" কোন রাজনীতিক দল, গণসংগঠন, ফার্ম, পরিমেল বা কোম্পানিকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঘ) "গণসংগঠন" বলিতে কোন রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রিকৃত কর্মী সংগঠন, বা যুব সংগঠন বা মহিলা সংগঠন বা মাতা-পিতাদের সংগঠন অথবা ছাত্র সংগঠন বা ব্যবসায়ীগণের সংগঠন বা অন্য কোন সংগঠন ও তৎসহ জনগণ অথবা জনগণের কোন বিনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সামূহিক স্বার্থে কার্য করেন এরূপ কোন রেজিস্ট্রিকৃত ক্লাবকে বুঝায়;

(ঙ) "রাজনীতিক দল" বলিতে দি রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপলস অ্যাক্ট, **১৯৫১**-র ২ ধারার (চ) প্রকরণে যথা-পরিভাষিত কোন রাজনীতিক দলকে বুঝায় ও উহা সংসদ বা কোন রাজ্য বিধানমণ্ডল অথবা কোন পৌর সংঘ বা কোন পঞ্চায়েতের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন এরূপ কোন নির্দল প্রার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৫১-র ৪৩।

অনাময়ব্যবস্থার উন্নতি।

২৪। (১) অনাময়ব্যবস্থার উন্নতির জন্য, কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের উহার জন্য প্রয়োজনীয় ও তদানুষঙ্গিক সকল কার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং বিশেষতঃ ও পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, কোন ভূমি বা ভবনের মালিক বা দখলিকারকে জারি করা নোটিসে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে যুক্তিসঙ্গত সেরূপ সময়সীমার মধ্যে ও তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিবার পর–

(ক) ঐরূপ ভূমি বা ভবনের কোন শৌচাগার, প্রস্রাবাগার, জলের ব্যবস্থা যুক্ত পায়খানা, নর্দমা, মলকুণ্ড অথবা তৎসংশ্লিষ্ট ময়লা, নোংরা, জঞ্জাল বা আবর্জনার পাত্র বন্ধ, অপসারণ, পরিবর্তন, মেরামত, পরিষ্কার, নির্বীজন করিতে অথবা উহা সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখিতে বা ঐরূপ কোন শৌচাগার, প্রস্রাবাগার বা জলের ব্যবস্থাযুক্ত পায়খানার কোন দরজা বা চোরা-দরজার অপসারণ করিতে বা পরিবর্তন করিতে বা তজ্জন্য রাস্তা বা নর্দমার দিকে উন্মুক্ত হয় এরূপ কোন নর্দমা নির্মাণ করিতে অথবা ঐরূপ শৌচাগার, প্রস্রাবাগার বা জলের ব্যবস্থাযুক্ত পায়খানাকে পথচারী বা পরিপার্শ্বে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি হইতে যথোপযুক্ত ছাদ বা দেওয়াল অথবা বেষ্টনী দিয়া আড়াল করিতে;

(খ) ঐরূপ ভূমি বা ভবনের কোন বেসরকারী কূপ, পুষ্করিণী, জলাধার, ডোবা, গহ্বর, খানাখন্দ, বা খনিত গর্ত যাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর বা পরিপার্শ্বের পক্ষে হানিকর হইতে পারে তাহা পরিষ্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদিত করিতে, ভরাট করিতে, উহা হইতে জল নিষ্কাশন করিতে বা অপসারণ করিতে;

(গ) ঐ ভূমি বা ভবন হইতে কোন গাছপালা, আগাছা, ফণীমনসা বা ঝোপঝাড় তুলিয়া ফেলিতে;

(ঘ) ঐ ভূমি বা ভবন হইতে কাদা, পশুমল, বিষ্ঠা, সার অথবা কোন ঘৃণাজনক বা ক্লেশকর বস্তু অপসারণ করিতে এবং ঐ ভূমি বা ভবন পরিষ্কার করণার্থে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন ঃ

তবে যে ব্যক্তিকে যথা পূর্বোক্তরূপে কোন নোটিস জারি করা হইয়াছে তিনি, ঐরূপ নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশদিনের মধ্যে, উহাতে অন্তর্ভুক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বিহিত প্রাধিকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন যাহার পর বিহিত প্রাধিকার আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নোটিশে অন্তর্ভূত আদেশের সংক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন ও উহা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে যেরূপ বিহিত হইবে আপীলের সেরূপ নোটিশ প্রদানের পর, ঐ আদেশ সংপরিবর্তন করিতে, খারিজ করিতে অথবা উহা বহাল রাখিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু বিহিত প্রাধিকার, যখন উহা নোটিসে উল্লিখিত সময়সীমা অবসিত হইবার পর ঐ নোটিসে অন্তর্ভূত আদেশ বহাল রাখেন বা উহার সংপরিবর্তন করেন তখন উহা একটি নূতন সময়সীমা স্থির করিবেন যাহার মধ্যে তৎকর্তৃক বহাল রাখা হইয়াছে বা সংপরিবর্তন করা হইয়াছে নোটিসে অন্তর্ভূত এরূপ আদেশ পালিত হইবে।

(২) যদি যথা-পূর্বোক্তরূপে জারিকৃত নোটিশের অন্তর্ভূত আদেশ, বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক খারিজ করা না হইয়া থাকে ও যে ব্যক্তিকে ঐ নোটিশ জারি করা হইয়াছে, যদি তিনি পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত আদেশের মূলরূপে উহা অথবা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক সংপরিবর্তিত ঐ আদেশ ক্ষেত্রানুযায়ী, নোটিসে বিনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অথবা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক স্থিরীকৃত সময়ের মধ্যে পালন করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তিনি, কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষসিদ্ধ হইবার পর দুইশত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ জরিমানার দায়িতাধীন হইবেন।

সার্বজনিক রাস্তা, জলপথ ও অন্য বিষয়ের উপর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা।

২৫। (১) কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের, দি বেঙ্গল ইরিগেশন অ্যাক্ট, ১৮৭৬-এর ৩ ধারায় যথা-পরিভাষিত খাল ব্যতীত, উহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যের এরূপ সকল সার্বজনিক রাস্তা ও জলপথের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকিবে যাহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে ও যাহা কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার অথবা কোন স্থানীয় প্রাধিকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে ও ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আবশ্যক সকল কিছু করিতে পারিবেন এবং—

১৮৭৬-এর বঙ্গীয় ৩ আইন।

(ক) নূতন সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করিতে;

(খ) ঐরূপ কোন সার্বজনিক রাস্তা, সেতু বা কালভার্টকে ভিন্নমুখী বা বন্ধ করিতে;

(গ) কোন সার্বজনিক রাস্তা, সেতু বা কালভার্টকে প্রশস্ত, উন্মুক্ত অথবা পরিবর্ধিত বা অন্যথা উহাদের উন্নতিসাধন করিতে এবং পার্শ্বস্থ মাঠ, চারাগাছের যাহাতে ন্যূনতম ক্ষতি হয় এরূপে ঐ রাস্তার দুই পার্শ্বের বৃক্ষসমূহের পরিরক্ষণ করিতে;

(ঘ) ঐরূপ জলপথকে গভীরতর বা অন্যথা উহাদের উন্নতিসাধন করিতে;

(ঙ) ক্ষেত্রানুযায়ী জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ অথবা পরিষদের মঞ্জুরিসহ ও দি বেঙ্গল ইরিগেশন অ্যাক্ট, ১৮৭৬-এ যথা- পরিভাষিত কোন খাল থাকিবার ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকার যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ আধিকারিকেরও মঞ্জুরিসহ, সেচপ্রকল্পসমূহের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে;

(চ) সার্বজনিক রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া থাকে এরূপ ঝোপঝাড় ও বৃক্ষশাখা ছাটিয়া ফেলিতে; এবং

(ছ) সার্বজনিক নোটিস দ্বারা, পানের জন্য বা রান্নার উদ্দেশ্যে জলের কোন সার্বজনিক উৎসকে পৃথক করিতে ও ঐরূপে পৃথকীকৃত উৎসে সর্বপ্রকার স্নান, প্রক্ষালন বা সম্ভাব্য রূপে দূষিত করিতে পারে এরূপ অন্য কার্য অনুরূপে প্রতিষেধ করিতে পারিবেন।

(২) কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনাধীন কোন সার্বজনিক রাস্তা বা নর্দমা অথবা অন্য সম্পত্তি সম্পর্কে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন বা অন্যায়ভাবে দখল করিয়াছেন বা উহার ক্ষতি সাধন করিয়াছেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে লিখিত নোটিস দ্বারা, নোটিসে বিনির্দিষ্ট হইবে এরূপ সময়ের মধ্যে ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ বাধা বা অন্যায় দখল অপসারণ করিতে বা ঐরূপ লোকসান মেরামত করিতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(৩) যদি ঐরূপে বিনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ বাধা বা অন্যায় দখল অপসারণ করা না হয় অথবা ঐ লোকসান মেরামত করা না হয় তাহা হইলে গ্রাম পঞ্চায়েত ঐরূপ বাধা বা অন্যায় দখল অপসারণ করাইবেন বা ঐরূপ লোকসান মেরামত করাইবেন এবং ঐরূপ অপসারণ বা মেরামতির খরচ সরকারী প্রাপ্যরূপে ঐরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) (৩) উপধারা অনুযায়ী, বাধা বা অন্যায় দখল, অপসারণের উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত মহকুমা শাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন ও মহকুমাশাসক, ঐরূপ আবেদনের পর, ঐ বাধা বা অন্যায় দখল অপসারণের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন।

দূষিত জল সরবরাহ সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা।

২৬। (১) কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পানের জন্য বা রান্নার উদ্দেশ্যে যাহার জল ব্যবহৃত হয় এরূপ কোন ব্যক্তিগত জলধারা, ঝর্ণা, পুষ্করিণী, কূপ বা অন্য স্থানের মালিক বা উহা নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ব্যক্তিকে, তাঁহার বিত্তীয় অবস্থা বিবেচনা করিবার পর, লিখিত নোটিস দ্বারা, ঐ নোটিসে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে যুক্তিসঙ্গত সেরূপ সময়সীমার মধ্যে নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন ব্যবস্থা লইতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন, যথা ঃ

(ক) উত্তমরূপে মেরামতির মাধ্যমে ঐ জলধারা, ঝর্ণা, পুষ্করিণী, কূপ বা অন্য স্থান রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(খ) উহা হইতে সময়ে সময়ে পাঁক, আবর্জনা বা পচনশীল গাছপালা পরিষ্কার করা;

(গ) উহাকে দূষণ হইতে রক্ষা করা; এবং

(ঘ) যদি উহা এইভাবে দূষিত হয় যাহাতে উহা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হয় তাহা হইলে উহার ব্যবহার নিবারণ করা ঃ

তবে যে ব্যক্তিকে যথা-পূর্বোক্ত কোন নোটিস জারি করা হইয়াছে তিনি, ঐরূপ নোটিস প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে, নোটিসে অন্তর্ভূত আদেশের বিরুদ্ধে বিহিত প্রাধিকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন যাহার পর বিহিত প্রাধিকার আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নোটিসে অন্তর্ভূত আদেশের সংক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন ও উহা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে যেরূপ বিহিত হইবে আপীলের সেরূপ নোটিস প্রদানের পর, ঐ আদেশ সংপরিবর্তন করিতে, খারিজ করিতে অথবা উহা বহাল রাখিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু বিহিত প্রাধিকার, যখন উহা নোটিসে উল্লিখিত সময়সীমা অবসিত হইবার পর ঐ নোটিসে অন্তর্ভূত আদেশ বহাল রাখেন অথবা উহার সংপরিবর্তন করেন তখন উহা একটি নূতন সময়সীমা স্থির করিবেন যাহার মধ্যে তৎকর্তৃক বহাল রাখা বা সংপরিবর্তন করা হইয়াছে নোটিসে অন্তর্ভূত এরূপ আদেশ পালিত হইবে।

(২) যদি যথা-পূর্বোক্ত রূপে জারিকৃত নোটিসে অন্তর্ভূত আদেশ, বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক খারিজ করা না হইয়া থাকে ও যে ব্যক্তিকে ঐ নোটিস জারি করা হইয়াছে, তিনি পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত আদেশের মূলরূপে উহা অথবা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক সংপরিবর্তিত ঐ আদেশ, ক্ষেত্রানুযায়ী, নোটিসে বিনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অথবা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক স্থিরীকৃত সময়ের মধ্যে পালন করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তিনি, কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষসিদ্ধ হইবার পর, দুইশত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ জরিমানার দায়িত্বাধীন হইবেন।

কচুরিপানা বা অন্য যে আগাছা জলকে দূষিত করিতে পারে তাহার জন্মানো নিবারণ করিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা।

২৭। (১) দি বেঙ্গল ওয়াটার হয়াসিন্থ অ্যাক্ট, ১৯৩৬-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, লিখিত নোটিস দ্বারা, যে ভূমি বা ভূ-গৃহাদি পরিসরের সহিত কোন পুষ্করিণী বা পুকুর অথবা অনুরূপ আবদ্ধ জল আছে তাহার মালিক বা দখলিকারকে, তাহার বিত্তীয় অবস্থা বিবেচনা করিবার পর, কোন কচুরিপানা বা অন্য যে আগাছা জলকে দূষিত করিতে পারে তাহা তথায় জন্মাইতে অনুমতি না দিতে এবং ঐ নোটিসে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে যুক্তিসঙ্গত সেরূপ সময়সীমার মধ্যে তথা হইতে উহাদের নির্মূল করিবার জন্য অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেনঃ

১৯৩৬-এর বঙ্গীয় ১৩ আইন।

তবে যে ব্যক্তিকে যথা-পূর্বোক্ত কোন নোটিস জারি করা হইয়াছে তিনি, ঐরূপ নোটিস প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে, উহাতে অন্তর্ভূত আদেশের বিরুদ্ধে বিহিত প্রাধিকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, যাহার পর বিহিত প্রাধিকার আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, ঐ নোটিসে অন্তর্ভূত আদেশের সংক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন ও উহা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে যেরূপ বিহিত হইবে আপীলের সেরূপ নোটিস প্রদানের পর, ঐ আদেশ সংপরিবর্তন করিতে, খারিজ করিতে অথবা উহা বহাল রাখিতে পারিবেনঃ

পরন্তু বিহিত প্রাধিকার, যখন উহা নোটিসে উল্লিখিত সময়সীমা অবসিত হইবার পর ঐ নোটিসে অন্তর্ভুক্ত আদেশ বহাল রাখেন অথবা উহার সংপরিবর্তন করেন তখন উহা নূতন একটি সময়সীমা স্থির করিবেন, যাহার মধ্যে তৎকর্তৃক বহাল রাখা বা সংপরিবর্তন করা হইয়াছে নোটিসে অন্তর্ভূত এরূপ আদেশ পালন করিতে হইবে।

(২) যদি যথা-পূর্বোক্তরূপে জারিকৃত কোন নোটিসে অন্তর্ভূত আদেশ, বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক খারিজ করা না হইয়া থাকে ও যে মালিক বা দখলিকারকে ঐ নোটিস জারি করা হইয়াছে তিনি, ঐ আদেশ মূল রূপে বা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক সংপরিবর্তিত ঐ আদেশ ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ নোটিসে বিনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অথবা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক স্থিরীকৃত সময়ের মধ্যে পালন করিতে, পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত, ব্যর্থ হন তাহা হইলে তিনি, কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষসিদ্ধ হইবার পর, দুইশত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ জরিমানার দায়িত্বাধীন হইবেন।

মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটিলে আপতিক ক্ষমতা।

২৮। কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত কোন এলাকায় কলেরা বা অন্য কোন জলবাহিত সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটিলে, প্রধান, উপ-প্রধান অথবা প্রধান কর্তৃক প্রাধিকৃত অন্য কোন ব্যক্তি, ঐরূপ প্রাদুর্ভাব চলিতে থাকাকালে, যে কূপ, পুষ্করিণী বা অন্য স্থান হইতে পানের উদ্দেশ্যে জল লওয়া হয় বা লইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা, নোটিস ব্যতীত ও যে কোন সময়ে, পরিদর্শন করিতে ও নির্বীজন করিতে পারিবেন এবং তথা হইতে জল লওয়া নিবারণ করিতে যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করেন সেরূপ অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তির ব্যর্থতার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক চালানো হইবে এরূপ নির্মাণকার্যের জন্য খরচ আদায়ের ক্ষমতা।

২৯। যদি ২৪, ২৬ অথবা ২৭ ধারা অনুযায়ী জারিকৃত কোন নোটিসে অন্তর্ভূত আদেশের দ্বারা করিতে হইবে বলিয়া অনুজ্ঞাত কোন নির্মাণকার্য ঐ নোটিসে বিনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অথবা বিহিত প্রাধিকারের নিকট আপীল করিবার ক্ষেত্রে, আপীল সম্পর্কে সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে তৎসমান কোন সময়সীমার মধ্যে নিষ্পাদিত না হয় তাহা হইলে গ্রাম পঞ্চায়েত, ঐরূপ পালন না করিবার পক্ষে প্রতীতিজনক হেতুর অনুপস্থিতিতে, ঐ কার্য সম্পাদন করাইবেন ও ঐ কার্য সম্পাদনের খরচ, যে ব্যক্তিকে নোটিস জারি করা হইয়াছিল, তাঁহার নিকট হইতে সরকারী প্রাপ্যরূপে আদায়যোগ্য হইবে।

সংযুক্ত কমিটি।

৩০। (১) যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ নিয়মাবলীর সাপেক্ষে, দুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েত, নিজেদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত একটি লিখিত সংলেখের মাধ্যমে, সমাবদ্ধ করিয়া, সংযুক্তভাবে যে কার্য পরিচালনায় বা যে কার্য তাহাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট তাহা পরিচালনা করিবার বা চালাইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ কর্তৃক যেরূপ চয়ন করা হইবে সেরূপ প্রতিনিধি সম্বলিত একটি সংযুক্ত কমিটি নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং —

(ক) কোন সংযুক্ত নির্মাণকার্যের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে যুক্ত কমিটি গঠনকারী প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে বাধ্যকর যে কোন পরিকল্প ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত যেরূপ আরোপ করা উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ শর্তসমূহ সহ প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা, ও ঐ পরিকল্প সম্পর্কে যে ক্ষমতা ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা ঐরূপ কমিটিকে প্রত্যভিযোজিত করিতে পারিবেন, এবং

(খ) ঐরূপ কমিটিসমূহের গঠন ও উহার সদস্যগণের পদের মেয়াদ এবং উহার কার্য পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কিত নিয়মাবলী প্রণয়ন বা সংপরিবর্তন করিতে পারিবেন।

(২) যদি এই ধারা অনুযায়ী যুক্ত কমিটি গঠনকারী গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের মধ্যে কোন মতপার্থক্য উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে উহা রাজ্য সরকার যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ আধিকারিকের নিকট প্রেষণ করা হইবে ও তদ্বিষয়ে উক্ত আধিকারিকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে ও উহা ঐরূপ গঠনকারী গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের প্রত্যেকের পক্ষে বাধ্যকর হইবে।

জিলা পরিষদ কর্তৃক কৃত্যসমূহের প্রত্যভিযোজন।

৩১। (১) জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ অথবা পরিষদ, কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের সহিত ঐক্যমত্যক্রমে ও উহারা যে বাধানিষেধ ও শর্তসমূহ মানিতে পরস্পর সম্মত হইবেন তৎসাপেক্ষে উহার কৃত্যসমূহের যেকোনটি বিহিত প্রণালীতে ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট প্রত্যভিযোজন করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে এই ধারা অনুযায়ী কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট কৃত্যসমূহের প্রত্যভিযোজন করা হয় সেক্ষেত্রে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত, ঐরূপ কৃত্যসমূহের নির্বাহে, ক্ষেত্রানুযায়ী, জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ অথবা পরিষদের এজেন্ট রূপে কার্য করিবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃত্যসমূহ উহার প্রধানের নিকট প্রত্যভিযোজন।

৩২। কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন উহার সেরূপ কর্তব্য বা ক্ষমতাসমূহ প্রত্যভিযোজনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে, গৃহীত কোন প্রস্তাবের মাধ্যমে উহার প্রধানের নিকট ঐরূপ প্রত্যভিযোজন করিতে পারিবেন এবং যেকোন সময়ে, কোন প্রস্তাবের দ্বারা উহার প্রত্যাহার বা সংপরিবর্তন করিতে পারিবেন ঃ

তবে যখন কোন বিত্তীয় ক্ষমতা কোন প্রধানের নিকট প্রত্যভিযোজন করা হয় অথবা ঐরূপ ক্ষমতার প্রত্যাহার বা সংপরিবর্তন করা হয়, তখন গ্রাম পঞ্চায়েত তৎক্ষণাৎ বিহিত প্রাধিকারকে উহার সূচনা দিবেন।

উপসমিতিসমূহের গঠন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা, কৃত্য ও কর্তব্যসমূহ উপ-সমিতিসমূহকে প্রত্যভিযোজন।

৩২অ। (১) রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ জারি করা হইবে সেরূপ নির্দেশ সাপেক্ষে, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত ৯ ধারায় উল্লিখিত প্রথম অধিবেশনের পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে যথাসম্ভব শীঘ্র (২) উপধারায় উল্লিখিত উপসমিতিসমূহ গঠন করিবেন এবং উহার ক্ষমতা, কৃত্য ও কর্তব্যসমূহ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে ঐরূপ উপসমিতিসমূহকে প্রত্যভিযোজন করিবেন।

(২) এই আইনের অন্য কোন বিধানের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে নিম্নলিখিত উপসমিতিসমূহ গঠন করিবেন ঃ

(i) অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি,

(ii) কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপসমিতি,

(iii) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি,

(iv) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতি,

(v) শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি, এবং

(vi) গ্রাম পঞ্চায়েত, রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, যেরূপ গঠন করিবেন সেরূপ অন্য উপসমিতি।

(৩) (২) উপধারায় উল্লিখিত উপসমিতিসমূহ নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে ঃ

(ক) প্রধান ও উপ-প্রধান, পদাধিকারবলে;

(খ) যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সংখ্যক সদস্য, যাঁহাদের সদস্যগণের নিজেদের মধ্য হইতে উহাদের দ্বারা নির্বাচিত করা হইবে, এবং

(গ) রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ঃ-

(i) ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন পঞ্চায়েতী সংস্থাসমূহের পদাধিকারিগণ, রাজ্য সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, নিগম বা সংগঠন অথবা রাজ্য কোষাগার হইতে অনুদান, বিত্তীয় সহায়তা বা পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হন এরূপ কোন কর্মকর্তার মধ্য হইতে যেরূপ নিযুক্ত করা হইবে সেরূপ সংখ্যক সদস্য, এবং

(ii) স্থানীয় এলাকা বা কোন প্রকার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যাঁহার বিশেষীকৃত জ্ঞান রহিয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তি;

(ঘ) অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতিতে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বাধিক সংখ্যক সদস্য-বিশিষ্ট স্বীকৃত বিরোধী রাজনীতিক দলের নেতা ও (৪) উপধারায় উল্লিখিত প্রণালীতে নির্বাচিত সঞ্চালকগণ ঐ উপসমিতির সদস্যরূপে থাকিবেন ও উহাতে (৩) উপধারার (খ) প্রকরণে উল্লিখিত অন্য কোন সদস্য থাকিবেন না ঃ

তবে যখন কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে, কোন স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সহিত সম্বদ্ধ একজন মাত্র বিরোধী সদস্য থাকেন তখন তিনি উক্ত উপসমিতির ঐরূপ সদস্য হইবেন এবং কোন স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সহিত সম্বদ্ধ বিরোধী সদস্য না থাকিবার ক্ষেত্রে, জ্যেষ্ঠতম বিরোধী নির্দল সদস্য অথবা, একজন মাত্র নির্দল বিরোধী সদস্য থাকিবার ক্ষেত্রে, উক্ত সদস্য উক্ত উপসমিতির ঐরূপ সদস্য হইবেন।

ব্যাখ্যা ১। এই প্রকরণের উদ্দেশ্যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন সদস্য বিরোধী সদস্যরূপে বিবেচিত হইবেন, যদি ৯ ধারা অনুযায়ী প্রধানের নির্বাচনে তিনি বিজয়ী প্রার্থীর অনুকূলে তাঁহার ভোট না দিয়া থাকেন অথবা উক্ত নির্বাচনে তাঁহার ভোটদানে বিরত থাকেন।

ব্যাখ্যা ২। যদি দুই বা ততোধিক স্বীকৃত রাজনীতিক দলের গ্রাম পঞ্চায়েতে সমান সংখ্যক নির্বাচিত সদস্য থাকে তাহা হইলে ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারিকৃত প্রাসঙ্গিক প্রজ্ঞাপনে অনুক্রমিক ব্যবস্থা অনুযায়ী উচ্চতর স্থানে অবস্থিত স্বীকৃত রাজনীতিক দলনেতাকে ঐরূপ সদস্যরূপে চয়ন করা হইবে।

(ঙ) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপসমিতির, (খ) উপধারায় উল্লিখিত অন্যূন অর্ধেক সদস্যকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যগণের মধ্য হইতে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, নির্বাচিত করা হইবে।

(8) প্রত্যেক উপসমিতির সদস্যগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে ঐরূপ উপসমিতির সঞ্চালকরূপে কার্য করিতে নির্বাচিত করিবেন এবং ঐরূপ উপসমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য, ঐরূপ উপসমিতির সদস্যগণের কৃত্যসমূহের সমন্বয়সাধনের জন্য এবং সময়ে সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রধানের নিকট ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেটীয় ব্যবস্থার মধ্যে ঐরূপ উপসমিতি সম্পর্কে গৃহীত অথবা গৃহীত হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন ঃ

তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদাধিকারবলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির সঞ্চালক হইবেন ঃ

পরন্তু নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপসমিতির সঞ্চালক ঐ উপসমিতির মহিলা সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন ঃ

অধিকন্তু ৩ উপধারার (গ) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণ সঞ্চালকরূপে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন না ও তাঁহাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৫) যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ বিধান সাপেক্ষে ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐ উপসমিতি অধিবেশনসমূহ অনুষ্ঠিত করিবার জন্য ও উহাকে নির্দিষ্ট করা হইবে এরূপ কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিবার জন্য স্বীয় প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিবেন।

(৬) উপসমিতির সদস্যগণ—

(ক) প্রধানের নির্দেশ সাপেক্ষে, গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারিগণের সহায়তা লইতে,

(খ) স্বীয় কর্তব্যসমূহের সম্পাদনে রাজ্য সরকারের যথাযথ স্তরের কোন বিভাগের কর্মচারিগণের পরামর্শ ও সাহায্য চাহিতে,

(গ) যখন প্রধান বা গ্রাম পঞ্চায়েত, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেটীয় ব্যবস্থার মধ্যে কোন পরিকল্প, কার্যক্রম বা প্রকল্প নিষ্পাদনের উদ্দেশ্যে ও তহবিল মঞ্জুর করিবার জন্য প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন তখন ঐ প্রধান বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সমক্ষে ঐরূপ নিষ্পাদনের জন্য প্রস্তাব স্থাপন করিতে পারিবেন ঃ

তবে প্রধান ঐরূপ পরিকল্প, কার্যক্রম বা প্রকল্প সম্পর্কিত ক্ষমতাসমূহ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক, উপসমিতির যে সদস্যগণকে প্রত্যভিযোজিত করা হইয়াছে তাঁহাদের মতামত বিবেচনা না করিয়া ঐরূপ কোন পরিকল্প, কার্যক্রম বা প্রকল্পের জন্য তহবিল মঞ্জুর করিবেন না,

(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয় হইতে কোন তথ্য, রিটার্ন, বিবৃতি, হিসাবপত্র বা প্রতিবেদন তলব করিতে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ ও উহা পরিদর্শন করিতে অথবা উপসমিতির কৃত্য ও কর্তব্যের সহিত সম্পর্কিত চালু কোন কার্য পরিদর্শন করিতে পারিবেন,

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েত, সাধারণ বা বিশেষ সংকল্প দ্বারা যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা রাজ্য সরকার, এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা, যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ অন্য ক্ষমতা প্রয়োগ, সেরূপ অন্য কৃত্য সম্পাদন ও সেরূপ অন্য কর্তব্য নির্বাহ করিতে পারিবেন।

(৭) প্রত্যেক উপসমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে মাসে অন্ততঃ একবার অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবেন।

(৮) যখন পদত্যাগ, মৃত্যু, অপসারণের কারণে অথবা অন্যথা সঞ্চালক বা কোন উপসমিতির সদস্যের পদে শূন্যতা দেখা দেয় তখন ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ উপসমিতির সদস্যগণ বিহিত প্রণালীতে অপর একজন সঞ্চালক বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ অপর একজন সদস্যকে নির্বাচিত করিবেন ও ঐভাবে নির্বাচিত সঞ্চালক বা সদস্য, তিনি যে ব্যক্তির স্থলে নির্বাচিত হইলেন তাঁহার পদের মেয়াদের অনবসিত অংশের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত রাজ্যে বর্তাইয়াছে এরূপ এস্টেট ও স্বার্থসমূহের ব্যবস্থাপন করিতে পারিবেন।

৩৩। রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোন গ্রাম পঞ্চায়েতকে রাজ্যে বর্তাইয়াছে এরূপ সকল এস্টেট ও তদন্তর্ভূত সকল স্বার্থের ব্যবস্থাপন করিতে ও তৎসম্পর্কে তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী যেরূপ অর্পিত, নির্দিষ্ট বা আরোপিত করা হইবে সেরূপ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে, সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিতে ও সেরূপ কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

প্রধান ও উপ-প্রধানের ক্ষমতা, কৃত্য ও কর্তব্যসমূহ।

৩৪। (১) প্রধান —

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিলেখসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের বিত্তীয় ও নির্বাহিক প্রশাসনের জন্য সাধারণ দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন;

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মিবর্গ এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ত্তিতে যে আধিকারিক ও কর্মচারিবর্গের চাকরি প্রদান করা যাইতে পারে তাঁহাদের কার্যের উপর সাধারণ প্রশাসনিক অবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন;

(ঘ) এই আইনের সহিত সম্পর্কিত কার্য পরিচালনার জন্য অথবা তদ্দ্বারা প্রাধিকৃত কোন আদেশ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে এই আইন অথবা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক যেরূপ প্রয়োগ, সম্পাদন বা নির্বাহ করা যাইবে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও সেরূপ কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন ঃ

তবে প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন অধিবেশনে তৎকর্তৃক যেরূপ প্রয়োগ, সম্পাদন বা নির্বাহ করা যাইবে বলিয়া এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা অনুজ্ঞাত হইবে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন বা সেরূপ কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন না;

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েত, সাধারণ বা বিশেষ সংকল্প দ্বারা, যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ অন্য ক্ষমতা প্রয়োগ, সেরূপ অন্য কৃত্য সম্পাদন ও সেরূপ অন্য কর্তব্য নির্বাহ করিবেন।

(২) উপপ্রধান —

(ক) তাঁহাকে প্রধান, সময়ে সময়ে, রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত হইবে এরূপ নিয়মাবলীর সাপেক্ষে, লিখিত আদেশ দ্বারা তাঁহাকে যেরূপ প্রত্যভিযোজন করিবেন সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও সেরূপ কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন ঃ

তবে প্রধান যেকোন সময় উপপ্রধানকে ঐভাবে প্রত্যভিযোজিত ক্ষমতা, কৃত্য ও কর্তব্যসমূহের সবকটি বা যেকোনটি প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন;

(খ) প্রধানের অনুপস্থিতিতে, প্রধানের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, সকল কৃত্য সম্পাদন ও সকল কর্তব্য নির্বাহ করিবেন;

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েত, সাধারণ বা বিশেষ সংকল্প দ্বারা, যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ অন্য ক্ষমতা প্রয়োগ, সেরূপ অন্য কৃত্য সম্পাদন ও সেরূপ অন্য কর্তব্য নির্বাহ করিবেন।

অধ্যায়-৪

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠান

গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মিবর্গ।

৩৫। (১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মি থাকিবেন ও ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মিগণ ঐ পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ঃ

তবে রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মির কোন পদের সৃষ্টি বা বিলোপ করা হইবে না এবং বেতনক্রমের কোন পুনরীক্ষণ করা হইবে না।

(২) রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী ও রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ জারি করা হইবে সেরূপ আদেশসমূহের সাপেক্ষে, কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের, উহার প্রতিষ্ঠানে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্য কর্মচারী থাকিবেন ও তাঁহারা জিলা পরিষদের ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ঃ

তবে রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক ঐরূপ কোন পদের সৃষ্টি বা বিলোপ করা হইবে না ও কোন পদে বেতনক্রমের কোন পুনরীক্ষণ করা হইবে না।

(৩) রাজ্য সরকার (১) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত সকল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মি ও (২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য সকল কর্মচারীর নিয়োগ পদ্ধতি এবং কৃত্যকের শর্ত ও কড়ার ও তৎসমেত বেতন ও ভাতা, অবসরগ্রহণ, ভবিষ্যনিধি ও আনুতোষিক সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

(৪) রাজ্য সরকার উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন রাজ্য সরকারের অধীনে কৃত্যরত সেরূপ সংখ্যক আধিকারিক বা কর্মচারীর চাকরিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ত্তিতে প্রদান করিবেন ঃ

তবে যদি তৎসময়ে পদে অধিষ্ঠিত মোট সদস্যের অধিকাংশের দ্বারা কোন আধিকারিক বা কর্মচারীকে ফিরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ঐ মর্মে সংকল্প গৃহীত হয় তাহা হইলে রাজ্য সরকার তাঁহাদের ফিরাইয়া লইবেন ঃ

পরন্তু রাজ্য সরকারের, ঐরূপ আধিকারিক ও কর্মচারীর উপর, শৃঙ্খলাসম্বন্ধী নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

ব্যাখ্যা- এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের এলাকায় উহাদের প্রয়োগ সম্পর্কে এরূপে কার্যকর হইবে যেন জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিকের উল্লেখ দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের প্রধান সচিবের উল্লেখ ছিল।

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক কর সংগ্রাহক ও অন্য চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে ব্যাপৃত করা।

৩৫অ। (১) গ্রাম পঞ্চায়েত, কোন বিনির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য বা সংবিদার ভিত্তিতে কোন বিনির্দিষ্ট কাজের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক, আদেশ দ্বারা, যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে কর সংগ্রাহকগণকে ব্যাপৃত করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ সংবিদার সংলেখে ইহা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে যে ঐরূপ কর সংগ্রাহক, তাঁহার চাকরির জন্য, রাজ্য সরকার, আদেশ দ্বারা, যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ হারে কমিশন ও একীকৃত কোন ভাতা পাইবেন।

(২) রাজ্য সরকার, গ্রাম পঞ্চায়েতকে, দি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট, ২০০৫ অনুযায়ী পরিকল্প রূপায়ণের জন্য যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, এবং সেরূপ ২০০৫-এর ৪২। শর্তে ও কড়ারে, কোন বিনির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য অন্য সংবিদাভিত্তিক কর্মিবর্গকে ব্যাপৃত করিতে, আদেশ দ্বারা, ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) যথাক্রমে (১) উপধারা ও (২) উপধারা অনুযায়ী ব্যাপৃত কর সংগ্রাহক ও অন্য সংবিদাভিত্তিক কর্মী সকল বিষয়ে প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করিবেন যাঁহার মাধ্যমে তাঁহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট দায়ী থাকিবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মিবর্গের নিয়ন্ত্রণ ও দণ্ড।

৩৬। (১) রাজ্য সরকার, শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী সাপেক্ষে, প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল কর্মচারির উপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন নির্বাহিক আধিকারিকের নিকট, ৩৫ ধারার (১) উপধারা ও (২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন কর্মচারীর জন্য, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, দণ্ডের সুপারিশ করিতে পারিবেন।

(২) সুপারিশ প্রাপ্তির পর, পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন নির্বাহিক আধিকারিক—

(ক) ৩৫ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীকে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, দণ্ড প্রদান করিতে;

(খ) (i) ৩৫ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন কর্মচারীকে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনতি ব্যতীত অন্য দণ্ড প্রদান করিতে; অথবা

(ii) জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিকের নিকট, ৩৫ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন কর্মচারীকে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনতির দণ্ডের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবেন।

(৩) (২) উপধারার (খ) প্রকরণের (ii) উপপ্রকরণ অনুযায়ী সুপারিশ প্রাপ্তির পর, জিলা পরিষদের ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন নির্বাহিক আধিকারিক ৩৫ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন কর্মচারীকে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, দণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন।

আপীল।

৩৬অ। (১) পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক ৩৬ ধারার (২) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে, ঐ আদেশের তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে, পঞ্চায়েত সমিতির নিকট আপীল করা চলিবে।

(২) পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক ৩৬ ধারার (২) উপধারার (খ) প্রকরণের (ঝ) উপপ্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ঐ আদেশের তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে, জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিকের নিকট আপীল করা চলিবে।

(৩) জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক ৩৬ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে, ঐ আদেশের তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে, বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করা চলিবে।

আধিকারিক ও কর্মচারিগণ কর্তৃক ক্ষমতা ইত্যাদির প্রয়োগ।

৩৬আ। এই আইনের বিধানসমূহ, তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ দিবেন তৎসাপেক্ষে, ৩৫ ধারার (১) উপধারা ও (২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী ও ৩৫ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ত্তিতে যাঁহাদের চাকরি প্রদান করা হইয়াছে এরূপ অন্য কর্মচারী, গ্রাম পঞ্চায়েত যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন, সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন ও সেরূপ কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

****

অধ্যায় ৬

সম্পত্তি ও তহবিল

সম্পত্তি অর্জন করা, দখলে রাখা ও উহার বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা।

৪১। কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পত্তি অর্জন করিবার, উহা দখলে রাখিবার ও বিলিব্যবস্থা করিবার এবং সংবিদায় আবদ্ধ হইবার ক্ষমতা থাকিবে ঃ

তবে স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা বিলিব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত বিহিত প্রাধিকারের পূর্বানুমোদন লইবেন।

সরকারী সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইবে।

৪২। (১) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা কোন স্থানীয় প্রাধিকার অথবা অন্য কোন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক রক্ষিত সম্পত্তি ব্যতীত কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত এই ধারায় অতঃপর বিনির্দিষ্ট প্রকৃতির সকল সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইবে ও উহার আওতাভুক্ত হইবে ও উহা, গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইতে পারে যে কোন প্রকৃতি বা ধরণের এরূপ অন্য সকল সম্পত্তি সহ, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশন, ব্যবস্থাপন ও নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে, অর্থাৎ—

(ক) সকল সার্বজনিক রাস্তা ও তদন্তর্ভুক্ত মৃত্তিকা, পাথর ও অন্য বস্তুসামগ্রী এবং ঐ সকল রাস্তার জন্য ব্যবস্থিত সকল নর্দমা, সেতু, কালভার্ট, বৃক্ষ, পরিনির্মাণ সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও অন্য বস্তু;

(খ) সকল সার্বজনিক খাল, জলধারা, ঝর্ণা, পুষ্করিণী, ঘাট, জলাধার, চৌবাচ্চা, কূপ, কৃত্রিম জলপ্রণালী, নালা, সুড়ঙ্গ, পাইপ, পাম্প ও অন্য জল সরবরাহ ব্যবস্থা, উহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের খরচে অথবা অন্যথা প্রস্তুত, সংস্থাপিত বা পরিনির্মিত হউক এবং তৎসম্পর্কিত বা তৎসংশ্লিষ্ট সকল সেতু, ভবন, ইঞ্জিন, নির্মাণকার্য, উপাদান ও বস্তু এবং উপরন্তু কোন সার্বজনিক পুষ্করিণীর অন্তর্ভুক্ত এরূপ কোন সংলগ্ন ভূমি (যাহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে)ঃ

তবে এতৎসম্পর্কিত বা এতৎসংশ্লিষ্ট জলের নল ও জলসরবরাহ ব্যবস্থা যাহা গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্মতি সহ, কোন মিল, কারখানা, পোতাঙ্গণ, কর্মশালা বা এতৎপ্রকার কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক, মুখ্যতঃ উহাদের কর্মচারিদের ব্যবহারের জন্য কোন রাস্তায় সংস্থাপন বা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা, এই কারণে সার্বজনিক জলসরবরাহ ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে না যে সেগুলি জনসাধারণ ব্যবহার করে;

(গ) সকল সার্বজনিক নিকাশী নালা ও নর্দমা, এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সকল নির্মাণকার্য, উপাদান ও বস্তু এবং অন্য সাফাইকার্য ঃ

তবে ঐরূপ কোন নিকাশী নালা ও নর্দমা সম্প্রসারিত বা গভীরতর করিবার অথবা অন্যথা মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে, তৎসংশ্লিষ্ট অন্তর্ভূমিও গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তায় বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

পরন্তু যেক্ষেত্রে নিকাশীবস্তুর পরিশোধন করিবার জন্য বা উহার ব্যবস্থাপনের জন্য কোন মিল, কারখানা, পোতাঙ্গণ, কর্মশালা বা এতৎপ্রকারের কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক মুখ্যতঃ উহাদের কর্মচারিদের ব্যবহারার্থে কোন যন্ত্রস্থাপনা বা নির্মাণকার্যের নির্মাণ করেন সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্মতি সহ কোন রাস্তায় নর্দমা ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্য বস্তুর সংস্থাপন দ্বারা বসান হইলে তদ্দ্বারা এই প্রকরণের বলে অথবা জনসাধারণ কর্তৃক উহাদের ব্যবহারের কারণে ঐরূপ যন্ত্রস্থাপনা বা নিকাশী নালা বা তৎসংশ্লিষ্ট নির্মাণকার্য ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইবে না;

(ঘ) সকল নিকাশীবস্তু, আবর্জনা ও ক্লেশকর বস্তু যাহা রাস্তার উপর জমা করিয়া রাখা হইয়াছে অথবা যাহা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক রাস্তা, শৌচাগার, প্রস্রাবাগার, নিকাশী নালা, মলকুণ্ড ও অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে;

(ঙ) সকল সার্বজনিক বাতি, বাতিস্তম্ভ ও তৎসম্পর্কিত বা তৎসংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম; এবং

(চ) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক পরিনির্মিত সকল ভবন এবং স্থানীয় সার্বজনিক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েতকে হস্তান্তরিত অথবা দান, ক্রয় বা অন্যপ্রকারে অর্জিত সকল ভূমি ও ভবন বা অন্য সম্পত্তি।

(২) রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন রাস্তা, সেতু বা নর্দমাকে এই আইনের বা এই আইনে বিনির্দিষ্ট কোন ধারার সংক্রিয়া হইতে বাদ দিতে পারিবেন ঃ

তবে, যদি ঐ নির্মাণকার্যের নির্মাণের খরচ গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল হইতে দিবার হয় তাহা হইলে ঐরূপ নির্মাণকার্যকে এই আইনের বা উহার কোন বিনির্দিষ্ট ধারার সংক্রিয়া হইতে, গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন অধিবেশনে উহার মতামত বিবেচনার পর ভিন্ন, বাদ দেওয়া হইবে না।

গ্রাম পঞ্চায়েতকে সম্পত্তির বিভাজন।

৪৩। রাজ্য সরকার কোন গ্রাম পঞ্চায়েতকে উহার স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত কোন সরকারী সম্পত্তি বিভাজন করিয়া দিতে পারিবেন ও তদনন্তর ঐরূপ সম্পত্তি ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইবে ও উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য ভূমি অর্জন।

৪৪। যেক্ষেত্রে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহের কোনটি কার্যে পরিণত করিবার জন্য ভূমির আবশ্যক হয় সেক্ষেত্রে উহা উক্ত ভূমিতে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সহিত ক্রয়ার্থে দরাদরি করিতে পারিবেন এবং যদি ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত তৎসম্পর্কে কোন চুক্তিতে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে উহা ঐ ভূমি অর্জনের জন্য সমাহর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন যিনি, যদি তাঁহার প্রতীতি হয় যে ঐ ভূমি সার্বজনিক উদ্দেশ্যে আবশ্যক তাহা হইলে, ঐ ভূমি অর্জন করিবার জন্য ব্যবস্থা লইতে পারিবেন এবং ঐরূপ ভূমি অর্জিত হইবার পর ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল।

৪৫। (১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম সম্বলিত একটি গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল গঠিত হইবে ও উহার অনুকূলে—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন অভিদায় ও অনুদান প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা;

(খ) জিলা পরিষদ, মহকুমা পরিষদ, পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা অন্য কোন স্থানীয় প্রাধিকার কর্তৃক কোন অভিদায় ও অনুদান প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা;

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন ঋণ মঞ্জুর করা হইয়া থাকিলে উহা;

(ঘ) ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক উদ্‌গৃহীত কর, অভিকর ও ফী-র খাতে সকল আয়;

(ঙ) ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইয়াছে, তৎকর্তৃক নির্মিত হইয়াছে অথবা উহার নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনাধীনে স্থাপন করা হইয়াছে এরূপ বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ঔষধালয়, ভবন, প্রতিষ্ঠান বা নির্মাণকার্য সম্পর্কিত সকল আয়;

(চ) দান বা অভিদায়রূপে প্রাপ্ত সকল অর্থাঙ্ক ও ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুকূলে কৃত কোন ট্রাস্ট বা উৎসর্জন হইতে লব্ধ সকল আয়;

(ছ) যেরূপ বিহিত হইবে এই আইনের বিধানসমূহ অনুযায়ী আরোপিত ও আদায়ীকৃত সেরূপ জরিমানা ও অর্থদণ্ড;

(জ) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক বা তৎপক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল অর্থাঙ্ক জমা করা হইবে।

ব্যাখ্যা।– কোন গ্রাম পঞ্চায়েত উহার তহবিল জমা খাতে—

(ক) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে অথবা ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন সদস্য বা কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে কোন ঋণ, অথবা

(খ) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে অথবা ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন সদস্য বা কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে কোন দান বা অভিদায় প্রতিগ্রহণ করিয়া ও ঐরূপ দান বা অভিদায় প্রস্থাপন ও প্রতিগ্রহণের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন অধিবেশনে গৃহীত কোন সংকল্পের অনুসরণে ব্যতীত ও তদ্ভিন্ন ঐরূপ দান বা অভিদায়

গ্রহণ করিবেন না।

(২) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত—

(ক) ন্যায় পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক খরচ; এবং

****

(গ) রাজ্য সরকার কর্তৃক, আদেশ দ্বারা, যেরূপ নির্দেশ প্রদান করা হইবে তৎসাপেক্ষে, কর্মচারিগণের বেতন ও ভাতা, কর সংগ্রাহকগণের কমিশন ও ভাতা এবং নির্বাচিত কৃত্যনির্বাহীর পারিশ্রমিক ও সম্মানী প্রদান সমেত, স্বীয় প্রশাসনিক খরচ মিটাইতে যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অর্থাঙ্ক প্রতি বৎসর পৃথক করিয়া রাখিবেন ও উহা তজ্জন্য ব্যয় করিবেন।

(৩) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের, উহা এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ অর্থাঙ্ক, ব্যয় করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল গ্রাম পঞ্চায়েতে-ই বর্তাইবে ও ঐ তহবিলের অনুকূলে জমা উদ্বর্ত, রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ অভিরক্ষায় রাখা হইবে।

(৫) এই আইন ও তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রধানের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ অনুসারে ও গ্রাম পঞ্চায়েত সময়ে সময়ে যেরূপ সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন তৎসাপেক্ষে, গ্রাম পঞ্চায়েত তহবিল হইতে অর্থপ্রদানের সকল আদেশ প্রধান অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে ও অর্থপ্রদানের ঐরূপ আদেশের অনুসরণক্রমে, চেক বা চেকসমূহ সংযুক্তরূপে প্রধান বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান ও ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহিক সহায়ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে ঃ

তবে, নির্বাহিক সহায়ক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রস্তাব সাপেক্ষে প্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী স্বাক্ষরার্থে চেকগুলি লিখিবার জন্য দায়ী থাকিবেন ঃ

পরন্তু, যদি কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহিক সহায়কের পদ, ছুটি, স্থানান্তরণ, পদত্যাগের কারণে অথবা অন্যথা, সাময়িকভাবে শূন্য হয় তাহা হইলে রাজ্য সরকার, নিয়মাবলী প্রণয়নের দ্বারা অথবা এতৎপক্ষে প্রদত্ত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন কর্মচারীকে, ঐ নিয়মাবলী বা ঐ আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্তসমূহের সাপেক্ষে, এই ধারা অনুযায়ী নির্বাহিক সহায়কের কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিতে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।– এই ধারায়, যখন ৯ ধারার (৪) উপধারার ধারণা ও অর্থে প্রধানের পদ শূন্য হইয়া যায় বা প্রধান কার্য করিতে সাময়িকভাবে অসমর্থ হন তখন প্রধানের অনুপস্থিতি ঘটিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক করের আরোপ।

৪৬। (১) এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী সাপেক্ষে, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যেক বৎসর—

(ক) উহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ভূমি ও ভবনের উপর,—

(i) যখন কোন ভূমি বা ভবনের বার্ষিক মূল্য অনধিক এক হাজার টাকা হয় তখন উহার বার্ষিক মূল্যের এক শতাংশ হারে; এবং

(ii) যখন কোন ভূমি বা ভবনের বার্ষিক মূল্য এক হাজার টাকা অতিক্রম করে তখন উহার বার্ষিক মূল্যের দুই শতাংশ হারে কর আরোপ করিবেন যাহা ঐ ভূমি বা ভবনের মালিক বা দখলিকার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।

****

(২) নিম্নে উল্লিখিত ভূমি ও ভবনসমূহকে (১) উপধারা অনুযায়ী কর আরোপ করা হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে, যথাঃ—

(ক) এরূপ ভূমি ও ভবনসমূহ যাহার বার্ষিক মূল্য অনধিক দুইশত পঞ্চাশ টাকা হয়;

(খ) কোন স্থানীয় প্রাধিকারের মালিকানাধীন ও একাধিকৃতরূপে সার্বজনিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা ব্যবহার করা হইবে বলিয়া অভিপ্রেত এবং মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না বা ব্যবহারের অভিপ্রায় করা হয় না এরূপ ভূমি ও ভবনসমূহ;

(গ) একাধিকৃতরূপে ধর্মীয়, শিক্ষাগত বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি ও ভবনসমূহ।

(৩) রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐ প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট রহিয়াছে এরূপ অন্য শ্রেণীর সম্পত্তি বা সম্পত্তির শ্রেণীসমূহকে এই ধারা অনুযায়ী উদ্‌গ্রহণযোগ্য কর বা অভিকর হইতে সম্পূর্ণতঃ কিংবা অংশতঃ অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

****

(৫) এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলীর সাপেক্ষে, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত—

(ক) কোন গ্রামের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত স্থাবর, সম্পত্তির সকল হস্তান্তরের উপর সংলেখে দর্শিত ক্ষেত্রানুযায়ী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিদানের অর্থপরিমাণ, দানের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্যের উপর, বন্ধকের দ্বারা বিনিশ্চিত অর্থপরিমাণ, বিনিময়ের ক্ষেত্রে, অধিকতর মূল্যবান সম্পত্তির মূল্য অথবা পাট্টার ক্ষেত্রে প্রথম দশ বৎসরের খাজনার মূল্য বা দুই শতাংশ হারে অতিরিক্ত মুদ্রাঙ্ক শুল্করূপে একটি শুল্ক;

(খ) কোন প্রমোদস্থলে প্রবেশের জন্য প্রদেয় সকল অর্থের উপর দশ শতাংশ হারে অতিরিক্ত মুদ্রাঙ্ক শুল্করূপে একটি শুল্ক উদ্‌গ্রহণ করিবেন।

(৬) রাজ্য সরকার (৫) উপধারায় উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর শুল্ক ও প্রমোদের উপর শুল্ক সংগ্রহ, গ্রাম পঞ্চায়েতকে উহার প্রদান ও উহা সংগ্রহ করিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্বাহিত কোন ব্যয়ের ব্যবকলন প্রনিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।– এই ধারায়, —

(ক) কোন ভূমি বা ভবন সম্পর্কে "বার্ষিক মূল্য" বলিতে ঐরূপ ভূমি বা ভবনের মূল্য বিহিত প্রণালীতে প্রাক্কলিত নির্ধারের সময় বাজার মূল্যের ছয় শতাংশের সমতুল অর্থপরিমাণকে বুঝায়;

(খ) "প্রমোদানুষ্ঠান" এরূপ কোন প্রদর্শন, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, অনুষ্ঠান, বিনোদন, ক্রীড়া বা খেলাধূলাকে অন্তর্ভুক্ত করে যাহাতে ব্যক্তিগণ অর্থের বিনিময়ে প্রবেশাধিকার লাভ করে;

(গ) "ভূমি" বাস্তুভূমি ও ভবন সংশ্লিষ্ট ভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

অভিকর ও ফী উদগ্রহণ।

৪৭। (১) রাজ্য সরকার যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ সর্বোচ্চ হার সাপেক্ষে, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত নিম্নলিখিত ফী, অভিকর ও পথকর উদ্‌গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথাঃ—

(i) যানবাহন রেজিস্ট্রিকরণের উপর ফীসমূহ;

(ii) সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে দায়ের করা হইয়াছে এরূপ মোকদ্দমা ও মামলার দাখিলীকৃত আর্জি ও দরখাস্ত এবং অন্য প্রক্রিয়ার উপর ফী;

(iii) ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ উপাসনাস্থান বা তীর্থযাত্রাস্থল, প্রদর্শমেলা ও মেলার অনাময়ব্যবস্থা ব্যবস্থিত করিবার জন্য ফী;

(iv) যেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে তৎকর্তৃক পানীয়, সেচ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা করা হয় সেক্ষেত্রে কোন জল-অভিকর;

(v) যেক্ষেত্রে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে তৎকর্তৃক সার্বজনিক রাস্তা ও স্থানে আলোকিতকরণের ব্যবস্থা করা হয় সেক্ষেত্রে কোন আলোক-অভিকর;

(vi) যেক্ষেত্রে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে তৎকর্তৃক বেসরকারী শৌচাগার, প্রস্রাবাগার ও মলকুন্ড পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হয় সেক্ষেত্রে কোন সাফাই-অভিকর;

(vii) গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক বিনির্দিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাধিকারের নিকট হইতে যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় সেক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ ছাড়পত্রযুক্ত যে কোন প্রকৃতির বা রূপের ব্যবসায় চালাইবার জন্য রেজিস্ট্রিকরণের, যদি না ঐরূপ ব্যবসায়ের ঐরূপ রেজিস্ট্রিকরণ তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী প্রতিষেধ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে, ঐ রেজিস্ট্রিকরণের উপর ফীসমূহ;

(viii) গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইয়াছে বা উহার পরিচালনাধীন কোন রাস্তা বা সেতুর উপর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে এরূপ কোন পথকর-পরিবেষ্টনী যাহার সমক্ষে উপস্থিত ব্যক্তি, যানবাহন বা পশু অথবা উহাদের কোন শ্রেণীর উপর পথকর;

(ix) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক স্থাপিত বা উহার পরিচালনাধীন কোন খেয়া সম্পর্কে পথকর;

****

(xi) যেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে তৎকর্তৃক সার্বজনিক শৌচাগারের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করা হয় সেক্ষেত্রে কোন সাধারণ অনাময়-অভিকর;

(xii) যেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে তৎকর্তৃক সাধারণ নর্দমার নিয়মিত পরিষ্কারের জন্য ব্যবস্থা করা হয় সেক্ষেত্রে কোন নিকাশী-অভিকর;

****

(xiv) গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তাইয়াছে বা উহার পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণাধীন শ্মশান ব্যবহারের জন্য ফীসমূহ;

(xv) যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারসমূহ সাপেক্ষে যন্ত্রচালিত পাম্পসেটযুক্ত ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সেচের জন্য স্থাপিত অ-গভীর বা গভীর নলকূপের জন্য রেজিস্ট্রিকরণের উপর ফীসমূহ।

ব্যাখ্যা।– এই প্রকরণে, "বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য" এরূপ কোন উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে যাহার জন্য অ-গভীর নলকূপের মালিক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ভূমিতে, ঐরূপ ভূমিমালিকের নিকট হইতে যে কোন নামে অভিহিত জল-অভিকর আদায় করিবার পর, সেচের জল সরবরাহ করা হয়।

(xvi) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক সংগঠিত গ্রামীণ বাজারে বিক্রিত গ্রামীণ উপজসমূহের উপর ফীসমূহ যাহা ওজন, পরিমাপন বা সংখ্যা অথবা উহাদের দুই বা ততোধিকের মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে;

(xvii) জনস্বার্থে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদর্শিত হয় এরূপ ভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী কোন স্থানে যে কোন প্রণালীতে কোন ভূমি, ভবন, হোর্ডিং, বা নির্মিতি, সার্বজনিক প্রদর্শনের জন্য কোন বিজ্ঞাপনের উপর বা ঊর্ধ্বে কোন পরিনির্মাণ, প্রদর্শন, সংলগ্ন করা বা ধরিয়া রাখার উপর ফীসমূহ।

(২) যদি কোন যানবাহন তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী অন্য কোন প্রাধিকার কর্তৃক ইতঃপূর্বেই রেজিস্ট্রিকৃত হইয়া থাকে অথবা যদি ঐরূপ অনাময়ের ব্যবস্থা ইতঃপূর্বেই অন্য কোন স্থানীয় প্রাধিকার কর্তৃক কৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত ঐরূপ যানবাহনের রেজিস্ট্রিকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা উহার জন্য ফী উদ্‌গ্রহণ করিবেন না ও উহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে কোন উপাসনাস্থানে বা তীর্থযাত্রা স্থলে, প্রদর্শমেলা ও মেলায় অনাময়ব্যবস্থা ব্যবস্থিত করিবেন না।

(৩) পথকর ও ফী বা অভিকরের মাত্রা ও উহা আরোপের শর্ত ও কড়ারসমূহ, এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলীতে বিনির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমা ও প্রণালী সাপেক্ষে উপবিধিসমূহের দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে সেরূপ হইবে।

(৪) ঐরূপ উপবিধিসমূহ যেকোনো শ্রেণীর ক্ষেত্রসমূহে সবকটি বা যে কোন পথকর, ফী বা অভিকর হইতে অব্যাহতি দানের জন্য ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

অর্থ ঋণ করার ক্ষমতা।

৪৭অ। কোন গ্রাম পঞ্চায়েত নিজ উদ্দেশ্যসমূহের অগ্রনয়নের জন্য এতদুদ্দেশ্যে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক যেরূপ প্রস্তুত করা হইবে বিনির্দিষ্ট পরিকল্পসমূহের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার বা ব্যাঙ্ক অথবা অন্য বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্থ ঋণ লইতে পারিবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট।

৪৮। (১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে ও সেরূপ প্রণালীতে প্রত্যেক বৎসর, উহার পরবর্তী বৎসরের জন্য প্রাক্‌কলিত আয় ও সংবিতরণের একটি বাজেট প্রস্তুত করিবেন।

(২) (ক) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রস্তুত বাজেট সংশ্লিষ্ট জেলার বা স্থানীয় এলাকার মাতৃভাষায় লিখিত হইবে ও ঐ বাজেটের প্রতিলিপিসমূহ, গ্রামসভার সদস্যগণের আপত্তি ও প্রস্তাব আহ্বান করিয়া, যেরূপ বিহিত হইবে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেরূপ প্রমুখ্য স্থানসমূহে লটকাইয়া দেওয়া হইবে।

(খ) বাজেটের প্রতিলিপিসমূহ ঐ গ্রামের উপর ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন পঞ্চায়েত সমিতির নিকট, উহার কোন মতামত থাকিলে তজ্জন্য, প্রেরণ করা হইবে।

(গ) বিভিন্ন মহল হইতে প্রাপ্ত কোন আপত্তি, প্রস্তাব ও মতামত থাকিলে তৎসহ ঐ বাজেট, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়সীমার মধ্যে, বাজেটের কোন সংপরিবর্তন থাকিলে উহার প্রস্তাব করিয়া, আলোচনার জন্য গ্রামসভার অধিবেশনে পেশ করা হইবে।

(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত কোন আপত্তি, পরামর্শ ও মতামত থাকিলে উহা এবং গ্রামসভার কৃত আলোচনা বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ের মধ্যে এবং বিদ্যমান সদস্যগণের অন্ততঃ অর্ধেকের উপস্থিতিতে ঐরূপ করিবেন ও কোন সংপরিবর্তন থাকিলে তৎসহ বাজেটটি অনুমোদন করিবেন।

(ঙ) (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী অনুমোদিত বাজেটের একটি প্রতিলিপি ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন পঞ্চায়েত সমিতির নিকট প্রেরণ করা হইবে।

(৩) যদি না (২) উপধারার (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী ঐ বাজেট অনুমোদন করা হয় তাহা হইলে কোন ব্যয় নির্বাহ করা হইবে না।

অনুপূরক বাজেট।

৪৯। (১) কোন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যেক বৎসর উহার বাজেটের সংপরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা করিয়া একটি অনুপূরক বাজেট প্রাক্‌কলন প্রস্তুত করিবেন ও উহা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ের মধ্যে ও সেরূপ প্রণালীতে এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন সভায় বিদ্যমান সদস্যগণের অন্ততঃ অর্ধেকের উপস্থিতিতে অনুমোদন করিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী অনুমোদিত ঐ অনুপূরক বাজেট প্রাক্‌কলনের একটি প্রতিলিপি ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন পঞ্চায়েত সমিতির নিকট প্রেরণ করা হইবে।

হিসাব। ৫০। কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে সেরূপ হিসাব রাখিবেন।

অধ্যায় ৭

ন্যায় পঞ্চায়েত

ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন। ৫১। (১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রাধিকৃত হইলে, ঐ গ্রামের অন্তর্গত অঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তৎসময়ে বলবৎ নির্বাচক তালিকায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহাদের মধ্যে যিনি কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের অথবা ১ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত যে কোন আইন অনুযায়ী গঠিত কোনও পৌর প্রাধিকারের সদস্য ব্যতীত অন্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে ও সেরূপ প্রণালীতে, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত, বিচারক নামে অভিহিত, পাঁচজন সদস্যকে লইয়া একটি ন্যায় পঞ্চায়েত নিম্নলিখিত বিচারের জন্য গঠন করিবেন, যথাঃ—

(ক) দ্বিতীয় তফসিলে বিনির্দিষ্ট অপরাধসমূহের অথবা ৫২ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট হস্তান্তরিত কোন মামলার বিচার;

(খ) ৬১ ধারায় বিনির্দিষ্ট সকল বা যেকোন শ্রেণীর দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ঃ

তবে, যদি কোনও ব্যক্তির ৮ ধারায় উল্লিখিত নির্যোগ্যতাসমূহের কোনটি থাকে তাহা হইলে তিনি ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবেন না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী গঠিত প্রত্যেক ন্যায় পঞ্চায়েত, সরকারী গেজেটে অথবা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্য প্রণালীতে প্রজ্ঞাপিত হইবে ও উহা উক্ত প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ পদাসীন হইবে।

(৩) প্রত্যেক ন্যায় পঞ্চায়েত তাঁহার একজন সদস্যকে প্রধান বিচারক নামে অভিহিত পদে, ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতের সভাসমূহে সভাপতিত্ব করিবার জন্য, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে ও সেরূপ প্রণালীতে নির্বাচিত করিবেন এবং প্রধান বিচারকের অনুপস্থিতিতে, ন্যায় পঞ্চায়েতের সভায় উপস্থিত বিচারকগণ ঐ সভার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের মধ্যে একজনকে প্রধান বিচারকরূপে নির্বাচিত করিবেন।

(৪) ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন সদস্যের পদের মেয়াদ (২) উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর হইবে ঃ

তবে, কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণ সাধারণ নির্বাচনের পর নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণ নির্বাচিত না হওয়া ও ঐরূপ সদস্যগণ পদভারগ্রহণ না করা পর্যন্ত নিজ নিজ পদে থাকিয়া যাইবেন।

(৫) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত তৎসমক্ষে বিচারাধীন কোন মোকদ্দমা, মামলা বা অন্য কার্যবাহের বিচার করিবেন না, যদি না ঐ বিচারকালে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতের অন্ততঃ তিনজন সদস্য উপস্থিত থাকেন।

(৬) গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব, ন্যায় পঞ্চায়েতের কার্যবাহ ও সিদ্ধান্তসমূহের অভিলেখসমূহ রক্ষা ও যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্য কর্তব্য করিবার উদ্দেশ্যে উহার সচিবরূপে কার্য করিবেন।

ফৌজদারী ক্ষেত্রাধিকার।

৫২। (১) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮-এ যাহা কিছু আছে, তৎসত্ত্বেও, ৫১ ধারা অনুযায়ী গঠিত কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের, ঐরূপ ন্যায় পঞ্চায়েত লইয়া গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে, দ্বিতীয় তফসিল, ভাগ ক-এ বিনির্দিষ্ট সকল অপরাধের বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে, এবং ৫১ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ, অন্য কোন আদালত, এই আইনে অন্যথা যেরূপ ব্যবস্থিত রহিয়াছে তদ্ব্যতীত কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার্য কোন মামলার প্রগ্রহণ করিবেন না ঃ ১৮৯৮-এর ৫।

তবে, এই আইনের কোন কিছুই যে মামলার বিচার করিতে ন্যায় পঞ্চায়েতকে ৭৮ ধারা অনুযায়ী প্রতিষেধ করা হয় তাহার অথবা ন্যায় পঞ্চায়েত বা ৭৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগ করেন এরূপ কোন দায়রা জজ বা মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমতে অবশ্যই যাহার বিচার কোন সাধারণ আদালতে হওয়া উচিত তাহার বিচার করিতে কোন আদালতের ক্ষেত্রাধিকার হরণ করিবে না।

(২) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত দ্বিতীয় তফসিল, ভাগ খ-এ বিনির্দিষ্ট কোন অপরাধের, ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮-এর ১৯০ ধারা অনুযায়ী দরখাস্ত গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন দায়রা জজ মহকুমা বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মামলাটি তন্নিকট হস্তান্তরিত হইলে, বিচার করিবেন ঃ

তবে,

(ক) যে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রগ্রহণীয় ও দ্বিতীয় তফসিল, ভাগ ক-এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সম্পর্কে নালিশ করা হয় তিনি ঐ অপরাধের বিচার করিতে ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট অভিযোগটি হস্তান্তরিত করিবেন;

(খ) যদি দায়রা জজ বা মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোন মামলাকে এক ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট হইতে অন্য ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট বা তাহার অধীনস্থ অন্য কোন আদালতের নিকট হস্তান্তরিত করা আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি ঐরূপ করিতে পারিবেন;

(গ) দায়রা জজ বা মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রগ্রহণীয় কোন মামলা, অভিযোগকারীর নিবাসস্থান যে গ্রামে কোন ন্যায় পঞ্চায়েত নাই এরূপ কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে অবস্থিত হইলে ঐরূপ নিবাসস্থান হইতে, ক্ষেত্রানুযায়ী, দায়রা জজের বা মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমতে, পক্ষগণ ও সাক্ষিগণের পক্ষে সুবিধাজনক দূরত্বে অবস্থিত কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট, পক্ষগণের সম্মতিক্রমে, হস্তান্তরিত করিবেন।

(৩) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচারযোগ্য প্রত্যেক অপরাধের সাধারণভাবে এরূপ কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার করা হইবে যাহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে উহা সংঘটিত হইয়াছে।

(৪) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচারযোগ্য কোন চুরির অপরাধ অথবা কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক এরূপ কোন অপরাধ যাহা চুরি বা অপহৃত সম্পত্তি দখলে রাখার অপরাধকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাহা, যে ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ অপরাধ

সংঘটিত হইয়াছিল অথবা যে ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে অপহৃত সম্পত্তি চোরের দখলে বা এরূপ কোন ব্যক্তির দখলে ছিল যে উহা অপহৃত সম্পত্তি বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন বা রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেই ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচার করা হইতে পারিবে।

(৫) কোন অপরাধীর যাত্রাকালে সংঘটিত কোন অপরাধ যাহা কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচারযোগ্য হয় তাহা এরূপ কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচারিত হইতে পারিবে যাহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার ভিতর দিয়া বা উহার মধ্যে অপরাধকারী, বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অথবা যে বস্তু সম্পর্কে ঐ অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল তিনি বা তাহা ঐ যাত্রাপথ দিয়া পার হইয়াছিলেন বা পার হইয়া গিয়াছিল।

(৬) যেক্ষেত্রে কোন অপরাধ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কোন অঞ্চলে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা অনিশ্চিত থাকে অথবা যেক্ষেত্রে কোন অপরাধ অংশতঃ একটি স্থানীয় অঞ্চলে এবং অংশতঃ অপর একটি স্থানীয় অঞ্চলে সংঘটিত হয় অথবা যেক্ষেত্রে কোন অপরাধ অবিরাম চলিতে থাকে ও উহা একাধিক স্থানীয় এলাকায় সংঘটিত হইতে থাকে অথবা যেক্ষেত্রে উহা বিভিন্ন স্থানীয় এলাকায় সংঘটিত বিভিন্ন কার্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় সেক্ষেত্রে ঐরূপ কোনো স্থানীয় এলাকার উপর ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক উহার বিচার করা যাইবে।

(৭) যখন একই মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ দুই বা ততোধিক ন্যায় পঞ্চায়েতের মধ্যে কোনটির পক্ষে কোন একটি অপরাধের বিচার করা উচিত হইবে তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উদ্ভূত হয় তখন উহা মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মীমাংসিত হইবে।

(৮) যখন একই মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন নহে কিন্তু একই দায়রা জজের অধীনস্থ দুই বা ততোধিক ন্যায় পঞ্চায়েতের মধ্যে কোনটির পক্ষে কোন একটি অপরাধের বিচার করা উচিত হইবে তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উদ্ভূত হয় তখন উহা ঐ দায়রা জজ কর্তৃক মীমাংসিত হইবে।

(৯) যেক্ষেত্রে একই দায়রা জজের অধীন নহে এরূপ দুই বা ততোধিক ন্যায় পঞ্চায়েত একই অপরাধের প্রগ্রহণ করিয়া থাকেন সেক্ষেত্রে যে দায়রা জজের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে সর্বপ্রথম কার্যবাহসমূহের প্রারম্ভ করা হইয়াছিল তিনি তাঁহার অধীনস্থ যে কোন ন্যায় পঞ্চায়েতে ঐরূপ অপরাধকারীর বিচার অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া নির্দেশ দিতে পারিবেন ও যদি তিনি ঐভাবে স্থির করেন তাহা হইলে ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ অপরাধ সম্পর্কিত অন্য সকল কার্যবাহ আর চালান হইবে না।

কিভাবে মামলা দায়ের করা হইবে।

৫৩। ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে স্থিত কোন মামলা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের নিকট বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন সদস্যের নিকট মৌখিকভাবে বা লিখিত দরখাস্তের মাধ্যমে দায়ের করা হইবে। যদি মৌখিকভাবে ঐ দরখাস্ত করা হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রানুযায়ী সচিব বা ঐ সদস্য দরখাস্তকারীর নাম, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা হইয়াছে তাঁহার নাম, অপরাধের প্রকৃতি ও যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্য বিশেষ বিবরণ থাকিলে উহা অভিলিখিত করিয়া একটি বিবরণ প্রস্তুত করিবেন, ও উহার উপর দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর বা টিপসই লওয়া হইবে। তদনন্তর ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ সচিব বা ঐ সদস্য দরখাস্তকারীকে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দিবেন।

দরখাস্ত খারিজ করিবার বা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা।

৫৪। (১) যদি আপাতঃ দৃষ্টিতে দরখাস্তটি পড়িবার পর, বা দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিবার পর, ন্যায় পঞ্চায়েতের এরূপ অভিমত হয় যে দরখাস্তটি তুচ্ছ, হয়রানিমূলক বা অসত্য, তাহা হইলে উহা লিখিত আদেশ দ্বারা ঐ মামলা খারিজ করিবেন।

(২) যদি কোন সময়ে ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে—

(ক) উহার ঐ মামলাটি বিচার করিবার কোন ক্ষেত্রাধিকার নাই; বা

(খ) অপরাধটি এরূপ হয় যে, যাহার জন্য ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত যে দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহা অ-পর্যাপ্ত হইবে; বা

(গ) মামলাটি এরূপ হয় যে তাহা এই ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক অবশ্যই বিচার করা হইবে না, তাহা হইলে উহা দরখাস্তকারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা, এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে যে আদালতের ঐ অপরাধের বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিত তাহার নিকট যাইবার জন্য লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিবেন।

ব্যত্যয়ের জন্য খারিজ।

৫৫। যদি ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে স্থিত কোন মামলায় দরখাস্তকারী স্থিরীকৃত দিনে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হন, অথবা যদি ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতের অভিমতে, দরখাস্তকারী তাঁহার মামলা চালাইবার ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়েত ঐরূপ ব্যত্যয়ের জন্য ঐ মামলা খারিজ করিতে পারিবেন, ও ঐরূপ খারিজের আদেশ দোষমুক্তির আদেশরূপে সংক্রিয় হইবে।

বিচারের জন্য প্রারম্ভিক কার্যবাহ।

৫৬। (১) যদি দরখাস্ত খারিজ করা না হয় তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়েত, ৮৩ ধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, সমনের মাধ্যমে অভিযুক্তকে উপস্থিত হইতে ও দরখাস্তের উত্তর দিতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(২) যদি অভিযুক্ত উপস্থিত হইতে ব্যত্যয় করেন বা দৃষ্ট না হন তাহা হইলে, ন্যায় পঞ্চায়েত এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে নিকটতম যে মহকমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের ঐ অপরাধের বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিত তাঁহার নিকট ঐ তথ্যের প্রতিনিবেদন করিবেন, যিনি অভিযুক্তের গ্রেপ্তারির জন্য ওয়ারেন্ট জারি করিতে পারিবেন ও গ্রেপ্তার হইলে বিচারের জন্য তাঁহাকে ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন বা তাঁহাকে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য জামিনে নির্মুক্ত করিতে পারিবেন।

(৩) অভিযুক্ত যে দিন ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে উপস্থিত হন বা আনীত হন, ন্যায় পঞ্চায়েত সম্ভব হইলে সেই দিন-ই মামলার বিচার করিবেন কিন্তু উহা সম্ভব না হইলে ন্যায় পঞ্চায়েত, পরবর্তী যে দিন বা দিনসমূহ পর্যন্ত বিচার মুলতবী থাকিবে সেই দিন বা দিনসমূহে উহার সমক্ষে উপস্থিত থাকিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিক পঁচিশ টাকা অর্থাঙ্কের একটি খত নিষ্পাদন করিবার পর তাঁহাকে নির্মুক্ত করিবেন :

তবে যদি অভিযুক্ত খত নিষ্পাদনে ব্যর্থ বা অস্বীকৃত হন তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়েত, তাঁহাকে নির্মুক্ত করিবার পরিবর্তে, যে মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ঐরূপ অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হইয়াছিল তাঁহার নিকট ঐ ব্যক্তিকে অভিরক্ষাধীনে ফেরত পাঠাইবেন ও অতঃপর ঐরূপ মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, ৫২ ধারার (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে কৃত অভিযোগের প্রগ্রহণ করিবেন ও যেন তাঁহার সমক্ষে ঐ অভিযোগ করা হইয়াছিল এরূপ প্রণালীতে ও এরূপ প্রক্রিয়া অনুযায়ী ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবেন।

অপরাধের প্রশমন।

৫৭। ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ন্যায় পঞ্চায়েত তৎকর্তৃক বিচারযোগ্য কোন অপরাধ প্রশমন করিবার জন্য পক্ষগণকে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন। ১৮৯৮-এর ৫।

আপীলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

৫৮। ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচারিত কোন মামলায় দোষসিদ্ধ কোন ব্যক্তি কর্তৃক আপীল করা চলিবে না ঃ ১৮৯৮-এর ৫।

তবে যে দায়রা জজ বা মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত অবস্থিত হয়, তাঁহার, ন্যায় বিচার ব্যর্থ হইয়াছে, বলিয়া প্রতীতি হইলে তিনি স্বপ্রণোদনায়, অথবা সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের দ্বারা, ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতের আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে কৃত কোন আবেদনের ভিত্তিতে কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রদত্ত দোষসিদ্ধির বা ক্ষতিপূরণের আদেশ বাতিল বা সংপরিবর্তন করিবেন অথবা ৫২ ধারার (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও তাঁহার অধীনস্থ ক্ষমতাপন্ন ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক ঐ মামলার পুনর্বিচারের নির্দেশ দিবেন।

জরিমানা আরোপ বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার ক্ষমতা।

৫৯। (১) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত, পক্ষগণের বক্তব্য শুনিবার পর ও পক্ষগণ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য বিবেচনা করিবার পর উহার সিদ্ধান্ত লিখিতরূপে অভিলিখিত করিবেন ও তৎকর্তৃক দোষসিদ্ধ কোন অপরাধকারীকে অনধিক পঞ্চাশ টাকা জরিমানা প্রদানের দণ্ডাদেশ দিতে পারিবেন :

তবে যদি কোন মামলার বিচারকালে ন্যায় পঞ্চায়েতের উপস্থিত সদস্যগণ কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে ঐরূপ সদস্যগণের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত-ই ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত হইবে :

পরন্তু কোন মামলার বিচারকালে ন্যায় পঞ্চায়েতের উপস্থিত সদস্যগণের ভোট সমান সমান হইবার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারক বা ঐ সভার জন্য প্রধান বিচারকরূপে নির্বাচিত ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে ও ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত ঐরূপ দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট অনুসারে হইবে।

(২) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক মূল দণ্ডরূপেই হউক বা জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ক্রমেই হউক, সশ্রম বা বিনাশ্রম কোনও কারাবাসের দণ্ডাদেশ প্রদান করা হইবে না।

(৩) যখন কোন ন্যায় পঞ্চায়েত (১) উপধারা অনুযায়ী কোন জরিমানা আরোপ করেন তখন উহা, আদেশ প্রদানকালে, নির্দেশ দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত জরিমানা বা উহার কোন অংশ ঐ অপরাধের কারণে ঘটিত লোকসান বা হানির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানে প্রয়োগ করা হইবে।

(৪) যদি কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের এরূপ প্রতীতি হয় যে উহার সমক্ষে কৃত বা বিচারের জন্য উহার নিকট স্থানান্তরিত কোন অভিযোগ মিথ্যা, হয়রানিমূলক বা তুচ্ছ, তাহা হইলে উহা, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন অনধিক পঁচিশ টাকার সেরূপ ক্ষতিপূরণ অভিযুক্তকে দিবার জন্য নালিশকারীকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) যদি ঐরূপ জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ, ঐ দণ্ডাদেশ বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে বা ন্যায় পঞ্চায়েত যেরূপ অনুমতি দিবেন সেরূপ অধিকতর সময়ের মধ্যে প্রদান বা উশুল করা না হইয়া থাকে তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়েত আরোপিত জরিমানা বা প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের অর্থপরিমাণ ও উহা যে প্রদান করা হয় নাই তাহা ঘোষণা করে এরূপ একটি আদেশ অভিলিখিত করিবেন ও উহা নিকটতম এরূপ একজন মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের

নিকট প্রেরণ করিবেন, এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে যাঁহার ঐ মামলা বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিত এবং ঐ মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট —

(ক) যেন তিনি স্বয়ং ঐ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এরূপে ঐ আদেশ নির্বাহ করিতে অগ্রসর হইবেন, বা

(খ) প্রদানে ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে, এই ধারার (২) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার অধ্যায় ৩ অনুসারে অভিযুক্তকে কারাবাসের দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন : ১৮৬০-এর ৪৫।

তবে ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও—

(ক) ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা বা প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ এরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে উশুল করা হইবে না যিনি তাঁহার কারাবাসের মেয়াদ ভোগ করিয়াছেন;

(খ) যদি কোন ব্যক্তির কারাবাসের মেয়াদ অবসানের পূর্বে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ কারাবাসের মেয়াদ ভোগ করিতেছেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ নির্মুক্ত করা হইবে।

ভর্ৎসনার পর বা সদাচরণের জন্য অবেক্ষার ভিত্তিতে নির্মুক্তি।

৬০। যখন কোন ব্যক্তি কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক দোষসিদ্ধ হন ও তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্বের কোন দোষসিদ্ধি প্রমাণিত হয় না তখন যদি উক্ত ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে অপরাধকারীর বয়স, চরিত্র ও পূর্ব পরিচিতি এবং যে পরিস্থিতিতে ঐ অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিয়া, ইহা সঙ্গত হয় যে—

(ক) অপরাধকারীকে যথাযথ ভর্ৎসনার পর অবশ্যই নির্মুক্ত করা উচিত তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়েত তাঁহাকে কোন দণ্ডে দণ্ডাদিষ্ট করিবার পরিবর্তে যথাযথ ভর্ৎসনার পর তাঁহাকে নির্মুক্ত করিতে পারিবেন; বা

(খ) অপরাধকারীকে, সদাচরণের অবেক্ষার ভিত্তিতে, অবশ্যই নির্মুক্ত করা উচিত তাহা হইলে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কোন দণ্ডাদেশে দণ্ডাদিষ্ট করিবার পরিবর্তে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে তিনি যেরূপ নির্দেশ দিবেন (অনধিক এক বৎসরের) সেরূপ সময়সীমাকালে যখনই ঐ অপরাধকারীকে তলব করা হইবে তখনই তিনি উপস্থিত হইবেন ও দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিবেন ও ইতঃমধ্যে শান্তি বজায় রাখিবেন ও সদাচরণ করিবেন এই মর্মে তৎকর্তৃক অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থাঙ্কের একটি খত নিষ্পাদন করিবার পর তাঁহাকে নির্মুক্ত করা হউক। ১৮৯৮-এর ৫।

দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার।

৬১। দি বেঙ্গল, আগ্রা অ্যান্ড আসাম সিভিল কোর্টস অ্যাক্ট, ১৮৮৭, দি প্রভিনশিয়াল স্মল কজ কোর্টস অ্যাক্ট, ১৮৮৭ ও দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯০৮-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এবং ৬২ ও ৬৩ ধারার বিধানসমূহের সাপেক্ষে কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের, ঐরূপ ন্যায় পঞ্চায়েতকে গঠন করে এরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে, যখন মোকদ্দমার মূল্য অনধিক দুই শত পঞ্চাশ টাকা হয় তখন নিম্নলিখিত শ্রেণীর মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে, যথা : ১৮৮৭-র ১২। ১৮৮৭-র ৯। ১৯০৮-র ৫।

(ক) সংবিদার ভিত্তিতে প্রাপ্য অর্থের জন্য মোকদ্দমা;

(খ) অস্থাবর সম্পত্তি বা ঐরূপ সম্পত্তির মূল্য আদায়ের জন্য মোকদ্দমা;

(গ) অন্যায়ভাবে অস্থাবর সম্পত্তি লওয়া বা উহার লোকসান করিবার জন্য ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা; এবং

(ঘ) গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশের দ্বারা কৃত লোকসানের জন্য মোকদ্দমা।

(২) অন্য কোন আদালতের, (১) উপধারায় উল্লিখিত শ্রেণীর কোন মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে না :

তবে এই আইনের কোন কিছুই কোন আদালতের এরূপ কোন মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকারকে হরণ করিবে না, কোন ন্যায় পঞ্চায়েতকে ৭৮ ধারায় যাহার বিচার করিতে প্রতিষেধ করা হইয়াছে অথবা ন্যায় পঞ্চায়েত বা ৭৯ ধারার (২) উপধারার দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এরূপ কোন জেলা জজের অভিমতে অবশ্যই যাহার বিচার কোন সাধারণ আদালত কর্তৃক হওয়া উচিত।

যে মোকদ্দমাসমূহের বিচার করা যাইবে না।

৬২। কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট, —

(ক) অংশীদারী হিসাবপত্রের উদ্বর্তের উপর;

(খ) কোন উইলহীনতার ক্ষেত্রে, সম্পত্তির কোন অংশ বা অংশের কোন ভাগের জন্য অথবা কোন উইল অনুযায়ী উত্তরদানের বা উত্তরদানের কোন অংশের জন্য;

(গ) ভারত সংঘ বা কোন রাজ্য সরকার বা কোন স্থানীয় প্রাধিকার বা সরকারী আধিকারিকের পদীয় সামর্থ্যে কৃত কোন কার্যের জন্য তদ্দ্বারা বা তদ্বিরুদ্ধে;

(ঘ) নাবালক বা কোন অসুস্থমনা ব্যক্তির অথবা যখন ন্যায় পঞ্চায়েতের অভিমতে ঐরূপ কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় পক্ষ হন তখন তদ্দ্বারা বা তদ্বিরুদ্ধে;

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির ভাড়ার নির্ধার, বৃদ্ধি, হ্রাস করা, কমানো, ভাগ করা বা আদায় করার জন্য; বা

(চ) কোন স্থাবর সম্পত্তির নিষ্ক্রিয়-সমাপ্তি বা বিক্রয়ের মাধ্যমে অথবা অন্যথা বন্ধক বলবৎ করিবার জন্য ঐ সম্পত্তির বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক অথবা কোন স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধকের বিমোচনের জন্য কোন মোকদ্দমা করা চলিবে না।

মোকদ্দমা সমগ্র দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

৬৩। (১) কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে দায়ের করা হইয়াছে এরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমা, বাদী বিবাদ্য বিষয় সম্পর্কে যে দাবি করিবার অধিকারী হন তাহার সমগ্রকে অন্তর্ভুক্ত করিবে, কিন্তু তিনি ঐ মোকদ্দমাকে ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে আনিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার দাবির কোন অংশ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) বাদী যদি তাঁহার দাবির কোন অংশ সম্পর্কে মামলা করিতে অকৃতি করেন বা উহা পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে তিনি পরবর্তীকালে ঐভাবে অকৃতি করা বা পরিত্যাগ করা অংশ সম্পর্কে মামলা করিতে পারিবেন না।

ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমা।

৬৪। মোকদ্দমা দায়ের করিবার সময়ে অন্ততঃ একজন প্রতিবাদী ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের সীমার মধ্যে বসবাস না করিলে বা ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ ঐ সীমার মধ্যে উদ্ভূত না হইলে কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট কোন মোকদ্দমা করা চলিবে না।

মোকদ্দমা কীভাবে দায়ের করা হইবে।

৬৫। (১) কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে স্থিত কোন মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের নিকট বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন সদস্যের নিকট মৌখিক বা লিখিতভাবে দরখাস্তের মাধ্যমে দায়ের করা যাইবে। যদি মৌখিকভাবে ঐ দরখাস্ত করা হয় তাহা হইলে, ক্ষেত্রানুযায়ী, সচিব বা ঐ সদস্য দরখাস্তকারীর নাম, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা হইয়াছে তাঁহার নাম, দাবির প্রকৃতি ও যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্য বিবরণ থাকিলে উহা অভিলিখিত করিয়া একটি বিবৃতি প্রস্তুত করিবেন ও উহার উপর দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর বা টিপসই লওয়া হইবে। তদনন্তর ক্ষেত্রানুযায়ী সচিব বা ঐ সদস্য দরখাস্তকারীকে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দিবেন।

(২) বাদী তাঁহার মোকদ্দমা দায়ের করিবারকালে, দাবির মূল্য বিবৃত করিবেন।

পরিসীমন ইত্যাদির দ্বারা প্রবারিত মোকদ্দমা খারিজ করা।

৬৬। (১) যদি কোন সময়ে ন্যায় পঞ্চায়েতের এরূপ অভিমত হয় যে পরিসীমনের কারণে কোন মোকদ্দমা প্রবারিত হইয়াছে, তাহা হইলে উহা লিখিত আদেশ দ্বারা ঐ মোকদ্দমা খারিজ করিবেন।

(২) যদি কোন সময় ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে উহার ঐ মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রাধিকার নাই তাহা হইলে, উহা ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন আদালতের নিকট দরখাস্তকারীকে যাইবার নির্দেশ দিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে ন্যায় পঞ্চায়েতের সন্তুষ্টিক্রমে ইহা প্রমাণিত হয় যে বিধিসম্মত চুক্তি বা আপস-রফার মাধ্যমে কোন মোকদ্দমা সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ মিটমাট করিয়া লওয়া হইয়াছে অথবা যেক্ষেত্রে প্রতিবাদী মোকদ্দমার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু বা উহার কোন অংশ সম্পর্কে বাদীকে সন্তুষ্ট করেন সেক্ষেত্রে ন্যায় পঞ্চায়েত তদনুসারে কোন ডিক্রি, উহা যতদূর পর্যন্ত ঐ মোকদ্দমার সহিত সম্পর্কিত হয় ততদূর পর্যন্ত, প্রদান করিবেন :

তবে যেক্ষেত্রে ন্যায় পঞ্চায়েত চুক্তি বা আপস রফা অনুসারে ডিক্রি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন সেক্ষেত্রে, উহা তাঁহার ঐরূপ করিবার পক্ষে স্বীয় কারণসমূহ লিখিতরূপে অভিলিখিত করিবেন।

ব্যত্যয়ের জন্য মোকদ্দমা খারিজ।

৬৭। যদি কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে স্থিত কোন মোকদ্দমায় বাদী স্থিরীকৃত দিনে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হন অথবা যদি ন্যায় পঞ্চায়েতের অভিমতে তিনি তাঁহার মোকদ্দমার অগ্রসারণে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা হইলে উহা খেলাপের জন্য ঐ মোকদ্দমা খারিজ করিতে পারিবেন :

তবে কোন ন্যায় পঞ্চায়েত ব্যত্যয়ের জন্য খারিজ করা হইয়াছে এরূপ কোন মোকদ্দমা পুনরায় চালু করিতে পারিবেন, যদি ঐরূপ খারিজের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে বাদী ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতকে সন্তুষ্ট করেন যে মোকদ্দমাটি শুনানির জন্য আহ্বান করিবার সময়ে উপস্থিত হইতে তিনি পর্যাপ্ত কারণে নিবারিত হইয়াছিলেন।

প্রতিবাদীকে উপস্থিত হইতে সমন।

৬৮। যদি আর্জি প্রাপ্ত হইবার পর ন্যায় পঞ্চায়েতের এরূপ প্রতীতি হয় যে সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমার বিচারে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে তাহা হইলে উহা, সমন দ্বারা, প্রতিবাদীকে উপস্থিত হইতে ও মৌখিক কিংবা লিখিতরূপে মোকদ্দমার জবাব দিতে অনুজ্ঞাত করিবেন।

একতরফা সিদ্ধান্ত।

৬৯। যদি প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হন ও ন্যায় পঞ্চায়েতের এরূপ প্রতীতি হয় যে যথাযথরূপে সমন জারি করা হইয়াছিল তাহা হইলে উহা ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত লইতে পারিবেন :

তবে যে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা সম্পর্কে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তিনি সিদ্ধান্ত বলবৎকরণের জন্য কোন পরোয়ানা নির্বাহের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, ঐ আদেশ খারিজ করিবার জন্য ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট, মৌখিক বা লিখিতরূপে আবেদন করিতে পারিবেন এবং যদি ন্যায় পঞ্চায়েতের এরূপ প্রতীতি হয় যে প্রতিবাদীকে যথাযথরূপে নোটিস জারি করা হয় নাই, বা মোকদ্দমাটি শুনানির জন্য আহ্বান করিবার সময়ে উপস্থিত হইতে প্রতিবাদী পর্যাপ্ত কারণে নিবারিত হইয়াছিলেন তাহা হইলে উহা ঐ সিদ্ধান্ত খারিজ করিবেন ও ঐ মোকদ্দমা লইয়া অগ্রসর হইবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করিবেন।

বিরোধী পক্ষকে নোটিস ব্যতীত কোন আদেশ খারিজ করা হইবে না।

৭০। ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিরোধী পক্ষকে লিখিত নোটিস জারি করা না হইয়া থাকিলে ৬৭ ধারার অনুবিধি অনুযায়ী বা ৬৯ ধারার অনুবিধি অনুযায়ী ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ, খারিজ করা হইবে না।

পক্ষগণকে নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা।

৭১। (১) ৬২ ধারার (গ) প্রকরণ ও (ঘ) প্রকরণের বিধানসমূহ সাপেক্ষে ন্যায় পঞ্চায়েত উহা কোন মোকদ্দমা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পক্ষরূপে যে ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন বিবেচনা করেন তাঁহাকে পক্ষরূপে ঐ মোকদ্দমায় সংযোজন করিবেন ও ঐরূপ পক্ষগণের নাম মোকদ্দমার রেজিস্টারে প্রবিষ্ট করিবেন ও উক্ত রেজিস্টারে যে পক্ষগণের নাম প্রবিষ্ট করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার বিচার করা হইবে :

তবে যখন কোন পক্ষকে সংযোজন করা হয় তখন তাঁহাকে নোটিস প্রদান করা হইবে ও ঐ মোকদ্দমার বিচার লইয়া অগ্রসর হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্হিত হইবার সুযোগ প্রদান করা হইবে ঃ

(২) যেক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমার বিচারকালে (১) উপধারার অনুবিধি অনুযায়ী কোন নূতন পক্ষ উপস্থিত হয় এরূপ সকল ক্ষেত্রে তিনি ঐ বিচার নূতনভাবে আরম্ভ করিতে হইবে বলিয়া অধিযাচনা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত।

৭২। (১) যখন পক্ষ বা উহার এজেন্টগণের বক্তব্য শুনা হইয়াছে ও উভয় পক্ষের সাক্ষ্য বিবেচনা করা হইয়াছে তখন ন্যায় পঞ্চায়েত বিহিত ফীর অর্থপরিমাণ ও ৮২ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী সাক্ষিগণকে কোন অর্থপরিমাণ প্রদান করা হইয়া থাকিলে তাহা ও যে ব্যক্তিগণ কর্তৃক ঐ অর্থপরিমাণ প্রদেয় হইবে ডিক্রিতে তাঁহাদের বিবৃত করিয়া যেরূপ যথার্থ, ন্যায়সঙ্গত ও বিবেকানুযায়ী বলিয়া মনে হইবে সেরূপ ডিক্রি, লিখিত আদেশ দ্বারা, প্রদান করিবেন ঃ

তবে যদি কোন মোকদ্দমার বিচারকালে ন্যায় পঞ্চায়েতের উপস্থিত সদস্যগণ কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে ঐরূপ সদস্যগণের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত হইবে ঃ

পরন্তু কোন মোকদ্দমার বিচারকালে ন্যায় পঞ্চায়েতের উপস্থিত সদস্যগণের ভোট সমান সমান হইবার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারকের, বা ঐ সভার জন্য প্রধান বিচারকরূপে নির্বাচিত ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে ও ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত ঐরূপ দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট অনুসারে হইবে।

(২) যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ শর্ত ও পরিসীমন এবং তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধির বিধানসমূহ সাপেক্ষে, সকল মোকদ্দমার ও তদানুষঙ্গিক খরচ ন্যায় পঞ্চায়েতের স্ববিবেচনাধীন হইবে ও কাহার দ্বারা এবং কি পরিমাণ পর্যন্ত ঐ খরচ প্রদান করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার ও পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশ প্রদান করিবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে;

তবে যেক্ষেত্রে সফল পক্ষ মোকদ্দমার খরচ পাইবেন না বলিয়া ন্যায় পঞ্চায়েত নির্দেশ দেন সেক্ষেত্রে তিনি উহার কারণসমূহ লিখিতরূপে বিবৃত করিবেন।

(৩) যদি কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের এরূপ প্রতীতি হয় যে উহার সমক্ষে আনীত কোন মোকদ্দমা মিথ্যা, হয়রানিমূলক বা তুচ্ছ, তাহা হইলে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন অনধিক পঁচিশ টাকার সেরূপ ক্ষতিপূরণ প্রতিবাদীকে দিবার জন্য বাদীকে লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

কিস্তি।

৭৩। কোন অর্থাঙ্ক প্রদানের বা কোন অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণের আদেশ দানকালে কোন ন্যায় পঞ্চায়েত নির্দেশ দিতে পারিবেন যে ঐ অর্থ বা অস্থাবর সম্পত্তি কিস্তির মাধ্যমে প্রদান বা অর্পণ করা হউক।

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে কিন্তু পুনর্বিচারের আদেশ প্রদান করিবার ক্ষমতা মুনসেফকে প্রদান।

৭৪। প্রত্যেক মোকদ্দমায় কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত ঐ মোকদ্দমার পক্ষগণের সম্বন্ধে চূড়ান্ত হইবে ঃ

তবে এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে যে মুনসেফের ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষেত্রাধিকার থাকিত তিনি, ন্যায় পঞ্চায়েতের ডিক্রি বা আদেশের ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার কোন পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে, ন্যায় পঞ্চায়েতের ডিক্রি বা আদেশ বাতিল বা সংপরিবর্তন করিতে বা যদি তাঁহার এরূপ প্রতীতি হয় যে ন্যায় বিচার ব্যর্থ হইয়াছে তাহা ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতকে বা অন্য কোন ন্যায় পঞ্চায়েতকে ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচারের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

পক্ষগণের মৃত্যু।

৭৫। যদি কোন মোকদ্দমার মীমাংসা হইবার পূর্বে ঐ মোকদ্দমার বাদী বা প্রতিবাদীর মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে, ঐ মোকদ্দমাকে লইয়া ৬২ ধারার (ঘ) প্রকরণের বিধানসমূহ সাপেক্ষে, ক্ষেত্রানুযায়ী মৃত বাদী বা প্রতিবাদীর বৈধিক প্রতিনিধিগণের উপরোধে বা তদ্বিরুদ্ধে, অগ্রসর হওয়া যাইতে পারিবে।

স্বত্ব ইত্যাদির প্রশ্নে সিদ্ধান্তের ফল।

৭৬। কোন স্বত্ব, বৈধিক চরিত্র, সংবিদা বা দায়িত্বের প্রশ্নে কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত, যে মোকদ্দমায় ঐরূপ বিষয়ের মীমাংসা করা হয় তৎসম্পর্কে ভিন্ন পক্ষগণকে আবদ্ধ করিবে না।

ন্যায় পঞ্চায়েতের জন্য প্রক্রিয়া।

৭৭। ১। কোনও ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে স্থিত কোন বিচারের ক্ষেত্রে —

(ক) দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল কোর্ট ফীজ অ্যাক্ট, ১৯৭০। ১৯৭০-এর পশ্চিমবঙ্গ ১০ আইন।

(খ) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮। ১৮৯৮-এর ৫।

(গ) দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮, এবং ১৯০৮-এর ৫।

(ঘ) ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২। ১৮৭২-এর ১।

-এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

২। কোন বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায় পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত ও আদেশের বলবৎকরণে, এবং কোরাম গঠনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে তৎকর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া, এই আইনের বিধানসমূহের সাপেক্ষে, বিহিত নিয়মাবলী অনুসারে হইবে।

যে মামলা বা মোকদ্দমায় কোন পঞ্চায়েত বা উহার কোন সদস্যের স্বার্থ থাকে তাহার বিচারে প্রতিবন্ধক।

৭৮। কোন ন্যায় পঞ্চায়েত, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বা ঐরূপ ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন সদস্য যাহাতে একটি পক্ষ হন বা যাহাতে তাঁহার স্বার্থ থাকে এরূপ কোন মামলা বা মোকদ্দমা অথবা অন্য কার্যবাহের বিচার করিবেন না।

মামলা বা মোকদ্দমার প্রত্যাহার বা হস্তান্তরণ।

৭৯। (১) যে দায়রা জজ বা মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ন্যায় পঞ্চায়েত অবস্থিত হয়, তিনি স্বপ্রণোদনায় বা কোন মামলায় কোন পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে বা সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়েতের প্রণোদনায়, যদি তাঁহার অভিমতে মামলাটি এরূপ হয় যে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক অবশ্যই যাহার বিচার বা শুনানি করা উচিত নহে, তাহা হইলে তৎকর্তৃক কারণসমূহ লিখিতরূপে অভিলিখিত করিয়া কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে বিচারাধীন কোন মামলা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এবং স্বয়ং-ই ঐ মামলার শুনানি বা বিচার করিতে অথবা এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে যে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের ঐ মামলা বিচার করিতে ক্ষেত্রাধিকার থাকিত তাঁহার নিকট নিষ্পত্তির জন্য উহা হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন।

(২) যে জেলা জজের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন ন্যায় পঞ্চায়েত অবস্থিত হয় তিনি স্বপ্রণোদনায় অথবা মোকদ্দমার কোন পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে বা সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়েতের প্রণোদনায়, যদি তাঁহার অভিমতে মোকদ্দমাটি এরূপ হয় যে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক অবশ্যই যাহার বিচার বা শুনানি করা উচিত নহে তাহা হইলে তৎকর্তৃক কারণসমূহ লিখিতরূপে অভিলিখিত করিয়া কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে বিচারাধীন কোন মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এবং স্বয়ং-ই ঐ মোকদ্দমার শুনানি বা বিচার করিতে অথবা এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে যে মুনসেফের ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষেত্রাধিকার থাকিত তাঁহার নিকট নিষ্পত্তির জন্য উহা হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন।

(৩) যদি কোন মামলা বা মোকদ্দমার কোন পর্যায়ে ঐ মামলা বা মোকদ্দমার কোন পক্ষ, তিনি যে ক্ষেত্রানুযায়ী (১) উপধারা বা (২) উপধারা অনুযায়ী ঐ মামলা বা মোকদ্দমা প্রত্যাহার বা হস্তান্তরণের জন্য আবেদন করিয়াছেন বা আবেদন করিতে অভিপ্রায় করেন তাহা সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়েতকে জানান তাহা হইলে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সময় পর্যন্ত ঐ মামলা বা মোকদ্দমার অধিকতর কার্যবাহসমূহ স্থগিত রাখিবেন।

কতিপয় মোকদ্দমা ও মামলার বিচার করা যাইবে না।

৮০। (১) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত এরূপ কোন মামলা বা মোকদ্দমার বিচার করিবেন না যেখানে প্রত্যক্ষ বা সারতঃ রূপে বিবাদ্য বিষয় সম্পর্কে ক্ষমতাপন্ন ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন আদালত কর্তৃক একই পক্ষগণের মধ্যে বা অন্য যে পক্ষগণের অধীনে তাঁহার বা তাঁহাদের কেহ দাবি জানান তাঁহাদের মধ্যে পূর্বতর কোন মোকদ্দমা শুনানি ও চূড়ান্ত মীমাংসা করা হইয়াছে।

(২) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত এরূপ কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে অগ্রসর হইবেন না যেখানে প্রত্যক্ষ ও সারতঃ রূপে বিবাদ্য বিষয়টি একই পক্ষগণের মধ্যে বা অন্য যে পক্ষগণের অধীনে তাঁহারা বা তাঁহাদের কেহ দাবি জানায় তাঁহাদের মধ্যে, পূর্বে দায়েরকৃত কোন মোকদ্দমা ঐ একই ন্যায় পঞ্চায়েতের বা অন্য কোন আদালতের সমক্ষে সিদ্ধান্তের জন্য বিচারাধীন থাকে।

(৩) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত, কোন অপরাধের জন্য যাহার ক্ষমতাপন্ন ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন কোন আদালত বা ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক একবার যে ব্যক্তির বিচার করা হইয়াছে ও যাঁহার ঐরূপ অপরাধে দোষসিদ্ধি বা দোষমুক্তি ঘটিয়াছে, ঐরূপ দোষসিদ্ধি বা দোষমুক্তি বলবৎ থাকাকালে, তাঁহার বিচার করিবেন না।

পরিদর্শন।

৮১। (১) যে দায়রা জজ বা মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ন্যায় পঞ্চায়েত অবস্থিত হয় তাঁহার, সকল সময়ে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন ফৌজদারী মামলার কার্যবাহসমূহ ও তৎকর্তৃক রক্ষিত ফৌজদারী মামলার অভিলেখসমূহ পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) যে জেলা জজ ও মুনসেফের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন ন্যায় পঞ্চায়েত অবস্থিত হয় তাঁহার, সকল সময়ে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন মোকদ্দমার কার্যবাহসমূহ ও তৎকর্তৃক রক্ষিত ফৌজদারী মোকদ্দমার অভিলেখসমূহ পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

সাক্ষিগণের উপস্থিতি।

৮২। (১) ৮৫ ধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, কোন ন্যায় পঞ্চায়েত যে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত হইতে ও সাক্ষ্য দিতে অথবা কোন দস্তাবেজ দাখিল করিতে বা দাখিল করাইতে, সমন দ্বারা ডাকিয়া পাঠাইতে পারেন ঃ

তবে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর ১৩৩ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আদালতে স্বশরীরে উপস্থিতি দেওয়া হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তিকে, কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে স্বশরীরে উপস্থিত হইতে অনুজ্ঞাত করা যাইবে না। ১৯০৮-এর ৫।

(২) যেক্ষেত্রে কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের এরূপ অভিমত হয় যে কোন সাক্ষীর উপস্থিতি এরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা বিনা প্রাপ্ত করা যাইবে না যাহা, মামলার অবস্থাধীনে অযৌক্তিক হইবে, সেক্ষেত্রে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত ঐ সাক্ষীকে সমন করিতে বা ঐ সাক্ষীর বিরুদ্ধে ইতঃপূর্বে জারিকৃত সমন বলবৎ করিতে অস্বীকৃত হইবেন।

(৩) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার বাহিরে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে অনুজ্ঞাত করিবেন না যদি না, যে পক্ষ ঐ ব্যক্তিকে তাঁহার সাক্ষীরূপে উল্লেখ করে তৎকর্তৃক ঐ ব্যক্তির যাতায়াত ও অন্য ব্যয় নির্বাহ করিতে যে অর্থাঙ্ক ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট পর্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহা এবং একদিনের উপস্থিতির জন্য অর্থাঙ্ক ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট জমা দেওয়া হয়।

(৪) যদি এরূপ কোন ব্যক্তি যাঁহাকে কোন ন্যায় পঞ্চায়েত তৎসমক্ষে উপস্থিত হইতে বা সাক্ষ্য প্রদান করিতে অথবা কোন দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে লিখিত আদেশ দ্বারা সমন করেন, যদি তিনি বিধিসম্মত কৈফিয়ত ব্যতীত, ঐরূপ সমন পালন করিতে ব্যর্থ হন ও তদ্দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত করেন তাহা হইলে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত ঐরূপ অপরাধের প্রগ্রহণ করিতে ও ঐরূপে অপরাধ দোষসিদ্ধ ব্যক্তিকে অনধিক পঁচিশ টাকা জরিমানায় দন্ডাদিষ্ট করিতে পারিবেন।

পক্ষগণের উপস্থিতি।

৮৩। (১) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলায় পক্ষগণ ঐ ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইবেন ঃ

তবে ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত ঐরূপ করা উপযুক্ত মনে করিলে, কোন অভিযুক্তকে স্বশরীরে উপস্থিতি দেওয়া হইতে রেহাই দিতে পারিবেন ও তাঁহাকে এজেন্টের মাধ্যমে উপস্থিত হইবার জন্য অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচারযোগ্য মোকদ্দমার পক্ষগণ এজেন্টের মাধ্যমে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা— (১) ও (২) উপধারাসমূহে "এজেন্ট" বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি, যে কোন এক পক্ষের দরুন উপস্থিত থাকিতে ও ওকালতি করিতে লিখিতরূপে প্রাধিকৃত হন।

(৩) (১) উপধারা বা (২) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯০৮-এর ৮০অ ধারা অনুযায়ী প্রণীত ও প্রকাশিত কোন দালাল-তালিকায় যাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তিকে, কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে কোন পক্ষের এজেন্টরূপে উপস্থিত থাকিতে অনুমতি প্রদান করা হইবে না। ১৯০৮-এর ১৬।

আইনজীবী পেশারত থাকিবেন না।

৮৪। দি লিগাল প্র্যাকটিসনারস অ্যাক্ট, ১৮৭৯-তে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, আইনজীবিগণকে কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে পেশাগত আচরণ চালাইতে অনুমতি প্রদান করা হইবে না। ১৮৭৯-এর ১৮।

মহিলাগণের উপস্থিতি।

৮৫। কোন মহিলাকে কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে, অভিযুক্ত রূপে বা সাক্ষীরূপে, স্বশরীরে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা যাইবে না।

কমিশন নিয়োগের ক্ষমতা।

৮৬। যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ নিয়মাবলীর সাপেক্ষে, কোন ন্যায় পঞ্চায়েত যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রক্রিয়া অনুসারে কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ করিতে পারিবেন।

একাধিক ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক বিচারযোগ্য মোকদ্দমার বিচার।

৮৭। যেক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমা একাধিক ন্যায় পঞ্চায়েতে চালাইবার যোগ্য হয় সেক্ষেত্রে বাদী মোকদ্দমাটিকে ঐরূপ ন্যায় পঞ্চায়েতের যে কোনটিতে আনিতে পারিবেন ও কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন কোন মোকদ্দমা গ্রহণের, ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কিত কোন বিবাদ এরূপ কোন মুনসেফ কর্তৃক মীমাংসিত হইবে যাঁহার এই আইনের বিধানসমূহ না থাকিলে ঐ মোকদ্দমার বিচারের ক্ষেত্রাধিকার থাকিতে পারিত ও তদুপরি ঐ মুনসেফের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

ফী আদায় ও ডিক্রি নিষ্পাদন।

৮৮। (১) কোন ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী আরোপিত সকল ফী ও ডিক্রিকৃত সকল অর্থাঙ্ক ন্যায় পঞ্চায়েতের আদেশ অনুযায়ী সেই একই প্রণালীতে আদায় করা হইবে যেন উহা এই আইন অনুযায়ী আরোপিত অভিকর বা করের বকেয়া ছিল ও ঐরূপ কোন আদেশের অনুসরণক্রমে আদায়ীকৃত কোন অর্থপরিমাণ যাঁহারা উহা পাইবার অধিকারী সেরূপ ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করা হইবে।

(২) যদি কোন ডিক্রি প্রদানকারী ন্যায় পঞ্চায়েত উহার প্রতিপূর্তি কার্যকর করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে উহা ডিক্রিধারীকে ঐ মর্মে একটি শংসাপত্র প্রদান করিবেন যাহাতে তাঁহার প্রাপ্য অর্থপরিমাণ ও মোকদ্দমার খরচরূপে প্রাপ্য অর্থপরিমাণ বর্ণিত হইবে।

(৩) যে ডিক্রিধারীকে (২) উপধারায় উল্লিখিত শংসাপত্র প্রদান করা হয় তিনি, ঐ ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি নির্বাহের জন্য ঐ শংসাপত্র উপস্থাপনের ভিত্তিতে, এরূপ কোন মুনসেফের আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন যাঁহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রতিবাদী প্রকৃতপক্ষে ও স্বেচ্ছায় বসবাস করেন অথবা ব্যবসায় চালান বা লাভের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কার্য করেন।

(৪) যে মুনসেফের আদালতে (৩) উপধারায় উল্লিখিত আবেদন করা হয় তিনি ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি নির্বাহ করিবেন ও ঐরূপ ডিক্রি নির্বাহকালে উহার সেই একই ক্ষমতা থাকিবে ও উহা সেই একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন যেন উহা স্বয়ংপ্রদত্ত কোন ডিক্রি নির্বাহ করিতেছেন।

(৫) কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের ডিক্রির তারিখ হইতে বা ঐরূপ ডিক্রিকে সংপরিবর্তন করিয়া ৭৪ ধারার অনুবিধি অনুযায়ী কোন আদেশের তারিখ হইতে তিন বৎসর অবসানের পর ঐরূপ ডিক্রি নির্বাহ করিবার জন্য আবেদন, পরিসীমনের জন্য ওকালতি করা না হইয়া থাকিলেও, খারিজ হইয়া যাইবে ঃ

তবে যেক্ষেত্রে ঐ ডিক্রি কোন অর্থাঙ্ক প্রদানের জন্য বা ডিক্রিতে কোন নির্দিষ্ট তারিখে যে অস্থাবর সম্পত্তি প্রদান করিতে হইবে বলিয়া নির্দেশিত হয় তাহার অর্পণের জন্য হয়, সেক্ষেত্রে ঐ তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে ঐ ডিক্রি নির্বাহের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

রেজিস্টার ও অভিলেখসমূহ।

৮৯। প্রত্যেক ন্যায় পঞ্চায়েত যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ রেজিস্টার ও অভিলেখসমূহ রক্ষা করিবেন ও সেরূপ রিটার্নসমূহ দাখিল করিবেন।

ন্যায় পঞ্চায়েতের পদত্যাগ ও আকস্মিক পদশূন্যতার পূরণ।

৯০। (১) কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন সদস্য তাঁহার পদের সদস্যের মেয়াদকালে, বিহিত প্রাধিকারের নিকট পদত্যাগ করিবার স্বীয় অভিপ্রায় লিখিতভাবে প্রজ্ঞাপিত করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন ও বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক ঐ পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার পর, তাঁহার পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যখন কোন ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন সদস্যের পদ পদত্যাগের কারণে বা অন্যথা শূন্য হইয়া যায় তখন কোন নূতন সদস্য, ৫১ ধারায় যেরূপ নিবদ্ধ রহিয়াছে সেরূপ প্রণালীতে, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন যিনি, যে সদস্যের পদ তিনি পূরণ করেন সেই সদস্য ঐরূপ পদশূন্যতা না ঘটিলে যতদিন পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকারী হইতেন, ততদিন পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ঃ

তবে ন্যায় পঞ্চায়েতের কোনও কার্য, ঐ কার্য সম্পাদনের সময় ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যা বিহিত সংখ্যা অপেক্ষা কম ছিল, কেবল এই কারণে, অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণের অপসারণ।

৯১। (১) রাজ্য সরকার যে কোন সময়ে, লিখিত আদেশ দ্বারা, ঐ আদেশে বর্ণিত হইবে এরূপ উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত কারণে ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

(২) রাজ্য সরকার, (১) উপধারা অনুযায়ী কোন সদস্যকে অপসারণের পূর্বে, সংশ্লিষ্ট সদস্যকে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে, বক্তব্য শুনাইবার অনুমতি দিবেন।

দায়রা জজ, ইত্যাদির উল্লেখ।

৯২। এই অধ্যায়ে দায়রা জজ, মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কোন উল্লেখ, যে জেলায় দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেপারেশন অফ জুডিশিয়াল অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ ফাংশনস অ্যাক্ট, ১৯৭০ বলবৎ হয় নাই সেই জেলায়, যথাক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ও ম্যাজিস্ট্রেটের উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে। ১৯৭০-এর পশ্চিমবঙ্গ ৮ আইন।

ভাগ ৩

পঞ্চায়েত সমিতি

অধ্যায় ৮

পঞ্চায়েত সমিতির গঠন

ব্লক।

৯৩। (১) রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন জেলাকে এরূপ ব্লকসমূহে বিভক্ত করিতে পারিবেন, প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সমীপস্থ গ্রামসমূহ যাহার প্রত্যেকটির অন্তর্গত হইবে ঃ

তবে যেরূপ গ্রামসমূহ সমীপস্থ নহে বা যাহাদের অভিন্ন সীমানা নাই অথবা যে এলাকায় এই আইন প্রসারিত হয় নাই বা যেখানে ১ ধারার (৩) উপধারায় উল্লিখিত এই আইনের অবশিষ্ট বিধানসমূহ বলবৎ হয় নাই তাহার দ্বারা পৃথকীকৃত হয় সেরূপ গ্রামসমূহ কোন ব্লকের অন্তর্গত হইতে পারে।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী ঐ প্রজ্ঞাপন ব্লকের নাম বিনির্দিষ্ট করিবে যদ্দারা উহা পরিচিত হইবে ও উহা ঐরূপ ব্লকের স্থানীয় সীমাকে বিনির্দিষ্ট করিবে।

(৩) রাজ্য সরকার, উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ অনুসন্ধান করিবার পর, ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি বা সমিতিসমূহের মতামত সম্পর্কে আলোচনা করিবার পর, প্রজ্ঞাপন দ্বারা—

(ক) কোন ব্লকের অন্তর্গত কোন গ্রামকে উহা হইতে বাদ দিতে; বা

(খ) কোন ব্লকের সমীপস্থ বা যে এলাকায় এই আইন প্রসারিত হয় নাই বা যেখানে (১) ধারার (৩) উপধারায় উল্লিখিত এই আইনের অবশিষ্ট বিধানসমূহ বলবৎ হয় নাই তদ্দ্বারা পৃথকীকৃত কোন গ্রামকে কোন ব্লকে অন্তর্ভুক্ত করিতে; বা

(গ) যাহাতে দুই বা ততোধিক ব্লক গঠন করা যায় তজ্জন্য কোন ব্লকের এলাকাকে ভাগ করিতে; বা

(ঘ) যাহাতে একটি মাত্র ব্লক গঠন করা যায় তজ্জন্য দুই বা ততোধিক ব্লকের এলাকাকে সংযুক্ত করিতে পারিবেন।

পঞ্চায়েত সমিতি এবং উহার গঠন।

৯৪। (১) রাজ্য সরকার প্রত্যেক ব্লকের জন্য ঐ ব্লকের নাম সম্বলিত ও একটি পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করিবেন।

(২) পঞ্চায়েত সমিতি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা ঃ

(i) ব্লকের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের প্রধানগণ, পদাধিকারবলে;

(ii) পার্বত্য এলাকার ও অন্যান্য এলাকার ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে যেরূপ বিহিত হইবে তিনের অনধিক সেরূপ সংখ্যক ব্যক্তি, যাঁহারা সংশ্লিষ্ট ব্লকের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি গ্রাম হইতে, ঐ ব্লকের অন্তর্গত অঞ্চল সম্পর্কিত, রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে প্রস্তুত, ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কোন নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে তারিখ ঘোষণা করিবেন সেই তারিখে বলবৎ, নির্বাচক তালিকায় যে ব্যক্তিবর্গের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকে তাঁহাদের মধ্য হইতে, ঐ গ্রামের অন্তর্গত নির্বাচনক্ষেত্র সম্পর্কিত নির্বাচক তালিকায় যে ব্যক্তিবর্গের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন; ঐরূপ প্রত্যেকটি গ্রাম, তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি গ্রাম হইতে যেরূপ সংখ্যক ব্যক্তি নির্বাচিত হইবেন, সেরূপ সংখ্যক নির্বাচনক্ষেত্রে বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক বিভাজিত হইবে এবং ঐ নির্বাচন, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে গোপন ব্যালট দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে কোন পঞ্চায়েত সমিতিতে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত হইবে, এবং ঐরূপে সংরক্ষিত আসন সংখ্যার ঐ পঞ্চায়েত সমিতির মোট জনসংখ্যার সহিত, ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ পঞ্চায়েত সমিতির এলাকার তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জনসংখ্যার যে অনুপাত হইবে, ঐ পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচন দ্বারা পূরণীয় মোট আসন সংখ্যার সহিত, যথাসম্ভব নিকটতম রূপে, এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে, সেই একই অনুপাত থাকিবে এবং ঐ আসনসমূহ, পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জনসংখ্যার ঐ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার মোট জনসংখ্যার সহিত যে অনুপাত থাকে, তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অধিবাসী

বিশিষ্ট বিভিন্ন যেরূপ নির্বাচনক্ষেত্রে ঐরূপ জাতি, জনজাতি বা শ্রেণীসমূহের জনসংখ্যার সহিত ঐ নির্বাচনক্ষেত্রের মোট জনসংখ্যার তাহার অন্যূন অর্ধেক অনুপাত থাকে, সেরূপ বিভিন্ন নির্বাচনক্ষেত্রের মধ্যে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে আবর্তনের ভিত্তিতে বিভাজন সাপেক্ষ হইবেঃ

পরন্তু তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য ঐভাবে সংরক্ষিত মোট আসনসংখ্যা ক্ষেত্রানুযায়ী পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে প্রথম অনুবিধি অনুসারে, ঐ পঞ্চায়েত সমিতির নির্ধারিত মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হইবে না ঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে আসন সংরক্ষণ পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের সর্বোচ্চসীমা সাপেক্ষে প্রথম অনুবিধি অনুযায়ী বিধানসমূহের অনুসরণক্রমে নির্ধারিত হইবে ও তাহার পর মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের সর্বোচ্চসীমার মধ্যে অবশিষ্ট আসনসংখ্যা উক্ত ব্লকের অনগ্রসর শ্রেণীর মোট জনসংখ্যার, উহার মোট জনসংখ্যার সহিত যে অনুপাত হয় তৎসাপেক্ষে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইবে ঃ

অধিকন্তু যদি ও যখন তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতির অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত আসনসংখ্যা প্রথম অনুবিধি অনুসারে পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে কোন পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ অতিক্রম করে তাহা হইলে ও তখন তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে ঐরূপ সংরক্ষিত আসনসমূহ, পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের সর্বোচ্চসীমার মধ্যে, সেই একই অনুপাতে বিভাজিত হইবে, ঐ ব্লকের তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতির জনসংখ্যার সহিত উহার মোট জনসংখ্যার যে অনুপাত থাকে ঃ

অধিকিন্তু যখন ক্ষেত্রানুযায়ী প্রথম অনুবিধি বা চতুর্থ অনুবিধি অনুসারে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত আসনসংখ্যা পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে ঐ পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশে পৌঁছায় তখন ঐ ব্লকে বড়মাপে অনগ্রসর শ্রেণীর জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও, অনগ্রসর শ্রেণীর অনুকূলে আর আসন সংরক্ষণ করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত মোট আসনসংখ্যার কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতম রূপে, অর্ধেক কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে এরূপ আসন ক্ষেত্রানুযায়ী তফসিলী জাতি, বা তফসিলী জনজাতি অথবা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহভুক্ত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ঃ

অধিকন্তু কোন পঞ্চায়েত সমিতিতে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত আসন সমেত মোট আসনসংখ্যার, কার্যত যথাসম্ভব নিকটতম রূপে, অর্ধেক কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে এরূপ সংখ্যক আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, ও মহিলাদের জন্য ঐভাবে সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, আবর্তনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে ঃ

অধিকন্তু এই উপধারার পূর্বগামী বিধানসমূহে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যখন যথা-পূর্বোক্ত প্রণালীতে কোন পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হইবেন এরূপ সদস্যগণের সংখ্যা নির্ধারিত হয়, বা যখন কোন পঞ্চায়েত সমিতিতে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়, তখন ঐভাবে নির্ধারিত সদস্যসংখ্যা বা ঐভাবে সংরক্ষিত আসনসংখ্যা আনুক্রমিক দুটি সাধারণ নির্বাচনের জন্য পরিবর্তন করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের কোন সদস্য ও এই উপধারা অনুযায়ী যাহার জন্য আসন সংরক্ষিত হয় এরূপ কোন মহিলা, কোন পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইলে, ঐভাবে সংরক্ষিত নহে এরূপ কোন আসনে নির্বাচনের জন্য নির্যোগ্য হইবেন না ঃ

অধিকন্তু ঐরূপ নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে বিভাজন এরূপ প্রণালীতে করা হইবে যাহাতে কোন ব্লকের জনসংখ্যা ও পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনক্ষেত্রের সংখ্যার মধ্যে অনুপাত, কার্যত যথাসম্ভব নিকটতমরূপে, যে কোন পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে একই হইতে হইবে ঃ

অধিকন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, যে কোন সময়ে, বিহিত প্রাধিকারকে, কারণসমূহ লিখিতরূপে অভিলিখিত করিয়া, কোন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যসংখ্যা নূতনভাবে নির্ধারণ করিতে বা ঐ পঞ্চায়েত সমিতির আসনসংখ্যা, আবর্তনের ভিত্তিতে, নূতনভাবে সংরক্ষণ করিতে আদেশ দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক ঐরূপ আদেশ প্রদান করা হইবার পর ঐরূপ আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সদস্য সংখ্যার বা ঐভাবে সংরক্ষিত সেরূপ আসনসংখ্যার নির্ধারণে বা আসন সংরক্ষণের আর্বতনক্রমে বা উহাদের কোন সমাবন্ধর, আনুক্রমিক দুটি সাধারণ নির্বাচনের জন্য পরিবর্তন করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধানসমূহ, ভারতের সংবিধানের ৩৩৪ অনুচ্ছেদে বিনির্দিষ্ট সময়সীমার অবসানের পর, আর কার্যকর থাকিবে না এবং অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষণের বিধানসমূহ, রাজ্য বিধানমণ্ডল অধিনিয়ম দ্বারা এতৎপক্ষে যে তারিখ হইতে ঐভাবে স্থির করেন তাহা হইতে আর কার্যকর থাকিবে না;

(iii) (ক) ঐ ব্লক বা উহার কোন অংশের অন্তর্গত নির্বাচনক্ষেত্র হইতে লোকসভা ও ঐ রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত এরূপ সদস্যগণ, যাঁহারা মন্ত্রী বা পঞ্চায়েত সমিতির প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য বা যাঁহারা ব্লকের অন্তর্গত নির্বাচনক্ষেত্র হইতে জিলা পরিষদে নির্বাচিত উহার সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি নহেন, পদাধিকারবলে;

(খ) মন্ত্রী নহেন রাজ্যসভার এরূপ সদস্যগণ যাঁহারা ঐ ব্লকের অন্তর্গত এলাকার মধ্যে নির্বাচক রূপে রেজিস্ট্রিকৃত থাকেন, এবং

(গ) ঐ ব্লকের কোন অংশের অন্তর্গত নির্বাচনক্ষেত্র হইতে জিলা পরিষদে নির্বাচিত উহার এরূপ সদস্যগণ, যাঁহারা সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি নহেন,

(৩) এই ধারা অনুযায়ী গঠিত প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি সম্পর্কে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত করা হইবে ও উহা পঞ্চায়েত সমিতির প্রথম যে অধিবেশনে কোরাম থাকিবে তাহার তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ, পদাসীন হইবেন।

(৪) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি একটি নিগমিত সংস্থা হইবে, যাহার নিরবচ্ছিন্ন উত্তরানুক্রম ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার নিগমিত নামে উহা মোকদ্দমা করিবে ও তদ্বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা যাইবে।

ব্লক এলাকার পরিবর্তনের ফল।

৯৫। (১) যখন কোন ব্লক হইতে ৯৩ ধারার (৩) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী কোন গ্রামকে বাদ দেওয়া হয় তখন ঐরূপ গ্রাম, ঐ উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ঐ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রাধিকার ও রাজ্য সরকার অন্যথা নির্দেশ না দিলে, উহাতে বলবৎ নিয়মাবলী, আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপনসমূহের সাপেক্ষাধীন থাকিবে না।

(২) যখন ৯৩ ধারার (৩) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী কোন গ্রামকে কোন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন ঐ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির, ঐ উপধারার উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে, ঐরূপ গ্রামের উপর ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে ও, রাজ্য সরকার অন্যথা নির্দেশ না দিলে, ঐ ব্লকে বলবৎ সকল নিয়ম, আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপন ঐভাবে অন্তর্ভুক্ত গ্রাম সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) যখন কোন ব্লকের এলাকাকে দুই বা ততোধিক ব্লক গঠন করিবার জন্য ৯৩ ধারার (৩) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী বিভক্ত করা হয় তখন এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে নবগঠিত ঐ ব্লকের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির পুনর্গঠন করা হইবে এবং ঐভাবে বিভক্ত ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি, নবগঠিত পঞ্চায়েত সমিতিসমূহ পদাসীন হইবার তারিখ হইতে আর বিদ্যমান থাকিবে না।

(৪) যখন দুই বা ততোধিক ব্লকের এলাকাকে একটিমাত্র ব্লক গঠন করিবার জন্য ৯৩ ধারার (৩) উপধারার (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী সংযুক্ত করা হয়, তখন নবগঠিত ব্লকটির জন্য এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির পুনর্গঠন করা হইবে, ও ঐভাবে সংযুক্ত ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতিসমূহ, নবগঠিত পঞ্চায়েত সমিতির পদাসীন হইবার তারিখ হইতে আর বিদ্যমান থাকিবে না।

(৫) যখন ৯৩ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী কোন গ্রামকে কোন ব্লক হইতে বাদ দেওয়া হয় বা অন্তর্ভুক্ত করা হয় অথবা দুই বা ততোধিক ব্লক গঠনের জন্য কোন ব্লককে বিভক্ত করা হয় বা একটিমাত্র ব্লক গঠনের জন্য দুই বা ততোধিক ব্লককে সংযুক্ত করা হয় তখন ঐরূপ পুনর্গঠনের দ্বারা প্রভাবিত পঞ্চায়েত সমিতি বা পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের সম্পত্তি, তহবিল ও দায়িতাসমূহ ঐরূপ পঞ্চায়েত সমিতি বা সমিতিসমূহের নিকট বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা, যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ বিভাজন অনুসারে, বর্তাইবে ও ঐরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে।

(৬) (৫) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশে, ঐরূপ পুনর্গঠনকে কার্যকারিতা প্রদানের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অনুপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানসমূহ অন্তর্ভূত থাকিবে।

ব্যাখ্যা— (৩) উপধারায় উল্লিখিত বিভক্তকরণের পর বা (৪) উপধারায় উল্লিখিত সংযুক্তিকরণের পর পঞ্চায়েত সমিতির পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে;—

(ক) যখন ৯৬ ধারার (১) উপধারার পরিধি ও অর্থে পূর্বতর পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের সদস্যগণের পদের মেয়াদের অবসান ঘটে না তখন নবগঠিত পঞ্চায়েত সমিতি বা পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা প্রয়োজনীয় হইবে না, এবং

(খ) ঐরূপ যে সকল সদস্যর পদের মেয়াদ অনবসিত থাকে তাঁহারা রাজ্য সরকার বা এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক, আদেশ দ্বারা, যেরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন সেরূপ প্রাধিকার কর্তৃক সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ এরূপ নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের অন্তর্গত নবগঠিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বলিয়া সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত হইবেন, যে নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ হইতে ঐরূপ সদস্যগণ পূর্বতর পঞ্চায়েত সমিতিসমূহে নির্বাচিত হইয়াছিলেন ও ঐরূপ কোন সদস্য তাঁহার পদের মেয়াদের অবনসিত অংশের জন্য নবগঠিত পঞ্চায়েত সমিতিতে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

ব্লকের কোন এলাকাকে পৌরসংঘের কোন এলাকায় অন্তর্ভুক্তির ফল।

৯৫অ। যদি কোন সময়ে কোন ব্লকের সমগ্র এলাকা তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন পৌরসংঘের এলাকায় অথবা কোন নগর কমিটি বা সেনানিবাসের প্রাধিকারের অধীনস্থ কোন এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ এলাকার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ঐ প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ছয়মাসের মধ্যে অথবা ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ তারিখ বা যে তারিখে নবগঠিত সংস্থার নির্বাচন সমাপ্ত হয় সেই তারিখ, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর হইবে তাহা হইতে কার্যকরিতাক্রমে আর বিদ্যমান থাকিবে না, এবং ঐ পঞ্চায়েত সমিতিতে বর্তানো সম্পত্তি, তহবিল ও অন্য পরিসম্পত বিহিত প্রাধিকারের আদেশ অনুসারে ক্ষেত্রানুযায়ী পৌরসংঘ বা নগর কমিটি বা সেনানিবাস প্রাধিকারের নিকট বর্তাইবে ও উহাতে প্রতিসংক্রমিত হইবে। ঐরূপ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ, যে তারিখ হইতে ঐ পঞ্চায়েত সমিতি আর বিদ্যমান থাকে না তাহা হইতে কার্যকারিতাক্রমে, ঐরূপ অন্তর্ভুক্তির অব্যবহিত পূর্বে তাঁহারা যে শর্ত ও কড়ারের অধিকারী হইতেন তাহা হইতে কম সুবিধাজনক নহে এরূপ শর্তে ও কড়ারে ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ পৌরসংঘ বা নগর কমিটি বা সেনানিবাস প্রাধিকার কর্তৃক নিয়োজিত হইবে বলিয়া গণ্য হইবে।

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণের পদের মেয়াদ।

৯৬। (১) কোন পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারবলে সদস্য ব্যতীত অন্য সদস্যগণ, ১০০ ও ২১৩অ ধারাসমূহের বিধানসমূহের সাপেক্ষে, উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সময়সীমার জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ও তাহার পর নহে।

(২) কোন পঞ্চায়েত সমিতির গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন, পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচনের পর ঐ পঞ্চায়েত সমিতির জন্য অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সমাপ্তির তারিখের পূর্বে যেরূপ সুবিধাজনক গণ্য হইবে সেরূপ তারিখে, অনুষ্ঠিত করা হইবে ঃ

তবে যদি (১) উপধারা অনুযায়ী পাঁচ বৎসর সময়সীমা অবসানের পূর্বে নবগঠিত পঞ্চায়েত সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত করা না যায় তাহা হইলে রাজ্য সরকার, আদেশ দ্বারা কোন প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্তসমূহ সাপেক্ষে, একত্রে অনধিক তিনমাস সময়সীমা বা যে তারিখে নবগঠিত পঞ্চায়েত সমিতির, ঐ প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর হইবে তৎপর্যন্ত এই আইন বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ প্রয়োগ ও সম্পাদন করিবার জন্য নিযুক্ত করিবেন।

৯৬অ। [পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ নির্বাচন] দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৯৪-এর ২৪ ধারার দ্বারা বাদ গিয়াছে।] ১৯৯৪-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৮ আইন।

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণের নির্যোগ্যতা।

৯৭। ১৪০ ও ১৪২ ধারাসমূহে অন্তর্ভূত বিধানসমূহের সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি, কোন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হইবার পক্ষে যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি ১ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত কোন আইন অনুযায়ী গঠিত কোন পৌর প্রাধিকারের সদস্য হন; বা

(খ) তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বা কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা কোন পঞ্চায়েত সমিতি বা কোন জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ অথবা কাউন্সিলে চাকরিরত থাকেন ও এই প্রকরণের প্রয়োজনে, এতদ্দ্বারা ইহা ঘোষণা করা হইতেছে যে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোন উদ্যোগ, বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা নিগম বা কোন সার্বজনিক বা সরকারী কোম্পানি বা কোন স্থানীয় প্রাধিকার অথবা কোন সমবায় সমিতি বা কোন ব্যাংকিং কোম্পানি বা কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন সরকার পরিপোষিত কোন প্রতিষ্ঠানে অথবা অনুদানরূপে বা অন্যথা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা বা অন্য প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগ বা সংস্থায় চাকরিরত কোন ব্যক্তি অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণকারী প্রাধিকারের অধীন নহেন এরূপ কোন ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি কোন উদ্যোগ বা সংস্থা বা সংগঠন বা ব্যক্তিবর্গের পরিমেলের নিকট হইতে কর্মচারী রূপে বা ঐরূপ উদ্যোগ বা সংস্থা বা সংগঠন বা ব্যক্তিবর্গের পরিমেলে চাকরিরত থাকিয়া কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক ব্যবস্থিত তহবিল সমূহ অথবা প্রদত্ত অনুদান বা সাহায্য হইতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন তিনি, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারে চাকরিরত বলিয়া গণ্য হইবেন না; অথবা

(গ) তাঁহার নিজের বা তাঁহার অংশীদার বা নিয়োজক বা কোন কর্মচারীর, ঐ পঞ্চায়েত সমিতির বা সংশ্লিষ্ট ব্লকের অন্তর্গত কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা [জেলার জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ বা কাউন্সিলের] সহিত বা তদ্দ্বারা বা তৎপক্ষে সম্পাদিত কোন সংবিদায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন অংশ বা স্বার্থ থাকে ঃ

তবে কোন ব্যক্তি, দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এ যথা-পরিভাষিত এরূপ কোন সার্বজনিক কোম্পানি যাহা ঐ পঞ্চায়েত সমিতি বা ঐরূপ কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা ঐরূপ জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ বা কাউন্সিলের সহিত সংবিদাবদ্ধ হয় বা তৎকর্তৃক নিয়োজিত হয় তাহাতে, মাত্র তাঁহার অংশ বা স্বার্থ থাকিবার কারণে ঐ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার পক্ষে নির্যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন না; বা ১৯৫৬-এর ১।

(ঘ) তিনি নৈতিক দুশ্চরিত্রের সহিত জড়িত অসদাচরণের জন্য কেন্দ্রীয় বা কোন রাজ্য সরকারের বা কোন স্থানীয় প্রাধিকার অথবা কোন সমবায় সমিতি বা কোন সরকারী কোম্পানির অধীন অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোন নিগমের চাকরি হইতে বরখাস্ত হইয়া থাকেন ও ঐরূপ বরখাস্তের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত না হইয়া থাকে; বা

(ঙ) তিনি কোন ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্তৃক অসুস্থমনা বলিয়া বিচার-নির্ণীত হইয়া থাকেন; বা

(চ) তিনি একজন অ-ভারমুক্ত দেউলিয়া হন; বা

(ছ) একজন ভারমুক্ত দেউলিয়ারূপে তিনি আদালতের নিকট হইতে এই মর্মে কোন শংসাপত্র লাভ করেন না যে তাঁহার পক্ষে কোন অসদাচরণের জন্য নহে, দুর্ভাগ্যবশতঃই তিনি দেউলিয়া হইয়াছেন; বা

(জ) (i) তিনি কোন আদালত কর্তৃক—

(অ) যাহার সহিত নৈতিক দুশ্চারিত্র্য জড়িত থাকে অথবা অন্য কোন প্রগ্রহণীয় অপরাধ জড়িত থাকে, ছয়মাসের অধিক সময়সীমার জন্য কারাবাসে দন্ডনীয় এরূপ কোন অপরাধে; বা

(আ) ভারতীয় দন্ড সংহিতা, ১৮৬০-এর অধ্যায় ৯অ অনুযায়ী কোন অপরাধে, বা ১৮৬০-এর ৪৫।

(ই) দি ওয়েস্ট বেঙ্গল লোকাল বডিস [ইলেকটোরাল অফেন্সেস অ্যান্ড মিসলেনিয়াস প্রভিসন্স] অ্যাক্ট, ১৯৫২-র ৩ ধারা বা ৯ ধারা অনুযায়ী দোষসিদ্ধ হইয়া থাকেন, ও দন্ডাদেশ অবসানের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত না হইয়া থাকে ঃ ১৯৭২-এর পশ্চিমবঙ্গ ১০ আইন।

তবে কোন আপীলী আদালত, যে আদালত ঐ ব্যক্তিকে দোষসিদ্ধ করিয়াছেন তাহার আদেশের সংক্রিয়া স্থগিত না রাখিলে, নিম্ন আদালতের ঐরূপ দোষসিদ্ধি সংক্রিয় থাকিবে; বা

(ii) তিনি দি রিপ্রেজেন্টেশন অফ দি পিপল অ্যাক্ট, ১৯৫১-র ভাগ ২-এর অধ্যায় ৩-এর বিধানসমূহ অনুযায়ী রাজ্য বিধানমন্ডলে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্যোগ্য হন; বা ১৯৫১-এর ৪৩।

(ঝ) তিনি কোন নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন সমীক্ষার স্থিরীকৃত তারিখে একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; বা

(ঝক) তিনি বিগত ছয় বৎসরকালে যেকোন সময়ে ১০০ ধারার (১) উপধারার (জ) প্রকরণ অনুযায়ী পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন; বা

(ঞ) তিনি বিগত দশ বৎসরকালে যে কোন সময়ে ১৮৯ ধারা অনুযায়ী দোষসিদ্ধ হইয়া থাকেন; বা

(ট) তিনি বিগত দশ বৎসরকালে যে কোন সময়ে ১৯২ ধারা অনুযায়ী অধিভারযুক্ত বা প্রভারযুক্ত হইয়া থাকেন; বা

(ঠ) তিনি বিগত পাঁচ বৎসরকালে যে কোন সময়ে ২১৩ ধারা অনুযায়ী অপসারিত হইয়া থাকেন।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি।

৯৮। (১) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি, উহার প্রথম যে অধিবেশনে কোরাম থাকে তাহাতে, বিহিত প্রণালীতে, উহার একজন সদস্যকে ঐ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও অন্য একজন সদস্যকে সহকারী সভাপতিরূপে নির্বাচন করিবেন ঃ

তবে ৯৪ ধারার (২) উপধারার (i) ও (ii) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত সদস্যগণ ঐরূপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন না বা উহার জন্য যোগ্যও হইবেন না ঃ

পরন্তু রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী সাপেক্ষে, কোন সদস্য ঐরূপ নির্বাচনের পক্ষে যোগ্য হইবেন না, যদি না তিনি লিখিতভাবে ঘোষণা করেন যে নির্বাচিত হইলে, তিনি যে সময়সীমার জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন বা তাঁহাকে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে তখন, তিনি তাঁহার চাকরিস্থল হইতে অনুপস্থিতি অবকাশ প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে, কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হইবেন না অথবা তিনি এরূপ প্রণালীতে কোন ব্যবসায়, বৃত্তি বা পেশা চালাইয়া যাইবেন না বা উহার সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট করিবেন না, যাহাতে তাঁহার ক্ষমতাসমূহের যথাযথ প্রয়োগে, তাঁহার পদীয় কৃত্যসমূহের যথাযথ সম্পাদনে বা তাঁহার পদীয় কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ঘটিবে বা সম্ভাব্যরূপে হস্তক্ষেপ ঘটিবে ঃ

অধিকন্তু কোন কর্মকর্তা পদে নির্বাচিত হইবার পর তাঁহাকে, রাজ্য সরকারের যে বিভাগ বা প্রাধিকার বা উদ্যোগ অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে তিনি তাঁহার লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন তৎকর্তৃক সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদে তাঁহার যোগদানের তারিখ হইতে কার্যকারিতাক্রমে ঐরূপ পদে তাঁহার পূর্ণ মেয়াদের জন্য তাঁহার চাকরিস্থল হইতে লিয়েন বা অনুপস্থিতির অবকাশ লইতে অনুমতি দেওয়া হইবে ঃ

অধিকন্তু, রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী সাপেক্ষে, সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদ তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য এরূপ প্রণালীতে সংরক্ষিত হইবে যে কোন সাধারণ নির্বাচনের সময় ঐরূপ সংরক্ষিত পদসংখ্যা কোন জেলার অন্তর্ভুক্ত ঐরূপ পদসমূহের মোট সংখ্যার সহিত, কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতম রূপে, সেই একই অনুপাত থাকিবে, যে অনুপাত ঐ জেলার অন্তর্ভুক্ত সকল ব্লকের, ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি অথবা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের একত্রিত জনসংখ্যার সহিত ঐ এলাকার সর্বমোট জনসংখ্যার থাকে ও ঐরূপ পদসমূহ বিহিত প্রণালীতে আবর্তনের ভিত্তিতে বিভাজন সাপেক্ষে হইবে ঃ

অধিকন্তু কোন জেলায় তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত সভাপতি বা সহকারী সভাপতি পদের মোট সংখ্যা ক্ষেত্রানুযায়ী, পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে তৃতীয় অনুবিধি অনুসারে ঐ জেলার জন্য নির্ধারিত সভাপতি বা সহকারী সভাপতি পদের মোট সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হইবে না ঃ

অধিকন্তু কোন জেলায় তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদের সংরক্ষণ ঐ জেলায় সভাপতি বা সহকারী সভাপতির মোট পদের পঞ্চাশ শতাংশের সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে তৃতীয় অনুবিধির অধীনস্থ বিধানসমূহের অনুসরণ করিয়া প্রথম পর্যায়ে নির্ধারিত হইবে ও তাহার পর ঐ জেলায় সভাপতি বা সহকারী সভাপতির মোট পদের পঞ্চাশ শতাংশ সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে ঐ জেলায় সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদের অবশিষ্ট সংখ্যা উক্ত জেলায় মোট জনসংখ্যার সহিত অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের সর্বমোট জনসংখ্যার অনুপাত সাপেক্ষে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ঃ

অধিকন্তু যদি ও যখন তৃতীয় অনুবিধি অনুসারে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে কোন জেলায় সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদসংখ্যা পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে ঐ জেলায় সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদের মোট সংখ্যার

পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হয় তখন ও তাহা হইলে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে ঐরূপ সংরক্ষিত পদ, ঐ জেলায় সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদের মোট সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে, সেই একই অনুপাতে বিভাজিত হইবে ঐ জেলায় মোট জনসংখ্যার সহিত তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জনসংখ্যার, যে অনুপাত থাকে ঃ

অধিকন্তু, ক্ষেত্রানুযায়ী, তৃতীয় অনুবিধি বা ষষ্ঠ অনুবিধি অনুসারে কোন জেলায় তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত সভাপতি বা সহকারী সভাপতি পদের মোট সংখ্যা সংযুক্তভাবে বা পৃথকরূপে ঐ জেলায় সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদের মোট সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ পৌঁছায়; তখন ঐ জেলায় অনগ্রসর শ্রেণীর জনসংখ্যার বড়মাপের অনুপাত থাকা সত্ত্বেও, অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অনুকূলে ঐ জেলায় সভাপতি বা সহকারী সভাপতি পদের ক্ষেত্রে কোন সংরক্ষণ থাকিবে না ঃ

অধিকন্তু, ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জনসংখ্যাবিশিষ্ট কোন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদসমূহ যাহা ঐ ব্লকের মোট জনসংখ্যার অনধিক পাঁচ শতাংশ হয় তাহা আবর্তনের ভিত্তিতে বিভাজনের জন্য বিবেচিত হইবে না ঃ

অধিকন্তু, মোট জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশের অধিক হয় এরূপ তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জনসংখ্যাবিশিষ্ট ব্লকসমূহের সংখ্যা, কোন জেলায় সংরক্ষণের জন্য অনুজ্ঞাত সভাপতি ও সহকারী সভাপতি পদের সংখ্যা অপেক্ষা কম হইবার ক্ষেত্রে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, আদেশ দ্বারা, সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, সংরক্ষণের জন্য অনুজ্ঞাত মোট আসনসংখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত, ক্ষেত্রানুযায়ী তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীর উচ্চতর অনুপাত বিশিষ্ট ব্লক হইতে আরম্ভ করিয়া সভাপতি ও সহকারী সভাপতির ঐরূপ অন্যান্য পদকে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন ঃ

অধিকন্তু কোন জেলায় তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত সভাপতি ও সহকারী পদের মোট সংখ্যার কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতমরূপে, অর্ধেক কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে এরূপ, ক্ষেত্রানুযায়ী তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহভুক্ত মহিলাদের জন্য আবর্তনের ভিত্তিতে সংরক্ষিত থাকিবে ঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত পদসমূহ সমেত কোন জেলায় সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদের মোট সংখ্যার কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতমরূপে, অর্ধেক কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে এরূপ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, ও ঐভাবে সংরক্ষিত পদসমূহ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে আবর্তনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে ঃ

অধিকন্তু কোন জেলায়, তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি, অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সভাপতির পদের নির্ধারণ, সহকারী সভাপতির পদের জন্য ঐরূপ নির্ধারণের পূর্ববর্তীতে হইবে ঃ

অধিকন্তু যদি, নির্বাচনের কোন মেয়াদের জন্য (অতঃপর এই অনুবিধিতে উক্ত নির্বাচনের উক্ত মেয়াদরূপে উল্লিখিত) কোন পঞ্চায়েত সমিতিতে সভাপতির পদ বলবৎ নিয়মাবলী অনুসারে কোন প্রবর্গের ব্যক্তিবর্গের জন্য সংরক্ষিত থাকে, তাহা হইলে ঐ পঞ্চায়েত সমিতিতে সহকারী সভাপতির পদ ঐ নির্বাচনের উক্ত মেয়াদার্থে কোন প্রবর্গের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে না

এবং যদি, সহকারী সভাপতির পদ সম্পর্কে প্রযোজ্য নিয়মাবলী অনুসারে, ঐ নির্বাচনের উক্ত মেয়াদের জন্য ঐরূপ পদ সংরক্ষিত রাখিতে অনুজ্ঞাত করা হয় তাহা হইলে ঐ নির্বাচনের উক্ত মেয়াদের জন্য ঐভাবে সংরক্ষিত পদের মোট সংখ্যাকে বলবৎ নিয়মাবলী অনুসারে সংরক্ষিত রাখিতে অনুজ্ঞাত হইবে এরূপ পদসংখ্যার সমান রাখিয়া জেলার সহকারী সভাপতির অন্য পদে একই প্রবর্গের জন্য বিহিত প্রণালীতে ঐরূপ সংরক্ষণ করা হইবে ঃ

অধিকন্তু যখন নির্বাচনের কোন মেয়াদকালের সভাপতির তৎস্থানী পদ যে বিহিত প্রণালীতে সংরক্ষিত রহিয়াছে এই হেতুতে সহকারী সভাপতির পদ সংরক্ষিত থাকে না তখন, যথাপূর্বোক্ত হেতুতে সংরক্ষিত নহে, সহকারী সভাপতির এরূপ পদ, পরবর্তী নির্বাচনের মেয়াদকালে বিহিত প্রণালীতে সংরক্ষণের জন্য বিবেচিত হইবার পক্ষে যোগ্য হইবে :

অধিকন্তু এই উপধারার পূর্বগামী বিধানাবলীতে বা এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই উপধারা অনুযায়ী পদসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আবর্তনের নীতি দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৯৪-এর ২৬ ধারা বলবৎ হইবার পর অনুষ্ঠেয় প্রথম নির্বাচন হইতে প্রারম্ভ হইবে, ও আবর্তনের ভিত্তিতে সংরক্ষণের রোস্টার সম্পূর্ণ আবর্তনের জন্য প্রত্যেক দুটি আনুক্রমিক মেয়াদকালে চলিতে থাকিবে যদি না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া ও প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আবর্তনের ক্রিয়াশীলতা হইতে এক বা একাধিক মেয়াদ বাদ দিয়া যে কোন পর্যায়ে ঐ আবর্তন নূতনভাবে প্রারম্ভ করিতে নির্দেশ দেন ঃ ১৯৯৪-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৮ আইন।

অধিকন্তু তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের কোন সদস্য ও কোন মহিলা, যাঁহার জন্য এই উপধারা অনুযায়ী পদ সংরক্ষিত থাকে, তিনি সভাপতি বা সহকারী সভাপতি পদের জন্য যোগ্য হইলে, ঐভাবে সংরক্ষিত নহে এরূপ কোন পদে নির্বাচনের পক্ষে নির্যোগ্য হইবেন না ঃ

অধিকন্তু কোন অসংরক্ষিত আসন হইতে বা অন্য প্রবর্গের জন্য সংরক্ষিত আসন হইতে নির্বাচিত কোন সদস্য, যদি তিনি কোন নির্দিষ্ট প্রবর্গভুক্ত হন ও তাঁহার দাবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকারিকের সমক্ষে ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষেত্রানুযায়ী তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণী-শংসাপত্র উপস্থাপন করেন তাহা হইলে তিনি এরূপ প্রবর্গের জন্য সংরক্ষিত সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদে নির্বাচনের পক্ষে যোগ্য হইবেন ঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদে সংরক্ষণের বিধানসমূহের, ভারতের সংবিধানের ৩৩৪ অনুচ্ছেদে বিনির্দিষ্ট সময়সীমা অবসানের পর আর কার্যকারিতা থাকিবে না ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধানসমূহের, রাজ্য বিধানমণ্ডল অধিনিয়ম দ্বারা যে তারিখে এতৎপক্ষে ঐভাবে স্থির করেন তাহা হইতে আর কার্যকারিতা থাকিবে না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে এরূপ অধিবেশন বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক বিহিত প্রণালীতে আহ্বান করা হইবে।

(৩) সভাপতি ও সহকারী সভাপতি, ১০১ ধারার বিধানসমূহের ও উহাদের সদস্য থাকিয়া যাওয়া সাপেক্ষে (পাঁচ বৎসর) সময়সীমার জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ঃ

(৪) যখন —

(ক) মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণের কারণে বা অন্যথা সভাপতির পদ শূন্য হইয়া যায়, অথবা

(খ) যদি সভাপতি, ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কারণে সাময়িকভাবে কার্য করিতে অসমর্থ হন তখন সহকারী সভাপতি, ক্ষেত্রানুযায়ী কোন নূতন সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত ও পদভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা সভাপতি তাঁহার কর্তব্য পুনরায় আরম্ভ না করা পর্যন্ত সভাপতির ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

(৫) যখন —

(ক) মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণের কারণে বা অন্যথা সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হইয়া যায়, অথবা

(খ) যদি সহকারী সভাপতি, ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কারণে সাময়িকভাবে কার্য করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে সভাপতি, ক্ষেত্রানুযায়ী কোন নূতন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত ও পদভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা সহকারী সভাপতি তাঁহার কর্তব্য পুনরারম্ভ না করা পর্যন্ত সহকারী সভাপতির ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

(৬) যখন সভাপতি ও সহকারী সভাপতি উভয়েরই পদ শূন্য হইয়া পড়ে বা সভাপতি ও সহকারী সভাপতি সাময়িকভাবে কার্য করিতে অসমর্থ হন তখন বিহিত প্রাধিকার ক্ষেত্রানুযায়ী কোন সভাপতি বা সহকারী সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত ও পদভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি তাঁহার কর্তব্য পুনরায় আরম্ভ না করা পর্যন্ত সভাপতি ও সহকারী সভাপতিরূপে কার্য করিতে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণের মধ্য হইতে এককালীন ত্রিশদিন সময়সীমার জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহকারী সভাপতিকে নিযুক্ত করিবেন।

****

(৮) কোন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতিকে পঞ্চায়েত সমিতি তহবিল হইতে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ পারিশ্রমিক ও ভাতা প্রদান করা হইবে ও তিনি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়সীমা বা সময়সীমাসমূহের জন্য এবং সেরূপ শর্তে ও কড়ারে অনুপস্থিতির জন্য ছুটির অনুমতি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৯) এই আইনের বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যদি বিহিত প্রাধিকারের অভিমতে কোন সভাপতি বা সহকারী সভাপতি কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ও তিনি তাঁহার চাকরিস্থল হইতে অনুপস্থিতি অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই অথবা তিনি এরূপ প্রণালীতে কোন ব্যবসায়, বৃত্তি বা পেশা চালান বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন যাহা তাঁহার ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগে, তাঁহার কৃত্যসমূহের সম্পাদনে বা তাঁহার কর্তব্যসমূহের নির্বাহে হস্তক্ষেপ করিবে বা সম্ভাব্যতঃরূপে হস্তক্ষেপ করিবে তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে, লিখিত আদেশ দ্বারা, অপসারণ করিতে পারিবেন ঃ

তবে বিহিত প্রাধিকার, ঐরূপ কোন আদেশ দিবার পূর্বে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিবেদন করিবার সুযোগ দিবেন।

পরন্তু যখন সভাপতি বা সহকারী সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মাধ্যক্ষরূপে স্থানাপন্ন কোন সদস্যকে, ১০০ ধারার (ক) হইতে (ছ) পর্যন্ত প্রকরণের কোনটি অনুযায়ী অপসারণ করা হয় তখন তাঁহাকে আশু কার্যকারিতাসহ, ক্ষেত্রানুযায়ী সভাপতি, সহকারী সভাপতি বা কর্মাধ্যক্ষের পদ হইতে অপসারণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(১০) এই আইনের অন্য কোন বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া, বিহিত প্রাধিকার, সভাপতি বা সহকারী সভাপতিকে তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিবার পর, যদি সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদে তাঁহার নির্বাচনের সময় ক্ষেত্রানুযায়ী যে তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণিসমূহের জন্য ঐরূপ সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদ সংরক্ষিত থাকে তিনি তাঁহার কোনটির সদস্য না হন ও ঐরূপ নির্বাচনের সময় তৎকর্তৃক দাখিলকৃত তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্র মেকি বলিয়া দৃষ্ট হয় বা ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক তদবধি উহা বাতিল করা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে, আদেশ দ্বারা পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন ঃ

তবে এই উপধারা অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধির বিধানসমূহ অনুযায়ী কার্যবাহ আনয়ন যাইবে ঃ ১৮৬০-এর ৪৫।

পরন্তু কোন বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক অপসারণের আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ কোন সভাপতি বা সহকারী সভাপতি, আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত করিবেন সেরূপ প্রাধিকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন ও তদুপরি ঐরূপ প্রাধিকার বিহিত প্রাধিকারকে আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ বিষয়ে অধিকতর ব্যবস্থা লইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন ও বিহিত প্রাধিকারকে আপীলের নোটিস প্রদান করিবার পর এবং আপীলকারীকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদান করিবার পর ঐ আদেশ খারিজ করিতে, সংপরিবর্তন করিতে বা বহাল রাখিতে পারিবেন ও ঐরূপ প্রাধিকার কর্তৃক আপীলের উপর আদেশ চূড়ান্ত ও বাধ্যকর হইবে।

সভাপতি বা সহকারী সভাপতি বা কোন সদস্যের পদত্যাগ।

৯৯। (১) কোন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা সহকারী সভাপতি অথবা অন্য কোন সদস্য বিহিত প্রাধিকারকে তাঁহার পদত্যাগের কারণসমূহ ও তৎসহ অধিকতর যোগাযোগের জন্য তাঁহার বর্তমান ডাকযোগে যোগাযোগের ঠিকানা উল্লেখ করিয়া তাঁহার ঐরূপ করিবার অভিপ্রায় লিখিতরূপে প্রজ্ঞাপিত করিবার মাধ্যমে বিহিত প্রাধিকারের নিকট তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রদান করিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী পত্রপ্রাপ্তির পর বিহিত প্রাধিকার, প্রদত্ত পদত্যাগের উপর শুনানির জন্য রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে কোন পত্রপ্রাপ্তির তারিখ হইতে সাতদিনের মধ্যে বিহিত প্রাধিকারের সমক্ষে স্বশরীরে উপস্থিত হইতে ঐরূপ পদত্যাগকারী ব্যক্তিকে অনুরোধ করিয়া তিনদিনের মধ্যে তাঁহাকে ঐরূপ পত্র প্রদান করিবেন।

(৩) (২) উপধারা অনুযায়ী শুনানিকালে, ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছেন কিনা ও ঐরূপ ব্যক্তি তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অভিপ্রায় করেন কিনা, বিহিত প্রাধিকার তাহা বিনিশ্চিত করিবেন।

(৪) বিহিত প্রাধিকার একটি, যুক্তিযুক্ত, আদেশ প্রদান করিবেন ও ঐরূপ ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ লিখিতরূপে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দিবেন কিংবা আশু কার্যকারিতার সহিত প্রদত্ত পদত্যাগ গ্রহণ করিবেন ঃ

তবে যদি ঐরূপ ব্যক্তি বিহিত প্রাধিকারকে কোন প্রকার সংজ্ঞাপন ব্যতীত শুনানিতে উপস্থিত না থাকেন তাহা হইলে তৎকর্তৃক প্রদত্ত পদত্যাগপত্রকে ইচ্ছাকৃত পদত্যাগ বলিয়া গণ্য করা হইবে ও বিহিত প্রাধিকার তৎক্ষণাৎ উহা গ্রহণ করিবেন।

(৫) যখন (৪) উপধারা অনুযায়ী কোন পদত্যাগ গ্রহণ করা হয় তখন প্রাসঙ্গিক পদ ঐরূপ গ্রহণের তারিখ হইতে শূন্য হইয়া যাইবে ও উহার একটি লিখিত সূচনা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক পরবর্তী তিনটি কর্মদিবসের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহিক আধিকারিকের নিকট বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঐ পদে স্থানাপন্ন ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হইবে ও পদত্যাগকারী ব্যক্তিকে পরবর্তী পাঁচটি কর্মদিবসের মধ্যে পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট তাঁহার পদভার হস্তান্তরিত করিবার নির্দেশ দিয়া বা ঐরূপ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি না থাকিলে পূর্বোক্ত সময়সীমার মধ্যে নির্বাহিক আধিকারিককে লিখিতরূপে উদ্দেশ করিয়া উহার পৃষ্ঠাঙ্কিত প্রতিলিপি সহ বিহিত প্রাধিকারের নিকট পদভার ত্যাগ পূর্বক এবং নির্বাহিক আধিকারিক বা তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত অন্য কোন আধিকারিকের নিকট, তাঁহার অভিরক্ষায় রহিয়াছে, পঞ্চায়েত সমিতির মালিকানাধীন এরূপ সকল দস্তাবেজ, রেজিস্টার, সীল ও পরিসম্পত হস্তান্তর করিবারও নির্দেশ দিয়া লিখিত সূচনা প্রেরণ করা হইবে।

(৬) পদত্যাগ গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সূচনাদানের সমগ্র প্রক্রিয়া, বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক ঐরূপ পদত্যাগপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের অপসারণ।

১০০। (১) বিহিত প্রাধিকার (পদাধিকারবলে সদস্য ব্যতীত) কোন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দিবার পর —

(ক) তাঁহার নির্বাচনের পর তিনি কোন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক যাহার সহিত নৈতিক দুশ্চারিত্র্য জড়িত থাকে বা অন্য কোন প্রগ্রহণীয় অপরাধ জড়িত থাকে ছয়মাসের অধিক সময়সীমার জন্য কারাবাসে দণ্ডনীয় হয় এরূপ কোন অপরাধে দোষসিদ্ধ হইলে; বা

(খ) কোন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হইবার সময় তিনি ঐরূপ সদস্য হইবার পক্ষে নির্যোগ্য হইলে; বা

(গ) তাঁহার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পদলাভের পর ৯৭ ধারার (খ) হইতে (ছ) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত নির্যোগ্যতাসমূহের কোনটির অধীন হইলে; বা

(ঘ) তিনি (পঞ্চায়েত সমিতির অনুমতি ব্যতীত) ঐ পঞ্চায়েত সমিতির ক্রমান্বয়িক তিনটি অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকিলে আদেশ দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন ঃ

তবে লোকসভা বা বিধানসভার যুগপৎ সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকেন পঞ্চায়েত সমিতির এরূপ কোন সদস্যকে, তিনি পঞ্চায়েত সমিতির অনুমতি ব্যতীত ঐ পঞ্চায়েত সমিতির ক্রমান্বয়ে তিনটি অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকিলে, পদ হইতে অপসারণ করা হইবে না;

(ঙ) তিনি এই আইন বা দি বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯১৯ বা দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৭ বা দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ অনুযায়ী প্রদেয় কোন কর, পথকর, ফী বা অভিকর সম্পর্কিত কোন বকেয়া প্রদান না করিয়া থাকিলে;

১৯১৯-এর বঙ্গীয় ৫ আইন।
১৯৫৭-র পশ্চিমবঙ্গ ১ আইন।
১৯৬৩-র পশ্চিমবঙ্গ ৩৫ আইন।

(চ) তিনি তাঁহার নির্বাচনের তারিখ হইতে ছয়মাসের মধ্যে ১৯৭ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারের সমক্ষে কোন শপথ বা প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাকিলে ও উহাতে স্বাক্ষর না করিয়া থাকিলে; বা

(ছ) তাঁহার নির্বাচনের সময় তিনি ভারতের নাগরিক না হইয়া থাকিলে ও নির্বাচক রেজিস্ট্রিকরণ আধিকারিক কর্তৃক, ঐ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত এলাকার সহিত সম্পর্কিত হয় বলবত্তাসম্পন্ন এরূপ নির্বাচক তালিকা হইতে তাঁহার নাম তদবধি ঐ হেতুতে বাদ গিয়া থাকিলে; বা

(জ) যদি তাঁহার নির্বাচনের সময় তিনি তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি (বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের) কোনটির সদস্য না হন ও মনোনয়নের সময় তৎকর্তৃক উপস্থাপিত তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণী-শংসাপত্র ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক তদবধি বাতিল করা হইয়া থাকিলে আদেশ দ্বারা তাঁহাকে পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন ঃ

তবে (চ) প্রকরণ বা (ছ) প্রকরণ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০-এর বিধানাবলী অনুসারে কার্যবাহ গ্রহণ করা যাইবে। ১৮৬০-এর ৪৫।

(২) বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক (১) উপধারা অনুযায়ী তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন পঞ্চায়েত সমিতির এরূপ কোন সদস্য, আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত করিবেন সেরূপ প্রাধিকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন ও, তদুপরি, ঐভাবে নিযুক্ত প্রাধিকার আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ আদেশের সংক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং, বিহিত প্রাধিকারকে আপীলের নোটিস প্রদান করিবার পর, ও আপীলকারীকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদান করিবার পর, ঐ আদেশ সংপরিবর্তন করিতে, খারিজ করিতে অথবা উহা বহাল রাখিতে পারিবেন।

(৩) ঐরূপ প্রাধিকার কর্তৃক ঐরূপ আপীলের উপর প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

অনাস্থা প্রস্তাব বা সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতির অপসারণ।

১০১। (১) এই ধারার অন্য বিধানসমূহ সাপেক্ষে কোন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা সহকারী সভাপতিকে, তাঁহার পদ হইতে যে কোন সময়ে, অপসারণ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষরূপে আহূত কোন অধিবেশনে ৯৪ ধারার (২) উপধারার (iii) প্রকরণে উল্লিখিত পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যমান অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক সভাপতি বা সহকারী সভাপতির বিরুদ্ধে তাঁহাদের আস্থার অভাব ব্যক্ত করিয়া বা সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতিকে অপসারণ করিতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অভিলিখিত করিয়া অপসারিত করা যাইবে।

(২) সভাপতি বা সহকারী সভাপতিকে অপসারণের উদ্দেশ্যে, (১) উপধারায় উল্লিখিত বিদ্যমান সদস্যগণের এক তৃতীয়াংশ, ঐরূপ সদস্যগণের প্রত্যেকের দলগত সম্বদ্ধকরণ বা নির্দলীয় প্রাস্থিতিকে নির্দেশ করিয়া সভাপতি বা সহকারী সভাপতির বিরুদ্ধে তাঁহাদের আস্থার অভাব ব্যক্ত করে অথবা সভাপতি বা সহকারী সভাপতিকে অপসারণ করিতে তাঁহাদের অভিপ্রায় অভিলিখিত করে এরূপ একটি লিখিত প্রস্তাব স্বাক্ষর করিবেন ও স্বয়ং কোন সদস্যের মাধ্যমে প্রস্তাবটি প্রদান করিবেন কিংবা বিহিত প্রাধিকারের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে উহা প্রেরণ করিবেন; প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে হাতে-হাতে কিংবা পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রদান করা হইবে ও আর একটি প্রতিলিপি রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে তাঁহার বাসস্থানের ঠিকানায় প্রেরণ করা হইবে।

(৩) বিহিত প্রাধিকার প্রস্তাব প্রাপ্তির পর উহা যে (২) উপধারার আবশ্যকতার অনুসারী হয় তৎসম্পর্কে স্বয়ং প্রতীত হইবেন ও তাঁহার প্রতীতির পর, প্রস্তাব প্রাপ্তির পাঁচটি কর্মদিবসের মধ্যে, নোটিসদানের মাধ্যমে, পঞ্চায়েত সমিতির অধিবেশনের তারিখ ও সময় স্থির করিয়া

এবং প্রস্তাবটি বিবেচনা করিবার ও তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিদ্যমান সদস্যগণের প্রত্যেককে স্পষ্টরূপে অন্ততঃ সাতদিনের ঐরূপ নোটিস প্রেরণ করিয়া পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে উহার এরূপ একটি অধিবেশন বিশেষরূপে আহ্বান করিবেন।

(৪) (৩) উপধারায় উল্লিখিত কোন অধিবেশন এরূপ কোন কর্মদিবসে অনুষ্ঠিত হইবে যাহা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ হইতে পনেরটি কর্মদিবসের পর হইবে না ও ঐভাবে আহূত অধিবেশন ক্ষমতাপন্ন আদালতের আদেশ বা নির্দেশের অনুসরণে বা বিহিত প্রাধিকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অন্য কোন কারণে ভিন্ন অন্যথা স্থগিত বা বাতিল করা হইবে না।

(৫) ঐরূপ অধিবেশনে বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক যেরূপ প্রাধিকৃত হইবে সেরূপ কোন আধিকারিক, রাজ্য সরকার কর্তৃক আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্দেশিত হইবে বা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে সভাপতিত্ব করিবেন ও এতৎপক্ষে নিবদ্ধ প্রণালীতে প্রত্যেক সদস্যকে যে যথাযথভাবে নোটিস প্রদান করা হইয়াছে, অধিবেশন প্রারম্ভের পূর্বে অগ্রাধিকারিক তাহা সুনিশ্চিত করিবেন; ঐরূপ অধিবেশনের জন্য আবশ্যক কোরাম (১) উপধারায় উল্লিখিত বিদ্যমান সদস্যগণের পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হইবে ও অগ্রাধিকারিক তাঁহার স্বীয় মতামত ব্যক্ত না করিয়া এক বা একাধিক বিধিগত প্রশ্নে পরামর্শ দিলেও তিনি অধিবেশনে ভোটদানের অধিকারী হইবেন না।

(৬) যদি অধিবেশনে মতৈক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত না হয়, তাহা হইলে প্রকাশ্য ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদান অনুষ্ঠিত হইবে যেখানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্য ব্যালটপত্রের বিপরীত দিকে এরূপে তাঁহার পূর্ণ স্বাক্ষর বা তাঁহার বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিবেন যাহা ঐ সদস্য যে রাজনীতিক দলভুক্ত হন, ২১৩অ ধারায় উল্লিখিত তাঁহার নেতা কর্তৃক বা ঐ অগ্রাধিকারিক কর্তৃক প্রত্যয়িত হইবে।

(৭) সচিব বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে অগ্রাধিকারিক কর্তৃক প্রাধিকৃত অন্য কোন পদস্থ কর্মচারী কর্তৃক অধিবেশনের কার্যবিবরণী লিখিত হইবে। ঐরূপ কার্যবিবরণীতে উপস্থিত সদস্যগণের নাম, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া, প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন এরূপ সদস্যগণের নাম, ও সর্বসম্মতরূপে বা উহার বিদ্যমান সদস্যগণের অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্তরূপে অভিলিখিত করা হইবে ও উহা তৎকর্তৃক এবং অগ্রাধিকারিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(৮) অগ্রাধিকারিক কর্তৃক অধিবেশনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হইবার পর, উহা উপস্থিত সকল সদস্যের নিকট পাঠ করা হইবে যাঁহারা তদনন্তর অভিলিখিত কার্যবাহসমূহের প্রতিপন্নক্রমে কার্যবিবরণীর উপর ক্ষেত্রানুযায়ী তাঁহাদের স্বাক্ষর বা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিবেন। অগ্রাধিকারিক তখন, যিনি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছেন বা পূর্বেই কক্ষত্যাগ করিয়াছেন এরূপ কোন সদস্য থাকিলে তাঁহার নাম অভিলিখিত করিবার পর ঐ একই দস্তাবেজের উপর আবারও তাঁহার স্বাক্ষর দিবেন ও তদনন্তর ঐ ভূ-গৃহাদি পরিসর ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি কার্যবিবরণীর একটি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিবেন।

(৯) (ক) পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহিক আধিকারিক বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সংযুক্ত নির্বাহিক আধিকারিক, ঐ অধিবেশনের তিনটি কর্মদিবসের মধ্যে, বিহিত প্রাধিকারের নিকট অধিবেশনের কার্যবিবরণীর প্রতিলিপি প্রদান করিবেন।

(খ) অগ্রাধিকারিক পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যে বিহিত প্রাধিকারের নিকট অধিবেশনের কার্যবিবরণীর একটি প্রতিলিপি ও তৎসহ পৃথক একটি লিখিত প্রতিবেদন ও দাখিল করিবেন।

(১০) (৯) উপধারা অনুযায়ী অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, বিহিত প্রাধিকার, পরবর্তী পাঁচটি কর্মদিবসের মধ্যে তিনি যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ ব্যবস্থা লইবেন ও বিহিত প্রাধিকারের নিকট প্রস্তাব দেওয়া হইতে প্রারম্ভ করিয়া চূড়ান্তভাবে তৎকর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়া ত্রিশ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

(১১) যদি বিদ্যমান সদস্যগণের অধিকাংশের দ্বারা প্রস্তাবটি গৃহীত না হয় বা কোরামের অভাবে অধিবেশন অনুষ্ঠিত করা না যায় তাহা হইলে ঐ একই কর্মকর্তাকে অপসারণের জন্য পরবর্তী প্রস্তাবের কোন নোটিস ঐরূপ অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ হইতে এক বৎসর সময়সীমার মধ্যে প্রগ্রহণ করা হইবে না।

(১২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই ধারা অনুযায়ী সভাপতি বা সহকারী সভাপতির অপসারণের জন্য কোন অধিবেশন সভাপতি বা সহকারী সভাপতি নির্বাচনের তারিখ হইতে আড়াই বৎসর সময়সীমার মধ্যে, পঞ্চায়েত সমিতি পুনর্গঠনের পরবর্তী প্রথম অধিবেশনে কিংবা উক্ত পদের কোন আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণের জন্য আহ্বান করা হইবে না।

সভাপতি বা সহকারী সভাপতি পদে আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণ।

১০২। ১০১ ধারা অনুযায়ী সভাপতি বা সহকারী সভাপতির অপসারণের ক্ষেত্রে অথবা যখন পদত্যাগ, মৃত্যুর কারণে অথবা অন্যথা সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদে কোন পদশূন্যতা উদ্ভূত হয় তখন পঞ্চায়েত সমিতি বিহিত প্রণালীতে অপর একজন সভাপতি বা সহকারী সভাপতিকে নির্বাচিত করিবেন।

পঞ্চায়েত সমিতির কোন সদস্যপদের আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণ।

১০৩। যদি কোন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের পদ তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণের কারণে বা অন্যথা শূন্য হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ পদশূন্যতা বিহিত প্রণালীতে পূরণ করা হইবে।

আকস্মিক শূন্যপদ-পূরণ করেন এরূপ সভাপতি, সহকারী সভাপতি অথবা সদস্যের পদের মেয়াদ।

১০৪। ১০২ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রত্যেক সভাপতি বা সহকারী সভাপতি ও আকস্মিক শূন্য পদ পূরণ করিতে ১০৩ ধারা অনুযায়ী সদস্য হইয়াছেন এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, তিনি যে ব্যক্তির স্থলে সদস্য হন তাঁহার পদের মেয়াদের অনবসিত অংশের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

পঞ্চায়েত সমিতির অধিবেশন।

১০৫। (১) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি (উহার কার্যালয়ে প্রত্যেক তিন মাসে অন্ততঃ একবার, ঐ পঞ্চায়েত সমিতি উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধিবেশনে যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ তারিখে ও সেরূপ সময়ে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবেন ঃ

তবে কোন নবগঠিত পঞ্চায়েত সমিতির প্রথম অধিবেশন বিহিত প্রাধিকার যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ তারিখে, সেরূপ সময়ে ও সংশ্লিষ্ট ব্লকের স্থানীয় সীমার মধ্যে সেরূপ স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

পরন্তু যখন সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের এক পঞ্চমাংশ কর্তৃক কোন অধিবেশন আহ্বান করিতে লিখিত রূপে অনুজ্ঞাত হন তখন তিনি পনের দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি অধিবেশনের তারিখ ও সময় স্থির করিয়া বিহিত প্রাধিকারকে সূচনা দিবার ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণকে সাতদিনের নোটিস দিবার পর ঐভাবে অধিবেশন আহ্বান করিবেন, যাহা করিতে তিনি ব্যর্থ হইলে পূর্বোক্ত সদস্যগণ বিহিত প্রাধিকারকে সূচনা দিবার এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যকে স্পষ্টরূপে সাতদিনের নোটিস দিবার পর পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন। ঐরূপ অধিবেশন, ঐ অধিবেশন আহ্বানকারী সদস্যগণ যেরূপ স্থির করিবেন, সেরূপ তারিখে ও সময়ে ঐ পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। বিহিত প্রাধিকার ঐরূপ অধিবেশনের জন্য

একজন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, যিনি বিহিত প্রাধিকারের নিকট, ঐ অধিবেশনের এক সপ্তাহের মধ্যে, ঐ অধিবেশনের কার্যবাহ সম্পর্কে তৎকর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত একটি লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। বিহিত প্রাধিকার, প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, তিনি যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন তদুপরি সেরূপ ব্যবস্থা লইবেন ঃ

অধিকন্তু যদি পঞ্চায়েত সমিতি কোন অধিবেশনে উহার পরবর্তী অধিবেশনের তারিখ ও সময় স্থির না করেন বা যদি পঞ্চায়েত সমিতির অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধিবেশনে স্থিরীকৃত তারিখে ও সময়ে উহার কোন অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে সভাপতি তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ তারিখে ও সময়ে পঞ্চায়েত সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

(২) সভাপতি বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন এবং উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে বা তাঁহাদের কোন একজন বা উভয়েই কোন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে অস্বীকৃত হইলে, উপস্থিত সদস্যগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে ঐ অধিবেশনের সভাপতিরূপে নির্বাচিত করিবেন।

(৩) পঞ্চায়েত সমিতির অধিবেশনের জন্য সর্বমোট সদস্য সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ লইয়া কোরাম গঠিত হইবে ঃ

তবে কোন স্থগিত অধিবেশনের ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কোন পঞ্চায়েত সমিতির সমক্ষে আগত সকল প্রশ্ন ভোটাধিক্যের ভিত্তিতে মীমাংসিত হইবে ঃ

তবে ভোট সমান সমান হইবার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে ঃ

পরন্তু কোন তলবী অধিবেশনের ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির কোন দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে না।

কোন অধিবেশনে পরিচালিত হইবে এরূপ কার্যসূচী।

১০৬। পঞ্চায়েত সমিতির কোন স্থগিত অধিবেশন ব্যতীত অন্য প্রত্যেক অধিবেশনে পরিচালিত হইবে এরূপ কার্যসমূহের একটি সূচী, ঐরূপ অধিবেশনের জন্য স্থিরীকৃত সময়ের অন্ততঃ সাতদিন পূর্বে পঞ্চায়েত সমিতির প্রত্যেক সদস্যের নিকট বিহিত প্রণালীতে প্রেরণ করা হইবে ও ঐরূপ কোন অধিবেশনের ঐরূপে সমক্ষেত্র যে কার্য সম্পর্কে নোটিস প্রদত্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য কোন কার্য ঐ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের অনুমোদন ব্যতীত আনীত বা পরিচালিত হইবে না ঃ

তবে যদি সভাপতি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে করেন যাহার জন্য অবশ্যই পঞ্চায়েত সমিতির জরুরী অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে তাহা হইলে তিনি সদস্যগণকে তিনদিনের নোটিস প্রদানের পর ঐরূপ একটি অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু ঐরূপ অধিবেশনে পরিচালিত হইবে এরূপ কার্যাবলীর সূচীতে একাধিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা চলিবে না।

পঞ্চায়েত সমিতির কার্যের উপর প্রতিবেদন।

১০৭। পঞ্চায়েত সমিতি পূর্ববর্তী বৎসরে কৃত কার্যের ও পরবর্তী বৎসরে কৃত হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত কার্য সম্পর্কে বিহিত প্রণালীতে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন ও উহা বিহিত প্রাধিকার ও সংশ্লিষ্ট জিলা পরিষদের নিকট বিহিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করিবেন।

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন।

১০৮। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পঞ্চায়েত সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন ও উহার পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন।

অধ্যায় ৯

পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ

পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা।

১০৯। (১) [কোন পঞ্চায়েত সমিতি স্বায়ত্তশাসিত একটি ইউনিটরূপে কার্য করিবেন এবং আর্থনীতিক উন্নয়ন ঘটাইতে ও সকলের জন্য সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং সার্বিকভাবে গোষ্ঠী উন্নয়ন ও গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক মনোন্নয়নের নিজ লক্ষ্যের অগ্রনয়নক্রমে—

(i) সদস্যগণের পদের পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন, এবং

(ii) পূর্ববর্তী বৎসরের জানুয়ারি মাসের মধ্যে প্রত্যেক বৎসরের জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন,

(iii) পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক বার্ষিক পরিকল্পনায় যেরূপ প্রস্তুত করা হইবে সেরূপ বা উহারে যেরূপ ন্যস্ত করা হইবে অথবা হস্তান্তর করা হইবে বা উহাতে যেরূপ প্রতিসংক্রমিত হইবে সেরূপ পরিকল্পসমূহ রূপায়ণ করিবেন

এবং উপরের বিধানবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া,—

(ক) (i) কৃষি, মৎসক্ষেত্র, পশুসম্পদ, খাদি, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণ, জল সরবরাহ, ক্ষুদ্রসেচ ও তৎসমেত জলসেচ ব্যবস্থাপন এবং জলবিভাজিকার উন্নয়ন, ঔষধালয় ও হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ সমেত জনস্বাস্থ্য ও অনাময়ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও প্রথাবর্হির্ভূত শিক্ষা, ছাত্রকল্যাণ, জ্বালানি ও পশুখাদ্য সমেত সামাজিক বনসৃজন ও খামারি বনসৃজন বণ্টন সমেত গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, অ-চিরাচরিত শক্তির উৎস, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ও সর্বসাধারণের উপযোগী অন্যান্য বিষয়ের উন্নয়ন সম্পর্কে বিত্তীয় সহায়তাদান ও তৎসমেত পরিকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করিবার বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার;

(ii) রাজ্য সরকার বা অন্য কোন প্রাধিকার কর্তৃক উহাকে ন্যস্ত করা হইয়াছে এরূপ কোন পরিকল্পের নিষ্পাদন, কোন কার্যের সম্পাদন, অথবা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের পরিচালনা করিবার ঃ

তবে যে দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রমে, হিতভোগিগণকে অধিকার বা দাবির ভিত্তিতে নহে কিন্তু সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতী সংস্থার স্ববিবেচনার ব্যবহার করিয়া বাছাই করা হয় তৎসম্পর্কিত নির্দেশিকায় নিবদ্ধ শর্ত ও কড়ারসমূহকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া রূপায়ণকারী এজেন্সি ইহা সুনিশ্চিত করিতে ব্যবস্থা লইবেন যে ঐরূপ কার্যক্রমের জন্য হিতভোগিদের, মোট সংখ্যার, যথাসম্ভব নিকটতম রূপে, তিন শতাংশ কোন প্রকার অক্ষমতাক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইবে।

(iii) পরিবেশ, জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগব্যবস্থা, পর্যটন বা তৎকর্তৃক নির্মিত বা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনের জন্য উহাতে বর্তানো হাট, বাজার, প্রেক্ষাগৃহ, বাসস্ট্যান্ড, পরিবেশ-পার্ক, অতিথিশালা সমেত সর্বসাধারণের উপযোগী নির্মাণকার্যের প্রোন্নতির জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করিবার বা উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে ঃ

তবে পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লকের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের হিতের জন্য কোন নগর-স্থানীয় সংস্থার এলাকার মধ্যে ঐরূপ প্রতিষ্ঠান বা সর্বসাধারণের উপযোগী নির্মাণকার্য নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণও করিতে পারিবেন এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিল হইতে ব্যয় করিতে ও প্রভার উদ্‌গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(iv) ব্লকের মধ্যে কোন বিদ্যালয়, সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান বা জনকল্যাণমূলক সংগঠনের সাহায্যার্থে অনুদান দিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(খ) জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ বা কাউন্সিল বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনুদান প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(গ) ব্লকের মধ্যে কোন পৌরসংঘ কর্তৃক গৃহীত জল সরবরাহ বা মহামারী প্রতিরোধী ব্যবস্থাসমূহের খরচ বাবদ উহা রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ অর্থাঙ্ক বা অর্থাঙ্কসমূহ অভিদায়রূপে প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(ঘ) দুর্দশার উপশম করিবার জন্য ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(ঙ) যদি ও যখন আবশ্যক হইবে সংশ্লিষ্ট ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ কর্তৃক প্রস্তুত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিকল্পসমূহের সমন্বয় ও সুসংহতি সাধন করিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(চ) রাজ্য সরকার, সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা, উহাকে যেরূপ হস্তান্তরিত করিবেন অথবা উহার উপর যেরূপ ন্যস্ত করিবেন বা উহাতে যেরূপ প্রতিসংক্রমণ করিবেন সেরূপ অন্য কৃত্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যদিনা কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের এরূপ অভিমত হয় যে কোন এলাকা যাহার উপর ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকার রহিয়াছে সেই এলাকায় আবদ্ধ কোন পরিকল্পের রূপায়ণ করা বিত্তীয়রূপে বা অন্যথা উহার সক্ষমতাতীত ও ঐ মর্মে তিনি কোন সংকল্প গ্রহণ করেন তাহা হইলে পঞ্চায়েত সমিতি ঐরূপ কোন পরিকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে না বা উহা নির্বাহ করিবেন না। পরবর্তী ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি স্বয়ংই ঐ পরিকল্প নির্বাহ করিতে পারিবেন অথবা উহা নির্বাহের ভার ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত করিতে এবং যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ সহায়তা উহাকে প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে কোন পঞ্চায়েত সমিতি, যে এলাকার উপর কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকার রহিয়াছে সেই এলাকায় আবদ্ধ (১) উপধারার (ক) প্রকরণের (ii) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন পরিকল্পের ভারগ্রহণ বা উহা নির্বাহ করিতে পারিবেন।

(৩) যদি কোন পরিকল্প একাধিক গ্রামে প্রসারিত থাকে, তাহা হইলে, পঞ্চায়েত সমিতি উহার ভারগ্রহণ করিতে বা উহা নির্বাহ করিতে পারিবেন।

রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে অন্য সম্পত্তি স্থাপন করিতে পারিবেন।

১১০। রাজ্য সরকার, সময়ে সময়ে, পঞ্চায়েত সমিতির সম্মতিসহ, রাজ্য সরকারে বর্তানো এবং সংশ্লিষ্ট ব্লকের মধ্যে অবস্থিত কোন সড়ক, সেতু, খেয়া, খাল, ভবন বা অন্য সম্পত্তি, রাজ্য সরকার যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ শর্তসমূহ সাপেক্ষে, ঐ পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে স্থাপন করিতে পারিবেন ঃ

তবে রাজ্য সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির মতামত বিবেচনা করিবার পর ঐরূপ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনভার, রাজ্য সরকার যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ শর্তসমূহ সাপেক্ষে, প্রত্যাহার করিয়া স্বয়ং লইতে পারিবেন।

পঞ্চায়েত সমিতি, রাজ্য সরকার বা জিলা পরিষদ অথবা কোন গ্রাম পঞ্চায়েতকে সড়ক বা সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা।

১১১। কোন পঞ্চায়েত সমিতি স্বীয় নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনাধীন অথবা উহাতে বর্তানো কোন সড়ক বা সড়কের কোন অংশ অথবা কোন সম্পত্তি, রাজ্য সরকার বা জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ বা কাউন্সিল অথবা কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট যেরূপ হওয়া যাইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারে হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন।

পঞ্চায়েত সমিতি নির্মাণকার্যের ভারগ্রহণ করিতে পারিবেন।

১১২। কোন পঞ্চায়েত সমিতি, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বা অন্য প্রাধিকারের মালিকানাধীন কোন সড়ক, সেতু, পুষ্করিণী, ঘাট, কূপ, খাল বা নর্দমার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ভার, যেরূপ সম্মত হওয়া যাইবে সেরূপ কড়ারে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

পঞ্চায়েত সমিতির কোন সড়কের দিক পরিবর্তন, ব্যবহার স্থগিত রাখা বা উহা বন্ধ করিবার ক্ষমতা।

১১৩। কোন পঞ্চায়েত সমিতি স্বীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন বা উহাতে বর্তানো কোন সড়কের দিক পরিবর্তন করিতে বা উহার ব্যবহার স্থগিত করিতে বা উহা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে পারিবেন এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে, ঐরূপ কোন সড়ক স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

পঞ্চায়েত সমিতিতে কতিপয় ক্ষমতা বর্তানো।

১১৪। (১) কোন পঞ্চায়েত সমিতির উপর কোন স্থানীয় বা বিশেষ আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ ক্ষমতাসমূহ রাজ্য সরকার কর্তৃক বর্তিত হইতে পারিবে।

(২) কোন পঞ্চায়েত সমিতি উহার নিকট দি ক্যাটল ট্রেসপাস অ্যাক্ট, ১৮৭১-এর ৩১ ধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ হস্তান্তরিত করা হইবে সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন। ১৮৭১-এর ১।

(৩) রাজ্য সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্দেশ দিবেন কোন পঞ্চায়েত সমিতি সেরূপ অন্য ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, সেরূপ অন্য কৃত্যসমূহ সম্পাদন বা সেরূপ অন্য কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

পঞ্চায়েত সমিতির কোন এলাকা সম্পর্কে উন্নয়ন পরিকল্পনা।

১১৪অ। ১৪ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া এবং ২৩, ২৪ ও ২৫ ধারাসমূহে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাজ্য সরকার, জনস্বার্থে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রক্রিয়া অনুসারে বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধির বিধানসমূহ অনুসারে কোন পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে কোন এলাকা সম্পর্কে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিতে তদীয় অভিপ্রায়, ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ প্রজ্ঞাপন জারির পর পঞ্চায়েত সমিতি বা পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন প্রাধিকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি ব্যতীত এবং ক্ষেত্রানুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি বা ঐরূপ অন্য প্রাধিকার কর্তৃক যেরূপ প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হইবে সেরূপ বিনির্দেশন ও শর্তসমূহ অনুসারে ব্যতীত ঐরূপ এলাকায় কোন নূতন নির্মিতি বা নূতন ভবন, উহার ভিতের এলাকা বা উচ্চতা নির্বিশেষে পরিনির্মাণ বা নির্মাণ করা হইবে না অথবা কোন নির্মিতি বা ভবনে কোনপ্রকার সংযোজন করা হইবে না ঃ

তবে যেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোন প্রাধিকার বা এজেন্সি কোন পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে কোন শিল্প তালুক বা শিল্প পার্ক স্থাপনের অভিপ্রায় করেন, বা উহা স্থাপন করিয়া থাকেন সেক্ষেত্রে ঐ শিল্প তালুক বা শিল্প পার্কের মধ্যে শিল্প স্থাপন করিতে কোন নির্মিতি বা ভবনের পরিনির্মাণ করিবার জন্য বা ঐ নির্মিতি বা ভবনে কোন সংযোজন করিবার জন্য, রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ প্রাধিকার বা শিল্পোন্নয়ন প্রাধিকার অথবা নিগমের নিকট হইতে অনুমতি লইতে হইবে ঃ

পরন্তু অনুমতি চাহেন এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে, সেরূপ বিশেষ বিবরণকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াও পঞ্চায়েত সমিতিকে সেরূপ ফী প্রদানের পর ঐ পঞ্চায়েত সমিতির নিকট লিখিত আবেদন করিবেন ঃ

অধিকন্তু রাজ্য সরকার কর্তৃক বিহিত ফীসমূহ ভিন্ন যে নামেই বা প্রণালীতেই হউক না কেন, অনুমতি প্রদানের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক প্রভারিত হইবে না।

অধিকন্তু ঐরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর, পঞ্চায়েত সমিতি, উহা যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করেন এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে ঐ ভবন পরিকল্পনার সেরূপ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিবার পর লিখিত আদেশ দ্বারা অনুমতি প্রদান করিবেন কিংবা অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে উহার কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া অনুমতি প্রদান করিতে অস্বীকার করিবেন ঃ

অধিকন্তু কোন নূতন নির্মিতি বা নূতন ভবনের ঐরূপ পরিনির্মাণ বা কোন নির্মিতি বা ভবনে ঐরূপ সংযোজন অথবা পঞ্চায়েত সমিতির নিকট হইতে ঐরূপ অনুমতি রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলীর সাপেক্ষাধীন হইবে ঃ

অধিকন্তু অনুমতি প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া পঞ্চায়েত সমিতির আদেশের দ্বারা অথবা যেরূপ বিহিত হইবে পরিনির্দিষ্ট সেরূপ সময়ের মধ্যে এতৎসম্বন্ধে কোন সূচনা প্রাপ্ত না হইবার কারণে ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ আপীলী প্রাধিকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন ঃ

অধিকন্তু প্রাধিকারের আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ পুনর্বিলোকন প্রাধিকারের সমক্ষে আপীলও করিতে পারিবেন ঃ

অধিকন্তু পুনর্বিলোকন প্রাধিকারের আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলিবে না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকাশের পর ২৩, ২৪, ও ২৫ ধারার বিধানসমূহ (১) উপধারায় উল্লিখিত এলাকায় বলবৎ থাকিবে না।

(৩) রাজ্য সরকার, আদেশ দ্বারা, ঐ পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক ১৩৩ ধারা অনুযায়ী তৎকর্তৃক উদ্‌গৃহীত পথকর, অভিকর ও ফী হইতে এক বা একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতকে আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ অভিদায় ও অনুদান প্রদান করিবার জন্য, ঐ পঞ্চায়েত সমিতিকে নির্দশ দিতে পারিবেন।

(৪) রাজ্য সরকার, পঞ্চায়েত সমিতিকে, এই ধারা অনুযায়ী উহার কৃত্যসমূহ সম্পাদনের ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহের ভিত্তিতে প্রায়োগিক বা অন্য পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য কোন আধিকারিককে, আদেশ দ্বারা, প্রাধিকৃত করিতে পারিবেন এবং পঞ্চায়েত সমিতি ঐরূপ পরামর্শ প্রাপ্তির পর ঐরূপ পরামর্শপ্রাপ্তির তারিখ হইতে দুই মাস সময়সীমার মধ্যে যথাযথরূপে ঐ পরামর্শ বিবেচনার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে ঐরূপ করিবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে (১) উপধারার বিধানসমূহের উল্লঙ্ঘনক্রমে কোন নূতন নির্মিতি বা নূতন ভবন অথবা কোন নির্মিতি বা ভবনের কোন সংযোজন ক্ষেত্রানুযায়ী, পরিনির্মিত বা কৃত হইতেছে সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহকুমা আধিকারিকের নিকট প্রেষণ করিবেন যিনি ঐ ভবনের মালিককে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদান করিবার পর, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সময়সীমার মধ্যে মালিক কর্তৃক, ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ ভবন বা ভবনের কোন অংশ ভাঙিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং

ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে, মহকুমা আধিকারিক স্বয়ংই ঐ ভাঙিয়া ফেলা কার্যকর করিতে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ জরিমানা আরোপ করিতে এবং উহার খরচ মালিকের নিকট হইতে সরকারী প্রাপ্যরূপে আদায় করিতে পারিবেন।

(৬) (৫) উপধারার বিধানসমূহ ক্ষুণ্ণ না করিয়া যেকেহ (১) উপধারার বিধানসমূহের উল্লঙ্ঘনক্রমে কোন নূতন নির্মিতির পরিনির্মাণ করেন বা কোন নূতন ভবন নির্মাণ করেন বা কোন নির্মিতি বা ভবনে কোন সংযোজন করেন, তিনি, আদালত কর্তৃক দোষসিদ্ধ হইবার পর, ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ অ-প্রাধিকৃত পরিনির্মাণ বা নির্মাণ বা সংযোজন যে এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয় সেই এলাকার জন্য প্রত্যেক মাসে প্রতি বর্গমিটারে অনধিক একশত টাকা যে সময়সীমার জন্য ঐরূপ উল্লঙ্ঘন চলিতে থাকে সেই সময়সীমাকালে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে, ঐরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে উহা সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা হইবার সাপেক্ষে, জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন।

****

(৮) যদি পঞ্চায়েত সমিতি অথবা (১) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট, প্রস্তুতকৃত, বা প্রস্তুতি চলিতেছে বা প্রস্তুত করা হইবে এরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সারবান অন্য বিবেচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উহার এলাকার (স্বার্থ বা সুখসুবিধা সমেত) যথাযথ পরিকল্পনার স্বার্থে, ইহা সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে,—

(ক) ভূমির কোন ব্যবহার অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে, বা

(খ) উহা চালাইয়া যাইবার ক্ষেত্রে কোন শর্ত অবশ্যই আরোপ করা হইবে, বা

(গ) কোন ভবন বা নির্মাণকার্যের অবশ্যই পরিবর্তন বা অপসারণ করিতে হইবে তাহা হইলে পঞ্চায়েত সমিতি অথবা যথাপুর্বোক্ত প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ মালিককে নোটিস জারির মাধ্যমে—

(i) উহার ব্যবহার আর চালাইয়া না যাইতে অনুজ্ঞাত করিতে, বা

(ii) উহা চালাইয়া যাওয়া সম্পর্কে নোটিসে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্তসমূহ আরোপ করিতে, বা

(iii) ঐ নোটিস জারির পর উহাতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে অন্যূন একমাসের সেরূপ সময়সীমার মধ্যে, কোন ভবন বা নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রানুযায়ী পরিবর্তন বা অপসারণের জন্য নোটিসে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ ব্যবস্থাসমূহ লইতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(৯) ঐরূপ নোটিসের দ্বারা ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নোটিসে বিনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রাধিকারের নিকট নোটিসের বাতিলকরণ বা সংপরিবর্তনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(১০) (৯) উপধারা অনুযায়ী কোন আবেদন দাখিল করা হইলে প্রাধিকার বা এতৎপক্ষে নিযুক্ত প্রাধিকারের কোন আধিকারিক, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপে নোটিস রহিত করিয়া বা উহার পরিবর্তন করিয়া ঐ আবেদন খারিজ বা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১১) যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) যিনি নোটিস পালনের পরিণামে তিনি যে ভূমির অধিকারী হন তাহাতে কোন স্বার্থের অবচয়ের বা তাহার ঐ ভূমির উপভোগ বিঘ্নিত হইবার কারণে লোকসান গ্রস্ত হইয়াছেন, বা

(খ) যিনি নোটিসের পালনক্রমে কোন কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি ঐ লোকসান বা ঐ নোটিস পালনের জন্য তৎকর্তৃক যুক্তিসঙ্গতরূপে নির্বাহিত ব্যয় সম্পর্কে কোন অর্থপরিমাণের জন্য, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা (১) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট, বিহিত সময়ের মধ্যে ও প্রণালীতে, দাবি করেন তাহা হইলে পঞ্চায়েত সমিতি অথবা (১) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ঐ দাবি সম্পর্কে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, নিষ্পত্তি করা হইবে।

(১২) (১) উপধারা অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকাশের পরও উন্নয়ন-প্রভার সম্পর্কিত বিধানসমূহ এবং এই ধারা অনুযায়ী অন্য বিধান সাপেক্ষে, এই ধারা অনুযায়ী যথা-উদগ্রাহ্য উন্নয়ন-প্রভার যে প্রদান করা হইয়াছে বা ঐরূপ উন্নয়ন-প্রভার যে উদ্‌গ্রাহ্য নহে তাহা শংসিত করিয়া পঞ্চায়েত সমিতি বা উহার প্রাধিকৃত আধিকারিকের নিকট হইতে শংসাপত্র লাভ করা বিনা ঐ এলাকায় কোন ভূমির উন্নয়ন, প্রবর্তন বা ঐ এলাকায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে না বা উহা কার্যে পরিণত করা হইবে না ঃ

তবে রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন ভূমির উন্নয়ন, প্রবর্তন বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তনকে এই উপধারার বিধানসমূহের সংক্রিয়া হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

(১৩) কোন ভূমিতে উন্নয়ন করিতে অভিপ্রায় করেন এরূপ কোন ব্যক্তি বা সংস্থা (কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোন বিভাগ বা কোন স্থানীয় প্রাধিকার ব্যতীত) অনুমতির জন্য, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে সেরূপ বিশেষ বিবরণসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং সেরূপ দস্তাবেজ ও পরিকল্পনাসহযোগ পঞ্চায়েত সমিতি বা তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত কোন আধিকারিকের নিকট লিখিত আবেদন করিবেন ঃ

পরন্তু অনুমতির আবেদন সম্পর্কে ব্যবস্থাগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট প্রাধিকার প্রস্তুতকৃত, প্রস্তুত করা হইতেছে বা প্রস্তুত করা হইবে এরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যবস্থাসমূহের ও সারবান অন্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

(১৪) ঐরূপ আবেদন যথাযথভাবে কৃত হইবার পর এবং যেরূপ নির্ধার করা হইবে সেরূপ উন্নয়ন প্রভার প্রদত্ত হইবার পর, পঞ্চায়েত সমিতি বা প্রাধিকৃত আধিকারিক,

(i) নিঃশর্তভাবে অনুমতি প্রদান করিয়া; বা

(ii) উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ শর্তসমূহ সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করিয়া; বা

(iii) অনুমতি প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া,

আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে এই উপধারার (i) হইতে (iii) প্রকরণসমূহের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সংশ্লিষ্ট প্রাধিকার—

(i) কেবল সীমিত সময়ের জন্য যে অনুমতি প্রদত্ত হইতেছে এবং ঐ সময়সীমার অবসানের পর, ঐ ভূমি যে উহার পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে নতুবা ঐ ভূমি ব্যবহারের অনুমতি যে দেওয়া হইবেনা এই মর্মে;

(ii) আবেদনকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোন ভূমির উন্নয়ন বা ব্যবহার প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য অথবা অনুমত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রাধিকারের নিকট যেরূপ সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সেরূপ ভূমির উপর নির্মাণকার্য চালাইবার জন্য শর্তসমূহ আরোপ করিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু, অনুমতির আবেদন সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট প্রাধিকার প্রস্তুতকৃত, প্রস্তুতির অধীন বা প্রস্তুত করিতে হইবে এরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যবস্থাসমূহের প্রতি এবং সারবান অন্য কোন বিবেচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ঃ

অধিকন্তু যখন শর্তসমূহের সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা হয় বা উহা প্রদানে অস্বীকার করা হয় তখন ঐরূপ শর্তসমূহ আরোপের বা ঐরূপ অস্বীকৃতির হেতুসমূহ আদেশে অভিলিখিত করিতে হইবে এবং আবেদনকারীকে ঐ আদেশ জ্ঞাপন করা হইবে ঃ

অধিকন্তু কোন ভূমিতে সংক্রিয়াশীল নির্মাণ (সর্বদাই যাহা পঞ্চায়েত সমিতির এক্তিয়ার বহির্ভূত হইবে) ব্যতীত, কোন উন্নয়ন চালাইতে অভিপ্রায় করেন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের এরূপ কোন বিভাগ অথবা স্থানীয় কোন প্রাধিকারের ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রানুযায়ী, সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা প্রাধিকার উহার অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়া ও রাজ্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশিত হইবে সেরূপ দস্তাবেজ ও পরিকল্পনা সহযোগে পঞ্চায়েত সমিতিকে, ঐরূপ উন্নয়নের ভার গ্রহণের অন্ততঃ একমাস পূর্বে উহার ঐরূপ করিবার অভিপ্রায় লিখিতরূপে প্রজ্ঞাপিত করিবেন।

(১৫) এই ধারার বিধানসমূহ এবং তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে ও পঞ্চায়েত সমিতি অথবা (১) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা যেরূপ নিবদ্ধ হইবে সেরূপ শর্তসমূহের সাপেক্ষাধীনে, কোন পঞ্চায়েত সমিতি, (১) উপধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপনের আওতাভুক্ত সম্পূর্ণ এলাকায় বা উহার কোন অংশে, যে উন্নয়ন বা ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য এই ধারা অনুযায়ী অনুমতি আবশ্যক হয় তাহা চালাইবার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে নিয়মাবলীতে বিনির্দিষ্ট হারের অনধিক রূপে প্রভার (অতঃপর উন্নয়ন-প্রভার বলিয়া অভিহিত) উদ্‌গ্রহণ করিবেন।

তবে (১) উপধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপনের অধীন এলাকার ভিন্ন ভিন্ন অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হার হইতে পারিবে ঃ

পরন্তু যে ব্যক্তি ঐরূপ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা উহা চালান অথবা ঐরূপ কোন ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটান তাহার উপর প্রভার উদ্‌গ্রাহ্য হইবে ঃ

অধিকন্তু কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বা কোন স্থানীয় প্রাধিকারে বর্তানো বা উহার নিয়ন্ত্রণাধীন বা দখলাধীন কোন ভূমির কোন উন্নয়ন বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের উপর কোন উন্নয়ন-প্রভার উদ্‌গ্রহণ করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু রাজ্য সরকার, নিয়ম দ্বারা, নিয়মাবলীতে বিনির্দিষ্ট কোন ভূমির উন্নয়ন বা ব্যবহারের পরিবর্তনকে উন্নয়ন-প্রভার উদ্‌গ্রহণ হইতে অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(১৬) যেক্ষেত্রে (১) উপধারা অনুযায়ী অনুমতি ব্যতীত বা তদ্বিপরীতে অথবা এই ধারার অন্য বিধানসমূহ বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর উল্লঙ্ঘনে কোন ভবনের পরিনির্মাণ বা কোন নির্মাণকার্যের নির্বাহ প্রারম্ভ করা হইয়াছে, অথবা চালান হইতেছে বা সমাপ্ত হইয়াছে সেক্ষেত্রে

পঞ্চায়েত সমিতি বা পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত কোন আধিকারিক, এই ধারা অনুযায়ী অন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে তদতিরিক্তে, যে ব্যক্তির প্রণোদনায় ঐ পরিনির্মাণ বা নির্মাণকার্য প্রারম্ভ করা হইয়াছে বা চালান হইয়াছে অথবা সমাপ্ত হইয়াছে তাঁহাকে যে তারিখে ভাঙিয়া ফেলিবার কারণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিসহ ভাঙিয়া ফেলিবার আদেশের প্রতিলিপি অর্পণ করা হইয়াছে তাহা হইতে ঐ আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে অন্যূন পাঁচদিন ও পনেরদিনের অনধিক সেরূপ সময়সীমার মধ্যে ঐরূপ পরিনির্মাণ বা নির্মাণকার্য ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে যদি না ঐরূপ ব্যক্তিকে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে জারিকৃত নোটিসের মাধ্যমে কেন ভাঙিয়া ফেলিবার আদেশ প্রদান করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ আদেশ প্রদান করা হইবে না ঃ

পরন্তু যেক্ষেত্রে নির্মাণ বা নির্বাহ সম্পূর্ণ হয় নাই সেক্ষেত্রে, পঞ্চায়েত সমিতি বা প্রাধিকৃত আধিকারিক, প্রথম অনুবিধি অনুযায়ী নোটিস জারির সময়েই হউক বা অন্য যে কোন সময়ে, একই আদেশ বা কোন পৃথক আদেশ দ্বারা, ঐরূপ ব্যক্তিকে, যে সময়সীমার মধ্যে ভাঙিয়া ফেলিবার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল, কৃত হইলে, উহা দাখিল করা যাইতে পারে, সেই সীমা অবসিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ পরিনির্মাণ বা কার্যনির্বাহ বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

অধিকন্তু পঞ্চায়েত সমিতি বা উহার প্রাধিকৃত আধিকারিকের ঐরূপ কোন আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন মহকুমা আধিকারিকের নিকট ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং যখন ঐরূপ আপীল করা হয় তখন উক্ত মহকুমা আধিকারিক, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ কড়ারে ঐ আদেশের বলবৎকরণ স্থগিত রাখিতে পারিবেন ঃ

অধিকন্তু কোন আপীলের ভিত্তিতে মহকুমা আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ এবং ঐরূপ আদেশ সাপেক্ষে, পঞ্চায়েত সমিতি বা উহার প্রাধিকৃত আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত ও নিশ্চায়ক হইবে ঃ

অধিকন্তু যেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি বা উহার প্রাধিকৃত কোন আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা না হয় বা যেক্ষেত্রে আপীলের ভিত্তিতে কোন আদেশ, সংপরিবর্তন সহই হউক বা ব্যতীত, বহাল রাখা হয় সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তি, ক্ষেত্রানুযায়ী, উহাতে বিনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অথবা আপীলের ভিত্তিতে মহকুমা আধিকারিক কর্তৃক স্থিরীকৃত সময়সীমা যদি কিছু থাকে, তন্মধ্যে ঐ আদেশ পালন করিবেন এবং ঐ ব্যক্তি ঐরূপ সময়সীমার মধ্যে আদেশ পালন করিতে ব্যর্থ হইলে, পঞ্চায়েত সমিতি বা উহার প্রাধিকৃত আধিকারিক স্বয়ং ঐ আদেশ যে ভবন বা নির্মাণকার্যের সহিত সম্পর্কিত হয় তাহা ভাঙিয়া ফেলাইবেন এবং ঐরূপ ভাঙিয়া ফেলিবার ব্যয় ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে সরকারী প্রাপ্যরূপে আদায়যোগ্য হইবে।

(১৭) পঞ্চায়েত সমিতি বা উহার প্রাধিকৃত আধিকারিক (১৬) উপধারা অনুযায়ী আদেশ প্রদানের পূর্বে যে কোন সময়ে আদেশ দ্বারা, যে ব্যক্তির প্রণোদনায় ঐ ভবন বা নির্মাণ প্রারম্ভ করা হইয়াছে বা নির্বাহিত হইতেছে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ উহা বন্ধ করিবার জন্য অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(১৮) পঞ্চায়েত সমিতি বা উহার প্রাধিকৃত আধিকারিক, কোন ভবন পরিনির্মাণ বা কোন নির্মাণকার্য নির্বাহকালীন যে কোন সময়ে বা উহার সমাপ্তির পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে যে

কোন সময়ে, যে বিষয় সম্পর্কে এই ধারা ব্যতীত বা তদ্বিপরীতে অথবা এই আইনের কোন বিধান অথবা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর উল্লঙ্ঘনে ঐরূপ পরিনির্মাণ বা নির্বাহ করা হয় তাহা, লিখিত নোটিস দ্বারা, বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন ও যে ব্যক্তির প্রণোদনায় ঐ ভবন বা নির্মাণকার্যের প্রারম্ভ করা হইয়াছে অথবা চালান হইতেছে তাঁহাকে বা ঐ ভবন বা নির্মাণকার্যের মালিককে—

(ক) এই ভবন বা নির্মাণকার্যকে এই ধারা বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর মঞ্জুরির বা ব্যবস্থাসমূহের অনুসারী করিবার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত সমিতি বা উহার প্রাধিকৃত আধিকারিকের নোটিসে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ পরিবর্তন করিতে, কিংবা

(খ) নোটিসে যেরূপ বিবৃত হইবে সেরূপ সময়সীমার মধ্যে কেন ঐরূপ পরিবর্তন করা হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

তবে যদি ঐরূপ ব্যক্তি বা ঐরূপ মালিক যথা- পূর্বোক্ত কারণ না দর্শান তাহা হইলে, তিনি ঐ নোটিসে বিনির্দিষ্ট পরিবর্তন করিতে বাধ্য থাকিবেন ঃ

পরন্তু যদি ঐরূপ ব্যক্তি বা ঐরূপ মালিক যথা- পূর্বোক্ত কারণ দর্শান, তাহা হইলে, পঞ্চায়েত সমিতি বা উহার প্রাধিকৃত আধিকারিক, আদেশ দ্বারা, জারিকৃত নোটিশটি বাতিল করিবেন কিংবা, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সংপরিবর্তন সাপেক্ষে উহা বহাল রাখিবেন।

১১৪অ ব্যতীত ভবন সংক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ।

১১৪আ। (১) কোন ব্যক্তি, কোন শিল্প তালুক বা শিল্প পার্কের কোন এলাকা অথবা ১১৪অ ধারায় যথা-উল্লিখিত পঞ্চায়েত সমিতির এলাকার অধীন কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যের যে এলাকা সম্পর্কে রাজ্য সরকার, জনস্বার্থে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছেন তদ্ব্যতীত, কোন এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতির লিখিত পূর্বানুমতি ভিন্ন, কোন নূতন নির্মিতি বা নূতন ভবন পরিনির্মাণ বা ১৫০ বর্গমিটারের অধিক কিন্তু ৩০০ বর্গমিটার পর্যন্ত ভিতের এলাকা ও ৬.৫ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট কোন নির্মিতি বা ভবনে কোন সংযোজন করিবেন না ঃ

তবে নূতন নির্মিতি বা নূতন ভবনের ঐরূপ পরিনির্মাণ বা কোন নির্মিতি বা ভবনে ঐরূপ সংযোজন বা পঞ্চায়েত সমিতির ঐরূপ অনুমতি রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলীর সাপেক্ষ হইবে ঃ

পরন্তু পঞ্চায়েত সমিতি, যদি কোন নূতন নির্মিতির বা পরিনির্মাণের বা কোন নূতন ভবন নির্মাণের জন্য প্রস্তাবে—

(ক) যে কোন নামে অভিহিত, কোন জলের ব্যবস্থাবিহীন শৌচাগার পরিনির্মাণ বা নির্মাণের জন্য কোন ব্যবস্থা থাকে, এবং

(খ) যে কোন প্রকারের অনাময়ব্যবস্থা বিশিষ্ট শৌচাগার পরিনির্মাণ বা নির্মাণের জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে ঐরূপ পরিনির্মাণ বা নির্মাণের জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী অনুমতি চাহেন এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে, সেরূপ বিশেষ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে সেরূপ ফী প্রদানের পর, পঞ্চায়েত সমিতির নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিবেন ঃ

তবে অনুমতি প্রদানের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক বিহিত ফী ব্যতীত যে কোন নামে বা প্রণালীতে কোন অর্থপরিমাণ পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক প্রভারিত হইবে না ঃ

পরন্তু রাজ্য সরকার, আদেশ দ্বারা কোন নির্মিতি বা ভবন বা কোন শ্রেণীর নির্মিতি বা ভবনকে (১) উপধারার বিধানসমূহের এবং এই উপধারার সংক্রিয়া হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

অধিকিন্তু যদি ঐ ভবনের পরিকল্পনায় কোন নির্মিতির ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য উহা নির্মাণের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহা হইলে পঞ্চায়েত সমিতি (১) উপধারা অনুযায়ী অনুমতির জন্য ফী প্রদানকালে আবেদনকারীকে, রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ হারে, ছাড়ের অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৩) ঐরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর, পঞ্চায়েত সমিতি, উহা যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করেন ঐ ভবন পরিকল্পনার সেরূপ অনুসন্ধান ও পরীক্ষার পর এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে, লিখিত আদেশ দ্বারা, অনুমতি প্রদান করিবেন কিংবা অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে উহার কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া উহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিবেন।

(৪) অনুমতি প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া পঞ্চায়েত সমিতির আদেশের দ্বারা বা যেরূপ বিহিত হইবে পরিনির্দিষ্ট সেরূপ সময়ের মধ্যে এতৎসম্বন্ধে কোন সূচনা প্রাপ্ত না হইবার কারণে ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ আপীলী প্রাধিকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন ঃ

তবে প্রাধিকারের আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ পুনর্বিলোকনকারী প্রাধিকারের সমক্ষেও আপীল করিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু পুনর্বিলোকনকারী প্রাধিকারের করা আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

(৫) যেক্ষেত্রে (১) উপধারার বিধানসমূহের উল্লঙ্ঘনে ক্ষেত্রানুযায়ী কোন নূতন নির্মিতি বা নূতন ভবন বা কোন নির্মিতি বা ভবনের কোন সংযোজনের, পরিনির্মাণ করা হইতেছে বা হইয়াছে অথবা উহা কৃত হইতেছে বা হইয়াছে সেক্ষেত্রে, পঞ্চায়েত সমিতি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহকুমা আধিকারিকের নিকট প্রেষণ করিবেন যিনি ঐরূপ ভবনের মালিককে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদান করিবার পর, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সময়সীমার মধ্যে ঐ মালিক কর্তৃক, ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ ভবন বা ভবনের কোন অংশ ভাঙিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন ও ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে, মহকুমা আধিকারিক স্বয়ং ঐ ভাঙিয়া ফেলা কার্যকর করিবেন ও রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ জরিমানা আরোপ করিতে এবং মালিকের নিকট হইতে উহার খরচ সরকারী প্রাপ্যরূপে আদায় করিতে পারিবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর পঞ্চায়েত সমিতির অবেক্ষণের ক্ষমতা।

১১৫। (১) কোন পঞ্চায়েত সমিতি ঐ ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের উপর সাধারণ অবেক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং পঞ্চায়েত সমিতির নির্দেশসমূহকে কার্যকর করা প্রাধিকারসমূহের কর্তব্য হইবে।

(২) কোন পঞ্চায়েত সমিতি—

(ক) ব্লকের মধ্যের কোন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ব্যবহৃত বা দখলীকৃত কোন স্থাবর সম্পত্তি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশে চলিতেছে এরূপ কোন নির্মাণকার্য পরিদর্শন করিবেন বা করাইবেন,

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন বিভাগ বা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন পরিষেবা, বা নির্মাণ বা বস্তু পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিবেন অথবা উহা পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিবার জন্য কোন আধিকারিককে প্রতিনিযুক্ত করিবেন,

(গ) রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে বা জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ বা কাউন্সিল বা পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে নিষ্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট করা পরিকল্প বা কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কিত তহবিলসমূহের উপযোগ হইয়াছে এরূপ পরিদর্শন করিবেন বা পরিদর্শন করাইবেন।

(ঘ) অনুসন্ধান বা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতকে,—

(i) কোন বহি, অভিলেখ, পত্রব্যবহার বা অন্য দস্তাবেজ উপস্থাপিত করিতে, বা

(ii) কোন রিটার্ন, পরিকল্পনা; প্রাককলন, হিসাবপত্র বা পরিসংখ্যানের বিবরণ দাখিল করিতে, বা

(iii) কোন প্রতিবেদন বা তথ্য দাখিল বা লাভ করিতে, অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

ব্লক সংসদ এবং উহার গঠন।

১১৫অ। (১) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রত্যেক ব্লকের অংশীভূত গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের সকল সদস্যকে এবং ঐ পঞ্চায়েত সমিতির সকল সদস্যকে লইয়া গঠিত একটি ব্লক সংসদ থাকিবে।

(২) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে ও স্থানে এবং সেরূপ প্রণালীতে ঐ ব্লক সংসদের একটি বার্ষিক ও একটি অর্ধবার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবেন।

(৩) ব্লক সংসদের অধিবেশনের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার এক-দশমাংশকে লইয়া কোরাম গঠিত হইবে ঃ

তবে ঐরূপ অধিবেশনে যদি কোরাম না হয় তাহা হইলে ঐ অধিবেশন স্থগিত হইয়া যাইবে যাহা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে ঐরূপ অধিবেশনের তারিখ হইতে সপ্তমদিনে একই সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) ব্লক সংসদের অধিবেশনে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) ব্লক সংসদ পঞ্চায়েত সমিতিকে, বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুতি, উন্নয়ন কার্যক্রম, পরিকল্প বা প্রকল্প রূপায়ণ সমেত উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল বিষয়ের জন্য এবং পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক যেরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বা উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয় সেরূপ আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিতকরণের জন্য সেরূপ ক্রিয়াকলাপসমূহের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পথনির্দেশিকা করিবেন ও পরামর্শ দিবেন।

তবে ঐরূপ পথনির্দেশ ও পরামর্শের জন্য ব্লক সংসদের কোন সদস্য, ঐরূপ কোন অধিবেশনের নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্বাহিক আধিকারিকের নিকট, নিরীক্ষা দল কর্তৃক পঞ্চায়েত সমিতির তহবিলের হিসাবপত্র পরিদর্শনের সর্বশেষ প্রতিবেদন, বাজেট, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার মত কোন দস্তাবেজ সংস্থাপনের জন্য, লিখিত ভাবে অভিযাচনা করিতে পারিবেন ও ঐ অভিযাচন প্রাপ্তির পর নির্বাহিক আধিকারিক, সভাপতির সম্মতিসহ, ঐরূপ দস্তাবেজসমূহ অধিবেশনে পর্যালোচনার জন্য স্থাপন করিবেন।

পরন্তু ব্লক সংসদের অধিবেশনে গৃহীত পর্যালোচনা, সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণসমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব, ব্লক সংসদের অধিবেশনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির অধিবেশনে বিবেচিত হইবে এবং পঞ্চায়েত সমিতির সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবেদনসহ ব্লক সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে স্থাপিত হইবে।

শংসাপত্র ব্যতীত কতিপয় বিশেষ প্রকৃতির ব্যবসায় প্রতিষেধ ও ফী উদ্‌গ্রহণ করিবার ক্ষমতা।

১১৬। (১) কোন ব্লকের মধ্যে স্থিত কোন স্থান, কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষসিদ্ধ হইবার পর পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক, ঐ পঞ্চায়েত সমিতি যেরূপ আরোপ করা উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ শর্ত ও কড়ারসমূহ সাপেক্ষে, প্রদত্ত এরূপ কোন রেজিস্ট্রিকরণ শংসাপত্র যাহা ব্যবসায়ের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করিয়া বার্ষিকরূপে বা প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর নবীকরণ যোগ্য হইবে তদ্ব্যতীত রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিশেষ প্রকৃতির বলিয়া ঘোষিত কোন ব্যবসায় বা কারবারের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) পঞ্চায়েত সমিতি, (১) উপধারা অনুযায়ী তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোন রেজিস্ট্রিকরণ শংসাপত্রের জন্য ১৩৩ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক বিহিত সর্বাধিক হার সাপেক্ষে ফী উদ্‌গ্রহণ করিবেন।

(৩) যে কেহ রেজিস্ট্রিকরণ শংসাপত্র ব্যতীত (১) উপধারা অনুযায়ী বিশেষ প্রকৃতির বলিয়া ঘোষিত কোন ব্যবসায় বা কারবারের উদ্দেশ্যে কোন স্থান ব্যবহার করেন, বা ঐরূপ রেজিস্ট্রিকরণ শংসাপত্রের কোন শর্ত পালন করিতে ব্যর্থ হন, তিনি একশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় এবং দোষসিদ্ধির পর ঐ অপরাধ চলিতে থাকাকালে প্রত্যেক দিনের জন্য পঁচিশ টাকা হইতে পারে এরূপ অতিরিক্ত জরিমানায় দণ্ডিত হইবেন।

(৪) পঞ্চায়েত সমিতি, (১) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন রেজিস্ট্রিকরণ শংসাপত্রের কোন শর্ত পালনে ব্যর্থতার জন্য কোন ব্যক্তির দোষসিদ্ধির পর, ঐরূপ ব্যক্তির অনুকূলে প্রদত্ত রেজিস্ট্রিকরণ শংসাপত্র নিলম্বিত বা বাতিল করিবেন।

হাট বা বাজারের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা।

১১৭। কোন পঞ্চায়েত সমিতি কোন হাট বা বাজারের মালিক বা পাট্টাদারকে অথবা কোন ভূমির উপর হাট বা বাজার স্থাপন করিতে অভিপ্রায় করেন ঐ ভূমির এরূপ কোন মালিক বা পাট্টাদার, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারসমূহের ভিত্তিতে এবং ১৩৩ ধারার বিধানসমূহের সাপেক্ষে, ঐরূপ লাইসেন্সের জন্য ফী প্রদানের পর পঞ্চায়েত সমিতির নিকট হইতে এতৎপক্ষে লাইসেন্স লইতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতির ক্ষমতা, কৃত্য ও কর্তব্য।

১১৮। (১) সভাপতি—

(ক) পঞ্চায়েত সমিতির অভিলেখসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) পঞ্চায়েত সমিতির বিত্তীয় ও নির্বাহিক প্রশাসনের জন্য সাধারণভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন;

(গ) পঞ্চায়েত সমিতির কর্মিবর্গ ও রাজ্য সরকার কর্তৃক যে আধিকারিক ও কর্মচারিগণের চাকরি পঞ্চায়েত সমিতির আয়ত্তিতে প্রদান করা হইয়াছে তাঁহাদের কার্যের উপর প্রশাসনিক অবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন;

(ঘ) এই আইনের সহিত সম্পর্কিত কার্যপরিচালনার জন্য বা তদ্দ্বারা প্রাধিকৃত কোন আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক এই আইন বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী অনুযায়ী যেরূপ প্রয়োগ, সম্পাদন বা নির্বাহ করা যাইতে পারে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন ঃ

তবে পঞ্চায়েত সমিতি কোন অধিবেশনে যেরূপ ক্ষমতা, কৃত্য বা কর্তব্য প্রয়োগ, সম্পাদন বা নির্বাহ করিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা অনুজ্ঞাত হইবেন, সভাপতি সেরূপ ক্ষমতা, কৃত্য বা কর্তব্য প্রয়োগ, সম্পাদন বা নির্বাহ করিবেন না।

(ঙ) পঞ্চায়েত সমিতি, সাধারণ বা বিশেষ সংকল্পের দ্বারা যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ অন্য ক্ষমতা প্রয়োগ, সেরূপ অন্য কৃত্য সম্পাদন ও সেরূপ অন্য কর্তব্য নির্বাহ করিবেন।

ব্যাখ্যা।— দায়িত্ব নির্বাহ এবং প্রশাসনিক অবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে, সভাপতি **১১৯** ধারায় উল্লিখিত নির্বাহিক আধিকারিকের উপর নির্ভর করিবেন ও সাধারণভাবে তাঁহার মাধ্যমে কার্য করিবেন।

(২) সহকারী সভাপতি—

(ক) সভাপতি সময়ে সময়ে রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলীর সাপেক্ষে লিখিত আদেশ দ্বারা তাঁহাকে যেরূপ প্রত্যভিযোজন করিবেন সভাপতির সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন এবং সেরূপ কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন ঃ

তবে সভাপতি, যেকোন সময়ে, সহকারী সভাপতিকে প্রত্যভিযোজিত ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন;

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, সকল কৃত্য সম্পাদন ও সকল কর্তব্য নির্বাহ করিবেন;

(গ) পঞ্চায়েত সমিতি সাধারণ বা বিশেষ সংকল্প দ্বারা, যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা রাজ্য সরকার, এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিহিত করিবেন, সেরূপ অন্য ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, সেরূপ অন্য কৃত্যসমূহ সম্পাদন এবং সেরূপ অন্য কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

অধ্যায় ১০

পঞ্চায়েত সমিতি সংস্থান

পঞ্চায়েত সমিতির কর্মিবর্গ।

১১৯। (১) (ক) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির জন্য একজন নির্বাহিক আধিকারিক থাকিবেন এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পদাধিকারবলে ঐরূপ নির্বাহিক আধিকারিক হইবেন।

(খ) যদি কোন পঞ্চায়েত সমিতির এরূপ অভিমত হয় যে উহার নির্বাহিক আধিকারিক বিধি অনুসারে তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ সম্পাদনে ধারাবাহিকরূপে ব্যর্থ হইতেছেন তাহা হইলে উহা ঐ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে, ৯৪ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত বিদ্যমান সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সমর্থতি সংকল্প গ্রহণ করিবেন এবং ঐরূপ সংকল্প জ্ঞাপনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে যথাযোগ্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ বিষয়টি জেলা শাসকের গোচরীভূত করিবেন।

(গ) যদি পঞ্চায়েত সমিতি মনে করেন যে পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই অথবা এতদবধি গৃহীত ব্যবস্থা পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে

পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় নাই তাহা হইলে, পঞ্চায়েত সমিতি, ঐ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে নির্বাহিক আধিকারিককে প্রত্যাহার করিবার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির ঐরূপ সিদ্ধান্তের কারণ উপস্থাপন করিয়া (খ) প্রকরণে উল্লিখিত বিদ্যমান সদস্যগণের আধিকারিকের দ্বারা সমর্থিত সংকল্প গ্রহণ করিবেন এবং ঐরূপ সংকল্প, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রতিলিপি সহ রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণ অনুযায়ী সংকল্প প্রাপ্তির পর, রাজ্য সরকার, অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন এবং ঐরূপ আধিকারিককে প্রত্যাহার করিবার পূর্বে ঐরূপ সংকল্পের ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে স্বয়ং সন্তুষ্ট হইবেন ঃ

তবে যদি অনুসন্ধানের পর রাজ্য সরকারের ঐরূপ আধিকারিককে প্রত্যাহারের যথাযথতা সম্পর্কে প্রতীতি না হয়, তাহা হইলে উহা, ২০৯ ধারা অনুযায়ী ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহরণের জন্য প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করিতে পারিবেন।

(১অ) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতিতে এক বা একাধিক সংযুক্ত নির্বাহিক আধিকারিক থাকিবেন এবং ব্লকের সংযুক্ত ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বা আধিকারিকগণ পদাধিকারবলে পঞ্চায়েত সমিতির সংযুক্ত নির্বাহিক আধিকারিক বা আধিকারিক হইবেন।

(১আ) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির জন্য একজন সচিব থাকিবেন এবং পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক পদাধিকারবলে সচিব হইবেন।

(২) রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ প্রদত্ত হইবে সেরূপ আদেশসমূহ সাপেক্ষে কোন পঞ্চায়েত সমিতির, তদীয় সংস্থানে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্য কর্মচারিগণ থাকিবেন ও তাঁহারা জিলা পরিষদের ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ঃ

তবে রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত জেলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক কোন পদ সৃজন বা বিলোপ করা হইবে না এবং কোন পদের বেতনক্রমের পুনরীক্ষণ করা হইবে না।

ব্যাখ্যা।– এই অধ্যায়ের বিধানসমূহের দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের এলাকাসমূহে উহাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে, যেন জেলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিকের উল্লেখ দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের প্রধান সচিবের উল্লেখ এরূপে কার্যকারিতা থাকিবে।

(৩) রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারিগণের বেতন ও ভাতা, অবসরকালীন ভাতা, ভবিষ্যনিধি ও আনুতোষিক সমেত নিয়োগ পদ্ধতি এবং চাকরির শর্ত ও কড়ারসমূহ সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের চাকরি পঞ্চায়েত সমিতির আয়ত্তিতে প্রদান।

১২০। রাজ্য সরকার, উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ শর্তে ও কড়ারে উহার তদধীনে কর্মরত সেরূপ আধিকারিক বা অন্য কর্মচারির চাকরি পঞ্চায়েত সমিতির আয়ত্তিতে প্রদান করিতে পারেন ঃ

তবে যদি তৎসময়ে পদে অধিষ্ঠিত মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ কর্তৃক ঐরূপ কোন আধিকারিক বা কর্মচারীকে প্রত্যাহার করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে, পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক ঐ মর্মে কোন সংকল্প গৃহীত হয় তাহা হইলে রাজ্য সরকার কর্তৃক ঐরূপ কোন আধিকারিক বা কর্মচারীকে প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইবে ঃ

পরন্তু ঐরূপ আধিকারিক ও কর্মচারীর উপর রাজ্য সরকারের শৃঙ্খলা সম্বন্ধী নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

পঞ্চায়েত সমিতির কর্মিগণের নিয়ন্ত্রণ ও দণ্ড।

১২১। (১) রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলীর সাপেক্ষে, পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহিক আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সকল কর্মচারির উপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন এবং পঞ্চায়েত সমিতির নিকট, ১১৯ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন কর্মচারীকে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, দণ্ডদানের সুপারিশ করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ সুপারিশ প্রাপ্তির পর, পঞ্চায়েত সমিতি, —

(ক) ১১৯ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন আধিকারিক বা কর্মচারীকে, বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনমনের দণ্ড ব্যতীত, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে অন্য দণ্ড প্রদান করিবেন।

(খ) ১১৯ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন কর্মচারীর, বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনমনের দণ্ডের জন্য সুপারিশ, জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিকের নিকট, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, সুপারিশ করিবেন।

(৩) (২) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী ঐরূপ সুপারিশ প্রাপ্তির পর, জিলা পরিষদের ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন নির্বাহিক আধিকারিক, ১১৯ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন কর্মচারীকে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, দণ্ড প্রদান করিবেন।

আপীল।

১২২। (১) ১২১ ধারার (২) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত কোন শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে, ঐ আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিকের নিকট আপীল করা যাইবে।

(২) জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক, ১২১ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে, ঐ আদেশের তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে।

আধিকারিক ও কর্মচারিগণ কর্তৃক ক্ষমতা ইত্যাদির প্রয়োগ।

১২৩। এই আইনের বিধানসমূহ, তদধীন প্রণীত নিয়মাবলী এবং রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ প্রদান করিবেন সেরূপ সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশসমূহ সাপেক্ষে, ১১৯ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারিগণ এবং অন্য আধিকারিক ও কর্মচারিগণ যাঁহাদের চাকরি ১২০ ধারা অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতির আয়ত্তিতে প্রদান করা হইয়াছে তাঁহারা পঞ্চায়েত সমিতি যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

অধ্যায় ১১

পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি

স্থায়ী সমিতি।

১২৪। (১) পঞ্চায়েত সমিতির নিম্নলিখিত স্থায়ী সমিতিসমূহ থাকিবে, যথা ঃ-

(i) অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি,

(ii) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি,

(iii) পূর্ত কার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি,

(iv) কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি,

(v) শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি,

(vi) শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি,

(viক) বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি,

(viখ) মৎস ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি,

(viগ) খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি,

(viঘ) ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি,

(vii) পঞ্চায়েত সমিতি, রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে যেরূপ গঠন করিবেন সেরূপ অন্য স্থায়ী সমিতি বা সমিতিসমূহ।

(২) কোন স্থায়ী সমিতি নিম্নলিখিতি সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(খ) (খক) প্রকরণের বিধানসমূহকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে বিহিত প্রণালীতে অন্যূন তিন জন এবং অনধিক পাঁচজন ব্যক্তি নির্বাচিত হইবেন;

(খক) ১২৫ ধারায় যথাউল্লিখিত অন্য স্থায়ী সমিতিসমূহে নির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষগণ (১) উপধারায় উল্লিখিত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির পদাধিকারবলে সদস্য হইবেন এবং (খ) প্রকরণে উল্লিখিত প্রণালীতে কোন সদস্য নির্বাচিত হইবেন না;

(খখ) অন্য স্বীকৃত বিরোধী রাজনীতিক দলগুলির সদস্যর তুলনায় পঞ্চায়েত সমিতিতে সর্বাধিক সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট স্বীকৃত বিরোধী রাজনীতিক দলের নেতা অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সদস্য হইবেন;

(খগ) যদি কোন বিরোধী সদস্য (খ) প্রকরণে উল্লিখিত স্থায়ী সমিতিতে নির্বাচিত না হন তাহা হইলে, অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ব্যতীত অপর স্থায়ী সমিতিসমূহের প্রত্যেকটির সদস্য রূপে প্রত্যেক স্বীকৃত বিরোধী রাজনীতিক দল হইতে একজন করিয়া সদস্যকে, বাছাই করা হইবে ঃ

তবে পঞ্চায়েত সমিতিতে অধিকতর সদস্য বিশিষ্ট স্বীকৃত রাজনীতিক দল হইতে বাছাইকৃত সদস্যগণ (১) উপধারায় ক্রমান্বয়িক রূপে উচ্চতর পর্যায়ে স্থিত স্থায়ী সমিতির সদস্য হইবেন ঃ

পরন্তু যদি স্বীকৃত বিরোধী রাজনীতিক দলের সংখ্যা স্থায়ী সমিতিসমূহের সংখ্যার তুলনায় কম হয় তাহা হইলে, পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী নির্দল সদস্য, যে স্থায়ী সমিতির জন্য কোন স্বীকৃত রাজনীতিক দলের কোন সদস্যকে পাওয়া যায় না, তাহার সদস্য হইবেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য (১) উপধারার উচ্চতর অনুক্রমে স্থাপিত স্থায়ী সমিতির সদস্য হইবেন ঃ

অধিকন্তু যদি স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সহিত নির্দল সদস্যগণের সংখ্যা যুক্ত করিয়াও স্থায়ী সমিতির সংখ্যার তুলনায় কম হয় তাহা হইলে পঞ্চায়েত সমিতিতে ঐরূপ প্রত্যেক বিরোধী রাজনীতিক দল হইতে একজন অতিরিক্ত সদস্যকে, যেক্ষেত্রে এই প্রকরণ অনুসারে কোন সদস্য ব্যবস্থিত হন নাই সেক্ষেত্রে যে স্থায়ী সমিতিসমূহে এই প্রকরণ অনুসারে কোন সদস্যের ব্যবস্থা করা হয় নাই সেই স্থায়ী সমিতির সদস্য পদে চয়ন করা হইবে এবং কোন স্থায়ী সমিতিতে কোন সদস্যকে সংস্থাপনের জন্য একই অনুক্রম অনুসৃত হইবে এবং এই প্রকরণ অনুযায়ী সকল স্থায়ী সমিতির একজন করিয়া সদস্য না থাকা পর্যন্ত ঐরূপ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে।

অধিকন্তু যদি কোন সাধারণ নির্বাচনের মেয়াদকালে, অনধিক তিনজন বিরোধী সদস্য পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে একজন বিরোধী সদস্য তিনের অধিক স্থায়ী সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন ঃ

অধিকন্তু স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সদস্যগণ ক্ষেত্রানুযায়ী যে সদস্য বা সদস্যগণ স্থায়ী সমিতিতে সদস্যরূপে দলের প্রতিনিধিত্ব করিবেন তাঁহাদের নাম সংযুক্তভাবে স্থির করিবেন ও ঐরূপ সকল সদস্যের স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহিক আধিকারিকের নিকট তৎসম্পর্কে সূচনা দিবেন এবং নির্দল সদস্যের ক্ষেত্রে নির্বাহিক আধিকারিক প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্যপদ নির্ধারণ করিবেন ঃ

অধিকন্তু নির্বাহিক আধিকারিক এই প্রকরণ অনুযায়ী সদস্যপদের সমগ্র বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতির অধিবেশনে, যথাশীঘ্র সম্ভব, এরূপে উহার পরবর্তী অধিবেশনে স্থাপন করিবেন।

ব্যাখ্যা।– এই প্রকরণের উদ্দেশ্যে, যদি পঞ্চায়েত সমিতির কোন সদস্য, ৯৮ ধারা অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর অনুকূলে ভোটদান না করেন বা উক্ত নির্বাচনে তাঁহার ভোট প্রদানে বিরত থাকেন তাহা হইলে, তিনি বিরোধী সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(গ) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এরূপ সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ যাঁহারা রাজ্য সরকারের বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার বা নিগমের আধিকারিক হইবেন অথবা রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন বিশেষীকৃত গুণসম্পন্ন সেরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হইবেন ঃ

তবে ঐরূপ আধিকারিকগণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না ও তাঁহাদের ভোটদানের অধিকার থাকিবে না।

(৩) সভাপতি বা সহকারী সভাপতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ব্যতীত তিনের অধিক স্থায়ী সমিতির সদস্য হইবেন না।

(৪) কোন স্থায়ী সমিতির কোন নির্বাচিত সদস্য পাঁচ বৎসর সময়সীমা বা তিনি যতদিন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য থাকিবেন ততদিন, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর হইবে তদ্বধি পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৫) স্থায়ী সমিতির অধিবেশন যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে ও সেরূপ প্রণালীতে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) কোন স্থায়ী সমিতি, যেরূপ বিহিত হইবে বা পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক উহাকে যেরূপ নির্দিষ্ট করা হইবে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও সেরূপ কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

(৭) রাজ্য সরকার, কর্মাধ্যক্ষ সমেত কোন স্থায়ী সমিতির সদস্যগণকে অপসারণ করিবার এবং আকস্মিক পদশূন্যতাপূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ ও সচিব।

১২৫। (১) স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে, একজন সভাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেন যিনি কর্মাধ্যক্ষ নামে অভিহিত হইবেন ঃ

তবে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদাধিকারবলে, অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হইবেন;

পরন্তু ৯৪ ধারার (২) উপধারার (i) ও (iii) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত সদস্যগণ ঐরূপ নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন না ঃ

অধিকন্তু শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ স্থায়ী সমিতির মহিলা সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(৩) (ক) পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সচিবরূপে কার্য করিবেন।

(খ) অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ব্যতীত, কোন স্থায়ী সমিতির ১২৪ ধারার (২) উপধারার (ক), (খ), (খক), (খখ) এবং (খগ) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত সদস্যগণ রাজ্য সরকারের এক বা একাধিক সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে যেরূপ প্রদত্ত হইবে সেরূপ নির্দেশ অনুসারে স্থায়ী সমিতি কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে ঐ উপধারার (গ) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণের একজনকে ঐরূপ স্থায়ী সমিতির সচিবরূপে কার্য করিতে বাছিয়া লইবেন ঃ

তবে এই প্রকরণ অনুযায়ী কোন স্থায়ী সমিতির সচিব বাছাই না হওয়া পর্যন্ত বা কোন স্থায়ী সমিতির সচিব পদে কোন আকস্মিক পদশূন্যতা থাকিলে তৎকালে, পঞ্চায়েত সমিতির সচিব ঐরূপ স্থায়ী সমিতির সচিবরূপে কার্য করিবেন।

(গ) প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সচিব, কর্মাধ্যক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে, ঐ স্থায়ী সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

(৪) এই আইনের ১১৮ ধারায় বা অন্যত্র যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কর্মাধ্যক্ষ–

(ক) পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট ব্যবস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত স্থায়ী সমিতির আওতা ও নিয়ন্ত্রণাধীন পরিকল্প ও কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে বিত্তীয় ও নির্বাহিক প্রশাসনের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) স্থায়ী সমিতির কার্য সম্পর্কে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় হইতে কোন তথ্য, রিটার্ন, বিবৃতি, হিসাব বা প্রতিবেদন তলব করিবার এবং ঐ পঞ্চায়েত সমিতির কোন স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার ও উহা পরিদর্শন করিবার অথবা স্থায়ী সমিতির কৃত্য ও কর্তব্যসমূহ সম্পর্কিত এবং চালু আছে এরূপ কোন কার্য পরিদর্শন করিবার অধিকারী হইবেন;

(গ) স্থায়ী সমিতি কর্তৃক প্রাধিকৃত হইলে উহার অধিবেশনে পঞ্চায়েত সমিতির কোন আধিকারিকের উপস্থিতি অনুজ্ঞাত করিবার অধিকারী হইবেন:

(ঘ) পঞ্চায়েত সমিতি সাধারণ বা বিশেষ সংকল্প দ্বারা যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা রাজ্য সরকার, এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা, যেরূপ বিহিত করিবেন, সেরূপ অন্য ক্ষমতা প্রয়োগ, অন্য কৃত্য সম্পাদন ও অন্য কর্তব্য নির্বাহ করিবেন।

পদত্যাগ।

১২৬। কোন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বা অন্য কোন সদস্য সভাপতির নিকট লিখিত নোটিস প্রদান করিয়া তাঁহার পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক ঐরূপ পদত্যাগ গৃহীত হইবার পর ঐ কর্মাধ্যক্ষ বা ঐরূপ সদস্য তাঁহার পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

আকস্মিক পদশূন্যতা।

১২৭। যখন পদত্যাগ বা মৃত্যুর কারণে বা অন্যথা কোন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বা কোন সদস্যের পদে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তখন, ক্ষেত্রানুযায়ী, স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ অপর একজন কর্মাধ্যক্ষকে অথবা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ অপর একজন সদস্যকে বিহিত প্রণালীতে, নির্বাচিত করিবেন। ঐরূপে নির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষ বা সদস্য যে ব্যক্তির স্থলে তিনি সদস্য হইয়াছেন তাঁহার পদের মেয়াদের অনবসিত অংশের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

অধ্যায় ১১অ

কর্মকর্তা ও কর্মাধ্যক্ষগণের সমন্বয় সমিতি

১২৭অ। [(সমন্বয় সমিতি।) - দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০৩ (২০০৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৮ আইন) ১০ ধারা দ্বারা বাদ গিয়াছে।]

অধ্যায় ১২

সম্পত্তি ও তহবিল

সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা।

১২৮। কোন পঞ্চায়েত সমিতির সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও উহার বিলিব্যবস্থা করিবার এবং সংবিদায় আবদ্ধ হইবার ক্ষমতা থাকিবে :

তবে স্থাবর সম্পত্তির অর্জন বা বিলিব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি বিহিত প্রাধিকারের পূর্বানুমোদন লইবেন।

পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক নির্মিত কার্যসমূহ উহাতে বর্তাইবে।

১২৯। কোন পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিল হইতে তৎকৃর্তক নির্মিত সকল সড়ক, ভবন বা অন্য নির্মাণকার্য উহাতে বর্তাইবে।

পঞ্চায়েত সমিতিকে সম্পত্তির বিভাজন।

১৩০। রাজ্য সরকার কোন পঞ্চায়েত সমিতিকে উহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত কোন সরকারী সম্পত্তি বিভাজন করিতে পারিবেন এবং তদুপরি ঐরূপ সম্পত্তি ঐ পঞ্চায়েত সমিতিতে বর্তাইবে ও উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবে।

পঞ্চায়েত সমিতির জন্য ভূমির অর্জন।

১৩১। যেক্ষেত্রে এই আইনের কোন উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য কোন পঞ্চায়েত সমিতির কোন ভূমি আবশ্যক হয়, সেক্ষেত্রে উহা উক্ত ভূমিতে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সহিত ক্রয়ার্থ দরদস্তর করিতে পারিবেন, এবং যদি উহা তৎসম্পর্কে কোন ঐকমত্যে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে, উহা ঐ ভূমি অর্জনের জন্য সমাহর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, যিনি ঐ ভূমি কোন সার্বজনিক উদ্দেশ্যে আবশ্যক বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইলে, দি ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, ১৮৯৪-এর বিধানসমূহ অনুযায়ী ঐ ভূমি অর্জন করিবার জন্য ১৮৯৪-এর ১।
ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অর্জনের পর ঐ ভূমি ঐ পঞ্চায়েত সমিতিতে বর্তাইবে।

পঞ্চায়েত সমিতি তহবিল।

১৩২। (১) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির জন্য ঐ পঞ্চায়েত সমিতির নাম সম্বলিত একটি পঞ্চায়েত সমিতি তহবিল গঠিত হইবে এবং উহার অনুকূলে –

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অভিদায় ও অনুদানসমূহ, থাকিলে তৎসমেত রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে রাজ্যে সংগৃহীত ভূমি রাজস্বের সেরূপ অংশ,

(খ) জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ বা কাউন্সিল বা অন্য কোন স্থানীয় প্রাধিকার কর্তৃক প্রদত্ত অভিদায় বা অনুদানসমূহ, থাকিলে, তাহা,

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বা পঞ্চায়েত সমিতির পরিসম্পতের প্রতিভূতির ভিত্তিতে তৎকর্তৃক সংগৃহীত ঋণসমূহ;

(ঘ) তৎকর্তৃক উদ্‌গৃহীত পথকর, অভিকর ও ফী বাবত সকল প্রাপ্তি;

(ঙ) পঞ্চায়েত সমিতিতে বর্তানো, তৎকর্তৃক নির্মিত বা উহার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে স্থাপিত কোন বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ঔষধালয়, ভবন, প্রতিষ্ঠান বা নির্মাণকার্য সম্পর্কিত সকল প্রাপ্তি;

(চ) পঞ্চায়েত সমিতির অনুকূলে দান বা অভিদায়রূপে প্রাপ্ত সকল অর্থাঙ্ক এবং কোন ট্রাস্ট বা উৎসর্জন হইতে কৃত সকল আয়;

(ছ) এই আইনের বিধানসমূহ বা তদধীন প্রণীত উপবিধিসমূহ অনুযায়ী যেরূপ বিহিত হইবে আরোপিত ও আদায়কৃত সেরূপ জরিমানা বা অর্থদণ্ড; এবং

(জ) পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক বা তৎপক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল অর্থাঙ্ক জমা করা হইবে।

ব্যাখ্যা।- কোন পঞ্চায়েত সমিতি উহার তহবিলের জমা খাতে –

(ক) পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অথবা, পঞ্চায়েত সমিতির কোন সদস্য বা কর্মকর্তার নিকট হইতে কোন ঋণ, অথবা

(খ) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে অথবা, পঞ্চায়েত সমিতির কোন সদস্য বা কর্মকর্তার নিকট হইতে, পঞ্চায়েত সমিতির অধিবেশনে, কোন দান বা অভিদায় গ্রহণ এবং যে উদ্দেশ্যে ঐরূপ দান বা অভিদায় প্রস্থাপিত ও গৃহীত হইতেছে তাহা বিবৃত করিয়া গৃহীত সংকল্পের অনুসরণক্রমে ব্যতীত ও ভিন্ন কোন দান বা অভিদায় গ্রহণ করিবেন না।

(২) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিক ও কর্মচারিগণের বেতন, ভাতা, ভবিষ্যনিধি এবং আনুতোষিক প্রদান সমেত উহার নিজস্ব প্রশাসনিক খরচ মিটাইবার জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অর্থাঙ্ক প্রত্যেক বৎসর পৃথক করিয়া রাখিবেন ও উহা প্রয়োগ করিবেন।

(৩) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতির এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, সেরূপ অর্থাঙ্ক ব্যয় করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) পঞ্চায়েত সমিতি তহবিল পঞ্চায়েত সমিতিতে বর্তাইবে এবং তহবিলের জমা খাতে উদ্বর্ত অর্থ, রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ দিবেন, সেরূপ অভিরক্ষায় রক্ষিত হইবে।

(৫) পঞ্চায়েত সমিতি সময়ে সময়ে যেরূপ সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন তৎসাপেক্ষে, পঞ্চায়েত সমিতি তহবিল হইতে অর্থ প্রদানার্থ সকল আদেশ ও চেক, এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ আদেশ প্রদান করা হইবে তৎসাপেক্ষে নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক বা নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক প্রাধিকৃত হইলে সংযুক্ত নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

পথ কর, অভিকর ও ফী উদ্‌গ্রহণ।

১৩৩। (১) রাজ্য সরকার যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ সর্বোচ্চ হার সাপেক্ষে, কোন পঞ্চায়েত সমিতি –

(ক) উহাতে বর্তানো বা উহার পরিচালনাধীন, কাঁচা সড়ক ব্যতীত কোন সড়ক বা সেতুর উপর তৎকর্তৃক স্থাপিত কোন টোল-বারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ, যানবাহনসমূহ বা পশু অথবা উহাদের কোন শ্রেণীর উপর পথকর উদ্‌গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(খ) উহার দ্বারা স্থাপিত বা উহার পরিচালনাধীন কোন খেয়া সম্পর্কিত পথকর উদ্‌গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(গ) নিম্নলিখিত ফী ও অভিকরসমূহ উদ্‌গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথাঃ-

(i) যানবাহন রেজিস্ট্রিকরণের উপর ফী;

(ii) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, উহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে সেরূপ উপাসনাস্থল বা তীর্থযাত্রাস্থান, প্রদর্শমেলা ও মেলায় অনাময়ব্যবস্থা ব্যবস্থিত করিবার জন্য কোন ফী;

(iii) ১১৬ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত বিশেষ প্রকৃতির ব্যবসায় রেজিস্ট্রিকরণের জন্য ফী;

(iv) ১১৭ ধারায় উল্লিখিত হাট বা বাজারের লাইসেন্সের জন্য ফী;

(v) যেক্ষেত্রে ঐ পঞ্চায়েত সমিতি স্বীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে পান, সেচ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে, সেক্ষেত্রে জল অভিকর;

(vi) যেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি স্বীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে সার্বজনিক রাস্তা ও স্থানসমূহ আলোকিত করিবার ব্যবস্থা করে, সেক্ষেত্রে আলোকিতকরণের অভিকর;

(vii) ১০৯ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণের (iii) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অভিকর।

(২) যদি কোন যানবাহন তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী অন্য কোন প্রাধিকার কর্তৃক ইতঃপূর্বেই রেজিস্ট্রিকৃত হইয়া থাকে বা যদি অন্য কোন স্থানীয় প্রাধিকার কর্তৃক কোন উপাসনাস্থল বা তীর্থযাত্রাস্থানে, প্রদর্শমেলা বা মেলাতে ইতঃপূর্বেই অনাময়ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে পঞ্চায়েত সমিতি ঐরূপ কোন যানবাহন রেজিস্ট্রিকরণের ভারগ্রহণ করিবেন না বা তজ্জন্য ফী উদ্‌গ্রহণ করিবেন না ও ঐরূপে অনাময়ব্যবস্থা ব্যবস্থিত করিবেন না।

পথকর ইত্যাদির মাত্রা উপবিধিসমূহের দ্বারা ব্যবস্থিত হইবে এবং উহার সর্বোচ্চ সীমা বিহিত হইবে।

১৩৪। (১) পথকর, ফী বা অভিকরসমূহের মাত্রা এবং সেগুলি আরোপের জন্য শর্ত ও কড়ার, উপবিধিসমূহ দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে সেরূপ হইবে এবং পথকর, ফী বা অভিকরসমূহের ঐরূপ মাত্রা যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ প্রণালীতে সেরূপ সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে হইবে।

(২) ঐরূপ উপ-বিধিসমূহ যে কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রসমূহে সকল বা যেকোন পথকর, ফী বা অভিকর হইতে অব্যাহতির ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

পঞ্চায়েত সমিতি ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিবে ও প্রতিপূরক তহবিল সৃজন করিতে পারিবেন।

১৩৫। কোন পঞ্চায়েত সমিতি স্থানীয় প্রাধিকারসমূহ কর্তৃক ঋণ সংগ্রহ সম্পর্কে তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধির বিধানসমূহ সাপেক্ষে, রাজ্য সরকারের অনুমোদনসহ, এই আইনের উদ্দেশ্যে, সময়ে সময়ে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং ঐরূপ ঋণ পরিশোধের জন্য একটি প্রতিপূরক তহবিল সৃজন করিতে পারিবেন।

পঞ্চায়েত সমিতি অর্থ ধার করিতে পারিবেন।

১৩৫অ। ১৩৫ ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন পঞ্চায়েত সমিতি, তদুদ্দেশ্যে ঐ পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক যেরূপ প্রস্তুত করা হইবে সেরূপ বিনির্দিষ্ট পরিকল্পসমূহের ভিত্তিতে স্বীয় উদ্দেশ্যের অগ্রনয়নে রাজ্য সরকার বা ব্যাঙ্ক বা অন্য বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্থ ধার করিতে পারিবেন।

পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট।

১৩৬। (১) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে ও সেরূপ প্রণালীতে প্রতি বৎসর পরবর্তী বৎসরের জন্য উহার প্রাককলিত আয় ও সংবিতরণের একটি বাজেট প্রস্তুত করিবেন।

(২) (ক) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রস্তুত বাজেট ইংরেজীতে ও সংশ্লিষ্ট জেলার বা স্থানীয় এলাকার দেশীয় ভাষায় লিখিত হইবে এবং পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচকগণের নিকট হইতে আপত্তি ও প্রস্তাব আহ্বান করিয়া উভয় ভাষায় বাজেটের প্রতিলিপিসমূহ যেরূপ বিহিত হইবে ব্লকের অন্তর্গত সেরূপ প্রমুখ্য স্থলে লটকাইয়া দেওয়া হইবে।

(খ) বাজেটের প্রতিলিপি ঐ ব্লকের এলাকার উপর ক্ষেত্রাধিকার রহিয়াছে, ক্ষেত্রানুযায়ী, এরূপ জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ বা কাউন্সিলের নিকট, কোন মতামত থাকিলে, তজ্জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(গ) পঞ্চায়েত সমিতি, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ের মধ্যে এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত অধিবেশনে ও বিদ্যমান সদস্যগণের অন্ততঃ অর্ধেকের উপস্থিতিতে, কোন আপত্তি, প্রস্তাব ও মতামত থাকিলে, তাহা বিবেচনা করিবেন, এবং সংপরিবর্তনসমূহ, থাকিলে, তৎসহ বাজেট অনুমোদন করিবেন।

(ঘ) (গ) প্রকরণ অনুযায়ী অনুমোদিত বাজেটের প্রতিলিপি, যাহার ক্ষেত্রাধিকার রহিয়াছে, ক্ষেত্রানুযায়ী এরূপ জিলা পরিষদ, বা মহকুমা পরিষদ অথবা কাউন্সিলের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

ব্যয়।

১৩৭। ১৩৬ ধারার (২) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী বাজেট অনুমোদিত না হইলে কোন ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে না।

অনুপূরক বাজেট।

১৩৮। (১) পঞ্চায়েত সমিতি উহার বাজেটের সংপরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেক বৎসর একটি অনুপূরক প্রাক্কলন প্রস্তুত করিবেন ও যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ের মধ্যে ও সেরূপ প্রণালীতে অনুমোদনের জন্য এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে বিদ্যমান সদস্যগণের অন্ততঃ অর্ধেকের উপস্থিতিতে উহা অনুমোদন করিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী যথা-অনুমোদিত অনুপূরক প্রাক্কলনের একটি প্রতিলিপি ক্ষেত্রানুযায়ী, এরূপ জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ বা কাউন্সিল যাহার ক্ষেত্রাধিকার রহিয়াছে, তাহার নিকট প্রেরণ করা হইবে।

হিসাবপত্র।

১৩৯। কোন পঞ্চায়েত সমিতি, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হিসাবপত্র সেরূপ ফরমে রক্ষা করিবে।

ভাগ ৪

জিলা পরিষদ

অধ্যায় ১৩

জিলা পরিষদের গঠন

জিলা পরিষদ ও উহার গঠন।

১৪০। (১) প্রত্যেক জেলার (দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাসমূহ ব্যতীত) জন্য রাজ্য সরকার ঐ জেলার নাম সম্বলিত একটি জিলা পরিষদ গঠন করিবেন।

(২) জিলা পরিষদ নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা ঃ-

(i) জেলার অন্তর্গত পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের সভাপতিগণ, পদাধিকারবলে;

(ii) সংশ্লিষ্ট জেলার প্রত্যেকটি ব্লক হইতে ঐ এলাকার ভোটদাতাগণের সংখ্যার ভিত্তিতে যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ তিনের অনধিক সংখ্যক ব্যক্তি, যাঁহারা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে প্রস্তুত ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কোন নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যেরূপ ঘোষণা করিবেন সেরূপ তারিখে বলবৎ, ঐ জেলার মধ্যে কোন ব্লক সংশ্লিষ্ট নির্বাচক তালিকায় যাঁহাদের নাম থাকে সেই ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে, ঐ ব্লকের অন্তর্গত ঐ নির্বাচনক্ষেত্র সম্পর্কিত নির্বাচক তালিকায় যাঁহাদের নাম থাকে সেই ব্যক্তিগণ দ্বারা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে ও প্রণালীতে গোপন ব্যালটে নির্বাচিত হন; ঐরূপ ব্লক তদুদ্দেশ্যে বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক বিহিত প্রণালীতে, নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে বিভক্ত হইবে ঃ

তবে কোন জিলা পরিষদে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত হইবে, এবং ঐরূপ সংরক্ষিত আসনসংখ্যা, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ জিলা পরিষদের মোট জনসংখ্যার সহিত, ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ জিলা পরিষদ এলাকার তফসিলী জাতি, বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জনসংখ্যার যে অনুপাত হইবে, ঐ জিলা পরিষদে নির্বাচন দ্বারা পূরণীয় মোট আসনসংখ্যার সহিত, নিকটবর্তী যত সম্ভব, এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে, সেই একই অনুপাত বহন করিবে এবং ঐ আসনসমূহ, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জনসংখ্যা সম্বলিত যে যে বিভিন্ন নির্বাচনক্ষেত্র, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ নির্বাচনক্ষেত্রের মোট জনসংখ্যার সহিত উহার তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীর মোট জনসংখ্যার যে অনুপাত হয় ঐ জিলা পরিষদ এলাকরার ক্ষেত্রানুযায়ী তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের মোট জনসংখ্যার সহিত জিলা পরিষদ এলাকার মোট জনসংখ্যার অনুপাতের অন্যূন অর্ধেক অনুপাত বহন করে তাহা সেরূপ বিভিন্ন নির্বাচনক্ষেত্রের মধ্যে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, আবর্তনক্রমে বিভাজন সাপেক্ষ হইবে ঃ

পরন্তু, ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে ঐরূপে সংরক্ষিত আসনসমূহের মোট সংখ্যা প্রথম অনুবিধি অনুসারে জিলা পরিষদের নির্ধারিত মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হইবে না ঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে আসনসমূহের সংরক্ষণ, প্রথম পর্যায়ে প্রথম অনুবিধির বিধানসমূহ অনুসরণ করিয়া জিলা পরিষদের মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে নির্ধারিত হইবে এবং তাহার পর অবশিষ্ট সংখ্যক আসন মোট আসনের পঞ্চাশ শতাংশের সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের মোট জনসংখ্যার সহিত উক্ত জেলার মোট জনসংখ্যার অনুপাত সাপেক্ষে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত হইবে ঃ

অধিকন্তু, যদি ও যখন প্রথম অনুবিধি অনুসারে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত আসনসংখ্যা পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে জিলা পরিষদের মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হয়, তখন ও তাহা হইলে তফসিলী জাতিসমূহ ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষিত ঐরূপ আসনসমূহ ঐ জিলা পরিষদে মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের সর্বোচ্চসীমার মধ্যে, তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জনসংখ্যার সহিত ঐ জেলার মোট জনসংখ্যার অনুপাতের একই অনুপাতে বিভাজিত হইবে ঃ

অধিকন্তু, যখন, ক্ষেত্রানুযায়ী, প্রথম অনুবিধি বা চতুর্থ অনুবিধি অনুসারে, তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত আসনসংখ্যা পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে ঐ জিলা পরিষদের মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশে পৌঁছায় তখন, উক্ত জেলায় অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের বড়মাপের জনসংখ্যার অনুপাত থাকা সত্ত্বেও, অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অনুকূলে কোন আসন সংরক্ষণ করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু, তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত মোট আসন সংখ্যার কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতমরূপে অর্ধেক, কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে, এরূপ সংখ্যক আসন ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে ঃ

অধিকন্তু, কোন জিলা পরিষদে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহ সমেত মোট আসনসংখ্যার কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতমরূপে অর্ধেক, কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হইবে এবং মহিলাদের জন্য ঐরূপে সংরক্ষিত আসনসমূহের জন্য নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, আবর্তনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে ঃ

অধিকন্তু এই উপধারার পূর্বগামী বিধানসমূহে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যখন পূর্বোক্ত প্রণালীতে কোন জিলা পরিষদে নির্বাচিত হইবেন এরূপ সদস্যগণের সংখ্যা নির্ধারিত হয় বা যখন কোন জিলা পরিষদে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত হয় তখন ঐভাবে নির্ধারিত সদস্যগণের সংখ্যা বা ঐভাবে সংরক্ষিত আসনসমূহের সংখ্যা আনুক্রমিক দুইটি সাধারণ নির্বাচনের জন্য পরিবর্তন করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের কোন সদস্য এবং এরূপ কোন মহিলা, যাঁহাদের জন্য এই উপধারা অনুযায়ী আসনসমূহ সংরক্ষিত হয়, তিনি কোন জিলা পরিষদে নির্বাচিত হইবার জন্য যোগ্য হইলে, ঐরূপে সংরক্ষিত নহে এরূপ কোন আসনে নির্বাচিত হইবার জন্য নির্যোগ্য হইবেন না ঃ

অধিকন্তু কোন জেলার সকল ব্লকের মোট জনসংখ্যা ও কোন জিলা পরিষদের নির্বাচনক্ষেত্রের সংখ্যার মধ্যে অনুপাত, যতদূর কার্যতঃ সম্ভব, ঐ জিলা পরিষদের সহিত একই হইতে হইবে এরূপ প্রণালীতে নির্বাচনক্ষেত্রের বিভাগ করিতে হইবে ঃ

অধিকন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, যেকোন সময়ে, কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া, কোন জিলা পরিষদে সদস্য সংখ্যার নূতনভাবে নির্ধারণ বা ঐ জিলা পরিষদে নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের সংখ্যা আবর্তনের ভিত্তিতে নূতনভাবে সংরক্ষণ করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক ঐরূপ আদেশ প্রদত্ত হইবার পর, ঐ আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, সদস্যগণের সংখ্যার বা ঐভাবে সংরক্ষিত হইবে এরূপ আসন সংখ্যার বা আসন সংরক্ষণের আবর্তনক্রমে অথবা উহাদের কোন সমাবন্ধের সেরূপ নির্ধারণ পরবর্তী দুটি আনুক্রমিক সাধারণ নির্বাচনের জন্য পরিবর্তন করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধানসমূহ, ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৩৪-এ বিনির্দিষ্ট সময়সীমার অবসানের পর আর কার্যকারিতা থাকিবে না এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধানসমূহ, যে তারিখে রাজ্য বিধানমণ্ডল অধিনিয়ম দ্বারা এতৎপক্ষে ঐরূপ স্থির করেন সেই তারিখ হইতে আর কার্যকারিতা থাকিবে না ঃ

(iii) জেলার অন্তর্গত কোন নির্বাচনক্ষেত্র বা উহার কোন অংশ হইতে মন্ত্রী নহেন লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভার এরূপ নির্বাচিত সদস্য বা একই সময়ে জিলা পরিষদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য, পদাধিকারবলে;

(iv) জেলার অন্তর্গত কোন ব্লকের এলাকার মধ্যে নির্বাচকরূপে রেজিস্ট্রিকৃত, রাজ্যসভার সদস্যগণ, যাঁহারা মন্ত্রী নহেন।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী গঠিত প্রত্যেক জিলা পরিষদ সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবে এবং উহার প্রথম যে অধিবেশনে কোরাম থাকে তাহার তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ পদাসীন হইবে।

(৪) প্রত্যেক জিলা পরিষদ একটি নিগমিত সংস্থা হইবে যাহার নিরবচ্ছিন্ন উত্তরানুক্রম ও একটি অভিন্ন সীলমোহর থাকিবে এবং উহা নিগমিত নামে মোকদ্দমা করিতে পারিবে ও তদ্বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা যাইবে।

(৫) (ক) এই ধারার পূর্বগামী বিধানসমূহে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যখন দুই বা ততোধিক জেলা গঠনের জন্য কোন জেলার (অতঃপর পূর্বতর জেলা বলিয়া উল্লিখিত) এলাকা বিভক্ত করা হয় তখন নবগঠিত প্রত্যেক জেলার জন্য রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঐ জেলার নাম সম্বলিত একটি জিলা পরিষদ, নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া, গঠন করিবেন, যথা ঃ—

(i) নবগঠিত জেলার অন্তর্গত পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের সভাপতিগণ, পদাধিকারবলে;

(ii) (২) উপধারার (ii) প্রকরণ অনুযায়ী উহাতে উল্লিখিত, নবগঠিত জেলার অন্তর্গত ব্লকসমূহের নির্বাচনক্ষেত্রসমূহ পূর্ববর্তী জেলার জিলা পরিষদ হইতে নির্বাচিত সদস্যগণ;

(iii) নবগঠিত জেলার অন্তর্গত কোন নির্বাচনক্ষেত্র বা উহার কোন অংশ হইতে, মন্ত্রী নহেন লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভার এরূপ নির্বাচিত সদস্যগণ;

(iv) নবগঠিত জেলায় নিবাসস্থান রহিয়াছে, মন্ত্রী নহেন রাজ্যসভার এরূপ সদস্যগণ।

(খ) এই আইনে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও এই উপধারা অনুযায়ী গঠিত প্রত্যেক জিলা পরিষদ এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে যথাযথরূপে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোরামসহ উহার প্রথম যে অধিবেশনে কোরাম থাকে তাহার তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ পদাসীন হইবে, এবং পূর্বতর জেলার জিলা পরিষদ, নবগঠিত জিলা পরিষদসমূহের পদাসীন হইবার কার্যকারিতাসহ তারিখ হইতে, আর বিদ্যমান থাকিবে না।

(গ) পদাধিকারবলে সদস্যগণ ব্যতীত, নবগঠিত জিলা পরিষদের সদস্যগণ ১৪৫ ধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, উহার প্রথম যে অধিবেশনে কোরাম থাকে তাহার তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ, পূর্বতর জেলার জিলা পরিষদের সদস্যগণের পদের মেয়াদের অনবসিত অংশের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(ঘ) তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী সময়ে সময়ে প্রণীত বা জারিকৃত সকল নিয়ম, আদেশ, উপ-বিধি এবং প্রজ্ঞাপন, যাহা এই উপধারা অনুযায়ী পূর্ববর্তী জেলার জিলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং নবগঠিত জিলা পরিষদ পদাসীন হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ ছিল তাহা, নবগঠিত জিলা পরিষদ পদাসীন হইবার পর, উহা যতদূর পর্যন্ত এই আইনের বিধানসমূহের সহিত অসমঞ্জস না হয় ততদূর পর্যন্ত, বলবৎ থাকিয়া যাইবে এবং উহারা নিরসিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত নবগঠিত জিলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(ঙ) পূর্বতর জেলার জিলা পরিষদের সম্পত্তি, তহবিল ও দায়িতা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ আবণ্টন অনুসারে নবগঠিত জিলা পরিষদে বর্তাইবে, এবং ঐরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে।

(৬) (৫) উপধারার (ঙ) প্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশে ঐরূপ পুনর্গঠনকে কার্যকারিতা প্রদান করিতে যেরূপ প্রয়োজন হইবে সেরূপ অনুপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানসমূহ অন্তর্ভূত হইবে।

জিলা পরিষদের সদস্যগণের পদের মেয়াদ।

১৪১। (১) পদাধিকারবলে সদস্য ব্যতীত, জিলা পরিষদের সদস্যগণ, ১৪৫ ও ২১৩অ ধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সময়সীমার জন্য ও তারপর এরূপে নহে, এরূপ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(২) পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত কোন জিলা পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সমাপ্তির পূর্বে যেরূপ সুবিধাজনক বলিয়া গণ্য হইবে সেরূপ তারিখে ঐ জিলা পরিষদ গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে যদি (১) উপধারা অনুযায়ী পাঁচ বৎসর সময়সীমা অবসানের পূর্বে নবগঠিত জিলা পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত না করা যায় তাহা হইলে, রাজ্য সরকার আদেশ দ্বারা, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্তসমূহ সাপেক্ষে, কোন প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে, এই আইন বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী, একাদিক্রমে অনধিক তিন মাস সময়সীমা বা যে তারিখে নবগঠিত জিলা পরিষদের ঐ প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর হয়, তাহার জন্য জিলা পরিষদের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ ও কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

জিলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন।

১৪১অ। [(জিলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন।) — দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৯৪ (১৯৯৪-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৮ আইন)-এর ৩৭ ধারা দ্বারা বাদ গিয়াছে।]

জিলা পরিষদের সদস্যগণের নির্যোগ্যতা।

১৪২। কোন ব্যক্তি কোন জিলা পরিষদের সদস্য হইবার জন্য যোগ্য হইবেন না, যদি —

(ক) তিনি ১ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত আইনসমূহের কোনটি অনুযায়ী গঠিত কোন পৌর প্রাধিকারের সদস্য হন; বা

(খ) তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার অথবা কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি, অথবা কোন জিলা পরিষদে চাকরিরত থাকেন এবং এই প্রকরণের প্রয়োজনে এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা হইতেছে যে, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোন উদ্যোগ অথবা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা নিগমে বা কোন সার্বজনিক বা সরকারী কোম্পানিতে বা কোন স্থানীয় প্রাধিকারে বা কোন সমবায় সমিতিতে বা কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানি অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সরকার পরিপোষিত কোন প্রতিষ্ঠানে অথবা অনুদানরূপে বা অন্যাথা সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা বা অন্য প্রতিষ্ঠানে বা উদ্যোগে বা সংস্থায় চাকরিরত কোন ব্যক্তি বা কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের নিয়ম প্রণয়নকারী প্রাধিকারের অধীন নহেন এরূপ কোন ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি কোন উদ্যোগ বা সংস্থা অথবা সংগঠন বা ব্যক্তিবর্গের পরিমেলের নিকট হইতে কর্মচারীরূপে বা ঐরূপ উদ্যোগ বা সংস্থা বা সংগঠন বা ব্যক্তিবর্গের পরিমেলে চাকরিরত থাকিয়া কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক ব্যবস্থিত তহবিলসমূহ অথবা প্রদত্ত অনুদান বা সাহায্য হইতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন যিনি, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারে চাকরিরত বলিয়া গণ্য হইবেন না; অথবা

(গ) তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার অংশীদার বা নিয়োজক বা কোন কর্মচারীর জেলার অন্তর্গত কোন জিলা পরিষদ বা কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা কোন পঞ্চায়েত সমিতির সহিত, তদ্দ্বারা বা তৎপক্ষে সম্পাদিত কোন সংবিদায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন অংশ বা স্বার্থ, থাকে ঃ

তবে কোন ব্যক্তি, দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬য় যথা-পরিভাষিত যে সার্বজনিক কোম্পানি জেলার অন্তর্গত কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির সহিত বা ঐ জেলার জিলা পরিষদের সহিত সংবিদাবদ্ধ হয় বা তদ্দ্বারা নিযুক্ত হয় তাহাতে মাত্র তাঁহার অংশ বা স্বার্থ থাকিবার কারণে ঐ জিলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইবার পক্ষে নির্যোগ্য গণ্য হইবেন না; অথবা ১৯৫৬-র ১।

(ঘ) তিনি নৈতিক দুশ্চারিত্র্যের সহিত জড়িত অসদাচরণের জন্য কেন্দ্রীয় বা কোন রাজ্য সরকারের বা কোন স্থানীয় প্রাধিকারের বা কোন সমবায় সমিতির, বা কোন সরকারী কোম্পানির অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোন সরকারী কোম্পানি বা নিগমের চাকরি হইতে বরখাস্ত হইয়া থাকেন এবং ঐরূপ বরখাস্তের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত না হইয়া থাকে; বা

(ঙ) তিনি কোন ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্তৃক অসুস্থমনা বলিয়া বিচারনির্ণীত হইয়া থাকেন; অথবা

(চ) তিনি একজন অভারমুক্ত দেউলিয়া হন; বা

(ছ) তিনি ভারমুক্ত দেউলিয়া হইয়া আদালত হইতে এই মর্মে কোন শংসাপত্র না পাইয়া থাকেন যে তাঁহার দেউলিয়াত্ব দুর্ভাগ্যবশতঃই ঘটিয়াছিল, তাঁহার পক্ষে কোন অসদাচরণের জন্য নহে; অথবা

(জ) (i) তিনি কোন আদালত কর্তৃক

(অ) নৈতিক দুশ্চারিত্র্য বা অন্য কোন প্রগ্রহণীয় অপরাধ জড়িত থাকে, ছয় মাসের অধিক সময়সীমার জন্য কারাবাসে দণ্ডনীয় এরূপ কোন অপরাধে, বা

(আ) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার, ১৮৬০-এর অধ্যায় ৯অ অনুযায়ী কোন অপরাধে, বা ১৮৬০-এর ৪৫।

(ই) দি ওয়েস্ট বেঙ্গল লোকাল বডিজ (ইলেকটোরাল অফেন্সেস অ্যান্ড মিসলেনিয়াস প্রভিসন্‌স) অ্যাক্ট, ১৯৫২-এর ৩ ধারা বা ৯ ধারা অনুযায়ী দোষসিদ্ধ হইয়া থাকেন, এবং দণ্ডাদেশের অবসানের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত না হইয়া থাকে ঃ ১৯৫২-র পশ্চিমবঙ্গ ১০ আইন।

তবে কোন আপীলী আদালত যে আদালত ঐ ব্যক্তিকে দোষসিদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার আদেশের সংক্রিয়া স্থগিত না রাখিলে নিম্ন আদালতের ঐরূপ দোষসিদ্ধি সংক্রিয়াশীল থাকিয়া যাইবে; অথবা

অধিকন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির পদসমূহের সংরক্ষণ প্রথম পর্যায়ে তৃতীয় অনুবিধির অধীন বিধানসমূহ অনুসরণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রানুযায়ী সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির মোট পদের পঞ্চাশ শতাংশ সর্বোচ্চ সীমার সাপেক্ষে নির্ধারিত হইবে ও তৎপশ্চাৎ পশ্চিমবঙ্গে সভাধিপতি

(ii) তিনি দি রিপ্রেসেন্টেশন অফ দি পিপল অ্যাক্ট, ১৯৫১-র ভাগ-২, অধ্যায় ৩-এর বিধানসমূহ অনুযায়ী রাজ্য বিধানমণ্ডলে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্যোগ্য হন; অথবা ১৯৫১-র ৪৩।

(ঝ) তিনি কোন নির্বাচনে মনোনয়ন সমীক্ষা করিবার জন্য স্থিরীকৃত তারিখে একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; অথবা

(ঝক) তিনি বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে ১৪৫ ধারার (১) উপধারার (জ) প্রকরণ অনুযায়ী পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন; অথবা

(ঞ) তিনি, বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে ১৮৯ ধারা অনুযায়ী দোষসিদ্ধ হইয়া থাকেন; বা

(ট) তিনি, বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে ১৯২ ধারা অনুযায়ী অধিভারযুক্ত বা প্রভারিত হইয়া থাকেন; বা

(ঠ) তিনি, বিগত পাঁচ বৎসর সময়সীমার মধ্যে যে কোন সময়ে ২১৩ ধারা অনুযায়ী অপসারিত হইয়া থাকেন।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি

১৪৩। (১) প্রত্যেক জিলা পরিষদ উহার প্রথম যে অধিবেশনে কোরাম থাকে সেই অধিবেশনে বিহিত প্রণালীতে উহার একজন সদস্যকে ঐ জিলা পরিষদের সভাধিপতি এবং অপর একজন সদস্যকে সহকারী সভাধিপতিরূপে নির্বাচিত করিবেন ঃ

তবে ১৪০ ধারার (২) উপধারার (i) প্রকরণ এবং (iii) ও (iv) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণ ঐরূপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার জন্য যোগ্যও হইবেন না ঃ

পরন্তু রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী সাপেক্ষে, কোন সদস্য ঐ নির্বাচনের পক্ষে যোগ্য হইবেন না, যদিনা লিখিতভাবে ঘোষণা করেন যে নির্বাচিত হইলে তিনি তাঁহার পদে পূর্ণ কালিক কৃত্যনির্বাহী হইবেন এবং যে সময়সীমার জন্য তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন বা তাঁহাকে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে সেই সময়সীমাকালে, তিনি তাঁহার চাকরিস্থল হইতে অনুপস্থিতির অবকাশ প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হইবেন না অথবা তিনি এরূপ প্রণালীতে কোন ব্যবসা, পেশা বা বৃত্তি চালাইয়া যাইবেন না বা উহার সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট করিবেন না, যাহা তাঁহার ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগে, কৃত্যসমূহের যথাযথ সম্পাদনে বা কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহে হস্তক্ষেপ ঘটাইবে বা সম্ভাব্যরূপে হস্তক্ষেপ ঘটাইতে পারে ঃ

অধিকন্তু কর্মকর্তা রূপে পদে নির্বাচিত হইবার পর, তাঁহার চাকরিস্থল হইতে, ঐরূপ পদে তাঁহার পূর্ণ মেয়াদের জন্য, ঐরূপ পদে যোগদানের তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ, রাজ্য সরকারের যে বিভাগ বা প্রাধিকার বা উদ্যোগ অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে তিনি তাঁহার লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন তৎকর্তৃক তাঁহাকে লিয়েন বা অনুপস্থিতি অবকাশে অনুমতি দেওয়া হইবে ঃ

অধিকন্তু রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী সাপেক্ষে, সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদ তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য এরূপ প্রণালীতে সংরক্ষিত হইবে যাহাতে কোন সাধারণ নির্বাচনের সময় ঐরূপ সংরক্ষিত পদসংখ্যার পশ্চিমবঙ্গে ঐরূপ পদসমূহের মোট সংখ্যার সহিত, কার্যত যথাসম্ভব নিকটতমরূপে, সেই একই অনুপাত থাকিবে যে অনুপাত পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত সকল ব্লকের ক্ষেত্রানুযায়ী তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি অথবা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের একত্রিত জনসংখ্যার সহিত একই এলাকার মোট জনসংখ্যার হয় এবং ঐরূপ পদসমূহ বিহিত প্রণালীতে আবর্তনের ভিত্তিতে বিভাজনের সাপেক্ষাধীন হইবে ঃ

অধিকন্তু পশ্চিমবঙ্গে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদের মোট সংখ্যা ক্ষেত্রানুযায়ী, পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে, তৃতীয় অনুবিধি অনুসারে যথা নির্ধারিত পশ্চিমবঙ্গের সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদের মোট সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হইবে না ঃ

অধিকন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির পদসমূহের সংরক্ষণ তৃতীয় অনুবিধির অধীন বিধানসমূহ অনুসরণ করিয়া প্রথম পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রানুযায়ী সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির মোট পদের পঞ্চাশ শতাংশ সর্ব্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে নির্ধারিত হইবে ও তৎপশ্চাৎ পশ্চিমবঙ্গে সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির পদের মোট সংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশ সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদের অবশিষ্ট সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার সহিত অনগ্রসর শ্রেণীর মোট জনসংখ্যার অনুপাত সাপেক্ষে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত হইবে ঃ

অধিকন্তু যদি ও যখন পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় অনুবিধি অনুসারে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদের সংখ্যা পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে পশ্চিমবঙ্গে ঐ পদের মোট সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হয় পশ্চিমবঙ্গে সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদের মোট সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে, ও তখন তাহা হইলে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে ঐরূপ সংরক্ষিত পদসমূহ, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার সহিত তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জনসংখ্যার যে অনুপাত থাকে সেই একই অনুপাতে বিভাজিত হইবেঃ

অধিকন্তু যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রানুযায়ী তৃতীয় অনুবিধি বা ষষ্ঠ অনুবিধি অনুসারে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদের মোট সংখ্যা, পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে, পশ্চিমবঙ্গে সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদের মোট সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশে পৌঁছায়, তখন পশ্চিমঙ্গে বড় মাপের অনগ্রসর শ্রেণীর জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অনুকূলে সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির পদে কোন সংরক্ষণ করা হইবে নাঃ

অধিকন্তু, জেলার অন্তর্গত ব্লকসমূহে মোট জনসংখ্যার অনধিক পাঁচ শতাংশ হয় এরূপ, ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জনসংখ্যা বিশিষ্ট কোন জিলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতির পদসমূহ আবর্তনের ভিত্তিতে বিভাজনের জন্য বিবেচিত হইবে নাঃ

অধিকন্তু মোট জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশের অধিক হয় এরূপ তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি অথবা অনগ্রসর শ্রেণীর জনসংখ্যা বিশিষ্ট জিলা পরিষদ এলাকার সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে সংরক্ষণের জন্য অনুজ্ঞাত সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি পদের সংখ্যার তুলনায় কম হইবার ক্ষেত্রে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সংরক্ষণের জন্য অনুজ্ঞাত মোট আসনসংখ্যা পাওয়া যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত, ক্ষেত্রানুযায়ী, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীর উচ্চতর অনুপাত বিশিষ্ট জেলা হইতে শুরু করিয়া, ঐরূপ অন্য সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির পদ, আদেশ দ্বারা, অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেনঃ

অধিকন্তু পশ্চিমবঙ্গে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত সভাপতি ও সহকারী সভাপতি পদের মোট সংখ্যার যথাসম্ভব নিকটতমরূপে অর্ধেক কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে, এরূপ আসন ক্ষেত্রানুযায়ী তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি অথবা অনগ্রসরশ্রেণীভুক্ত মহিলাগণের জন্য আবর্তনের ভিত্তিতে সংরক্ষিত হইবেঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত পদসমূহ সমেত পশ্চিমবঙ্গে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি পদসমূহের মোট সংখ্যার কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতমরূপে অর্ধেক কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে এরূপ আসন মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ও ঐরূপে সংরক্ষিত পদসমূহ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে আবর্তনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে ঃ

অধিকন্তু রাজ্যের মধ্যে, তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি, অনগ্রসর শ্রেণী ও মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত সভাধিপতির পদসমূহের নির্ধারণ সহকারী সভাধিপতির পদসমূহের জন্য ঐরূপ নির্ধারণের পূর্ববর্তী হইবেঃ

অধিকন্তু যদি, নির্বাচনের কোন মেয়াদের জন্য (অতঃপর এই অনুবিধিতে নির্বাচনের উক্ত মেয়াদ বলিয়া উল্লিখিত), জিলা পরিষদের সভাধিপতি পদ বলবৎ নিয়মাবলী অনুসারে কোন প্রবর্গের ব্যক্তিবর্গের জন্য সংরক্ষিত হয় তাহা হইলে, ঐ জিলা পরিষদে সহকারী সভাধিপতি পদ নির্বাচনের উক্ত মেয়াদ কোন প্রবর্গের জন্য সংরক্ষিত হইবে না, এবং যদি, ঐ সহকারী সভাধিপতির পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলী অনুসারে ঐরূপ পদ নির্বাচনের উক্ত মেয়াদের জন্য সংরক্ষণ করা অনুজ্ঞাত হয়, তাহা হইলে, ঐ একই প্রবর্গের জন্য ঐরূপ সংরক্ষণ রাজ্যের

মধ্যে সহকারী সভাধিপতির অন্য একটি পদের জন্য বিহিত প্রণালীতে করা হইবে, যাহাতে নির্বাচনের উক্ত মেয়াদের জন্য ঐরূপে সংরক্ষিত মোট পদসংখ্যার সহিত সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক ঐরূপ পদসমূহের সংখ্যা বলবৎ নিয়মাবলী অনুসারে সমান হয় ঃ

অধিকন্তু যখন কোন নির্বাচনের মেয়াদকালে সভাধিপতির তৎস্থানী পদ বিহিত প্রণালীতে সংরক্ষিত হয় এই হেতুতে সহকারী সভাধিপতির পদ সংরক্ষিত হয় না তখন পূর্বোক্ত হেতুতে সংরক্ষিত নহে সহকারী সভাধিপতির ঐরূপ পদ, পরবর্তী নির্বাচনের মেয়াদকালে বিহিত প্রণালীতে সংরক্ষণের জন্য বিবেচিত হইবার পক্ষে যোগ্য হইবে ঃ

অধিকন্তু এই ধারার পূর্বগামী বিধানসমূহে অথবা এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছু আছে তৎসত্বেও এই উপধারা অনুযায়ী পদসমূহের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আবর্তনের নীতি দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৯৪-এর ৩৯ ধারা বলবৎ হইবার পর অনুষ্ঠেয় প্রথম নির্বাচন হইতে প্রারম্ভ হইবে এবং যদি না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া ও প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন পর্যায়ে, আবর্তনের সংক্রিয়াশীলতা হইতে এক বা একাধিক মেয়াদ বাদ দিয়া, ঐ আবর্তন নূতনভাবে প্রারম্ভ করিতে নির্দেশ দেন তাহা হইলে আবর্তনের ভিত্তিতে সংরক্ষণের রোস্টার সম্পূর্ণ আবর্তনার্থে প্রত্যেক দুটি আনুক্রমিক মেয়াদের জন্য চলিতে থাকিবে ঃ ১৯৯৪-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৮ আইন।

অধিকন্তু তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীর কোন সদস্য ও কোন মহিলা যাঁহার জন্য এই উপধারা অনুযায়ী পদসমূহ সংরক্ষিত হয়, তিনি সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদের জন্য যোগ্য হইলে ঐরূপে সংরক্ষিত নহে এমন কোন পদে নির্বাচনের পক্ষে নির্যোগ্য হইবেন না ঃ

অধিকন্তু কোন অসংরক্ষিত আসন হইতে নির্বাচিত কোন সদস্য বা অপর কোন প্রবর্গের জন্য সংরক্ষিত আসন হইতে নির্বাচিত সদস্য সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদে ঐরূপ প্রবর্গের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হইবার জন্য যোগ্য হইবেন যদি তিনি ঐরূপ প্রবর্গের অন্তর্ভুক্ত হন এবং তাঁহার দাবি প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষেত্রানুযায়ী তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণী-শংসাপত্র অগ্রাধিকারিকের সমক্ষে উপস্থাপন করেন ঃ

অধিকন্তু, তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতির জন্য সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির পদসমূহ সংরক্ষণের বিধানসমূহের, ভারতের সংবিধানের ৩৩৪ অনুচ্ছেদে বিনির্দিষ্ট সময়সীমা অবসিত হইবার পর, আর কার্যকারিতা থাকিবে না এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধানসমূহের, রাজ্য বিধানমন্ডল যে তারিখে অধিনিয়ম দ্বারা এতৎপক্ষে ঐরূপ স্থির করেন সেই তারিখ হইতে আর কার্যকারিতা থাকিবে না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী অনুষ্ঠেয় অধিবেশন বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক বিহিত প্রণালীতে আহূত হইবে।

(৩) সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি ১৪৬ ধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে এবং তাঁহাদের সদস্য থাকিয়া যাওয়া সাপেক্ষে, পাঁচ বৎসর সময়সীমার জন্য অধিষ্ঠিত থাকিবেন ঃ

****

(৪) যখন—

(ক) সভাধিপতির পদ মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণের কারণে বা অন্যথা শূন্য হয়, বা

(খ) সভাধিপতি, ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কারণে সাময়িকভাবে কার্য করিতে অসমর্থ হন,

তখন সহকারী সভাধিপতি, ক্ষেত্রানুযায়ী, যতক্ষণ পর্যন্ত না নূতন সভাধিপতি নির্বাচিত হন ও পদ গ্রহণ করেন অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না সভাধিপতি পুনরায় তাঁহার কর্তব্য প্রারম্ভ করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সভাধিপতির ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

(৫) যখন—

(ক) সহকারী সভাধিপতির পদ মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণের কারণে বা অন্যথা শূন্য হয়, বা

(খ) সহকারী সভাধিপতি ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কারণে কার্য করিতে সাময়িকভাবে অসমর্থ হন, তখন সভাধিপতি ক্ষেত্রানুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত না নূতন সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত হন ও পদভার গ্রহণ করেন অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না সহকারী সভাধিপতি পুনরায় তাঁহার কর্তব্য প্রারম্ভ করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সহকারী সভাধিপতির ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

(৬) যখন সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি উভয় পদই শূন্য হয় বা সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি সাময়িকভাবে কার্য করিতে অসমর্থ হন, তখন বিহিত প্রাধিকার, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত হন ও পদভার গ্রহণ করেন বা যতক্ষণ পর্যন্ত না সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পুনরায় তাঁহার কর্তব্য প্রারম্ভ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত একত্রে ত্রিশদিন সময়সীমার জন্য ঐরূপে কার্য করিতে জিলা পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সভাধিপতি ও একজন সহকারী সভাধিপতি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

****

(৮) কোন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতিকে, জিলা পরিষদের তহবিল হইতে যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ পারিশ্রমিক ও ভাতাসমূহ প্রদান করা হইবে এবং তাঁহারা সেরূপ সময়সীমা বা সময়সীমাসমূহের জন্য এবং সেরূপ শর্ত ও কড়ারে অনুপস্থিতির অবকাশ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৯) এই আইনে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও বিহিত প্রাধিকার লিখিত আদেশ দ্বারা, যদি ঐ প্রাধিকারের অভিমত হয় যে কোন সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ও তাঁহার চাকরিস্থল হইতে অনুপস্থিতি অবকাশ না হইয়া থাকেন প্রাপ্ত হন নাই অথবা এরূপ প্রণালীতে কোন ব্যবসা, পেশা বা বৃত্তি চালাইয়া যান বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন যাহা তাঁহার ক্ষমতাসমূহের যথাযথ প্রয়োগে, কৃত্যসমূহের যথাযথ সম্পাদনে বা তাঁহার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহে হস্তক্ষেপ করিবে বা সম্ভাব্যরূপে হস্তক্ষেপ করিবেঃ

তবে বিহিত প্রাধিকার, ঐরূপ কোন আদেশ দানের পূর্বে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিবেদন করিবার সুযোগ প্রদান করিবেনঃ

পরন্তু যখন সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মাধ্যক্ষরূপে স্থানাপন্ন কোন সদস্যকে ১৪৫ ধারার (১) উপধারার (ক) হইতে (জ) প্রকরণসমূহের যেকোনটি অনুযায়ী পদ হইতে অপসারিত করা হয়, তখন ক্ষেত্রানুযায়ী তাহাকে সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি বা কর্মাধ্যক্ষের পদ হইতে, আশু কার্যকারিতাসহ, অপসারিত করা হইয়াছেও বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) এই আইনের অন্য কোন বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া বিহিত প্রাধিকার, সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতিকে তদ্বিরুদ্ধে গৃহীত হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিবার পর যদি সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির পদে তাঁহার

নির্বাচনের সময় তিনি ক্ষেত্রানুযায়ী, যে তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত থাকে, তাহার কোনটির সদস্য না হইয়া থাকেন এবং ঐরূপ নির্বাচনের সময় তৎকর্তৃক উপস্থাপিত তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি অথবা অনগ্রসর-শ্রেণী-শংসাপত্র মেকি বলিয়া দৃষ্ট হয় অথবা উহা তদ্বধি ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক বাতিল করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আদেশ দ্বারা, তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেনঃ

তবে এই উপধারা অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সত্ত্বেও, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ড সংহিতা, ১৮৬০-এর বিধানসমূহ বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী কার্যবাহ আনয়ন করা যাইবে ঃ ১৮৬০-এর ৪৫।

পরন্তু, বিহিত প্রাধিকারের অপসারণের আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ কোন সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত করিবেন সেরূপ প্রাধিকারের সমক্ষে আপীল করিতে পারিবেন এবং তদুপরি ঐরূপ প্রাধিকার, আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিহিত প্রাধিকারকে ঐ বিষয়ে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং বিহিত প্রাধিকারকে আপীলের নোটিশ প্রদানের পর এবং আপীলকারীকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদান করিয়াই আদেশ খারিজ করিতে, সংপরিবর্তন করিতে বা বহাল রাখিতে পারিবেন এবং ঐরূপ প্রাধিকার কর্তৃক আপীল সম্পর্কে প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত ও বাধ্যকর হইবে।

সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি বা সদস্যের পদত্যাগ।

১৪৪। (১) কোন জিলা পরিষদের সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি বা অন্য কোন সদস্য বাঞ্ছনীয়তঃ তাঁহার পদত্যাগের কারণ এবং তৎসহ আরও যোগাযোগের জন্য তাঁহার বর্তমান ডাক যোগাযোগের ঠিকানা উল্লেখ করিয়া তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় লিখিতভাবে প্রজ্ঞাপিত করিয়া বিহিত প্রাধিকারের নিকট তাঁহার পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী পত্র প্রাপ্তির পর, বিহিত প্রাধিকার ঐরূপ পদত্যাগকারী ব্যক্তিকে প্রদত্ত পদত্যাগ বিষয়ে শুনানির জন্য রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে পত্রপ্রাপ্তির তারিখ হইতে সাতদিনের মধ্যে বিহিত প্রাধিকারের সমক্ষে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়া তিনদিনের মধ্যে তাঁহাকে ঐরূপ পত্র প্রেরণ করিবেন।

(৩) (২) উপধারা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত শুনানিকালে, ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ প্রদান করিয়াছেন কি না ও ঐ ব্যক্তি তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অভিপ্রায় করেন কি না – বিহিত প্রাধিকার তাহা বিনিশ্চিত করিবেন।

(৪) বিহিত প্রাধিকার যুক্তিযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন ও ঐরূপ ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ ঐ পদত্যাগপত্র লিখিতরূপে প্রত্যাহার করিতে অনুমতি দিবেন কিংবা আশু কার্যকারিতাসহ ঐ পদত্যগপত্র গ্রহণ করিবেন।

(৫) যখন (৪) উপধারা অনুযায়ী পদত্যাগ গৃহীত হয়, তখন প্রাসঙ্গিক পদ ঐরূপ গৃহীত হইবার তারিখ হইতে শূন্য হইয়া যাইবে এবং বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক পরবর্তী তিনটি কর্মদিবসের মধ্যে জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঐ পদে স্থানাপন্ন ব্যক্তিকে এবং পদত্যাগকারী ব্যক্তিকে পরবর্তী পাঁচটি কর্মদিবসের মধ্যে পত্রে যেরূপ উল্লিখিত হইবে যেরূপ ব্যক্তিকে তাঁহার পদের কার্যভার হস্তান্তর করিতে বা যদি ঐভাবে কোন ব্যক্তির উল্লেখ না করা হয় তাহা হইলে উপরি-উক্ত সময়সীমার মধ্যে বিহিত প্রাধিকারের নিকট, পৃষ্ঠাঙ্কিত প্রতিলিপিসহ নির্বাহিক আধিকারিককে উদ্দেশ করিয়া লিখিতরূপে পদভার ত্যাগ পূর্বক ও নির্বাহিক আধিকারিক বা তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত অন্য কোন আধিকারিকের নিকট

পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে জিলা পরিষদের মালিকানাধীন তাঁহার অভিরক্ষায় থাকা এবং সকল দস্তাবেজ, রেজিস্টার, সীলমোহর ও পরিসম্পত হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়া লিখিতভাবে সূচিত করা হইবে।

(৬) পদত্যাগ গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সূচিত করিবার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক ঐরূপ পদত্যাগ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

জিলা পরিষদ সদস্যের অপসারণ।

১৪৫। (১) বিহিত প্রাধিকার পদাধিকারবলে সদস্য ব্যতীত জিলা পরিষদ সদস্যকে তদ্বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য সুযোগ প্রদানের পর, আদেশ দ্বারা তাঁহাকে পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন—

(ক) যদি তিনি, তাঁহার নির্বাচনের পর নৈতিক দুশ্চারিত্র্য বা অন্য কোন প্রগ্রহণীয় অপরাধে জড়িত থাকেন, যাহা ছয় মাসের অধিক সময়সীমার জন্য কারাবাসে দন্ডনীয় এরূপ কোন অপরাধে কোন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দোষসিদ্ধ হইয়া থাকেন; অথবা

(খ) যদি তিনি তাঁহার নির্বাচনের সময়ে জিলা পরিষদের সদস্য হইবার পক্ষে নির্যোগ্য হন; বা

(গ) যদি তিনি জিলা পরিষদের সদস্যরূপে তাঁহার নির্বাচনের পর ১৪২ ধারার (খ) হইতে (ছ) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত নির্যোগ্যতাসমূহের কোনটির অধীন হন; বা

(ঘ) যদি তিনি জিলা পরিষদের অনুমতি ব্যতীত জিলা পরিষদের ক্রমান্বয়ে তিনটি অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন ঃ

****

তবে একই সময়ে লোকসভার বা বিধানসভার সদস্যপদে আসীন জিলা পরিষদের কোন সদস্য, যদি তিনি জিলা পরিষদের অনুমতি ব্যতীত ক্রমান্বয়ে তিনটি অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না;

(ঙ) যদি তিনি এই আইন অনুযায়ী প্রদেয় অথবা দি বেঙ্গল ভিলেজ সেল্‌ফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯১৯ বা দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৭ বা দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ অনুযায়ী প্রদেয় কোন কর, পথকর, ফী বা অভিকর সম্পর্কিত কোন বকেয়া প্রদান না করেন;

১৯১৯-এর বঙ্গীয় ৫ আইন।
১৯৫৭-র পশ্চিমবঙ্গ ১ আইন।
১৯৬৩-র বঙ্গীয় ৩৫ আইন।

(চ) যদি তিনি তাঁহার নির্বাচনের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে ১৯৭ ধারা অনুযায়ী বিহিত প্রাধিকারের সমক্ষে শপথ বা প্রতিজ্ঞা না করেন ও উহাতে স্বাক্ষর না করেন; বা

(ছ) যদি তাঁহার নির্বাচনের সময়ে তিনি ভারতের নাগরিক না হন এবং তাঁহার নাম নির্বাচক রেজিস্ট্রিকরণ আধিকারিক কর্তৃক ঐ জিলা পরিষদের অন্তর্গত এলাকা সম্পর্কে বলবৎ নির্বাচক তালিকা হইতে তদবধি ঐ হেতুতে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে; বা

(জ) যদি তাঁহার নির্বাচনের সময়ে তিনি তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীর কোনটির সদস্য না হইয়া থাকেন এবং মনোনয়নের সময় তৎকর্তৃক উপস্থাপিত তফসিলী জাতি অথবা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্র ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক তদবধি বাতিল হইয়া থাকে ঃ

তবে (চ) প্রকরণ বা (ছ) প্রকরণ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া ভারতীয় দন্ড সংহিতা, ১৮৬০ অনুযায়ী বিধানসমূহ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যবাহ করা যাইবে। ১৮৬০-এর ৪৫।

(২) জিলা পরিষদের যে সদস্য তাঁহার পদ হইতে বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক (১) উপধারা অনুযায়ী অপসারিত হইয়াছেন, তিনি, রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত করিবেন সেরূপ প্রাধিকারের নিকট আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল করিতে পারিবেন এবং তদুপরি, ঐরূপ নিযুক্ত প্রাধিকার, আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ আদেশের সংক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং বিহিত প্রাধিকারের নিকট ঐ আপীলের নোটিস প্রদানের পর এবং আপীলকারীকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদানের পর ঐ আদেশের সংপরিবর্তন করিতে, খারিজ করিতে বা উহা বহাল রাখিতে পারিবেন।

(৩) ঐ প্রাধিকার কর্তৃক ঐরূপ আপীলের উপর প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

****

অনাস্থা প্রস্তাব অথবা সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির অপসারণ।

১৪৬। (১) এই ধারার অন্য বিধান সাপেক্ষে কোন জিলা পরিষদের সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতিকে তাঁহার পদ হইতে যে কোন সময়ে অপসারণ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে ১৪০ ধারার (২) উপধারার (ii) প্রকরণে উল্লিখিত জিলা পরিষদের বিদ্যমান সদস্যগণের অধিকাংশের দ্বারা সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে তাঁহাদের আস্থার অভাব ব্যক্ত করিয়া অথবা সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতিকে অপসারণ করিবার জন্য তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অভিলিখিত করিয়া, অপসারণ করা যাইবে।

(২) সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতিকে অপসারণের উদ্দেশ্যে (১) উপধারায় উল্লিখিত বিদ্যমান সদস্যগণের এক-তৃতীয়াংশ, ঐ সদস্যগণের দলীয় সম্বদ্ধকরণ বা নির্দল প্রাস্থিতি নির্দেশ করিয়া সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে তাঁহাদের আস্থার অভাব ব্যক্ত করে বা সভাধিপতি অথবা সহকারী সভাধিপতিকে অপসারণ করিতে তাঁহাদের অভিপ্রায় অভিলিখিত করে এরূপ একটি লিখিত প্রস্তাব স্বাক্ষর করিবেন ও স্বয়ং কোন সদস্যের মাধ্যমে ঐ প্রস্তাব প্রদান করিবেন কিংবা বিহিত প্রাধিকারের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে উহা প্রেরণ করিবেন, প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে হাতে হাতে কিংবা জিলা পরিষদ কার্যালয়ে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রদান করা হইবে ও আর একটি প্রতিলিপি তাঁহার নিবাসস্থানের ঠিকানায় রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করা হইবে।

(৩) বিহিত প্রাধিকার প্রস্তাব প্রাপ্তির পর, উহা যে (২) উপধারার আবশ্যকতার অনুসারী হয় তৎসম্পর্কে স্বয়ং প্রতীত হইবেন ও তাঁহার প্রতীতির পর, প্রস্তাব প্রাপ্তির পাঁচটি কর্মদিবসের মধ্যে, নোটিস প্রদানের মাধ্যমে, জিলা পরিষদের কার্যালয়ে অনুষ্ঠেয় অধিবেশনের তারিখ ও সময় স্থির করিয়া এবং প্রস্তাবটি বিবেচনা করিবার ও তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিদ্যমান সদস্যগণের প্রত্যেকের নিকট স্পষ্টতঃ সাতদিনের নোটিস প্রেরণ করিয়া জিলা পরিষদের একটি অধিবেশন বিশেষভাবে আহ্বান করিবেন।

(৪) (৩) উপধারায় উল্লিখিত অধিবেশন কোন কর্মদিবসে অনুষ্ঠিত হইবে যাহা বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ হইতে পনেরোটি কর্মদিবসের পরে হইবে না এবং ঐরূপে আহূত অধিবেশন, ক্ষমতাপন্ন আদালতের আদেশ বা নির্দেশের অনুসরণে বা বিহিত প্রাধিকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অন্য কোন কারণ ব্যতীত স্থগিত বা বাতিল হইবে না।

(৫) ঐরূপ অধিবেশনে বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক যেরূপ প্রাধিকৃত হইবে সেরূপ কোন আধিকারিক, রাজ্য সরকার কর্তৃক আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্দেশিত হইবে বা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে সভাপতিত্ব করিবেন এবং অগ্রাধিকারিক অধিবেশন প্রারম্ভের পূর্বে ইহা নিশ্চিত করিবেন যে এতৎপক্ষে নিবদ্ধ প্রণালীতে প্রত্যেক সদস্যকে যথাযথভাবে নোটিস প্রদান করা হইয়াছে, ঐরূপ অধিবেশনের জন্য আবশ্যক কোরাম (১) উপধারায় উল্লিখিত বিদ্যমান সদস্যগণের পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হইবে এবং অগ্রাধিকারিক তাঁহার স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়া এক বা একাধিক বিধিগত বিষয়ে পরামর্শ দিলেও তিনি অধিবেশনে ভোটদানের অধিকারী হইবেন না যদিও এক বা একাধিক বিধিগত বিষয়ে পরামর্শদান করিতে পারেন।

(৬) মতৈক্যের ভিত্তিতে অধিবেশনে কোন সিদ্ধান্ত না হইলে প্রকাশ্য ব্যালটে ভোট অনুষ্ঠিত হইবে যেখানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্য ব্যালট পত্রের বিপরীত দিকে এরূপে তাঁহার পূর্ণ স্বাক্ষর বা তাঁহার বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিবেন যাহা তিনি যে রাজনীতিক দলভুক্ত হন, ২১৩অ ধারায় উল্লিখিত তাঁহার নেতা বা ঐ অগ্রাধিকারিক কর্তৃক প্রত্যয়িত হইবে।

(৭) অধিবেশনের কার্যবিবরণী সচিব বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে অগ্রাধিকারিক কর্তৃক প্রাধিকৃত অন্য কোন পদস্থ কর্মচারী কর্তৃক লিখিত হইবে। ঐরূপ কার্যবিবরণীসমূহে সংক্ষেপে উপস্থিত সদস্যগণের নাম, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া, প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানকারী সদস্যগণের নাম এবং সর্বসম্মতিক্রমে বা বিদ্যমান সদস্যগণের অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত অভিলিখিত হইবে ও উহা তৎকর্তৃক এবং অগ্রাধিকারিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(৮) অগ্রাধিকারিক কর্তৃক অধিবেশনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হইবার পর, উহা উপস্থিত সকল সদস্যের নিকট পাঠ করা হইবে তদনন্তর যাঁহারা অভিলিখিত কার্যবাহর প্রতিপন্নক্রমে কার্যবিবরণীর উপর ক্ষেত্রানুযায়ী তাঁহাদের স্বাক্ষর বা বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিবেন। অতঃপর অগ্রাধিকারিক তখন, যিনি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছেন অথবা পূর্বেই কক্ষত্যাগ করিয়াছেন এরূপ কোন সদস্য থাকিলে তাঁহার নাম অভিলিখিত করিবার পর ঐ একই দস্তাবেজে আবারও তাঁহার স্বাক্ষর দিবেন ও তদনন্তর ঐ ভূ-গৃহাদি পরিসর ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি কার্যবিবরণীর একটি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিবেন।

(৯) অধিবেশনের তিনটি কর্মদিবসের মধ্যে জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত নির্বাহিক আধিকারিক বিহিত প্রাধিকারের নিকট অধিবেশনের কার্যবিবরণীর একটি প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন। অগ্রাধিকারিক ও বিহিত প্রাধিকারকে অধিবেশনের কার্যবিবরণীর একটি প্রতিলিপিসহ পৃথক লিখিত একটি প্রতিবেদন পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যে দাখিল করিবেন।

১০। (৯) উপধারা অনুযায়ী অধিবেশনের কার্যবিবরণী এবং প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইবার পর বিহিত প্রাধিকার পরবর্তী পাঁচটি কর্মদিবসের মধ্যে তিনি যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করিবেন সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং বিহিত প্রাধিকারের নিকট প্রস্তাব দেওয়া হইতে প্রারম্ভ করিয়া তৎকর্তৃক চূড়ান্তভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়া ত্রিশ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হইবে।

(১১) যদি বিদ্যমান সদস্যগণের অধিকাংশের দ্বারা প্রস্তাবটি গৃহীত না হয় বা কোরামের অভাবে অধিবেশন অনুষ্ঠিত করা না যায় তাহা হইলে ঐ একই কর্মকর্তাকে অপসারণের জন্য পরবর্তী প্রস্তাবের কোন নোটিস, ঐরূপ অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ হইতে এক বৎসর সময়সীমার মধ্যে প্রগ্রহণ করা যাইবে না।

(১২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও এই ধারা অনুযায়ী সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির অপসারণের জন্য কোন অধিবেশন সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি নির্বাচনের তারিখ হইতে আড়াই বৎসর সময়সীমার মধ্যে জিলা পরিষদের পুনর্গঠন পরবর্তী প্রথম অধিবেশনে কিংবা উক্ত পদে কোন আকস্মিক শূন্যতা পূরণের জন্য আহ্বান করা হইবে না।

সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি পদে আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণ।

১৪৭। ১৪৬ ধারা অনুযায়ী সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতিকে অপসারণের ক্ষেত্রে বা যখন মৃত্যু, পদত্যাগের কারণে বা অন্যথা সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতির পদে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তখন জিলা পরিষদ বিহিত প্রণালীতে অপর একজন সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতিকে নির্বাচিত করিবেন।

নির্বাচিত সদস্যের স্থলে আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণ।

১৪৮। যদি জিলা পরিষদের কোন সদস্যের পদ তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণের কারণে বা অন্যথা শূন্য হয় তাহা হইলে, ঐ পদশূন্যতা বিহিত প্রণালীতে নির্বাচনের দ্বারা পূরণ করা হইবে।

আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণকারী সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি বা সদস্যের পদের মেয়াদ।

১৪৯। কোন আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণ করিবার জন্য ১৪৭ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রত্যেক সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি এবং ১৪৮ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্য, যে ব্যক্তির স্থলে তিনি সদস্য হইয়াছেন তাঁহার পদের মেয়াদের অনবসিত অংশের জন্য পদাধিষ্ঠিত থাকিবেন।

জিলা পরিষদের অধিবেশনসমূহ।

১৫০। (১) প্রত্যেক জিলা পরিষদ, উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধিবেশনে ঐ জিলা পরিষদ যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ তারিখে ও সেরূপ সময়ে প্রতি তিনমাসে অন্ততঃ একবার উহার কার্যালয়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবেনঃ

তবে কোন নবগঠিত জিলা পরিষদের প্রথম অধিবেশন, বিহিত প্রাধিকার যেরূপ স্থির করিবেন, সেরূপ সময়েও সংশ্লিষ্ট জেলার স্থানীয় সীমার মধ্যে সেরূপ স্থানে অনুষ্ঠিত হইবেঃ

পরন্তু যখন সভাধিপতি জিলা পরিষদের সদস্যগণের এক পঞ্চমাংশের দ্বারা কোন অধিবেশন আহ্বান করিতে লিখিতভাবে অনুজ্ঞাত হন তখন তিনি পনের দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি অধিবেশনের সময় ও তারিখ স্থির করিয়া বিহিত প্রাধিকারকে সূচনা দিবার ও জিলা পরিষদের সদস্যগণকে সাতদিনের নোটিস দিবার পর, উহা আহ্বান করিবেন, যাহা করিতে তিনি ব্যর্থ হইলে পূর্বোক্ত সদস্যগণ বিহিত প্রাধিকারকে সূচনা দিবার এবং জিলা পরিষদের সভাধিপতি ও অন্যান্য সদস্যকে স্পষ্ট সাতদিনের নোটিস দিবার পর পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন। ঐরূপ অধিবেশন, ঐ অধিবেশন আহ্বানকারী সদস্যগণ যেরূপ স্থির করিবেন, সেরূপ স্থানে, সেরূপ তারিখে ও সেরূপ সময়ে ঐ জিলা পরিষদের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। বিহিত প্রাধিকার ঐরূপ অধিবেশনের জন্য একজন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, যিনি বিহিত প্রাধিকারের নিকট, ঐ অধিবেশনের একসপ্তাহের মধ্যে অধিবেশনের কার্যবাহসমূহ সম্পর্কে তৎকর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত একটি লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। বিহিত প্রাধিকার, ঐ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, তিনি যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন, তদুপরি সেরূপ ব্যবস্থা লইবেন ঃ

****

অধিকন্তু জিলা পরিষদ কোন অধিবেশনে উহার পরবর্তী অধিবেশনের তারিখ ও সময় স্থির না করিলে বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধিবেশনে স্থিরীকৃত তারিখে ও সময়ে কোন অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হইলে, সভাধিপতি, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ তারিখে ও সময়ে জিলা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

(২) সভাধিপতি বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাধিপতি জিলা পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে বা তাঁহাদের কাহারও বা উভয়ের ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে ঐ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করিবেন।

(৩) জিলা পরিষদের অধিবেশনে, জিলা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশ লইয়া কোরাম গঠিত হইবেঃ

তবে কোন স্থগিত অধিবেশনের ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) জিলা পরিষদের সমক্ষে আগত সকল প্রশ্ন ভোটাধিক্যের ভিত্তিতে মীমাংসিত হইবেঃ

তবে ভোটসংখ্যা সমান হইবার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবেঃ

পরন্তু কোন তলবী অধিবেশনের ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে না।

(৫) কোন জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক বা অতিরিক্ত নির্বাহিক আধিকারিক জিলা পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন এবং উহার পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করিবেনঃ

তবে যদি কোন কারণে নির্বাহিক আধিকারিক ও অতিরিক্ত নির্বাহিক আধিকারিক জিলা পরিষদের কোন অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে না পারেন তাহা হইলে নির্বাহিক আধিকারিক জিলা পরিষদের সচিবকে ঐরূপ অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রতিনিযুক্ত করিবেন।

অধিবেশনে পরিচালিত হইবে এরূপ কার্যসমূহের সূচী।

১৫১। স্থগিত অধিবেশন ব্যতীত জিলা পরিষদের প্রত্যেক অধিবেশনে পরিচালিত হইবে এরূপ কার্যসমূহের সূচী, ঐরূপ অধিবেশনের জন্য স্থিরীকৃত সময়ের অন্ততঃ সাত দিন পূর্বে জিলা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে বিহিত প্রণালীতে প্রেরণ করিতে হইবে, এবং ঐরূপ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের অনুমোদন ব্যতীত যে কার্যসমূহের সম্পর্কে নোটিস প্রদত্ত হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে কোন অধিবেশনের সমক্ষে কোন কার্য আনীত হইবে না বা পরিচালিত হইবে নাঃ

তবে যদি সভাপতি মনে করেন যে এরূপ পরিস্থিতি উদ্ভূত হইয়াছে যাহার জন্য অবশ্যই জিলা পরিষদের জরুরী অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে, তাহা হইলে তিনি সদস্যগণকে তিনদিনের নোটিস দিবার পর ঐরূপ একটি অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেনঃ

পরন্তু ঐরূপ অধিবেশনে পরিচালিত হইবে এরূপ কার্যসূচীতে একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

জিলা পরিষদের কার্য সম্পর্কে প্রতিবেদন।

১৫২। জিলা পরিষদ পূর্ববর্তী বৎসরকালে কৃতকার্য এবং পরবর্তী বৎসরে কৃত হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত কার্য সম্পর্কে বিহিত প্রণালীতে একটি প্রতিবেদন প্রতি বৎসর প্রস্তুত করিবেন ও বিহিত প্রাধিকারের নিকট উহা বিহিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করিবেন।

অধ্যায় ১৪

জিলা পরিষদের ক্ষমতা, কৃত্য ও কর্তব্য

জিলা পরিষদের ক্ষমতা।

১৫৩। (১) জিলা পরিষদ একটি স্বায়ত্ত-শাসিত ইউনিটরূপে কৃত্য সম্পাদন করিবেন এবং আর্থনীতিক উন্নয়ন ঘটাইতে ও সকলের জন্য সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সার্বিকভাবে সমাজের উন্নয়ন ও সমাজভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক উন্নমন রূপ নিজ লক্ষ্যের অগ্রনয়নে-

(i) সদস্যগণের পাঁচ বৎসর পদের মেয়াদের জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন, এবং

(ii) পূর্ববর্তী বৎসরের জানুয়ারি মাসের মধ্যে প্রত্যেক বৎসরের জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন,

(iii) জেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনায় যেরূপ প্রস্তুত করা হইবে অথবা উহার উপর যেরূপ ন্যস্ত করা হইবে বা উহাকে হস্তান্তরিত করা হইবে বা উহাতে প্রতিসংক্রমিত হইবে সেরূপ পরিকল্প রূপায়ণ করিবেন এবং উপরের বিধানসমূহের ব্যাপকতা ক্ষুন্ন না করিয়া, জিলা পরিষদের-

(ক) (i) কৃষি, মৎস্যক্ষেত্র, পশুসম্পদ, খাদি, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণ, জল সরবরাহ, জলসংক্রান্ত ব্যবস্থাপন ও জলবিভাজিকার উন্নয়ন সমেত সেচ ও ক্ষুদ্র সেচ, ঔষধালয় ও হাসপাতাল স্থাপন, ও রক্ষণাবেক্ষণ সমেত জনস্বাস্থ্য ও অনাময়ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা, শারীরশিক্ষা এবং খেলাধুলা ও ক্রীড়া, ছাত্রকল্যাণ, জ্বালানি ও পশুখাদ্য সমেত সামাজিক বনসৃজন ও খামারি বনসৃজন, বণ্টন সমেত গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, অ-চিরাচরিত শক্তি-উৎস, নারী ও শিশু উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ও সর্বসাধারণের উপযোগী অন্য বিষয়ের উন্নয়ন সম্পর্কে, বিত্তীয় সহায়তা প্রদান সমেত পরিকল্পের ভার গ্রহণ করিবার বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার,

(ii) রাজ্য সরকার বা অন্য কোন প্রাধিকার কর্তৃক উহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে এরূপ কোন পরিকল্প নিষ্পাদনের, কার্য সম্পাদনের অথবা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের পরিচালনভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে :

তবে যে দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রমে হিতভোগিদের অধিকার বা দাবির ভিত্তিতে নহে কিন্তু সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতী সংস্থার স্ববিবেচনা ব্যবহার করিয়া বাছাই করা হয় তৎসম্পর্কিত নির্দেশিকায় নিবদ্ধ শর্ত ও কড়ার সমূহকে ক্ষুন্ন না করিয়া, ঐরূপ কার্যক্রমের জন্য হিতভোগির মোট সংখ্যার যথাসম্ভব নিকটতমরূপে তিন শতাংশ যে, কোন প্রকার অক্ষমতাক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইবে রূপায়ণকারী এজেন্সি তাহা সুনিশ্চিত করিতে ব্যবস্থা লইবেন।

(iii) জিলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত বা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনের জন্য উহাতে বর্তানো প্রেক্ষাগৃহ, ঔষধালয়, রোগনির্ণয় ক্লিনিক, বাস স্ট্যান্ড, অতিথিশালা, ইকোপার্ক সমেত পরিবেশ, জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পর্যটন বা সর্বজনের উপযোগী নির্মাণকার্যের প্রোন্নয়নের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে :

তবে জিলা পরিষদ ঐ জেলার গ্রামীণ এলাকার জনগণের হিতের জন্য কোন নগর স্থানীয় সংস্থার এলাকার মধ্যে ঐরূপ প্রতিষ্ঠান বা সর্বজনের উপযোগী নির্মাণকার্য ও নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিল হইতে ব্যয় করিবেন ও প্রভার উদগ্রহণ করিবেন।

(iv) জেলার মধ্যে কোন বিদ্যালয়, সার্বজনিক পাঠাগার, সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান, বা সার্বজনিক কল্যাণ মূলক সংগঠনের সাহায্যার্থে অনুদান মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(v) জেলার বাহিরে অবস্থিত যে সকল প্রতিষ্ঠান সংস্থা জেলার অধিবাসীগণের পক্ষে হিতকর ও তাঁহাদের দ্বারা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাবদ যেরূপ সম্মত হওয়া যাইবে সেরূপ অর্থাঙ্ক অভিদায়রূপে প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(vi) প্রায়োগিক বা অন্য বিশেষ প্রকারের শিক্ষার অগ্রনয়নের জন্য রাজ্যের মধ্যে ছাত্রবৃত্তি প্রবর্তন করিবার বা বৃত্তি প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(vii) ঐ এলাকার জনগণের হিতার্থে হাট ও বাজার অর্জন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে :

তবে জিলা পরিষদ পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকার কৃষি উপজ ও স্থানীয় কারিগর ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীসমূহের উৎপাদন বিপণন করিবার জন্য কোন স্থানীয় নগর সংস্থার এলাকার মধ্যে হাট বা বাজার বা শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ হাট বা বাজার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিল হইতে ব্যয় করিতে পারিবেন ও প্রভার উদ্‌গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(খ) পঞ্চায়েত সমিতিসমূহ বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহকে অনুদান প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(গ) ঐ জেলার অন্তর্গত কোন পৌরসংঘের কমিশনারগণ জল সরবরাহের বা মহামারী নিরোধক ব্যবস্থার যে ভার গ্রহণ করিয়াছেন তদ্বাবত খরচের জন্য জিলা পরিষদ যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ অর্থাঙ্ক বা অর্থাঙ্কসমূহ রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে অভিদায়রূপে প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(ঘ) দুর্গতদের ত্রাণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(ঙ) ঐ জেলার পঞ্চায়েত সমিতিসমূহ কর্তৃক প্রস্তুত সকল উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও পরিকল্পের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতিসাধন করিবার ক্ষমতা থাকিবে; এবং

(চ) রাজ্য সরকার, আদেশ দ্বারা সময়ে সময়ে উহাকে যেরূপ হস্তান্তর করিবেন, বা উহাতে ন্যস্ত করিবেন বা প্রতিসংক্রমণ করিবেন সেরূপ অন্য কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের মধ্যে উন্নয়নকার্য সম্পর্কিত সকল বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিবার ক্ষমতা জিলা পরিষদের থাকিবে।

(৩) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও কোন জিলা পরিষদ কোন ব্লকে সীমাবদ্ধ কোন পরিকল্পের ভারগ্রহণ বা উহা নিষ্পাদন করিবেন না যদি না ঐরূপ কোন পরিকল্পের রূপায়ণ বিত্তীয়ভাবে বা অন্যথা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতাতীত হয়। পরোক্ত ক্ষেত্রে ঐ জিলা পরিষদ স্বয়ং ঐ পরিকল্প নিষ্পাদন করিতে পারিবেন বা উহার নিষ্পাদন পঞ্চায়েত সমিতিকে ন্যস্ত করিতে পারিবেন এবং যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ সহায়তা উহাকে প্রদান করিতে পারিবেন :

তবে কোন জিলা পরিষদ যে এলাকার উপর কোন পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রাধিকার রহিয়াছে তাহাতে সীমাবদ্ধ (১) উপধারার (ক) প্রকরণের (ii) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন পরিকল্পের ভারগ্রহণ করিতে বা উহা নিষ্পাদন করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোন পরিকল্প একাধিক ব্লকে প্রসারিত থাকে তাহা হইলে জিলা পরিষদ উহার ভারগ্রহণ করিতে বা উহা নিষ্পাদন করিতে পারিবেন।

যে জেলায় টিকাদান আইন প্রসারিত হয় সেখানে জিলা পরিষদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা থাকিবে।

১৫৪। যে জেলায় দি বেঙ্গল ভ্যাকসিনেশন অ্যাক্ট, ১৮৮০ প্রসারিত হইয়াছে বা অতঃপর প্রসারিত হইতে পারে, সেই জেলায় জিলা পরিষদ উক্ত আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী ঐ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। ১৮৮০-র বঙ্গীয় ৫ আইন।

রাজ্য সরকার অন্য সম্পত্তি জিলা পরিষদের অধীনে স্থাপন করিতে পারিবেন।

১৫৫। রাজ্য সরকার, সময়ে সময়ে, জিলা পরিষদের সম্মতিসহ, রাজ্য সরকারের বর্তানো এবং ঐ জেলার মধ্যে অবস্থিত যে কোন সড়ক, সেতু, খেয়া, খাল, ভবন বা অন্য সম্পত্তি, রাজ্য সরকার যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ শর্তসমূহ সাপেক্ষে ঐ জিলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে স্থাপন করিতে পারিবেন :

তবে রাজ্য সরকার, জিলা পরিষদের মতামত বিবেচনার পর, উহা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ শর্তসমূহ সাপেক্ষে ঐরূপ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনভার প্রত্যাহার করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কোন পৌরসংঘের ভিতর দিয়া যাওয়া সড়কের নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৫৬। রাজ্য সরকার দি বেঙ্গল মিউনিসিপাল অ্যাক্ট, ১৯৩২-এ যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন পৌরসংঘের কমিশনারগণের সহিত পরামর্শ করিবার পর, নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, যে সড়কের কোন অংশ সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকার ভিতর দিয়া গিয়াছে এবং যাহা ঐ পৌরসংঘের কমিশনারগণের উপর বর্তাইয়াছে তাহার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার সংশ্লিষ্ট জিলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং ঐরূপ পৌরসংঘের কমিশনারগণ ঐ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরস্পর সম্মতিক্রমে যেরূপ স্থিরীকৃত হইবে অথবা চুক্তির অনুপস্থিতিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ স্থিরীকৃত হইবে সেরূপ অভিদায় প্রদান করিবেন। ঐরূপ নির্দেশ প্রদান করা হইলে, ঐ পৌরসংঘের কমিশনারগণ ঐরূপ সড়কের যে অংশ ঐ পৌর এলাকার ভিতর রহিয়াছে আর তাহার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন না। ১৯৩২-এর বঙ্গীয় ১৫ আইন।

জিলা পরিষদ নির্মাণকার্যের ভারগ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৫৭। কোন জিলা পরিষদ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বা অন্য কোন প্রাধিকারের মালিকানাধীন কোন সড়ক, সেতু, জলাশয়, ঘাট, কূপ, খাল বা নর্দমার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ভার, পরস্পর সম্মতিক্রমে যেরূপ স্থিরীকৃত হইবে সেরূপ কড়ারে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

সড়কের দিক পরিবর্তন, ব্যবহার স্থগিত রাখা বা উহা বন্ধ করিবার পক্ষে জিলা পরিষদের ক্ষমতা।

১৫৮। কোন জিলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাভারের অধীন অথবা উহার উপর বর্তানো কোন সড়কের দিক পরিবর্তন করিতে, উহার ব্যবহার স্থগিত রাখিতে বা উহা সাময়িকভাবে বন্ধ করিতে পারিবেন এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে ঐরূপ কোন সড়ক স্থায়ীভাবে বন্ধ করিতে পারিবেন।

রাজ্য সরকার বা পঞ্চায়েত সমিতির নিকট সড়কসমূহ হস্তান্তর করিবার পক্ষে জিলা পরিষদের ক্ষমতা।

১৫৯। কোন জিলা পরিষদ স্বীয় নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনাধীনে বা উহার উপর বর্তানো কোন সড়ক বা সড়কের অংশ অথবা অন্য কোন সম্পত্তি রাজ্য সরকার, কোন পৌরসংঘের কমিশনারগণ, কোন পঞ্চায়েত সমিতি বা কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট, পরস্পর সম্মতিক্রমে যেরূপ স্থিরীকৃত হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারে, হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

জিলা পরিষদে কতিপয় ক্ষমতা বর্তানো।

১৬০। (১) কোন স্থানীয় বা বিশেষ আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেরূপ সকল ক্ষমতা রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন জিলা পরিষদের উপর বর্তিত হইতে পারিবে।

(২) কোন জিলা পরিষদের নিকট দি ক্যাটাল ট্রেসপাস অ্যাক্ট, ১৮৭১-এর ৩১ ধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ কৃত্যসমূহ হস্তান্তরিত হইবে, উহা সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন। ১৮৭১-এর ১।

(৩) রাজ্য সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্দেশ দিবেন, কোন জিলা পরিষদ সেরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, সেরূপ অন্যান্যকৃত্য সম্পাদন করিবেন বা সেরূপ অন্যান্য কর্তব্য নির্বাহ করিবেন।

ভবনের সংক্রিয়াসমূহের নিয়ন্ত্রণ।

১৬০অ। (১) কোন ব্যক্তি, জিলা পরিষদের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত ঐ জিলা পরিষদের এলাকার অধীন কোন পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে শিল্প তালুক বা শিল্প পার্ক এলাকা ব্যতীত কোন এলাকায় ৩০০ বর্গমিটারের অধিক এলাকা ও ৬.৫ মিটারের অধিক উচ্চতার নূতন কোন নির্মিতি বা নূতন কোন ভবন পরিনির্মাণ করিবেন না বা কোন নির্মিতি বা ভবনে সংযোজন করিবেন না :

তবে যেক্ষেত্রে কোন জিলা পরিষদের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে, রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীন কোন প্রাধিকার বা এজেন্সি, কোন শিল্প তালুক বা শিল্প পার্ক স্থাপনের অভিপ্রায় করেন বা স্থাপন করিয়া থাকেন সেক্ষেত্রে ঐরূপ শিল্প তালুক বা শিল্প পার্কের মধ্যে কোন শিল্প স্থাপনের জন্য কোন নির্মিতি বা ভবন পরিনির্মাণ অথবা কোন নির্মিতি বা ভবনের কোন সংযোজন করিবার জন্য, রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ প্রাধিকার অথবা শিল্প উন্নয়ন প্রাধিকার অথবা নিগমের নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিতে হইবে :

পরন্তু ঐরূপ নূতন নির্মিতি বা ভবন পরিনির্মাণ বা কোন নির্মিতি বা ভবনে ঐরূপ সংযোজন বা জিলা পরিষদের ঐরূপ অনুমতি রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলীর সাপেক্ষ হইবে :

অধিকন্তু যদি ঐরূপ নির্মিতি বা নির্মাণে, ক্ষেত্রানুযায়ী, —

(ক) কোন জলের ব্যবস্থাবিহীন শৌচালয়, উহা যে নামেই অভিহিত হউক; পরিনির্মাণ বা নির্মাণের ব্যবস্থা থাকে, এবং

(খ) অনাময়ব্যবস্থাবিশিষ্ট যে কোন ধরণের শৌচালয় পরিনির্মাণ বা নির্মাণের কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে জিলা পরিষদ কোন নূতন নির্মিতি পরিনির্মাণ বা কোন নূতন ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান করিবেন না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী অনুমতি চাহেন এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে, সেরূপ বিশেষ বিবরণকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া, এবং জিলা পরিষদকে সেরূপ ফী প্রদান করিবার পর ঐ জিলা পরিষদের নিকট লিখিত আবেদন করিবেন :

তবে অনুমতি প্রদানের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক বিহিত ফী ব্যতীত অন্য যে কোন নামে বা প্রণালীতে কোন অর্থপরিমাণ জিলা পরিষদ কর্তৃক প্রভারিত হইবে না :

পরন্তু কোন এলাকা যেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার জনস্বার্থে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন বা কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং প্রকাশ করিতে তদীয় অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছেন সেক্ষেত্রে তৎসম্পর্কে, পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক প্রেরিত কোন ভবন পরিকল্পনা পরীক্ষান্তে অনুমোদন করিবার জন্য জিলা পরিষদ কর্তৃক যে কোন নামে বা প্রণালীতে কোন অর্থপরিমাণ প্রভারিত হইবে না :

অধিকন্তু রাজ্য সরকার আদেশ দ্বারা, কোন নির্মিতি বা ভবনকে বা কোন শ্রেণীর নির্মিতি বা ভবনকে (১) উপধারা এবং এই উপধারার বিধানসমূহের সংক্রিয়া হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন :

অধিকন্তু যদি কোন ভবন পরিকল্পনায় উহার ছাদে বৃষ্টির জল সংগ্রহের জন্য কোন নির্মিতি পরিনির্মাণ করিবার-প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহা হইলে জিলা পরিষদ, আবেদনকারীকে (১) উপধারা অনুযায়ী অনুমতির জন্য ফী প্রদানের ছাড় যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হারে লাভের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অনুমতি দিবেন।

(৩) ঐরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর, জিলা পরিষদ, ভবন পরিকল্পনার সেরূপ অনুসন্ধান ও পরীক্ষার পর, উহা যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করেন এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ নিয়মাবলী প্রণীত হইবে তদনুসারে জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিকের পূর্বানুমোদনসহ জিলা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহিক আধিকারিক লিখিত আনুষ্ঠানিকরূপে অনুমতি প্রদান করিবেন বা অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে উহার কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া ঐরূপে অস্বীকার করিবেন :

তবে ১৫ মিটারের অধিক উচ্চতার নির্মিতি বা ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জিলা পরিষদ, ভবন পরিকল্পনা ও স্থান পরিকল্পনা, পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের নিকট প্রেরণ করিবেন যাহা ঐ ভবন ও স্থান পরিকল্পনাকে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত ভবন কমিটির সমক্ষে (৪) উপধারা অনুযায়ী বিবেচনা ও পরীক্ষান্তে অনুমোদনের সুপারিশ করিবার জন্য স্থাপন করিবেন :

অধিকন্তু ঐরূপ নূতন নির্মিতি বা নূতন ভবন পরিনির্মাণ বা কোন নির্মিতি বা ভবনের ঐরূপ সংযোজন বা জিলা পরিষদের নিকট হইতে ঐরূপ অনুমতি রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলীর সাপেক্ষ হইবে।

(৪) ভবন কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে ঃ—

(i) জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের একজন প্রতিনিধি,

(ii) বিদ্যুৎ ও অ-চিরাচরিত শক্তির উৎস বিভাগের একজন প্রতিনিধি,

(iii) অগ্নিনির্বাপন ও জরুরী পরিষেবা বিভাগের একজন প্রতিনিধি,

(iv) পরিবেশ বিভাগের একজন প্রতিনিধি,

(v) পুলিশ প্রাধিকারের একজন প্রতিনিধি,

(vi) পার্শ্ববর্তী পৌরসংঘ বা পৌর নিগমের কমিশনার বা নির্বাহিক আধিকারিক,

(vii) রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রায়োগিক বিশেষজ্ঞ,

(viii) রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ অন্য কোন বিভাগের প্রতিনিধি বা প্রয়োগিক সদস্য।

(৫) অনুমতি প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া জিলা পরিষদের আদেশ দ্বারা বা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ পরিনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এতৎসম্বন্ধে কোন সূচনা না পাইয়া ক্ষুদ্ধ কোন ব্যক্তি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ আপীলী প্রাধিকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন :

তবে আপীলী প্রাধিকারের আদেশে ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ কোন পুনর্বিলোকনকারী প্রাধিকারের সমক্ষেও আপীল করিতে পারিবেন :

পরন্তু পুনর্বিলোকনকারী প্রাধিকারের আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলিবে না।

(৬) যেক্ষেত্রে (১) উপধারার বিধানের উল্লঙ্ঘনক্রমে কোন নূতন নির্মিতি বা নূতন ভবন বা কোন নির্মিতি বা ভবনে কোন সংযোজন, ক্ষেত্রানুযায়ী, পরিনির্মিত বা কৃত হইতেছে বা হইয়াছে সেক্ষেত্রে বিষয়টি শুনানি আধিকারিক, যিনি বাঞ্ছনীয়তঃ ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কার্য করিবার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ সরকারী আধিকারিক হইবেন এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক জিলা পরিষদে নিযুক্ত হইবেন, তৎকর্তৃক শুনানিকৃত হইবে। শুনানি আধিকারিক ঐ ভবনের মালিককে তাঁহার বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদানের পর তাঁহার সুপারিশ জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিকের নিকট উপস্থাপন করিবেন। জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সময়সীমার মধ্যে ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ ভবন বা উহার কোন অংশ, ঐ মালিক কর্তৃক, ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য সিদ্ধান্ত লইবেন, যাহার ব্যত্যয়ে, সংশ্লিষ্ট মহকুমা আধিকারিককে ভাঙিয়া ফেলা কার্যকর করিবার এবং উহার খরচ সরকারী প্রাপ্যরূপে মালিকের নিকট হইতে আদায় করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন। জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক ও শুনানি আধিকারিকের মধ্যে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বা প্রধান সচিব বা সচিবের নিকট চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য প্রেষণ করা হইবে।

দুই বা ততোধিক জিলা পরিষদ কর্তৃক পরিকল্পসমূহ সংযুক্তভাবে নিষ্পাদন।

১৬১। দুই বা ততোধিক পার্শ্ববর্তী জেলার জিলা পরিষদসমূহ সংযুক্তভাবে কোন উন্নয়নমূলক পরিকল্প বা প্রকল্পের ভার গ্রহণ করিতে ও অভিন্ন খরচে উহা নিষ্পাদন করিতে পারিবেন অথবা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যেরূপ স্থিরীকৃত হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারে সংযুক্তভাবে একটি যৌথ খেয়া স্থাপন করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ শর্ত ও কড়ারের অর্থপ্রকটন সম্পর্কে কোন মতপার্থক্য ঘটিলে, বিষয়টি রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে যাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

জিলা পরিষদের, প্রদর্শমেলা বা মেলার জন্য, লাইসেন্স প্রদান করিবার ক্ষমতা।

১৬২। কোন জিলা পরিষদ, কোন প্রদর্শমেলা বা মেলার মালিক বা পাট্টাদারকে অথবা যে ভূমির মালিক বা পাট্টাদার ঐ ভূমির উপর কোন প্রর্দশমেলা বা মেলা অনুষ্ঠিত করিতে অভিপ্রায় করেন তাঁহাকে ঐ জিলা পরিষদের নিকট হইতে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারে, এবং লাইসেন্সের জন্য ফী প্রদান করিবার পর এতৎপক্ষে ঐরূপ একটি লাইসেন্স লইবার জন্য অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

পঞ্চায়েত সমিতি ইত্যাদির উপর জিলা পরিষদের অবেক্ষণের ক্ষমতা।

১৬৩। (১) জিলা পরিষদ ঐ জেলার পঞ্চায়েত সমিতিসমূহ ও গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের উপর অবেক্ষণের সাধারণ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন এবং ঐ জিলা পরিষদের কোন নির্দেশাবলীর কার্যকারিতা প্রদান করা এই প্রাধিকারসমূহের কর্তব্য হইবে।

(২) কোন জিলা পরিষদ —

(ক) উহার অধীন পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক ব্যবহৃত বা দখলীকৃত কোন স্থাবর সম্পত্তি বা পঞ্চায়েত সমিতির নির্দেশে চলিয়াছে এরূপ কোন চালু নির্মাণকার্যের পরিদর্শন করিবেন বা করিয়াছেন,

(খ) পঞ্চায়েত সমিতির কোন বিভাগ বা পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীন কোন পরিষেবা, কার্য বা বস্তু পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিবেন অথবা পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিবার জন্য কোন আধিকারিককে প্রতিনিযুক্ত করিতে পারিবেন,

(গ) রাজ্য সরকার কর্তৃক পঞ্চায়েত সমিতিকে, প্রত্যক্ষতঃ কিংবা জিলা পরিষদের মাধ্যমে নিষ্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এরূপ পরিকল্প বা কার্যক্রম তৎসম্পর্কিত তহবিলের উপযোগ পরিদর্শন করিবেন বা করাইবেন,

(ঘ) পরিদর্শন বা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন পঞ্চায়েত সমিতিকে —

(i) কোন বহি, অভিলেখ, চিঠিপত্র বা অন্য দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে, বা

(ii) কোন রিটার্ন, নকশা, প্রাক্কলন, বিবৃতি, হিসাবপত্র বা পরিসংখ্যান দাখিল করিতে,

(iii) কোন প্রতিবেদন বা তথ্য দাখিল করিতে বা প্রাপ্ত হইতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার পূর্বগামী বিধানসমূহে বা এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন জিলা পরিষদ —

(ক) ঐরূপ পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক আসন্ন করণীয় বা কৃত হইতেছে এরূপ কোন কিছু করা সম্পর্কে যে আপত্তি বিদ্যমান আছে বলিয়া জিলা পরিষদের নিকট প্রতীয়মান হয় তাহা অথবা যে তথ্যের দরুন, জিলা পরিষদ যেরূপ স্থিরীকৃত করিবেন সেরূপ সময়সীমার মধ্যে ঐরূপ পঞ্চায়েত সমিতির বা ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে কোন কিছু করা প্রয়োজন হয় বলিয়া জিলা পরিষদের নিকট প্রতীয়মান হয় তাহা বিবেচনাধীনে লইবার জন্য ঐরূপ পঞ্চায়েত সমিতিকে বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন;

(খ) যদি কোন পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে কোন কর্তব্য নির্বাহ করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে ঐরূপ পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে কোন বিনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই আইন অনুযায়ী ঐ কর্তব্য নির্বাহ করিতে এবং যদি ঐ কর্তব্য যথাপূর্বোক্ত সময়সীমার মধ্যে নির্বাহ না করা হয় তাহা হইলে, ঐ কর্তব্য নির্বাহ করিবার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে বা কোন প্রাধিকারকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য ব্যয়সমূহ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা, জিলা পরিষদ যেরূপ স্থিরীকৃত করিবেন সেরূপ সময়সীমার মধ্যে প্রদত্ত হইবে বলিয়া নির্দেশ দিতে পারিবেন :

তবে ঐরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বা প্রাধিকার, যথাপূর্বোক্ত কর্তব্য নির্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে, এরূপ কর্তব্য নির্বাহকালে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী যে সকল ক্ষমতা প্রযুক্ত হইতে পারিত সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন;

(গ) যদি কোন পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে কোন কর, পথকর, ফী বা অভিকর উদ্‌গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে, উহাকে ঐ কর, পথকর, ফী বা অভিকর উদগ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(ঘ) যদি কোন পঞ্চায়েত সমিতির বা উহার স্থায়ী সমিতিসমূহের কোনটির বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন অধিবেশন এই আইনের বিধানসমূহ বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে ঐরূপ পঞ্চায়েত সমিতির বা স্থায়ী সমিতির বা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐরূপ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৪) যখন কোন জিলা পরিষদ কোন গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন বা কোন নির্দেশ জারি করেন, তখন ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন ঐ পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে ও সহায়তায় ঐরূপব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারিবে এবং ঐরূপ নির্দেশ জারি করা যাইতে পারিবে।

(৫) ক্ষেত্রানুযায়ী, কোন পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত (৩) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী কোন নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের নিকট, ঐরূপ নির্দেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, আপীল করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আপীলের উপর রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

জিলা সংসদ এবং উহার গঠন।

১৬৩অ। (১) প্রত্যেক জিলা পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত একটি জিলা সংসদ থাকিবে ঃ

(ক) সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ,

(খ) জিলা পরিষদের অন্তর্গত সকল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষগণ,

(গ) এবং জিলা পরিষদের সকল সদস্য।

(২) কোন জিলা পরিষদ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে ও স্থানে, সেরূপ প্রণালীতে ঐরূপ সংসদের একটি বার্ষিক ও একটি অর্ধবার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিবেন।

(৩) কোন জিলা সংসদের অধিবেশনের জন্য মোট সদস্যসংখ্যার এক-দশমাংশ লইয়া কোরাম গঠিত হইবে ঃ

তবে যদি ঐরূপ অধিবেশনে কোরাম না হয় তাহা হইলে ঐ অধিবেশন স্থগিত হইয়া যাইবে যাহা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে ঐরূপ অধিবেশনের তারিখ হইতে সপ্তম দিনে একই সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) জিলা সংসদের অধিবেশনে জিলা পরিষদের সভাধিপতি এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাধিপতি সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) জিলা সংসদ বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুতি, উন্নয়ন কার্যক্রম, পরিকল্প বা প্রকল্পসমূহের রূপায়ণ এবং আর্থনাতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করিবার জন্য জিলা পরিষদ যেরূপ ভার গ্রহণ করেন বা গ্রহণের প্রস্তাব করেন সেরূপ ক্রিয়াকলাপের ভার গ্রহণ সমেত উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে জিলা পরিষদকে পথনির্দেশিকা ও পরামর্শ দিবেন ঃ

তবে ঐরূপ পথনির্দেশ ও পরামর্শের জন্য, জিলা পরিষদের কোন সদস্য ঐরূপ কোন অধিবেশনের নোটিস প্রাপ্তির পর নির্বাহিক আধিকারিকের নিকট নিরীক্ষা দল কর্তৃক জিলা পরিষদের তহবিলের হিসাবপত্র পরিদর্শন সর্বশেষ রিপোর্ট, বাজেট, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার মত কোন দস্তাবেজ সংস্থাপন করিবার জন্য লিখিতভাবে অভিযাচন করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ অভিযাচন প্রাপ্তির পর নির্বাহিক আধিকারিক সভাধিপতির সম্মতিসহ ঐরূপ দস্তাবেজসমূহ অধিবেশনে পর্যালোচনার জন্য স্থাপন করিবেন ঃ

পরন্তু জিলা সংসদের অধিবেশনে গৃহীত পর্যালোচনা সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণসমূহ যথা শীঘ্র সম্ভব জিলা সংসদের সভার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে জিলা পরিষদের অধিবেশনে বিবেচিত হইবে এবং জিলা পরিষদের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবেদন সহ জিলা সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে স্থাপন করা হইবে।

রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে উপস্থিতি হইতে সভাধিপতি ও জিলা পরিষদের সদস্যগণকে অব্যাহতি।

১৬৪। দ্য রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯০৮-এ বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রেজিস্ট্রিকরণ আধিকারিক, সভাধিপতির লিখিত এবং জিলা পরিষদের সাধারণ সীলমোহরযুক্ত অধিযাচনের ভিত্তিতে, জিলা পরিষদের পক্ষে সভাধিপতি কর্তৃক বা জিলা পরিষদের কোন সদস্য কর্তৃক নিষ্পাদিত কোন দস্তাবেজ, সভাধিপতিকে বা সংশ্লিষ্ট সদস্যকে রেজিস্ট্রিকরণ কার্যালয়ে উপস্থিত থাকিতে অনুজ্ঞাত না করিয়া রেজিস্ট্রি করিবেন।

সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির ক্ষমতা, কৃত্য ও কর্তব্য।

১৬৫। (১) সভাধিপতি —

(ক) জিলা পরিষদের অভিলেখসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) জিলা পরিষদের বিত্তীয় ও নির্বাহিক প্রশাসনের জন্য সাধারণভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন;

(গ) জিলা পরিষদের সকল আধিকারিক ও অন্য কর্মীর উপর এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক যে সকল আধিকারিক ও অন্য কর্মীর কৃত্যক জিলা পরিষদের আয়ত্তিতে প্রদান করা যাইতে পারে তাঁহাদের উপর প্রশাসনিক অবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন;

(ঘ) এই আইন সম্পর্কিত কার্য পরিচালনার জন্য বা তদ্দ্বারা প্রাধিকৃত কোন আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে জিলা পরিষদ কর্তৃক এই আইন বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী অনুযায়ী যেরূপ প্রয়োগ, সম্পাদন বা নির্বাহ করা যাইতে পারে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও সেরূপ কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন ঃ

তবে জিলা পরিষদ কোন অধিবেশনে যেরূপ ক্ষমতা, কৃত্য বা কর্তব্য প্রয়োগ, সম্পাদন বা নির্বাহ করিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা অনুজ্ঞাত হইবেন সভাধিপতি সেরূপ ক্ষমতা, কৃত্য বা কর্তব্য প্রয়োগ, সম্পাদন বা নির্বাহ করিবেন না।

(ঙ) জিলা পরিষদ সাধারণ বা বিশেষ সংকল্পের দ্বারা যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ অন্য ক্ষমতা প্রয়োগ, কৃত্য সমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

ব্যাখ্যা।— দায়িত্ব নির্বাহ এবং প্রশাসনিক অবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে সভাধিপতি ১৬৬ ধারায় উল্লিখিত নির্বাহিক আধিকারিকের উপর নির্ভর করিবেন এবং সাধারণভাবে তাঁহার মাধ্যমে কার্য করিবেন।

(২) সহকারী সভাধিপতি—

(ক) সভাধিপতি, সময়ে সময়ে রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী সাপেক্ষে, লিখিত আদেশ দ্বারা তাঁহাকে যেরূপ প্রত্যভিযোজন করিবেন, সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন;

তবে সভাধিপতি যেকোন সময়ে, সহকারী সভাধিপতির নিকট ঐরূপে প্রত্যভিযোজিত ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন;

(খ) সভাধিপতির অনুপস্থিতিকালে, সভাধিপতির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, সকল কৃত্য সম্পাদন ও সকল কর্তব্য নির্বাহ করিবেন;

(গ) জিলা পরিষদ সাধারণ বা বিশেষ সংকল্প দ্বারা যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন অথবা রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ অন্য ক্ষমতা প্রয়োগ, অন্য কৃত্য সম্পাদন ও অন্য কর্তব্য নির্বাহ করিবেন।

অধ্যায় ১৫

জিলা পরিষদের সংস্থান

জিলা পরিষদের কর্মিবর্গ।

১৬৬। (১) (ক) প্রত্যেক জিলা পরিষদের জন্য যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন নির্বাহিক আধিকারিক থাকিবেন।

(খ) যদি জিলা পরিষদের এরূপ অভিমত হয় যে উহার নির্বাহিক আধিকারিক বিধি অনুসারে তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ নির্বাহে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হইতেছেন তাহা হইলে উহা ঐ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত অধিবেশনে, ১৪০ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত বিদ্যমান সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যের সমর্থিত সংকল্প গ্রহণ করিবেন ও ঐরূপ সংকল্প জ্ঞাপনের তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে যথাযোগ্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ বিষয়টি বিভাগীয় কমিশনারের গোচরীভূত করিবেন।

(গ) যদি জিলা পরিষদ মনে করেন যে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক পরিস্থিতির প্রতিকারে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই অথবা এপর্যন্ত গৃহীত ব্যবস্থা পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় নাই তাহা হইলে জিলা পরিষদ, ঐ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে, নির্বাহিক আধিকারিককে প্রত্যাহার করিবার জন্য জিলা পরিষদের ঐরূপ সিদ্ধান্তের কারণ উপস্থাপন করিয়া (খ) প্রকরণে উল্লিখিত বিদ্যমান সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যের সমর্থিত সংকল্প গ্রহণ করিবেন এবং ঐরূপ সংকল্প বিভাগীয় কমিশনারকে একটি প্রতিলিপি সহ রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণ অনুযায়ী সংকল্প প্রাপ্তির পর রাজ্য সরকার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন এবং ঐরূপ আধিকারিককে প্রত্যাহার করিবার পূর্বে ঐরূপ সংকল্পের ন্যায্যতা সম্পর্কে স্বয়ং সন্তুষ্ট হইবেন ঃ

তবে যদি অনুসন্ধানের পর রাজ্য সরকার ঐরূপ আধিকারিকে প্রত্যাহার করিবার যথাযথতা বিষয়ে সন্তুষ্ট না হন তাহা হইলে, উহা ২০৯ ধারা অনুযায়ী ঐরূপ প্রস্তাব প্রত্যাহরণের জন্য প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করিবেন।

(১অ) রাজ্য সরকার যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারে কোন জিলা পরিষদের জন্য এক বা একাধিক অতিরিক্ত নির্বাহিক আধিকারিক নিযুক্ত করিতে পারিবেন ঃ

তবে ঐরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রত্যাহৃত হইবেন, যদি ঐ মর্মে একটি প্রস্তাব, জিলা পরিষদ কর্তৃক, তৎসময়ে পদাধিষ্ঠিত মোট সদস্যগণের অধিকাংশের দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত একটি অধিবেশনে গৃহীত হয়।

(১আ) অতিরিক্ত নির্বাহিক আধিকারিক, এই আইনের বিধানসমূহ সাপেক্ষে, রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

(২) রাজ্য সরকার কোন জিলা পরিষদের জন্য, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ারে, একজন সচিব, উপসচিব, অতিরিক্ত উপসচিব, বিত্ত নিয়ন্ত্রক ও মুখ্য হিসাব আধিকারিক, নির্বাহিক বাস্তুকার, পরিষদ জনস্বাস্থ্য আধিকারিক এবং এরূপ অন্য আধিকারিকগণকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৩) রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ প্রদত্ত হইবে সেরূপ আদেশসমূহ সাপেক্ষে কোন জিলা পরিষদের সংস্থায় যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ কর্মচারিগণ থাকিবেন এবং তাঁহারা জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ঃ

তবে রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক কোন পদ সৃষ্টি বা বিলোপ করা হইবে না বা কোন বেতনক্রমের পুনরীক্ষণ করা হইবে না।

(৪) রাজ্য সরকার জিলা পরিষদের কর্মচারিগণের বেতন ও ভাতা, অবসরকালীন ভাতা, ভবিষ্যনিধি এবং আনুতোষিক সমেত নিয়োগ পদ্ধতি এবং চাকরির শর্ত ও কড়ার সম্পর্কিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

রাজ্য সরকারের আধিকারিকগণের চাকরি জিলা পরিষদের আয়ত্তিতে প্রদান।

১৬৭। রাজ্য সরকার, উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ শর্তে ও কড়ারে তদধীনে কর্মরত সেরূপ আধিকারিক বা অন্য কর্মচারীর চাকরি জিলা পরিষদের আয়ত্তিতে প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে যদি তৎসময়ে পদে অধিষ্ঠিত মোট সদস্যসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক ঐরূপ কোন আধিকারিক বা কর্মচারীকে প্রত্যাহার করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে, জিলা পরিষদ কর্তৃক ঐ মর্মে কোন সংকল্প গৃহীত হয় তাহা হইলে রাজ্য সরকার কর্তৃক ঐরূপ কোন আধিকারিক বা কর্মচারীকে প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইবে ঃ

পরন্তু, ঐরূপ আধিকারিক ও কর্মচারিগণের উপর রাজ্য সরকারের শৃঙ্খলাগত নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

জিলা পরিষদের কর্মিগণের নিয়ন্ত্রণ ও দণ্ড।

১৬৮। (১) রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ নিয়মাবলী প্রণীত হইবে তৎসাপেক্ষে জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক জিলা পরিষদের সকল কর্মচারীর উপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন এবং ১৬৬ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন কর্মচারীকে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে দণ্ডদান করিতে পারিবেন।

(২) জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে ১৬৬ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত জিলা পরিষদের কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনমনের দণ্ড প্রদানের জন্য জিলা পরিষদের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন।

(৩) ঐরূপ সুপারিশ প্রাপ্তির পর জিলা পরিষদ ঐরূপ কর্মচারীকে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে দণ্ড দিতে পারিবেন।

আপীল।

১৬৯। (১) জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক ১৬৮ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে, ঐ আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, জিলা পরিষদের নিকট আপীল করা চলিবে।

(২) জিলা পরিষদ কর্তৃক ১৬৮ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ঐ আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করা চলিবে।

আধিকারিক ও কর্মচারিগণ কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ, ইত্যাদি।

১৭০। এই আইনের বিধানসমূহ ও তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী সাপেক্ষে এবং এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রদত্ত সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশসমূহ সাপেক্ষে, জিলা পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারী এবং যে আধিকারিকগণ ও অন্যান্য কর্মচারীর চাকরি জিলা পরিষদের আয়ত্তিতে প্রদান করা হইয়াছে তাঁহারা, জিলা পরিষদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন ও সেরূপ কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

অধ্যায় ১৬

জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিসমূহ

স্থায়ী সমিতি।

১৭১। (১) জিলা পরিষদে নিম্নলিখিত স্থায়ী সমিতিসমূহ থাকিবে, যথা—

(i) অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি;

(ii) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি;

(iii) পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি;

(iv) কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি;

(v) শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি;

(vi) শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি;

(viক) বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি;

(viখ) মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি;

(viগ) খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি;

(viক) ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি;

(vii) এরূপ জিলা পরিষদ, রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে যেরূপ গঠন করিবেন সেরূপ অন্য সমিতি বা সমিতিসমূহ।

(২) কোন স্থায়ী সমিতি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা—

(ক) সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি, পদাধিকারবলে;

(খ) (খক) প্রকরণের বিধানসমূহকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া; জিলা পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে এরূপ বিহিত প্রণালীতে অন্যূন তিন জন এবং অনধিক পাঁচজন ব্যক্তি নির্বাচিত হইবেন;

(খক) অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে (১) উপধারায় যথা-উল্লিখিত অন্য স্থায়ী সমিতিসমূহে নির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষগণ পদাধিকারবলে সদস্য হইবেন এবং (খ) প্রকরণে উল্লিখিত প্রণালীতে কোন সদস্য নির্বাচিত হইবেন না;

(খখ) জিলা পরিষদে অন্য স্বীকৃত বিরোধী রাজনীতিক দলগুলির তুলনায় সর্বাধিক সদস্যবিশিষ্ট স্বীকৃত বিরোধী রাজনীতিক দলের নেতা অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সদস্য হইবেন;

(খগ) যদি বিরোধী কোন সদস্য (খ) প্রকরণে উল্লিখিত কোন স্থায়ী সমিতিতে নির্বাচিত না হন তাহা হইলে, প্রত্যেক স্বীকৃত বিরোধী রাজনীতিক দল হইতে একজন করিয়া সদস্য অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির ব্যতীত অন্যান্য স্থায়ী সমিতির সদস্য হইবেন;

তবে জিলা পরিষদে অধিকতর সদস্য বিশিষ্ট স্বীকৃত রাজনীতিক দল হইতে বাছাইকৃত সদস্যগণ (১) উপধারায় ক্রমান্বয়িক অনুক্রমে উচ্চতর পর্যায়ে স্থাপিত স্থায়ী সমিতির সদস্য হইবেন;

পরন্তু যদি স্বীকৃত বিরোধী রাজনীতিক দলের সদস্য স্থায়ী সমিতিগুলির সংখ্যার তুলনায় কম হয়, তাহা হইলে বিরোধী নির্দল প্রার্থী স্থায়ী সমিতিগুলির সদস্য হইবেন এবং বয়সে জ্যেষ্ঠ সদস্য (১) উপধারা অনুযায়ী উচ্চতর অনুক্রমে স্থাপিত স্থায়ী সমিতির সদস্য হইবেন ঃ

অধিকন্তু যদি স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সদস্যের সহিত নির্দল সদস্যগণের সংখ্যা যুক্ত করিয়াও স্থায়ী সমিতিগুলির সদস্যের তুলনায় কম হয় তাহা হইলে, জিলা পরিষদের ঐরূপ প্রত্যেক বিরোধী রাজনীতিক দল হইতে একজন করিয়া অতিরিক্ত সদস্য, যে স্থায়ী সমিতিসমূহে এই প্রকরণ অনুসারে কোন সদস্যের ব্যবস্থা করা হয় নাই সেখানে সদস্যরূপে চয়নকরা হইবে এবং কোন স্থায়ী সমিতিতে কোন সদস্যকে সংস্থাপন করিবার জন্য একই ধারাবাহিক অনুক্রমে অনুসৃত হইবে এবং এই প্রকরণ অনুযায়ী সকল স্থায়ী সমিতিতে একজন করিয়া সদস্য না থাকা পর্যন্ত ঐ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে ঃ

অধিকন্তু যদি কোন সাধারণ নির্বাচনের মেয়াদকালে জিলা পরিষদে স্বীকৃত রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিত্বকারী কিংবা নির্দল অনধিক চারজন বিরোধী সদস্য জিলা পরিষদে নির্বাচিত হন তাহা হইলে কোন বিরোধী সদস্য দুইয়ের অধিক স্থায়ী সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন ঃ

অধিকন্তু স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সদস্যগণ, যে সদস্য বা সদস্যগণ স্থায়ী সমিতির সদস্যরূপে প্রতিনিধিত্ব করিবেন তাঁহাদের নাম, সংযুক্তরূপে স্থির করিবেন ও জিলা পরিষদের নির্বাহিক আধিকারিককে ঐরূপ সকল সদস্যের স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে তৎসম্পর্কে সূচিত করিবেন এবং নির্দল সদস্যের ক্ষেত্রে নির্বাহিক আধিকারিক প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সদস্যপদ নির্ধারণ করিবেন ঃ

অধিকন্তু নির্বাহিক আধিকারিক এই প্রকরণ অনুযায়ী সদস্যপদের সমগ্র বিষয়টি জিলা পরিষদের কোন অধিবেশনে যথাশীঘ্র সম্ভব এরূপে উহার পরবর্তী অধিবেশনে পেশ করিবেন।

ব্যাখ্যা— এই প্রকরণের উদ্দেশ্যে, জিলা পরিষদের কোন সদস্য যদি ৯৮ ধারা অনুযায়ী সভাধিপতি নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর অনুকূলে ভোটদান না করেন বা উক্ত নির্বাচনে তাঁহার ভোটদানে বিরত থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে বিরোধী সদস্য হিসাবে বিবেচনা করা হইবে;

(গ) রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সেরূপ সংখ্যক ব্যক্তি যাঁহারা রাজ্য সরকারের বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার বা নিগমের আধিকারিক হন অথবা বিশেষীকৃত জ্ঞানসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি হন

তবে এরূপ আধিকারিকগণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষরূপে নির্বাচনের যোগ্য হইবেন না এবং তাঁহাদের ভোটদানের অধিকার থাকিবে না।

(৩) সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ব্যতীত দুইয়ের অধিক স্থায়ী সমিতির সদস্য হইবেন না।

(৪) কোন স্থায়ী সমিতির কোন নির্বাচিত সদস্য পাঁচ বৎসর সময়সীমা বা তিনি যতদিন জিলা পরিষদের সদস্য থাকিবেন এতদুভয়ের মধ্যে যাহা পূর্বতর হইবে তদবধি পদাধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৫) স্থায়ী সমিতির অধিবেশন যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে ও সেরূপ প্রণালীতে জিলা পরিষদের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) কোন স্থায়ী সমিতি, যেরূপ বিহিত হইবে বা জিলা পরিষদ কর্তৃক উহাকে যেরূপ বিহিত বা নির্দিষ্ট করা হইবে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ, কৃত্যসমূহ সম্পাদন এবং কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করিবেন।

(৭) রাজ্য সরকার কর্মাধ্যক্ষ সহ স্থায়ী সমিতির সদস্যগণের অপসারণ এবং আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণের জন্য ব্যবস্থা করিতে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ ও সচিব।

১৭২। (১) স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে কর্মাধ্যক্ষ নামে অভিহিত একজন সভাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেন ঃ

তবে ১৪০ ধারার (২) উপধারার (i) (iii) এবং (iv) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণ ঐরূপ নির্বাচনের পক্ষে যোগ্য হইবেন না ঃ

পরন্তু সভাধিপতি, অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির পদাধিকারবলে কর্মাধ্যক্ষ হইবেন ঃ

পরন্তু রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী কোন সদস্য ঐরূপ নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন না, যদি না তিনি লিখিতভাবে ঘোষণা করেন যে নির্বাচিত হইলে তিনি যে সময়সীমার জন্য তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন বা তাঁকে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে সেই সময় সীমাকালে তিনি তাঁর চাকরিস্থল হইতে অনুপস্থিতি অবকাশ প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হইবেন না অথবা তিনি এরূপ প্রণালীতে কোন ব্যবসা, পেশা, বা বৃত্তি চালাইয়া যাইবেন না বা উহার সহিত নিজেকে সংশ্লিষ্ট করিবেন না যাহা তাঁহার ক্ষমতা সমূহের যথাযথ প্রয়োগের, কৃত্যসমূহের যথাযথ সম্পাদনে বা তাঁহার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহে হস্তক্ষেপ ঘটাইবে বা সম্ভাব্য রূপে হস্তক্ষেপ ঘটাইতে পারে ঃ

অধিকন্তু কোন কর্মকর্তা পদে নির্বাচিত হইবার পর তাঁহাকে তাহার চাকরিস্থল হইতে তিনি রাজ্য সরকারের যে বিভাগ, বা প্রাধিকার বা উদ্যোগ অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে তিনি তাঁহার লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন তৎকর্তৃক তাঁহাকে তাঁহার ঐরূপ পদে যোগদানের তারিখ হইতে কার্যকারিতাক্রমে ঐ পদে তাঁহার সম্পূর্ণ মেয়াদের জন্য লিয়েন বা অনুপস্থিতি-অবকাশ ছুটি লইবার অনুমতি দেওয়া হইবে।

অধিকন্তু শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ স্থায়ী সমিতির মহিলা সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন ঃ

(৩) জিলা পরিষদের সচিব অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সচিবরূপে কার্য করিবেন ঃ

তবে কোন স্থায়ী সমিতির ১৭১ ধারার (২) উপধারার (ক), (খ), (খক), (খখ) এবং (খগ) প্রকরণসমূহে উল্লিখিত সদস্যগণ, রাজ্য সরকারের এক বা একাধিক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্দেশ জারিকৃত হইবে তদনুসারে স্থায়ী সমিতি কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে ঐ উপধারার (গ) প্রকরণে উল্লিখিত সদস্যগণের একজনকে ঐরূপ স্থায়ী সমিতির সচিবরূপে কার্য করিবার জন্য বাছিয়া লইবেন ঃ

পরন্তু এই প্রকরণ অনুযায়ী কোন স্থায়ী সমিতির সচিব বাছিয়া লওয়া পর্যন্ত বা কোন স্থায়ী সমিতির সচিব পদে কোন আকস্মিক পদ শূন্যতাকালীন জিলা পরিষদের সচিব ঐরূপ স্থায়ী সমিতির সচিবরূপে কার্য করিবেন।

(৪) প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সচিব, কর্মাধ্যক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে ঐ স্থায়ী সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

(৫) এই আইনের ১৬৫ ধারায় বা অন্যত্র যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কর্মাধ্যক্ষ—

(ক) জিলা পরিষদের বাজেট ব্যবস্থার মধ্যে স্থায়ী সমিতির আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন সকল পরিকল্প ও কার্য সম্পর্কে বিত্তীয় ও নির্বাহিক প্রশাসনের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) স্থায়ী সমিতির কার্য সম্পর্কে, জিলা পরিষদের কার্যালয় হইতে কোন তথ্য, রিটার্ন, বিবৃতি, হিসাব বা প্রতিবেদন তলব করিবার এবং ঐ জিলা পরিষদের কোন স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার ও উহা পরিদর্শন করিবার অথবা চালু আছে এরূপ ও স্থায়ী সমিতির কৃত্যসমূহ ও কর্তব্যসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কার্য পরিদর্শন করিবার অধিকারী হইবেন;

(গ) স্থায়ী সমিতি কর্তৃক প্রাধিকৃত হইলে, জিলা পরিষদের কোন আধিকারিককে, উহার অধিবেশন উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুজ্ঞাত করিবার অধিকারী হইবেন;

(ঘ) জিলা পরিষদ সাধারণ বা বিশেষ সংকল্প দ্বারা যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ, অন্যান্য কৃত্য সম্পাদন ও অন্যান্য কর্তব্য নির্বাহ করিবেন।

(৬) কর্মাধ্যক্ষকে জিলা পরিষদের তহবিল হইতে রাজ্য সরকার আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্দেশ দিবেন অথবা এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়ম দ্বারা যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ শর্তে ও কড়ারে পারিশ্রমিক ও ভাতা প্রদান করিতে হইবে এবং তিনি সেরূপ সময়সীমা বা সময়সীমাসমূহের জন্য অনুপস্থিতির অবকাশের অধিকারী হইবেন।

(৭) এই আইনে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, বিহিত প্রাধিকার লিখিত কোন আদেশ দ্বারা কোন কর্মাধ্যক্ষকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তাঁহার এরূপ অভিমত হয় যে ঐ কর্মাধ্যক্ষ কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং তিনি তাঁহার চাকরিস্থল হইতে অনুপস্থিতির অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই অথবা এরূপ প্রণালীতে কোন ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশা চালাইতেছেন বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন যাহা যথাযথভাবে তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগে, কৃত্য সম্পাদনে বা কর্তব্য নির্বাহে হস্তক্ষেপ করিবে বা করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ঃ

তবে, বিহিত প্রাধিকার ঐরূপ কোন আদেশ দিবার পূর্বে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিবেদন করিবার সুযোগ দিবেন।

পদত্যাগ।

১৭৩। কোন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বা অন্য কোন সদস্য সভাপতির নিকট লিখিত নোটিস প্রদান করিয়া তাঁহার পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং জিলা পরিষদ কর্তৃক ঐরূপ পদত্যাগ গৃহীত হইবার পর ঐ কর্মাধ্যক্ষ বা ঐরূপ সদস্য তাঁহার পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

আকস্মিক পদশূন্যতা।

১৭৪। যখন পদত্যাগ বা মৃত্যুর কারণে অথবা অন্যথা কোন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের বা কোন সদস্যের পদে শূন্যতা উদ্ভূত হয়, তখন ক্ষেত্রানুযায়ী স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ অন্য একজন কর্মাধ্যক্ষকে বা জিলা পরিষদের সদস্যগণ অন্য একজন সদস্যকে বিহিত প্রণালীতে নির্বাচিত করিবেন। ঐরূপে নির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষ বা সদস্য, তিনি যে ব্যক্তির স্থলে সদস্য হন তাঁহার পদের মেয়াদের অনবসিত অংশের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

অধ্যায় ১৬ অ

কর্মকর্তা ও কর্মাধ্যক্ষের সমন্বয় সমিতি

১৭৪অ। [(সমন্বয় সমিতি) — দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ২০০৩ (২০০৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৮ আইন)-এর ১৫ ধারা দ্বারা বাদ যাইবে।]

অধ্যায় ১৭

সম্পত্তি ও তহবিল

সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা।

১৭৫। কোন জিলা পরিষদের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ রাখিবার ও উহার বিলিব্যবস্থা করিবার এবং সংবিদায় আবদ্ধ হইবার ক্ষমতা থাকিবে ঃ

তবে, স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা বিলিব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে জিলা পরিষদকে বিহিত প্রাধিকারের পূর্বানুমোদন লাভ করিতে হইবে।

কোন জিলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত নির্মাণকার্য উহাতে বর্তাইবে।

১৭৬। কোন জিলা পরিষদ কর্তৃক উহার নিজস্ব তহবিল হইতে নির্মিত সকল সড়ক, ভবন বা অন্য নির্মাণকার্য ঐ জিলা পরিষদে বর্তাইবে।

জিলা পরিষদকে সম্পত্তির বিভাজন।

১৭৭। রাজ্য সরকার কোন জিলা পরিষদকে উহার ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত কোন সরকারী সম্পত্তি বিভাজন করিতে পারিবেন ও তদুপরি ঐরূপ সম্পত্তি ঐ জিলা পরিষদে বর্তাইবে এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবে।

জিলা পরিষদের জন্য ভূমির অর্জন।

১৭৮। যেক্ষেত্রে এই আইনের কোনও উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে কোন জিলা পরিষদের ভূমির আবশ্যক হয়, সেক্ষেত্রে উহা উক্ত ভূমিতে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সহিত ক্রয়ার্থ দরদস্তুর করিতে পারিবেন এবং যদি ঐ জিলা পরিষদ তৎসম্পর্কে ঐকমত্যে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উহা ঐ ভূমি অর্জনের জন্য সমাহর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন যিনি, কোন সার্বজনিক উদ্দেশ্যে ঐ ভূমি আবশ্যক বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইলে ঐ ভূমি দি ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, ১৮৯৪-এর বিধানসমূহ অনুযায়ী অর্জন করিবার জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ ১৮৯৪-এর ১।
করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ ভূমি, অর্জনের পর, ঐ জিলা পরিষদে বর্তাইবে।

জিলা পরিষদ তহবিল।

১৭৯। (১) প্রত্যেক জিলা পরিষদের জন্য ঐ জিলা পরিষদের নাম সম্বলিত একটি জিলা পরিষদ তহবিল গঠিত হইবে এবং উহার অনুকূলে —

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক কৃত অভিদায় ও অনুদান, কিছু থাকিলে তৎসমেত রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে, রাজ্যে সংগৃহীত ভূমি রাজস্বের সেরূপ অংশ;

(খ) কোন পঞ্চায়েত সমিতি বা অন্য কোন স্থানীয় প্রাধিকার কর্তৃক প্রদত্ত অভিদায় ও অনুদান থাকিলে তাহা,

(গ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ অথবা জেলা পরিষদ কর্তৃক উহার পরিসম্পতের প্রতিভূতির ভিত্তিতে সংগৃহীত ঋণ;

(ঘ) জেলায় উদ্‌গৃহীত সড়ক উপকর ও পূর্ত উপকরের আগম;

(ঙ) জিলা পরিষদ কর্তৃক উদ্‌গৃহীত পথকর, অভিকর ও ফীর খাতে সকল প্রাপ্তি;

(চ) জিলা পরিষদের উপর বর্তানো, তৎকর্তৃক নির্মিত বা উহার নিয়ন্ত্রণাধীন ও পরিচালনাধীনে স্থাপিত কোন বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ঔষধালয়, ভবন, প্রতিষ্ঠান বা নির্মাণকার্য সম্পর্কিত সকল প্রাপ্তি;

(ছ) জিলা পরিষদের অনুকূলে দান বা অভিদায়রূপে প্রাপ্ত সকল অর্থাঙ্ক এবং কোন ট্রাস্ট বা উৎসর্জন হইতে কৃত সকল আয়;

(জ) এই আইনের বিধানসমূহ বা তদধীনে প্রণীত উপবিধিসমূহ অনুযায়ী যেরূপ বিহিত হইবে আরোপিত ও আদায়ীকৃত সেরূপ জরিমানা বা অর্থদণ্ড;

(ঝ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণাধীন, দি বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ্ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯১৯-এর ২৫ ধারা অনুযায়ী গঠিত, জেলা চৌকিদারী পারিতোষিক তহবিলের জমা খাতে কিছু অর্থ থাকিলে উহা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জিলা পরিষদ তহবিলে জমা করা হইবে; ১৯১৯-এর বঙ্গীয় আইন ৫।

(ঞ) জিলা পরিষদ কর্তৃক বা তৎপক্ষে গৃহীত অন্য সকল অর্থাঙ্ক জমা করা হইবে।

ব্যাখ্যা।— জিলা পরিষদ উহার তহবিল খাতে —

(ক) পৃথক পৃথক রূপে বা সংযুক্তভাবে কোন ব্যক্তি অথবা জিলা পরিষদের কোন সদস্য বা কর্মকর্তার নিকট হইতে কোন ঋণ, এবং

(খ) পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে কোন ব্যক্তি অথবা জিলা পরিষদের কোন সদস্য বা কর্মকর্তার নিকট হইতে জিলা পরিষদের অধিবেশনে, কোন দান বা অভিদায় গ্রহণ এবং যে উদ্দেশ্যে ঐরূপ দান বা অভিদায় প্রস্থাপিত ও গৃহীত হইতেছে তাহা বিবৃত করিয়া গৃহীত সংকল্পের অনুসরণক্রমে ব্যতীত ও ভিন্ন কোন দান বা অভিদায় গ্রহণ করিবেন না।

(২) প্রত্যেক জিলা পরিষদ —

(i) প্রত্যেক বৎসর আধিকারিক, ও কর্মচারী, এবং নির্বাহিক আধিকারিক, অতিরিক্ত নির্বাহিক আধিকারিক, সচিব বা উপসচিবকে বেতন, ভাতা, ভবিষ্যনিধি ও আনুতোষিক প্রদান সমেত উহার নিজস্ব প্রশাসনিক খরচ মিটাইতে যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে সেরূপ অর্থাঙ্ক প্রত্যেক বৎসর পৃথক করিয়া রাখিবেন ও উহা প্রয়োগ করিবেন;

(ii) (১) উপধারার (i) প্রকরণ অনুযায়ী প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের মধ্যে বিভাজন করিবেন।

(৩) প্রত্যেক জিলা পরিষদের, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, সেরূপ অর্থাঙ্ক ব্যয় করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) জিলা পরিষদ তহবিল জিলা পরিষদে বর্তাইবে এবং ঐ তহবিলের উদ্বর্ত জমা খাতে অর্থপরিমাণ রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে, যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ অভিরক্ষায় রক্ষিত হইবে অথবা উহা সেরূপ প্রণালীতে বিনিয়োগ করা হইবে।

(৫) জিলা পরিষদ সময়ে সময়ে যেরূপ প্রয়োগ করিবেন সেরূপ সাধারণ নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, সময়ে সময়ে, জিলা পরিষদ তহবিল হইতে অর্থ প্রদানের জন্য সকল আদেশ এবং চেক নির্বাহিক আধিকারিকের দ্বারা অথবা নির্বাহিক আধিকারিক কর্তৃক প্রাধিকৃত হইলে অতিরিক্ত নির্বাহিক আধিকারিক, সচিব, উপসচিব বা বিত্তীয় নিয়ন্ত্রক ও মুখ্য গণন আধিকারিকের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে।

সড়ক উপকর ও পূর্ত উপকরের আগম জিলা পরিষদ তহবিলে জমা হইবে।

১৮০। দ্য সেস অ্যাক্ট, ১৮৮০-তে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন জেলায় উদ্‌গৃহীত ও আদায়কৃত সড়ক উপকর ও পূর্ত উপকরের, আগম থাকিলে, উহা উক্ত আইনের ১০৯ ধারায় উল্লিখিত ব্যয় প্রদানের পর, জিলা পরিষদ তহবিলে জমা করা হইবে। ১৮৮০-এর বঙ্গীয় আইন ৯।

পথকর, ফী ও অভিকরের উদ্‌গ্রহণ।

১৮১। (১) রাজ্য সরকার যেরূপ বিহিত করিবেন সেরূপ সর্বাধিক অভিকরের সাপেক্ষে, কোন জিলা পরিষদ —

(ক) উহাতে বর্তানো বা উহার পরিচালনাধীন কোন কাঁচা সড়ক ব্যতীত কোন সড়ক বা সেতুর উপর তৎকর্তৃক স্থাপিত কোন টোল-বারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ, যানবাহন, বা পশু অথবা উহাদের কোন শ্রেণীর উপর পথকর উদ্‌গ্রহণ,

(খ) তৎকর্তৃক স্থাপিত বা উহার পরিচালনাধীন কোন খেয়া সম্পর্কিত পথকর উদ্‌গ্রহণ করিতে পারিবেন,

(গ) নিম্নলিখিত ফী ও অভিকর, যথা ঃ-

(i) নৌকা বা যানবাহনের রেজিস্ট্রিকরণের উপর ফী;

(ii) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে জিলা পরিষদের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে সেরূপ উপাসনাস্থল বা তীর্থযাত্রাস্থান, প্রদর্শমেলা ও মেলায় অনাময়ব্যবস্থা ব্যবস্থিত করিবার জন্য ফী;

(iii) ১৬২ ধারায় উল্লিখিত লাইসেন্সের জন্য ফী;

(iv) যেক্ষেত্রে জিলা পরিষদ কর্তৃক স্বীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে পানীয়, সেচ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়; সেক্ষেত্রে জল-অভিকর,

(v) যেক্ষেত্রে জিলা পরিষদ কর্তৃক স্বীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে সার্বজনিক রাস্তা ও স্থানে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়, সেক্ষেত্রে আলোক-অভিকর;

(vi) ১৫৩ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণের (iii) উপ-প্রকরণ ও

(vii) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান বা সার্বজনিকরূপে উপযোগী নির্মাণকার্যের পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অভিকর উদ্‌গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোন যানবাহন তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি অনুযায়ী অন্য কোন প্রাধিকার কর্তৃক ইতঃপূর্বেই রেজিস্ট্রিকৃত হইয়া থাকে বা যদি অন্য কোন স্থানীয় প্রাধিকার কর্তৃক কোন উপাসনা স্থল বা তীর্থযাত্রাস্থলে, প্রদর্শমেলা বা মেলাতে ইতঃপূর্বেই অনাময়ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে জিলা পরিষদ ঐরূপ কোন যানবাহন রেজিস্ট্রিকরণের ভারগ্রহণ করিবেন না বা তজ্জন্য ফী উদ্‌গ্রহণ করিবেন না ও ঐরূপে অনাময়ব্যবস্থা ব্যবস্থিত করিবেন না।

(৩) পথকর, ফী বা অভিকরের মাত্রা এবং উহা আরোপণের শর্ত ও কড়ার উপবিধিসমূহের দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে সেরূপ হইবে। ঐরূপ উপবিধিসমূহ যেকোন ক্ষেত্রেই সকল বা যেকোন পথকর, ফী বা অভিকর হইতে অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

জিলা পরিষদ ঋণ সংগ্রহ করিতে এবং প্রতিপূরক তহবিল গঠন করিতে পারিবেন।

১৮২। কোন জিলা পরিষদ বলবৎ স্থানীয় প্রাধিকারসমূহ কর্তৃক ঋণসংগ্রহ সম্পর্কে তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধির বিধানসমূহ সাপেক্ষে, রাজ্য সরকারের অনুমোদনসহ, এই আইনের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতিপূরক তহবিল সৃজন করিতে পারিবেন।

জিলা পরিষদ অর্থ ধার করিতে পারিবেন।

১৮২অ। ১৮২ ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন জিলা পরিষদ, ঐ জিলা পরিষদ কর্তৃক তদুদ্দেশ্যে যেরূপ প্রস্তুত করা হইতে পারে, সেরূপ বিনির্দিষ্ট পরিকল্পের ভিত্তিতে স্বীয় উদ্দেশ্যের অগ্রনয়নে রাজ্য সরকার বা ব্যাঙ্ক বা অন্য বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্থ ধার করিতে পারিবেন।

জিলা পরিষদের বাজেট।

১৮৩। (১) প্রত্যেক জিলা পরিষদ যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ সময়ে ও সেরূপ প্রণালীতে প্রতি বৎসর পরবর্তী বৎসরের জন্য উহার প্রাক্কলিত আয় ও সংবিতরণের একটি বাজেট প্রস্তুত করিবেন।

(২) (ক) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রস্তুত বাজেট ইংরেজী ও ঐ জেলার দেশীয় ভাষায় লিখিত হইবে এবং জিলা পরিষদের নির্বাচকগণের নিকট হইতে আপত্তি ও প্রস্তাব আহ্বান করিয়া উভয় ভাষায় বাজেটের প্রতিলিপিসমূহ যেরূপ বিহিত হইবে, জেলার অন্তর্গত সেরূপ প্রমুখ্য স্থানে লটকাইয়া দেওয়া হইবে।

(খ) বাজেটের প্রতিলিপি রাজ্য সরকারের নিকট মতামতের জন্য, কিছু থাকিলে, প্রেরণ করা হইবে।

(গ) জিলা পরিষদ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ের মধ্যে এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে ও বিদ্যমান সদস্যগণের অন্ততঃ অর্ধেকের উপস্থিতিতে, কোন আপত্তি, প্রস্তাব ও মতামত থাকিলে তাহা বিবেচনা করিবেন এবং কোন সংপরিবর্তন থাকিলে তৎসহ বাজেট অনুমোদন করিবেন।

(ঘ) (গ) প্রকরণ অনুযায়ী অনুমোদিত বাজেটের প্রতিলিপি রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

(৩) বাজেট (২) উপধারার (গ) প্রকরণ দ্বারা বা অনুযায়ী বাজেট অনুমোদিত না হইলে কোন ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে না।

অনুপূরক বাজেট। ১৮৪। (১) জিলা পরিষদ প্রত্যেক বৎসর উহার বাজেটের কোন সংপরিবর্তনের ব্যবস্থাকরণার্থ অনুপূরক প্রাক্‌কলন প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং উহা যেরূপ বিহিত হইতে পারে, সেরূপ সময়ে ও সেরূপ প্রণালীতে অনুমোদনের জন্য ঐ উদ্দেশ্যে আহূত বিশেষ অধিবেশনে বিদ্যমান সদস্যগণের অন্ততঃ অর্ধেকের উপস্থিতিতে উহা অনুমোদন করিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী যথা-অনুমোদিত অনুপূরক প্রাক্‌কলনের প্রতিলিপি রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

হিসাবপত্র। ১৮৫। কোন জিলা পরিষদ যেরূপ বিহিত হইতে পারে, সেরূপ হিসাবপত্র সেরূপ প্রণালীতে রক্ষণ করিবে।

অধ্যায় ১৭ অ

দার্জিলিং জেলার জন্য বিশেষ বিধান

দার্জিলিং জেলার জিলা পরিষদ ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং ভঙ্গের পরিণাম। ১৮৫অ। (১) পরিষদ পদাসীন হইবার তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ এই আইন অনুযায়ী গঠিত দার্জিলিং জেলার জন্য জিলা পরিষদ ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং জেলা পরিষদের সদস্যগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) জিলা পরিষদের ঐরূপ ভঙ্গের পর, পরিষদ এই আইন অনুযায়ী জিলা পরিষদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, সকল কর্তব্য নির্বাহ ও সকল কৃত্য সম্পাদন করিবেন।

(৩) এই ধারার (১) উপধারায় বা এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, —

(ক) পরিষদ পদাসীন হইবার পূর্বে এই আইন অনুযায়ী জিলা পরিষদ কর্তৃক কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা, এবং

(খ) জিলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং পরিষদের পদাসীন হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৭ অথবা দি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ অথবা এই আইনের বিধানসমূহ অনুযায়ী, সময়ে সময়ে প্রণীত বা জারিকৃত সকল নিয়ম, আদেশ, উপবিধি ও প্রজ্ঞাপন, ঐরূপ পদাসীন হইবার পর যতদূর পর্যন্ত উহারা দি দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৮৮ বিধানসমূহের সহিত অসমঞ্জস নহে ততদূর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহারা নিরসিত বা সংশোধিত হয়। ১৯৫৭-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ১। ১৯৬৩-র পশ্চিমবঙ্গ আইন ৩৫। ১৯৮৮-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ১৩।

(৪) দি দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৮৮-র ২৯ ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, পরিষদ পদাসীন হইবার অব্যবহিত পূর্বে জিলা পরিষদের সম্পত্তি, তহবিল ও দায়িতা এবং আধিকারিক ও কর্মচারী যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ প্রণালীতে নির্ধারিত এবং পরিষদ ও মহকুমা পরিষদের মধ্যে বিভাজিত হইবে এবং ঐরূপ নির্ধারণ ও বিভাজন চূড়ান্ত হইবে।

(৫) (৪) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশে ঐরূপ পুনর্গঠন কার্যকর করিতে যেরূপ প্রয়োজন হইবে সেরূপ অনুপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

(৬) এই আইনে বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

(ক) দি দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৮৮-র ২৪ ধারায় উল্লিখিত কোন নির্বাহিক ক্ষমতা, পার্বত্য এলাকায় কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা প্রয়োগ করা হইবে না, যদিনা পরিষদ, যেরূপ উহা সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশন দ্বারা, বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন সেরূপ শর্ত ও কড়ারে ঐরূপ ক্ষমতা ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিকে নির্দিষ্ট করেন, এবং

(খ) রাজ্য সরকার, পরিষদের সহিত পূর্ব পরামর্শ ব্যতীত, ২০৭আ ধারায় বা এই আইনের অন্য কোন বিধানে উল্লিখিত কোন বিষয় সম্পর্কে কোন ক্ষমতা, কৃত্য বা কর্তব্য পার্বত্য এলাকার কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিকে নির্দিষ্ট করিবেন না এবং ঐরূপ ক্ষমতা, কৃত্য বা কর্তব্য হস্তান্তরের পর ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক ঐরূপ ক্ষমতার প্রয়োগ, কৃত্য সম্পাদন ও কর্তব্য নির্বাহ সম্পর্কে অবেক্ষণ ও নজরদারির জন্য যেকোন নির্দেশন জারি ও ব্যবস্থাগ্রহণের ক্ষমতা ও প্রাধিকার ঐ পরিষদের থাকিবে।

মহকুমা পরিষদ।

১৮৫আ। (১) দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়ি মহকুমার জন্য রাজ্য সরকার ঐ মহকুমার নাম সম্বলিত একটি মহকুমা পরিষদ গঠন করিবেন।

(২) পার্বত্য এলাকার অন্তর্গত থাকে কোন মহকুমার এরূপ মৌজা বাদে ঐ মহকুমার অভ্যন্তরস্থ ব্লকের এলাকাসমূহ মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত হইবে।

(৩) মহকুমা পরিষদ নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(i) মহকুমার অন্তর্ভুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ, পদাধিকারবলে;

(ii) মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যেকটি ব্লকের ভোটদাতাগণের সংখ্যার ভিত্তিতে যেরূপ বিহিত হইতে পারে তিনের অনধিক সেরূপ সংখ্যক ব্যক্তি যাঁহারা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে প্রস্তুত ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কোন নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যেরূপ ঘোষণা করিবেন সেরূপ তারিখে বলবৎ ঐ মহকুমা পরিষদের এলাকার মধ্যে কোন ব্লক সম্পর্কে নির্বাচক তালিকায় যাঁহাদের নাম থাকে সেই ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে ঐ ব্লকের অন্তর্গত ঐ নির্বাচনক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট নির্বাচক তালিকায় যাঁহাদের নাম থাকে সেই ব্যক্তিগণ দ্বারা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে ও প্রণালীতে গোপন ব্যালটে নির্বাচিত হন; ঐরূপ ব্লক তদুদ্দেশ্যে বিহিত প্রাধিকার কর্তৃক বিহিত প্রণালীতে নির্বাচনক্ষেত্রসমূহে বিভক্ত হইবে ঃ

তবে কোন মহকুমা পরিষদ এলাকার তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত হইবে এবং ঐরূপে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ঐ মহকুমা পরিষদের মোট জনসংখ্যার সহিত ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ মহকুমা পরিষদ এলাকার তফসিলী জাতির বা তফসিলী জনজাতির বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জনসংখ্যার যে অনুপাত হইবে ঐ মহকুমা পরিষদে নির্বাচন দ্বারা পুরণীয় মোট আসনসংখ্যার সহিত যথাসম্ভব নিকটতমরূপে, এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রণীত হইবে সেরূপ নিয়মাবলী অনুসারে সেই একই অনুপাত থাকিবে এবং ঐ আসনসমূহ তফসিলী জাতির বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের

জনসংখ্যা সংবলিত যে যে নির্বাচনক্ষেত্র ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ নির্বাচনক্ষেত্রের মোট জনসংখ্যার সহিত তফসিলী জাতির বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের মোট জনসংখ্যার যে অনুপাত হয় তাহার অন্যূন অর্ধেক অনুপাত বহন করে সেরূপ বিভিন্ন নির্বাচনক্ষেত্রের মধ্যে যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে আবর্তনক্রমে বিভাজন সাপেক্ষে হইবে ঃ

পরন্তু, হউক বা সংযুক্তভাবেই হউক তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত মোট আসনসংখ্যা প্রথম অনুবিধি অনুসারে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে যথা-নির্ধারিত মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হইবে না ঃ

অধিকন্তু তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে আসনসমূহের সংরক্ষণ প্রথম পর্যায়ে প্রথম অনুবিধির বিধানসমূহ অনুসরণ করিয়া মহকুমা পরিষদের মোট আসনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে নির্ধারিত হইবে এবং তাহার পর অবশিষ্ট সংখ্যক আসন মোট আসনের পঞ্চাশ শতাংশের সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের মোট জনসংখ্যার সহিত ঐ মহকুমা পরিষদ এলাকার মোট জনসংখ্যার অনুপাত সাপেক্ষে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত হইবে ঃ

অধিকন্তু, যদি ও যখন, প্রথম অনুবিধি অনুসারে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে ঐ মহকুমা পরিষদে মোট আসন সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হয় তাহা হইলে ও তখন তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে ঐরূপ সংরক্ষিত আসনসমূহ ঐ মহকুমা পরিষদে মোট আসন সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের সর্বোচ্চসীমার মধ্যে ঐ মহকুমা পরিষদ এলাকার মোট জনসংখ্যার সহিত তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জনসংখ্যার অনুপাতের একই অনুপাতে বিভাজিত হইবে ঃ

অধিকন্তু, যখন ক্ষেত্রানুযায়ী প্রথম অনুবিধি বা চতুর্থ অনুবিধি অনুসারে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা পৃথকভাবে বা সংযুক্তরূপে ঐ মহকুমা পরিষদে মোট আসন সংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ পৌঁছায়, তখন ঐ মহকুমা পরিষদ এলাকায় অনগ্রসর শ্রেণীর জনসংখ্যার বড়মাপের অনুপাত থাকা সত্ত্বেও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অনুকূলে কোন আসনসমূহের সংরক্ষণ করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু, তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত মোট আসন সংখ্যার কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতম রূপে অর্ধেক কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে এরূপ সংখ্যক আসন ক্ষেত্রানুযায়ী তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ঃ

অধিকন্তু, ঐ মহকুমা পরিষদে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষিত আসন সমেত মোট আসন সংখ্যার কার্যতঃ যথাসম্ভব নিকটতমরূপে অর্ধেক কিন্তু অর্ধেকের অধিক নহে এরূপ আসন মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত হইবে এবং মহিলাগণের জন্য ঐরূপে সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচনক্ষেত্র যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ প্রণালীতে আবর্তনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে ঃ

অধিকন্তু, এই উপধারার পূর্বগামী বিধানসমূহে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যখন যথা-পূর্বোক্ত প্রণালীতে কোন মহকুমা পরিষদে নির্বাচিত হইবেন এরূপ সদস্যগণের সংখ্যা নির্ধারিত হয় অথবা যখন ঐ মহকুমা পরিষদে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত হয় তখন ঐরূপ নির্ধারিত সদস্যগণের সংখ্যা বা ঐরূপে সংরক্ষিত আসন সংখ্যাসমূহের সংখ্যা আনুক্রমিক দুইটি সাধারণ নির্বাচনের জন্য পরিবর্তন করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু, তফসিলী জাতি বা তফসিলী জনজাতি বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের কোন সদস্য এবং এরূপ কোন মহিলা যাঁহার জন্য এই উপধারা অনুযায়ী আসন সংরক্ষিত হয় তিনি কোন কোন মহকুমা পরিষদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইলে ঐরূপে সংরক্ষিত নহে এরূপ কোন আসনে নির্বাচিত হইবার জন্য নির্যোগ্য হইবেন না ঃ

অধিকন্তু, মহকুমা পরিষদে সকল ব্লকের জনসংখ্যা ও ঐ মহকুমা পরিষদে নির্বাচনক্ষেত্রের সংখ্যার মধ্যে অনুপাত, যতদূর কার্যত সম্ভব, কোন জিলা পরিষদের সহিত একই হইতে হইবে এরূপ প্রণালীতে নির্বাচনক্ষেত্রের বিভাগ করিতে হইবে ঃ

অধিকন্তু, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার যেকোন সময়ে কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া মহকুমা পরিষদের সদস্য সংখ্যা নূতনভাবে নির্ধারণ করিবার বা ঐ মহকুমা পরিষদের নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের সংখ্যার আবর্তনের ভিত্তিতে পুনরায় সংরক্ষণ করিয়া কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক ঐরূপ আদেশ জারি হইবার পর সদস্য সংখ্যার নির্ধারণ ও নির্বাচনক্ষেত্রের সংখ্যার সংরক্ষণ পরবর্তী দুইটি আনুক্রমিক সাধারণ নির্বাচনের জন্য পরিবর্তন করা হইবে না ঃ

অধিকন্তু, ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৩৪-এ বিনির্দিষ্ট সময়সীমা অবসানের পর তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধানসমূহের আর কার্যকারিতা থাকিবে না এবং অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধানসমূহের যে তারিখে রাজ্য বিধানমন্ডল অধিনিয়ম দ্বারা এতৎপক্ষে ঐরূপ মীমাংসা স্থির করেন সেই তারিখ হইতে আর কার্যকারিতা থাকিবে না।

(iii) মন্ত্রী বা যুগপৎভাবে প্রত্যক্ষরূপে মহকুমা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য নহেন মহকুমা বা উহার কোন অংশের অন্তর্গত (পার্বত্য এলাকার অংশ বাদে) কোন নির্বাচনক্ষেত্র হইতে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার এরূপ নির্বাচিত সদস্যগণ, পদাধিকারবলে।

(iv) পার্বত্য এলাকায় অন্তর্গত স্থান বাদে মহকুমার কোন ব্লকের এলাকার মধ্যে নির্বাচকরূপে রেজিস্ট্রিকৃত, রাজ্যসভার এরূপ সদস্যগণ, যাঁহারা মন্ত্রী নহেন।

(৪) এই ধারা অনুযায়ী গঠিত মহকুমা পরিষদ সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবে এবং কোরাম হইবার ভিত্তিতে উহার প্রথম যে অধিবেশনে কোরাম থাকে তাহার তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ পদাসীন হইবেন।

(৫) মহকুমা পরিষদ যাহার নিরবচ্ছিন্ন উত্তরাধিকার ও সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং একটি নিগমিত সংস্থা হইবে এবং উহা নিগমিত নামে মোকদ্দমা করিতে পারিবে ও তদ্বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা যাইবে।

(৬) এই আইনে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,--

(ক) মহকুমা পরিষদ পদাসীন হইবার পূর্বে এই আইন অনুযায়ী জিলা পরিষদ কর্তৃক কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা, এবং

(খ) জিলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৭ বা দি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ বা এই আইনের বিধানসমূহ অনুযায়ী সময়ে সময়ে প্রদত্ত বা জারিকৃত এবং এই আইন অনুযায়ী মহকুমা পরিষদ পদাসীন হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকা সকল নিয়ম, আদেশ, উপবিধি ও প্রজ্ঞাপন, ঐরূপে পদাসীন হইবার পর, মহকুমা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং যতদূর পর্যন্ত উহারা এই আইনের বিধানসমূহের সহিত অসমঞ্জস্য না হয় ততদূর পর্যন্ত বলবৎ থাকিয়া যাইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহারা নিরসিত বা সংশোধিত হয়।

১৯৫৭-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ১।
১৯৬৩-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ৩৫।

(৭) (ক) মহকুমা পরিষদের স্থায়ী সমিতি থাকিবে, যথা-- অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি।

(খ) মহকুমা পরিষদের, উহা রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে যেরূপ গঠন করিতে পারেন, সেরূপ অন্য স্থায়ী সমিতি বা সমিতিসমূহ থাকিতে পারে।

(গ) স্থায়ী সমিতি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে ঃ--

(i) সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি, পদাধিকারবলে;

(ii) মহকুমা পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক বিহিত প্রণালীতে তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন এরূপ তিনজন ব্যক্তি;

(iii) রাজ্য সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা নিগমের আধিকারিক হন সেরূপ সংখ্যক ব্যক্তিগণ অথবা যেরূপ রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষীকৃত জ্ঞানসম্পন্ন সেরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

(ঘ) সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি ভিন্ন কোন ব্যক্তি দুই-এর অধিক স্থায়ী সমিতির সদস্য হইবেন না।

(ঙ) ১৭১ ধারার (৪) হইতে (৭) উপধারার সকল বিধান এবং ১৭২ হইতে ১৭৪ ধারা, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, এই ধারা অনুযায়ী গঠিত স্থায়ী সমিতির প্রযোজ্য হইবে।

(৮) ধারা ১৪১ হইতে ১৫২, ১৫৩ হইতে ১৬৫, ১৬৬ হইতে ১৭০, ১৭৫ হইতে ১৮৫, ১৮৬ হইতে ১৯৬, ১৯৬অ, ১৯৬আ, ১৯৭, ১৯৭অ, ১৯৭আ, ১৯৮ হইতে ২০২, ২০২অ, ২০৩ হইতে ২১৬, ২২০ হইতে ২২১ এবং ২২৩ ধারার সকল বিধান, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ মহকুমা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ভাগ ৫

অধ্যায় ১৮

নিরীক্ষা

তহবিলের হিসাবপত্রের নিরীক্ষা।

১৮৬। (১) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের তহবিলের হিসাবপত্র, রাজ্য সরকার যেরূপ বিহিত করিতে পারেন সেরূপ সময়ে ও স্থানে সেরূপ প্রসার পর্যন্ত ও সেরূপ প্রণালীতে রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত তহবিল নিরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইবে।

(২) এই ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত নিরীক্ষক ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২১ ধারার অর্থে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন। ১৮৬০-এর ৪৫।

নিরীক্ষা করিতে হিসাবপত্রের উপস্থাপন।

১৮৭। ক্ষেত্রানুযায়ী প্রধান, সভাপতি বা সভাধিপতি নিরীক্ষক কর্তৃক যেরূপ অনুজ্ঞাত হইবে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের তহবিলের ঐরূপ সকল হিসাবপত্র নিরীক্ষকের নিকট উপস্থাপন করিবেন বা করাইবেন।

নিরীক্ষকের ক্ষমতা।

১৮৮। (১) এই আইন অনুযায়ী নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, কোন নিরীক্ষক--

(i) লিখিতভাবে তাঁহার সমক্ষে এরূপ কোন দস্তাবেজের উপস্থাপন বা কোন তথ্যের সরবরাহ। লিখিত রূপে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন, যাহা তিনি নিরীক্ষার সঠিক অনুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক বিবেচনা করেন।

(ii) ঐরূপ কোন দস্তাবেজের জন্য দায়বদ্ধ অথবা উহার অভিরক্ষা বা নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এবং স্বয়ং বা তাঁহার কোন অংশীদারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সদস্যগণের সহিত, তদ্দ্বারা বা তৎপক্ষে কৃত কোন সংবিদায় যাঁহার কোন অংশ বা স্বার্থ থাকে এরূপ কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সমক্ষে স্বশরীরে উপস্থিত হইতে লিখিতরূপে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন; এবং

(iii) তাঁহার সমক্ষে ঐরূপে উপস্থিত ব্যক্তিকে ঐরূপ দস্তাবেজ সম্পর্কে ঘোষণা ও উহাতে স্বাক্ষর করিতে বা কোন প্রশ্নের জবাব দিতে বা কোন বিবৃতি প্রস্তুত ও উপস্থাপন করিতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি (১) উপধারা অনুযায়ী নিরীক্ষক কর্তৃক কৃত অধিযাচন পালন করিতে অবহেলা করেন বা অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে নিরীক্ষক যে কোন সময়ে বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন মহকুমা আধিকারিক বা পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জিলা পরিষদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেষণ করিতে পারেন এবং তদুপরি ক্ষেত্রানুযায়ী মহকুমা আধিকারিক বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিভাগীয় কমিশনার তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, নিরীক্ষক কর্তৃক কৃত অধিযাচন পালন করিতে অবহেলাকারী বা অস্বীকৃত হওয়া ব্যক্তিকে সেরূপ নির্দেশ জারি করিবার ক্ষমতাপন্ন হইবেন এবং ঐরূপ নির্দেশ ঐরূপ ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যকর হইবে।

অর্থদন্ড।

১৮৯। কোন ব্যক্তি যিনি যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ সময়ের মধ্যে ১৮৮ ধারা অনুযায়ী নিরীক্ষক কর্তৃক কৃত অধিযাচন পালন করিতে অবহেলা করেন বা অস্বীকৃত হন তিনি, কোন আদালত কর্তৃক দোষসিদ্ধির পর অধিযাচনে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক দফা সম্পর্কে একশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দন্ডনীয় হইবেন।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন।

১৯০। (১) এই আইন অনুযায়ী কোন নিরীক্ষা সম্পূর্ণ হইবার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে নিরীক্ষক উহার প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের ক্ষেত্রানুযায়ী প্রধান, সভাপতি বা সভাধিপতির নিকট ঐ প্রতিবেদন এবং উহার একটি প্রতিলিপি রাজ্য সরকারের নিকট পাঠাইবেন।

(২) নিরীক্ষক তাঁহার প্রতিবেদনের সহিত––

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত সহায়ক অনুদান এবং উহা হইতে নির্বাহিত ব্যয়;

(খ) কোন সারবান অনৌচিত্য বা অনিয়মিততা যাহা তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের ব্যয়ে বা উহার প্রাপ্য অর্থাদি আদায়ে বা উহার হিসাবপত্রে লক্ষ্য করেন;

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কর্তৃক মালিকানাধীন বা উহার উপর বর্তানো অর্থ বা অন্য সম্পত্তির ক্ষতি বা অপচয় দর্শাইয়া এরূপ এখটি বিবৃতি সংলগ্ন করিবেন।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা।

১৯১। (১) ১৯০ ধারায় উল্লিখিত প্রতিবেদনের প্রাপ্তি হইতে দুই মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কোন অধিবেশনে, ঐ প্রতিবেদনে প্রদর্শিত গুরুত্বপূর্ণ কোন ত্রুটি বা অনিয়মিততার প্রতিকার করিবেন এবং নিরীক্ষককে তৎকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানাইবেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কোন ত্রুটি বা অনিয়মিততা অপসারিত না হওয়ার বিষয়ে কারণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন।

(২) যদি নিরীক্ষক (১) উপধারায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের নিকট হইতে কোন তথ্য প্রাপ্ত না হন অথবা যদি যথা-পূর্বোক্ত ত্রুটি বা অনিয়মিততার প্রতিকার না হইবার জন্য তৎকর্তৃক প্রদত্ত কারণ বা ব্যাখ্যা নিরীক্ষক কর্তৃক পর্যাপ্তরূপে বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে নিরীক্ষক যদি তিনি ১৯২ ধারার দ্বারা তাঁহার উপর অর্পিত ক্ষমতা ইতঃপূর্বে প্রয়োগ না করিয়া থাকেন বা উহা প্রয়োগের জন্য প্রস্তাব না করেন, তাহা হইলে তিনি বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন মহকুমা আধিকারিক বা পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জিলা পরিষদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেষণ করিবেন এবং তদুপরি ক্ষেত্রানুযায়ী মহকুমা আধিকারিক বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিভাগীয় কমিশনার যেরূপ তিনি উপযুক্ত মনে করিবেন ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে সেরূপ নির্দেশন জারি করিবেন।

(২অ) যদি (১) উপধারা অনুযায়ী নির্দেশন জারির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের নিকট হইতে কোন তথ্য প্রাপ্ত না হওয়া যায় অথবা যদি ১৯০ ধারায় উল্লিখিত প্রতিবেদনে প্রদর্শিত গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি বা অনিয়মিততা অপসারণ না করিবার জন্য তৎকর্তৃক প্রদত্ত কারণ বা ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রানুযায়ী মহকুমা আধিকারিক বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিভাগীয় কমিশনার--

(i) যথা-পূর্বোক্ত প্রতিবেদন বিষয়ে আলোচনার জন্য সদস্যগণকে সাত দিনের নোটিস দিয়া ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের বিশেষভাবে একটি অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং ঐরূপ অধিবেশনের জন্য পর্যবেক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি ঐরূপ অধিবেশনের এক সপ্তাহের মধ্যে অধিবেশনের কার্যবাহের বিষয়ে তৎকর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত লিখিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন;

(ii) ক্ষেত্রানুযায়ী ১৯২অ, ১৯৬আ, ২১৩ ধারা বা ২১৪ ধারা অনুযায়ী যথাযোগ্য ব্যবস্থার জন্য তাঁহার সুপারিশসহ বিষয়টি রাজ্য সরকারের নিকট প্রেষণ করিবেন ঃ

তবে, ক্ষেত্রানুযায়ী মহকুমা আধিকারিক বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিভাগীয় কমিশনার, ১৯২অ, ১৯৬আ, ২১৩ ধারা বা ২১৪ ধারার সবকটি বা যেকোনটি অনুযায়ী সুপারিশ করিতে পারিবেন।

(৩) রাজ্য সরকার, উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন তদুপরি সেরূপ আদেশ প্রদান করিবার জন্য ক্ষমতাপন্ন হইবেন। রাজ্য সরকারের আদেশ ১৯২ ও ১৯৩ ধারায় যেরূপ ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতীত চূড়ান্ত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ তদনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) যদি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ উহাতে বিনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আদেশ পালন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে রাজ্য সরকার আদেশ পালন করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ ব্যক্তিকে প্রদেয় পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিতে পারিবেন এবং নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, আদেশ পালন করিবার জন্য ঐরূপ পারিশ্রমিক ও নির্বাহিত কোন খরচ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রদত্ত হইবে।

(৫) (৪) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন ব্যক্তি, আদেশ পালন করিবার উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কর্তৃক প্রযুক্ত হইতে পারিত এরূপ যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনের স্থাপন।

১৯১অ। প্রত্যেক বৎসরের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন, ও তৎসহ গৃহীত ব্যবস্থার প্রতিবেদন রাজ্য সরকার কর্তৃক উহা প্রাপ্ত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র রাজ্য বিধানমন্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

নিরীক্ষকের অধিভার, ইত্যাদির ক্ষমতা।

১৯২। (১) নিরীক্ষক তৎকর্তৃক বিনির্দিষ্ট হইবে এরূপ কোন সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিবার সুযোগ দিবার পর এবং ঐরূপ ব্যাখ্যা বিবেচনা করিবার পর বিধির বিপরীত হয় হিসাবের এরূপ প্রত্যেক দফা নামঞ্জুর করিবেন এবং অবৈধ অর্থ পরিশোধকারী বা অবৈধরূপে অর্থ পরিশোধ করিতে প্রাধিকৃত করেন এরূপ ব্যক্তির উপর উহা অধিভার করিবেন এবং কোন ব্যক্তির অবহেলা বা অসদাচরণের ফলে কোন লোকসানের অর্থপরিমাণের জন্য দায়ী ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রভাবিত করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থপরিমাণ শংসিত করিবেন ঃ

তবে, যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অর্থপরিমাণ পঁচিশ টাকার অধিক হয় না সেক্ষেত্রে নিরীক্ষক স্ববিবেচনায় অধিভার বা প্রভার মকুব করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী পরবর্তীতে নামঞ্জুর হয় এরূপ কোন ব্যয় প্রাধিকৃত করিয়া অথবা যেকার্যের ফলে ঐরূপ ব্যয় হয় তাহা প্রাধিকৃত করিয়া প্রস্তাব বা সংকল্প গৃহীত হয় এরূপ কোন অধিবেশনে উপস্থিত ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ অথবা স্থায়ী সমিতি, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কোন সদস্য এই ধারার প্রয়োজনে ঐরূপ ব্যয় প্রাধিকৃতকারী ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবেন যদি তাঁহার অসম্মতি কার্যবাহে অভিলিখিত না হইয়া থাকে। ঐরূপ সকল ব্যক্তিকে সংযুক্তভাবে বা পৃথক পৃথকরূপে ঐরূপ ব্যয়ের জন্য দায়ী বলিয়া ধরা হইবে।

(৩) নিরীক্ষক (১) উপধারা অনুযায়ী কৃত প্রত্যেক নামঞ্জুরী, অধিভার ও প্রভারের কারণ অভিলিখিত করিবেন এবং যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে বকেয়া অর্থপরিমাণের শংসাপত্র এবং তাঁহার সিদ্ধান্তের কারণের প্রতিলিপি ঐ ব্যক্তির নিকট পাঠাইবেন যাঁহার সম্পর্কে ঐ শংসাপত্র কৃত হয় এবং উহার প্রতিলিপি ক্ষেত্রানুযায়ী প্রধান, সভাপতি বা সভাধিপতি ও রাজ্য সরকারের নিকটও দাখিল করিবেন।

(৪) রাজ্য সরকার স্বপ্রণোদনায় ও তৎকর্তৃক শংসাপত্রের প্রতিলিপি প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে নিরীক্ষক কর্তৃক কৃত কোন নামঞ্জুরী, অধিভার বা প্রভার ও তৎসম্পর্কিত কোন শংসাপত্র খারিজ বা সংপরিবর্তন করিতে পারিবেন।

অবৈধ পরিশোধকারী বা পরিশোধ করিতে প্রাধিকৃতকারী ব্যক্তি অপসারিত হইবেন।

১৯২অ। যদি বিধির বিপরীত কোন হিসাবের কোন দফা কোন অবৈধ পরিশোধকারী বা পরিশোধ করিতে প্রাধিকৃতকারী কোন ব্যক্তির উপর অধিভার করা হয় অথবা কোন ব্যক্তির অবহেলা বা অসদাচরণের ফলে নির্বাহিত কোন লোকসান হওয়া অর্থপরিমাণের জন্য দায়ী হইবার কারণে ঐ ব্যক্তিকে প্রভারিত করা হয় তাহা হইলে তিনি এই আইনের অন্য কোন বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া, ২১৩ ধারা অনুযায়ী অপসারিত হইবার দায়িতাধীন হইবেন, এবং ঐরূপ অপসারণের পর ঐরূপ ব্যক্তি, রাজ্য সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা যেরূপ আদেশে বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ মেয়াদের জন্য কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কোন সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার জন্য নির্যোগ্য হইতে পারেন ঃ

তবে, রাজ্য সরকার এই উপধারা অনুযায়ী কোন আদেশ দানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ প্রদান করিবেন :

পরন্তু, এই উপধারা অনুযায়ী কোন আদেশ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

আপীল।

১৯৩। (১) যে ব্যক্তির নিকট হইতে ১৯২ ধারা অনুযায়ী কোন অর্থাঙ্ক নিরীক্ষক কর্তৃক প্রাপ্য রূপে শংসিত হইয়াছে সেই ব্যক্তি, তদদ্বারা ঐ শংসপত্র প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে যে নামঞ্জুরী, অধিভার বা প্রভার সম্পর্কে ঐ শংসাপত্র কৃত হইয়াছিল তাহা খারিজ বা সংপরিবর্তন করিবার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং রাজ্য সরকার তাহার উপর যেরূপ উহা উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে ১৯২ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত এরূপ কোন ব্যক্তি যাঁহাকে কোন অবৈধ ব্যয়ের প্রাধিকৃতকারী রূপে অধিভার করা হইয়াছে সেরূপ ব্যক্তি রাজ্য সরকারের নিকট এই ধারা অনুযায়ী আপীল করেন, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যদি উহার প্রতীতিক্রমে প্রমাণিত হয় যে ঐরূপ ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে ঐ সংকল্প বা প্রস্তাবের সমর্থনে ভোটদান করিয়াছিলেন তাহা হইলে ঐরূপ অধিভার খারিজ করিবেন।

শংসিত অর্থাঙ্কের প্রদান।

১৯৪। (১) ১৯২ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তির নিকট হইতে নিরীক্ষক কর্তৃক প্রাপ্য রূপে শংসিত অর্থাঙ্ক অথবা যেক্ষেত্রে ১৯৩ (১) ধারার উপধারা অনুযায়ী কোন আপীল করা হয় সেক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য রূপে রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ আদিষ্ট হইবে সেরূপ অর্থাঙ্ক ঐরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষেত্রানুযায়ী শংসিতকরণ বা আদেশের তারিখের দুই মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের নিকট প্রদত্ত হইবে, যাহা ঐ অর্থাঙ্ক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, সমিতি বা জিলা পরিষদের তহবিলে জমা করিবেন।

(২) (১) উপধারার বিধানসমূহ অনুসারে প্রদত্ত হয় নাই এরূপ কোন অর্থাঙ্ক সরকারী প্রাপ্যরূপে আদায়যোগ্য হইবে এবং জিলা সমাহর্তা, দি বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩-এর ৪ ধারার উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তিরূপে গণ্য হইবেন যাঁহার নিকট ঐরূপ প্রাপ্য প্রদেয় হইবে।

১৯১৩-এর বঙ্গীয় আইন ৩।

(৩) জিলা সমাহর্তা (২) উপধারা অনুযায়ী তৎকর্তৃক আদায়কৃত কোন অর্থাঙ্ক সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে প্রদান করিবেন।

তহবিল হইতে কিছু কিছু খরচ ও ব্যয় প্রদেয় হইবে।

১৯৫। (১) ১৮৮ ধারা অনুযায়ী নিরীক্ষকের কোন অধিযাচন পালনে এবং ১৮৯ ধারা অনুযায়ী কোন অপরাধীর অভিযুক্তিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কর্তৃক নির্বাহিত সকল ব্যয় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ তহবিল হইতে প্রদত্ত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ১৪৪ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়কৃত না হইলে কোন অর্থাঙ্ক আদায়ের জন্য কার্যবাহের সম্পর্কে জিলা সমাহর্তা কর্তৃক নির্বাহিত সকল ব্যয় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রদত্ত হইবে।

(৩) যদি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সেরূপ সময়সীমার মধ্যে (১) ও (২) উপধারায় উল্লিখিত খরচ প্রদান করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের তহবিল বা উহার কোন অংশ ক্রোক করিতে পারিবেন।

(৪) ঐরূপ ক্রোকের পর রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত কোন আধিকারিক ব্যতীত কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত তহবিল বা উহার কোন অংশের সহিত কোন প্রকার লেনদেন করিবেন না, কিন্তু ঐরূপ আধিকারিক ঐ ক্রোক করা না হইয়া থাকিলে (১) উপধারায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ যেরূপ কার্য করিতে পারিতেন, তৎসম্পর্কে সেরূপ সকল কার্য করিতে পারিবেন এবং ঐ ক্রোক ও পরবর্তী কোন কার্যবাহের ফলে বকেয়া খরচ, ঐরূপ খরচ হইতে উদ্ভুত সুদ ও অতিরিক্ত কোন খরচ মিটাইবার জন্য ঐ তহবিলের আগম প্রয়োগ করিতে পারিবেন:

তবে, যে প্রভার বা ঋণের জন্য ক্রোককৃত তহবিল বিধি অনুসারে পূর্বে দায়িতাধীন ছিল তাহাকে ঐরূপ ক্রোক বিফল বা ক্ষুন্ন করিবে না কিন্তু এই ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে প্রদেয় ব্যয় ও খরচ মিটাবার জন্য তহবিলের আগমের কোন অংশ প্রয়োগ হইবার পূর্বে ঐরূপ সকল পূর্ববর্তী প্রভার ও ঋণ ঐরূপ তহবিলের আগম হইতে প্রদত্ত হইবে।

পূর্বমঞ্জুরি বিনা কিছু কিছু খরচ তহবিলের ক্ষেত্রে প্রভারযোগ্য হইবে না।

১৯৬। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কোন সদস্য রাজ্য সরকারের পূর্বমঞ্জুরি বিনা নিরীক্ষক কর্তৃক যে অধিভার সম্পর্কে শংসাপত্র প্রদত্ত হয়, তাহার বিরুদ্ধে কোন আপীল বা কার্যবাহ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ তহবিল হইতে কোন ব্যয় নির্বাহ করিবেন না।

হিসাবপত্রের আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা।

১৯৬অ। (১) ১৮৬ ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের তহবিলের হিসাবপত্র রাজ্য সরকার যেরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন সেরূপ প্রণালীতে রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত কোন আধিকারিক কর্তৃক পর্যাবৃত্তভাবে সংগঠিত, পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইবে।

(২) হিসাবপত্রের ঐরূপ আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন, ঐ আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সমাপনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ এবং যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্য পদস্থ কর্মচারিগণের নিকট প্রেরিত হইবে এবং যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের অধিবেশনে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ, ঐরূপ অধিবেশনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারের নিকট যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ প্রণালীতে আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বিষয়ে জবাব পাঠাইবেন।

হিসাবপত্রের বিশেষ নিরীক্ষা।

১৯৬আ। ১৮৬ ও ১৯৬অ ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, রাজ্য সরকার, উহা যেরূপ নির্দেশ দিতে পারেন, সেরূপ প্রাধিকার কর্তৃক কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের তহবিলের হিসাবপত্রের বিশেষ নিরীক্ষার নির্দেশ জারি করিতে পারিবেন।

কাজকর্ম সম্পর্কিত নিরীক্ষা।

১৯৬ই। (১) নিরীক্ষা সম্পর্কিত অধ্যায়ের অন্য বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের দ্বারা উপযোগকৃত তহবিলের কাজকর্ম নিরীক্ষার জন্য ক্রিয়া বিধি রাজ্য সরকার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা যেরূপ বিহিত হইবে বা যেরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন সেরূপ প্রণালীতে রচিত হইবে।

(২) (১) উপধারায় উল্লিখিত কাজকর্ম-নিরীক্ষা প্রাসঙ্গিক নিয়ম, আদেশ ও নির্দেশিকা অনুযায়ী যেরূপ প্রযোজ্য হইতে পারে, সেরূপ প্রমাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া তহবিলের উপযোগ, সম্পাদিত কার্যের গুণমান, সৃষ্ট পরিসম্পদের উপযোগিতা এবং এরূপ হিতের ন্যায্য বণ্টনের সহিত সম্পাদিত কার্য হইতে উদ্ভূত ঐরূপ হিতের সহিত সম্পর্কিত হইবে।

সামাজিক নিরীক্ষা।

১৯৬ঈ। (১) নিরীক্ষা সম্পর্কিত অধ্যায়ের অন্য বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের উপযোগকৃত তহবিলের সামাজিক নিরীক্ষার জন্য ক্রিয়া-বিধি রাজ্য সরকার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা যেরূপ বিহিত হইতে পারে বা যেরূপ উহা নির্দেশ দিবেন, সেরূপ প্রণালীতে রচিত হইবে।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে গঠিত সামাজিক নিরীক্ষা দল কার্যের নিষ্পাদন, নিষ্পাদিত কার্যের গুণমান ও উপযোগিতা বা ব্যবস্থিত পরিষেবা এবং হিতের ন্যায্য বণ্টন সুনিশ্চিত করিয়া সম্পাদিত কার্য হইতে উৎপাদিত ঐরূপ হিত সম্পর্কে নজরদারি করিবেন।

ভাগ ৬

অধ্যায় ১৯

বিবিধ

শপথ বা প্রতিজ্ঞা।

১৯৭। ৯৪ ধারার (২) উপধারার (i) ও (iii) প্রকরণে এবং ১৪০ ধারার (২) উপধারার (i), (iii) ও (iv) প্রকরণে উল্লিখিত কোন সদস্য ভিন্ন কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের প্রত্যেক সদস্য তাঁহার আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ প্রাধিকারীর সমক্ষে তৃতীয় তফসিলে ঐ উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত ফরম অনুসারে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিবেন ও উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

কোন নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ বাতিল হইলে বা অনুষ্ঠিত না হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত সদস্য কৃত্য করিবেন।

১৯৭অ। এই আইনে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,-

(ক) যদি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচনক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ বাতিল হয় বা উহা অনুষ্ঠিত না করা যায় অথবা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হইলেও উহা যেরূপ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন সেরূপ সময়সীমার মধ্যে ঐরূপ নির্বাচনের পরিণতি কোন কারণে ঘোষণা না করা যায় তাহা হইলে রাজ্য সরকার, যদি তিনি দেখেন যে ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা পদভার গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপন্ন তাহা হইলে উহা এই আইনে ব্যবস্থিত প্রণালীতে ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের গঠন প্রজ্ঞাপিত করিতে পারিবেন এবং ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ যথাক্রমে ৪ ধারা, ৯৪ ধারা বা ১৪০ ধারা অনুযায়ী গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের পরবর্তীকালে নির্বাচিত কোন সদস্যের নাম সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবে এবং ঐরূপ সদস্য পদভার গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন এবং তিনি যথাক্রমে ৭ ধারার (১) উপধারা, ৯৬ ধারার (১) উপধারা বা ১৪১ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত অনবসিত পাঁচ বৎসরের অনবসিত সময়সীমার জন্য সদস্য থাকিবেন।

পৌরসংঘ, ইত্যাদিতে কোন নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্তি হইলে সদস্যপদের অবসান।

১৯৭আ। (১) ৭, ৯৬ ও ১৪১ ধারার বিধানসমূহ থাকা সত্ত্বেও, যদি কোন সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কোন নির্বাচনক্ষেত্রের সমগ্র এলাকা কোন পৌরসংঘ বা নগর কমিটি বা কোন সেনানিবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের ঐরূপ নির্বাচনক্ষেত্র হইতে নির্বাচিত সদস্য ঐরূপ অন্তর্ভুক্তির তারিখ হইতে আর সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সদস্য থাকিবেন না।

(২) যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন নির্বাচনক্ষেত্র বা নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের সমগ্র এলাকা (১) উপধারা অনুযায়ী কোন পৌরসংঘ বা নগর কমিটি বা সেনানিবাসে অন্তর্ভুক্তির জন্য, কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা ৪ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত সংখ্যার চেয়ে কম হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩ ধারার (৩) উপধারার (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী উহার পুনর্গঠন বা অপর কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের সহিত একীকরণ না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে কৃত্য করিতে থাকিবেন।

সিদ্ধকরণ।

১৯৮। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের কোন কার্য বা কার্যবাহ ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে মাত্র কোন পদশূন্যতার বিদ্যমানতার কারণে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি বা অনিয়মিততার কারণে অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

সদস্য, আধিকারিক ও কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী হইবেন।

১৯৯। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সকল সদস্য, আধিকারিক ও কর্মচারী এই আইন বা তদধীনে প্রণীত নিয়ম বা উপবিধি অনুযায়ী তাঁহাদের কর্তব্য নির্বাহের অনুসরণক্রমে বা তাঁহাদের ক্ষমতার প্রয়োগে, কার্য করিবারকালে বা কার্য করিবার অভিপ্রায়কালে ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২১ ধারার অর্থের মধ্যে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য ১৮৬০-এর ৪৫। হইবেন।

নিষ্কৃতি।

২০০। এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা উপবিধির অনুসরণক্রমে সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত কোন কিছুর জন্য কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের বিরুদ্ধে বা উহার কোন সদস্য বা আধিকারিক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

বিরোধের প্রেষণ।

২০১। (১) যদি একই পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে দুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কোন বিবাদ উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে উহা ঐ বিবাদের যে কোন পক্ষ কর্তৃক পঞ্চায়েত সমিতির নিকট প্রেষিত হইবে এবং তদুপরি পঞ্চায়েত সমিতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(২) যদি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত দুই বা ততোধিক পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অথবা একই জিলা পরিষদের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত কোন পঞ্চায়েত সমিতি ও কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দেয়, তাহা হইলে উহা ঐ বিবাদের যে কোন পক্ষ কর্তৃক জিলা পরিষদের নিকট প্রেষিত হইবে এবং তদুপরি জিলা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৩) যদি—

(ক) কোন জেলার মধ্যে একপক্ষ কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, বা পঞ্চায়েত সমিতি এবং অন্যপক্ষে উক্ত জেলারই জিলা পরিষদের মধ্যে, অথবা

(খ) দুই বা ততোধিক জিলা পরিষদের মধ্যে, অথবা

(গ) একপক্ষে কোন এক জেলার এক বা একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অন্যপক্ষে অপর কোন জেলার এক বা একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, অথবা

(ঘ) একপক্ষে কোন এক জেলার এক বা একাধিক পঞ্চায়েত সমিতি এবং অন্যপক্ষে অপর কোন জেলার এক বা একাধিক পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে, অথবা

(ঙ) একপক্ষে কোন এক জেলার এক বা একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অন্যপক্ষে অপর কোন জেলার এক বা একাধিক পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে, অথবা

(চ) একপক্ষে কোন এক জেলার এক বা একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অন্যপক্ষে অপর কোন জেলার জিলা পরিষদের মধ্যে, অথবা

(ছ) একপক্ষে কোন এক জেলার এক বা একাধিক পঞ্চায়েত সমিতি এবং অন্যপক্ষে অপর কোন জেলার জিলা পরিষদের মধ্যে কোন বিবাদ দেখা দেয়, তাহা হইলে ঐ বিবাদের যে কোন পক্ষ কর্তৃক ঐ বিবাদ রাজ্য সরকারের নিকট প্রেষিত হইবে এবং তদুপরি রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

২০২। [(নির্বাচনের জন্য যুগপৎ প্রার্থীর প্রতিবন্ধক) — দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০৩ (২০০৩-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ৮)-এর ১৭ ধারা অনুযায়ী বাদ যাইবে)]।

যুগপৎ সদস্যপদে প্রতিবন্ধক।

২০২অ। (ক)গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কোন পঞ্চায়েত সমিতি বা কোন জিলা পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলে,

(খ) পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা কোন জিলা পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলে,

(গ) জিলা পরিষদের সদস্য কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা কোন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলে,

(ঘ) ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্য কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলে তিনি যে তারিখে ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত বা ন্যায় পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হন সেই তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ আর ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত বা ন্যায় পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সদস্য থাকিবেন না এবং তিনি যে গ্রামে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে নির্বাচিত হন ক্ষেত্রানুযায়ী সেই গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সদস্য থাকিয়া যাইবেন।

২০৩। [(নির্বাচন।)— দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০৩ (২০০৩-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ৮)-এর ১৮ ধারা অনুযায়ী বাদ যাইবে)]।

২০৪। [(নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ।) — দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০৩ (২০০৩-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ৮)-এর ১৯ ধারা অনুযায়ী বাদ যাইবে)]।

পরিদর্শন।

২০৫। (১) রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন কমিশনার এবং সকল বা যে কোন প্রকারের গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কার্য পরিদর্শন বা অধীক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে যেরূপ উহা যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন সেরূপ অন্য আধিকারিকগণকে নিযুক্ত করিবেন।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কার্য পরিদর্শন বা অধীক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত কোন আধিকারিক যে কোন সময়ে, —

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের দ্বারা ব্যবহৃত বা দখলিকৃত কোন স্থাবর সম্পত্তি অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী চলিতেছে এরূপ কার্য পরিদর্শন করিতে বা করাইতে পারিবেন;

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কোন বিভাগ অথবা ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন পরিষেবা, কার্য বা বস্তুর পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিতে অথবা উহা পরিদর্শন বা পরীক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের অন্য কোন আধিকারিককে প্রতিনিয়োগ করিতে পারিবেন;

(গ) পরিদর্শন বা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে, —

(i) কোন বহি, অভিলেখ, পত্রব্যবহার, নকশা বা অন্য দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে, অথবা

(ii) কোন রিটার্ন, নকশা, প্রাক্কলন, বিবৃতি, হিসাবপত্র বা পরিসংখ্যান দাখিল করিতে, অথবা

(iii) কোন প্রতিবেদন বা তথ্য দাখিল করিতে বা লইতে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(৩) বিভাগীয় কমিশনার বা এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাধিকৃত হইলে ব্লকের কোন সংযুক্ত-ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এরূপ অন্য কোন আধিকারিক (২) উপধারা অনুযায়ী কোন পরিদর্শনকারী আধিকারিকের উপর অর্পিত সকল বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) যখন (৩) উপধারায় উল্লিখিত কোন আধিকারিক কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কোন পরিদর্শনের ভার গৃহীত হয় তখন ঐরূপ পরিদর্শনের প্রতিবেদন ঐরূপ আধিকারিক কর্তৃক রাজ্য সরকারের নিকট উপস্থাপিত হইবে।

প্রত্যাভিযোজন।

২০৬। রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ শর্ত সাপেক্ষে, ২২৪ ধারায় উল্লিখিত ক্ষমতা ব্যতীত এই আইন অনুযায়ী উহার সকল বা যে কোন ক্ষমতা, উহার অধীনস্থ কোন ব্যক্তি বা প্রাধিকারকে প্রত্যভিযোজন করিতে পারিবেন।

বিত্ত কমিশন।

২০৬অ। (১) দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৯৪-এর প্রারম্ভের পর যথাশীঘ্র সম্ভব এবং তৎপরে প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অবসান হইলে, ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৩-ঝ-এর (১) প্রকরণ অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রাজ্যপাল কর্তৃক গঠিত বিত্ত কমিশন থাকিবে যাহা জুরী, আর্থনীতিবিদ, প্রশাসক এবং বিশিষ্ট সামাজিক ও রাজনীতিক কর্মিগণের মধ্য হইতে বাছাই করা হয় সভাধ্যক্ষ সমেত, অনধিক পাঁচজন এরূপ সদস্য লইয়া গঠিত হইবে।

(২) বিত্ত কমিশন পঞ্চায়েতসমূহের বিত্তীয় অবস্থা পুনর্বিলোকন করিবেন এবং —

(ক) (i) রাজ্য কর্তৃক উদ্‌গ্রহণযোগ্য কর, শুল্ক, পথকর ও ফী-এর নীট আগম যাহা রাজ্য ও পঞ্চায়েতসমূহের মধ্যে ভাগ হইতে পারে তাহা উহাদের মধ্যে বণ্টন এবং পঞ্চায়েতসমূহের মধ্যে সকল স্তরে ঐরূপ আগমের নিজ নিজ শেয়ারের বিভাজন;

(ii) পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্দিষ্ট বা উপযোজনকৃত হইতে পারে এরূপ কর, শুল্ক, পথকর ও ফী-এর নির্ধারণ;

(iii) রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে পঞ্চায়েতকে সহায়ক অনুদান, যে নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিৎ সেরূপ নীতি;

(খ) পঞ্চায়েতসমূহের সুদৃঢ় বিত্তব্যবস্থার স্বার্থে রাজ্যপাল কর্তৃক বিত্ত কমিশনে প্রেষিত অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করিবেন।

(৩) বিত্ত কমিশনের সভাপতি ও অন্য সদস্য এক বৎসরের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা পদের মেয়াদ এককালীন ছয় মাসের জন্য প্রসারিত হইতে পারে এবং তাঁহাদের, রাজ্য সরকার আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ ফী ও ভাতা প্রদত্ত হইবে।

(৪) বিত্ত কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিবকে উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা তাঁহার পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন, কিন্তু তিনি পদে বহাল থাকিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁহার পদত্যাগ রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

(৫) বিত্ত কমিশন উহার কৃত্য সম্পাদনে স্বীয় প্রক্রিয়া নির্ধারণ করিবেন এবং যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, সেরূপ ব্যক্তিগণকে সমন করিবেন ও সেরূপ অভিলেখ পরীক্ষা করিবেন।

(৬) রাজ্যপাল, বিত্ত কমিশনের সুপারিশ স্মারকলিপি প্রাপ্তির পর যেরূপ প্রয়োজন বিবেচিত হইতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং বিত্ত কমিশনের সুপারিশসহ সুপারিশের উপর গৃহীত ব্যবস্থার ব্যাখ্যামূলক এককে ঐরূপ সুপারিশ প্রাপ্ত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র অন্যূন চৌদ্দ দিনের মধ্যে রাজ্য বিধানমন্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে এবং যে সত্রে উহা ঐরূপ স্থাপিত হয়, সেই সত্র চলাকালে রাজ্য বিধানমন্ডল যেরূপ সংপরিবর্তন করিবেন সেরূপ সংপরিবর্তনসহ গৃহীত হইবে।

(৭) রাজ্য সরকার বিত্ত কমিশনের জন্য সচিব এবং ঐ সরকার যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেরূপ অন্য আধিকারিক ও কর্মচারিগণকে নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং সচিব এবং অন্য আধিকারিক ও কর্মচারীর বেতন নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর।

২০৭। (১) রাজ্য সরকার স্বীয় পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন প্রতিষ্ঠান জিলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট ঐকমত্যক্রমে যেরূপ শর্ত, সীমা ও বাধানিষেধ সম্পর্কে পরস্পর সম্মত হওয়া যাইবে তৎসাপেক্ষে হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

(২) যখন (১) উপধারা অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরিত করা হয় তখন রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিগণ, ঐরূপ হস্তান্তরের তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ, যে জিলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট ঐরূপ প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরিত হয় সেই জিলা

পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ঐরূপ হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাদের যেরূপ অধিকারী করা হইয়াছিল তাহার চেয়ে কম সুবিধাজনক নহে এরূপ শর্ত ও কড়ার সাপেক্ষে নিয়োজিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

রাজ্য সরকার আধিকারিক ও কর্মচারীকে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের আয়ত্তিতে প্রদান করিবেন।

২০৭অ। (১) এই আইনে বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও,—

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে ক্ষমতা প্রয়োগ বা কৃত্য সম্পাদন বা কর্তব্য নির্বাহ করিবার নির্দেশন জারির পর, অথবা

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের নিকট কৃত্য বা কোন সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা হস্তান্তরের পর,

এই আইনের কোন বিধান অনুযায়ী রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, এই সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের সহিত পূর্ব পরামর্শের পর এবং উহা যেরূপ আরোপ করা উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেরূপ শর্ত সাপেক্ষে ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ বা ঐরূপ কৃত্য সম্পাদন বা ঐরূপ কর্তব্য নির্বাহ করিবার জন্য সমর্থ করিতে যেরূপ প্রয়োজন হইবে সেরূপ আধিকারিক ও কর্মচারিগণের চাকরি ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের আয়ত্তিতে প্রদান করিবেন।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের আয়ত্তিতে যে আধিকারিক ও কর্মচারিগণের চাকরি ঐরূপে প্রদান করা হয় সেই আধিকারিক ও কর্মচারিগণ রাজ্য সরকারের কর্মচারীরূপে থাকিয়া যাইবেন এবং তাঁহাদের বেতন, ভাতা ও অন্য হিত রাজ্যের সঞ্চিত নিধি হইতে মিটানো হইবেঃ

তবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন আধিকারিক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন শৃঙ্খলাসম্বন্ধী বা অন্য ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া আবশ্যক হয়, সেক্ষেত্রে ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ যথাযোগ্য ব্যবস্থার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট প্রেষণ করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের উপর কোন ক্ষমতা বা কৃত্য বা কর্তব্য অর্পিত বা আরোপিত হয় সেক্ষেত্রে ঐ বিধির এরূপে কার্যকারিতা থাকিবে, যেন এই ধারা ঐরূপ বিধিরই অংশ ছিল এবং তদুপরি ঐরূপ বিধি তদনুসারে সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ক্ষমতা, কৃত্য ও কর্তব্যের হস্তান্তর।

২০৭আ। (১) এই আইনের ২০৭ ধারায় বা অন্যত্র অন্তর্ভুক্ত বিধানের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্ত ও কড়ার অনুযায়ী নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন বিষয় সম্পর্কে রাজ্য বিধানমন্ডল কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক অথবা তৎসম্পর্কে রাজ্যে নির্বাহী ক্ষমতা অনুযায়ী অন্যথা যেরূপ প্রয়োগ, সম্পাদিত ও নির্বাহিত হয় সেরূপ ক্ষমতা, কৃত্য ও কর্তব্য কোন পঞ্চায়েতের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেনঃ

(i) কৃষির প্রসার, কৃষি বিপণন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সমেত কৃষি;

(ii) সেচ, ক্ষুদ্র সেচ ও জল ব্যবস্থাপন;

(iii) পশু সম্পদ উন্নয়ন;

(iv) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ;

(v) জন স্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং ও গ্রামীণ জল সরবরাহ;

(vi) সামাজিক কল্যাণ, নারী ও শিশু উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী ও জনগণের দুর্বলতর অংশের কল্যাণ;

(vii) ভূমি ও ভূমি সংস্কার, ভূমির উন্নতিবিধান ও মৃত্তিকা পরিরক্ষণ,

(viii) সমবায়;

(ix) খাদি এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প;

(x) গ্রামীণ আবাসন,

(xi) পূর্ত ও সমাযোজন;

(xii) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ, বৃত্তি মূলক প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সমেত শিক্ষা;

(xiii) মৎস ক্ষেত্র;

(xiv) সামাজিক বনায়ন, খামারি বনায়ন ও গৌন বন-উপজ;

(xv) বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি উৎসের বণ্টন সমেত গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ;

(xvi) দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রম,

(xvii) গণবণ্টন ব্যবস্থা;

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা, কৃত্য বা কর্তব্য হস্তান্তরের পর রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের সহিত পূর্ব পরামর্শের পর ঐরূপ হস্তান্তরিত ক্ষমতার প্রয়োগ, কৃত্যের সম্পাদন বা কর্তব্যের নির্বাহের জন্য ঐ পঞ্চায়েতকে সমর্থ করিতে যেরূপ প্রয়োজন হইতে পারে সেরূপ তহবিল ও কর্মচারী পঞ্চায়েতকে আবণ্টন করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী অর্পিত কোন ক্ষমতা, কৃত্য বা কর্তব্য পঞ্চায়েতকে হস্তান্তরিত বা প্রত্যভিযোজিত করা হয়, সেক্ষেত্রে ঐ বিধির এরূপে কার্যকারিতা থাকিবে যেন এই ধারা ঐরূপ বিধিরই অংশ ছিল এবং তদুপরি ঐরূপ বিধি তদনুসারে সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মোকদ্দমার জন্য পরিসীমনের সময়সীমা।

২০৮। দি লিমিটেশন অ্যাক্ট, ১৯৬৩-তে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে বর্তাইয়াছে এরূপ যে স্থাবর সম্পত্তি হইতে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ বেদখল হইয়াছেন বা যাহাতে উহার আর দখল নাই তাহা দখলের জন্য ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের দ্বারা বা পক্ষে কোন মোকদ্দমা দায়েরের জন্য পরিসীমনের সময়সীমা ঐরূপ বেদখল বা আর দখলে না থাকিবার তারিখ হইতে ষাট বৎসর হইবে। ১৯৬৩-র ৩৬।

রাজ্য সরকারের গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের প্রস্তাব প্রত্যাহরণ বা নিলম্বন করিবার ক্ষমতা।

২০৯। (১) রাজ্য সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের দ্বারা গৃহীত কোন সংকল্প প্রত্যাহরণ করিতে পারিবেন, যদি উহার অভিমতে ঐরূপ সংকল্প —

(ক) বৈধভাবে গৃহীত না হইয়া থাকে অথবা

(খ) এই আইন বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা বা অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতার অতিরিক্ত রূপে হয় বা অপব্যবহারক্রমে হয়।

(২) রাজ্য সরকার (১) উপধারা অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন করিবার সুযোগ দিবেন।

(৩) বিহিত প্রাধিকার লিখিত আদেশ দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কোন সংকল্প বা আদেশের নিষ্পাদন লিখিতরূপে নিলম্বিত করিতে পারিবেন অথবা এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়মের অনুসরণক্রমে বা উহার আওতাধীনে কৃত হইবে বা কৃত হইতেছে এরূপ কোন কার্য করিতে প্রতিষেধ করিতে পারিবেন যদি উহার অভিমতে ঐ সংকল্প বা আদেশ বা কার্য এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম দ্বারা বা অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতার অতিরিক্ত রূপে বা অপব্যবহারক্রমে হয় অথবা সংকল্প, আদেশ বা কার্যের নিষ্পাদন সম্ভাব্যরূপে জনসাধারণ বা ব্যক্তিবর্গের গুরুতর শান্তিভঙ্গ করে বা গুরুতর হানি অথবা বিরক্তি ঘটায় বা ঐরূপ ঘটাইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৪) যখন বিহিত প্রাধিকার (৩) উপধারা অনুযায়ী কোন আদেশ দেন, তখন তিনি তৎক্ষনাৎ ঐ আদেশ দানের জন্য তাঁহার কারণের বিবৃতিসহ উহার একটি প্রতিলিপি রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন যিনি তদুপরি ঐ আদেশ প্রত্যাহরণ করিতে পারিবেন বা নির্দেশ দিতে পারিবেন যে উহা সংপরিবর্তন সহ বা ব্যতীত স্থায়ীভাবে বা উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সময়সীমার জন্য বলবৎ থাকিবে।

২১০। [(রাজ্য সরকার কর্তৃক সদস্যগণের নিয়োগ)– দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৯২-এর (১৯৯২-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৭ আইন)-এর ৩৫ ধারা দ্বারা বাদ যাইবে]

রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ ও জেলা পরিকল্পনা কমিটির ক্ষমতা।

২১১। রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ ও জিলা পরিকল্পনা কমিটির, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের নির্মাণকার্যের অবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দেশন।

২১২। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ উহাদের কৃত্য নির্বাহের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে রাজ্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে উহাদের যেরূপ প্রদত্ত হইতে পারে সেরূপ অনুদেশ বা নির্দেশের দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

প্রধান, উপ-প্রধান, সভাপতি, সহকারী-সভাপতি, সভাধিপতি ও সহকারী – সভাধিপতিকে অপসারণ করিবার ক্ষমতা।

২১৩। (১) বিহিত প্রাধিকার ৯ ধারার (৩) উপধারা, ৯৩ ধারার (৩) উপধারা এবং ১৪৩ ধারার (৩) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, লিখিত আদেশ দ্বারা, আদেশ বিনির্দিষ্ট হইবে এরূপ তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের কোন সদস্য বা কর্মকর্তাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন, যদি উহার অভিমতে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এই আইনের বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন নিয়ম বা আদেশ কার্যে পরিণত করিতে অকৃতি বা অস্বীকার করেন অথবা এই আইন অনুযায়ী তাঁহার উপর বর্তানো ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।

(২) বিহিত প্রাধিকারী (১) উপধারা অনুযায়ী কোন আদেশ করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিবেদন করিবার সুযোগ দিবেন।

পঞ্চায়েত সদস্যগণ কর্তৃক রাজনীতিক দল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নির্যোগ্যতা।

২১৩অ। (১) এই আইনে বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এতৎপক্ষে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ পঞ্চায়েতের জন্য বিহিত প্রাধিকার এই ধারার অন্য বিধান সাপেক্ষে, ঐরূপ পঞ্চায়েতের কোন সদস্যকে উহার সদস্য হইবার জন্য, কারণ অভিলিখিত করিয়া, নির্যোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন, যদি –

(ক) তিনি কোন স্বীকৃত রাজনীতিক দলের দ্বারা উপস্থাপিত কোন নির্বাচিত সদস্য হন এবং তিনি –

(i) ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সদস্যপদ স্বেচ্ছায় ছাড়িয়ে দিয়া থাকেন, বা

(ii) ঐরূপ পঞ্চায়েতে ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের দ্বারা উপস্থাপিত অধিকাংশ সদস্যগণের জন্য ভোটদানের প্রণালীর বিপরীত প্রণালীতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়া থাকেন, অথবা

(খ) তিনি এরূপ কোন নির্বাচিত সদস্য হন যিনি কোন স্বীকৃত রাজনীতিক দলের দ্বারা উপস্থাপিত নহেন এবং যিনি নির্বাচনের তারিখ হইতে ছয় মাস অবসানের পর কোন স্বীকৃত রাজনীতিক দলে যোগদান করিয়াছেনঃ

তবে, বিহিত প্রাধিকার এই ধারা অনুযায়ী কোন সদস্যকে তাঁহার বিষয়টির প্রতিনিবেদন ও সশরীরে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দিয়া ঐরূপ সদস্যকে নির্যোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন নাঃ

পরন্তু, (ক) প্রকরণের (ii) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কোন নির্বাচিত সদস্য, বিহিত প্রাধিকারের কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রতীতি হইবার পর নির্যোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইবেন না, যদি –

(ক) ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের পূর্ব অনুমতি লাভ করিবার পর ঐরূপ সদস্যের অভিকার্য গৃহীত হইয়াছিল বা ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের দ্বারা তাঁহাকে প্রমার্জনা করা হইয়াছিল, অথবা

(খ) ঐরূপ সদস্য দাবি করেন যে, তিনি এবং ঐ পঞ্চায়েতে ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের অন্য সদস্য মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সদস্য সম্বলিত একটি উপদলের প্রতিনিধিত্বকারী একটি গোষ্ঠী গঠন করিয়াছেন এবং ঐরূপ উপদলের প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠীর সকল সদস্য স্বেচ্ছাকৃতরূপে ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সদস্যপদ ছাড়িয়া দিয়াছেন, অথবা

(গ) ঐ সদস্যের পূর্বতন স্বীকৃত রাজনীতিক দল অপর এক স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সহিত বিলয়ন ঘটে এবং দাবি করা হয় যে তিনি এবং তাঁহার পূর্বতন স্বীকৃত রাজনীতিক দলের অন্য সদস্য –

(i) ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ অন্য স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সদস্য হইয়াছেন বা বিলয়নের ফলে গঠিত নূতন স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সদস্য হইয়াছেন, অথবা

(ii) ঐ বিলয়ন মানিয়া লন নাই এবং ঐরূপ বিলয়নের সময় হইতে তিনি ও অন্য যেসকল সদস্য ঐ পঞ্চায়েতে পূর্বতন স্বীকৃত রাজনীতিক দলের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ হন তাঁহারা ঐ পূর্বতন স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সদস্য থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন বা কোন নূতন স্বীকৃত রাজনীতিক দল গঠন করিয়াছেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী নির্যোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইবার পর কোন সদস্য, (১২) উপধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে ঐরূপ ঘোষণার তারিখ হইতে ঐ পঞ্চায়েত হইতে অপসারিত হইয়া যাইবেন।

(৩) যথাসম্ভব শীঘ্র ক্ষেত্রানুযায়ী কোন পঞ্চায়েতে প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে অথবা এই ধারা বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে স্বীকৃত রাজনীতিক দলসমূহের নির্বাচিত সদস্যগণ, কোন সংকল্প গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে নেতারূপে একজন সদস্যকে বাছাই করিবেন এবং ঐরূপ বাছাই-এর তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে (১) উপধারায় উল্লিখিত বিহিত প্রাধিকারীর নিকট –

(i) ঐ প্রস্তাবের প্রতিলিপি;

(ii) তাঁহার নিজের এবং ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের অন্য সদস্যগণের নাম, ঠিকানা ও নির্বাচনক্ষেত্র সম্বলিত কটি স্বাক্ষরিত বিবৃতি এবং

(iii) ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের, যে নামেই অভিহিত হউক উহার এক গুচ্ছ নিয়ম ও প্রনিয়ম, কিছু থাকিলে, তাহার প্রতিলিপি সরবরাহ করিবেনঃ

তবে, কোন কর্মকর্তা দলনেতার পদেও অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেনঃ

পরন্তু, (১) উপধারায় উল্লিখিত বিহিত প্রাধিকার ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ পঞ্চায়েতের প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে অথবা এই ধারা বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে দলনেতা বাছাই করিবার ঐ সংকল্প গৃহীত হয় নাই অথবা যথা-পূর্বাক্ত দস্তাবেজ ঐরূপ বাছাই-এর তারিখ হইতে পনের দিনের মধ্যে তাঁহার নিকট দাখিল করা হয় নাই মাত্র এই হেতুতে দলনেতা কর্তৃক দাখিল করা ঐ দস্তাবেজ গ্রহণ বা উহার উপর নির্ভর করিতে অস্বীকার করিবেন না।

(৪) যেহেতু কোন পঞ্চায়েতে কোন স্বীকৃত রাজনীতিক দলের কেবল একজন নির্বাচিত সদস্য থাকেন, সেক্ষেত্রে তিনি নিজের সম্পর্কে (৩) উপধারায় উল্লিখিত দস্তাবেজ সরবরাহ করিবেনঃ

তবে, ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে (৩) উপধারার বিধানসমূহ এরূপে প্রযোজ্য হইবে, ক্ষেত্রানুযায়ী যেন ঐরূপ বৃদ্ধি ঘটিবার তারিখে ঐ পঞ্চায়েতের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বা এই ধারা বলবৎ হইয়াছিল।

(৫) স্বীকৃত রাজনীতিক দলভুক্ত নহেন এরূপ কোন সদস্য ঐ পঞ্চায়েতের প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে (১) উপধারায় উল্লিখিত বিহিত প্রাধিকারের নিকট ঐ মর্মে বিবৃতি দাখিল করিবেন।

(৬) (৩) উপধারা, (৪) উপধারা বা (৫) উপধারা অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যে কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রানুযায়ী দলনেতা বা সদস্য যথাসম্ভব শীঘ্র এরূপ পরিবর্তনের তারিখ হইতে পনের দিনের মধ্যে (১) উপধারায় উল্লিখিত বিহিত প্রাধিকারের নিকট তথ্যের ঐরূপ পরিবর্তন লিখিতভাবে সরবরাহ করিবেন।

(৭) (৩) উপধারায় উল্লিখিত স্বীকৃত রাজনীতিক দলের দলনেতা, যে কোন সময়ে সাধারণ সচিবের অথবা সাধারণ সচিব না থাকিলে, ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের জেলা ইউনিটের সচিবের দ্বারা পৃষ্ঠাঙ্কিত একটি দরখাস্ত (১) উপধারায় বিহিত প্রাধিকারের নিকট দাখিল করিতে পারিবেন যাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় বিবৃত হইবে।

(ক) ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের এক বা একাধিক সদস্য –

(i) স্বেচ্ছাকৃতরূপে ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সদস্যপদ ছাড়িয়া দিয়াছেন, বা

(ii) তাঁহার রাজনীতিক দলের দলনেতার পূর্ব অনুমতি লাভ না করিয়া ভোটাধিকার উক্ত দলনেতার দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশের বিপরীতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন বা ভোটদান হইতে বিরত রহিয়াছেন অথবা ঐরূপ ভোটদান বা নিবৃত্তি উক্ত দলনেতার দ্বারা প্রমার্জনা করা হইয়াছে;

(খ) (৪) উপধারায় উল্লিখিত সদস্য যে স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সহিত যুক্ত সেই রাজনীতিক দলে তাঁহার সদস্যপদ স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, অথবা

(গ) (৫) উপধারায় উল্লিখিত সদস্য নির্বাচনের তারিখ হইতে ছয় মাস অবসানের পর কোন স্বীকৃত রাজনীতিক দলে যোগদান করিয়াছেন এবং ঐরূপ সদস্য বা সদস্যগণকে (১) উপধারা অনুযায়ী নির্যোগ্য বলিয়া অবশ্যই ঘোষণা করা উচিত ও পঞ্চায়েত হইতে অপসারিত করা উচিত।

(৮) (৭) উপধারায় উল্লিখিত প্রত্যেক দরখাস্ত –

(ক) দরখাস্তকারী নির্ভর করেন এরূপ সারবান তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি অন্তর্ভুত করিবে, এবং

(খ) দরখাস্তকারী নির্ভর করেন এরূপ দস্তাবেজী সাক্ষ্য কিছু থাকিলে তাহার প্রতিলিপি এবং যেক্ষেত্রে দরখাস্তকারী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের দ্বারা তাঁহাকে সরবরাহকৃত কোন তথ্যের উপর নির্ভর করেন সেক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা এবং ঐরূপ ব্যক্তি কর্তৃক বা ঐরূপ ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের দ্বারা যথা-সরবরাহকৃত ঐরূপ তথ্যের সারাংশ সম্বলিত কোন বিবৃতির প্রতিলিপি সহযোগে করিতে হইবে।

(৯) (৭) উপধারায় উল্লিখিত দরখাস্ত প্রাপ্তির পর, (১) উপধারায় উল্লিখিত বিহিত প্রাধিকার ঐরূপ দরখাস্ত প্রাপ্তির তারিখ হইতে যথাসম্ভব শীঘ্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে—

(ক) স্বীকৃত রাজনীতিক দলের অধিকাংশ সদস্যের দ্বারা প্রযুক্ত হইবে ভোটদানের এরূপ প্রণালী সম্পর্কে অভিন্ন সিদ্ধান্ত, এবং

(খ) যে সদস্য বা সদস্যগণের বিরুদ্ধে ঐরূপ দরখাস্ত দাখিল করা হয়, তাঁহারা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের কোন অধিবেশনে ভোটদানের ঐরূপ প্রণালীর বিপরীতার্থকরূপে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন কি না তৎসম্পর্কে স্বীয় প্রতীতির জন্য অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হইবেন।

(১০) (৯) উপধারা অনুযায়ী অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিহিত প্রাধিকার, স্বীকৃত রাজনীতিক দলের ঐরূপ সদস্য বা অন্য ব্যক্তিগণকে সমন করিতে পারিবেন এবং তিনি যেরূপ প্রয়োজন গণ্য করিবেন যথা-পূর্বোক্ত সেরূপ সদস্য বা অন্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সেরূপ স্বাক্ষরিত বিবৃতি এবং তাঁহাদের দ্বারা কৃত সেরূপ দস্তাবেজ ও অভিলেখের উপস্থাপন অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(১১) (৭) উপধারায় উল্লিখিত দরখাস্ত প্রাপ্তির তারিখ হইতে যথাসম্ভব শীঘ্র আট সপ্তাহের মধ্যে বিহিত প্রাধিকার উহার সমক্ষে স্থিত তথ্য ও দস্তাবেজ এবং অভিলেখের বিবেচনাক্রমে,--

(ক) ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন, অথবা

(খ) ঐ দরখাস্ত সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ স্বীকার করিবেন এবং কোন সদস্য বা সদস্যগণকে ঐ পঞ্চায়েতের সদস্য হইবার জন্য (১) উপধারা অনুযায়ী নির্যোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(১২) (১) উপধারা অনুযায়ী নির্যোগ্য বলিয়া ঘোষিত কোন পঞ্চায়েতের কোন সদস্য অথবা (৭) উপধারায় উল্লিখিত স্বীকৃত রাজনীতিক দলের দলনেতা বিহিত প্রাধিকারের সিদ্ধান্তের দ্বারা ক্ষুব্ধ হইলে, আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিয়োগ করিতে পারেন সেরূপ প্রাধিকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং তদুপরি ঐরূপে নিযুক্ত প্রাধিকার, আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ আদেশের সংক্রিয়তা স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং বিহিত প্রাধিকারকে আপীলের নোটিস দিবার পর এবং আপীলকারী ও বিরোধী পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিবার পর, ঐ আদেশ খারিজ করিতে বা বহাল রাখিতে পারিবেন অথবা (১) উপধারায় উল্লিখিত প্রণালীতে কোন সদস্য বা সদস্যগণকে নির্যোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন ও ঐরূপ ঘোষণার পর ঐ সদস্য বা সদস্যগণ ঐ পঞ্চায়েত হইতে অপসারিত হইয়া যাইবেন।

(১৩) আপীলের উপর (১২) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত প্রাধিকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(১৪) এই আইনে অথবা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন সদস্য (১) উপধারা অনুযায়ী পঞ্চায়েতের কোন সদস্য নির্যোগ্য ঘোষিত হওয়া হইতে উদ্ভূত কোন বিষয় সম্পর্কে কোন আদালতের ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে না।

(১৫) রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই ধারার উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।– এই ধারার উদ্দেশ্যে, কোন নির্বাচিত সদস্য কোন স্বীকৃত রাজনীতিক দল কর্তৃক উপস্থাপিত বলিয়া গণ্য হইবেন যদি তিনি ঐরূপ স্বীকৃত রাজনীতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক লইয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকেন অথবা যদি তিনি কোন স্বাধীন প্রতীক লইয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকেন এবং কোন স্বীকৃত রাজনীতিক দলে যোগদান করেন এবং নির্বাচনের তারিখ হইতে ছয় মাস অবসানের পূর্বে (১) উপধারায় উল্লিখিত বিহিত প্রাধিকারের নিকট ঐ মর্মে কোন ঘোষণা দাখিল করেন।

পঞ্চায়েতের সদস্যের নিলম্বন।

২১৩আ। (১) এই আইনে বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, সেরূপ পঞ্চায়েতের জন্য বিহিত প্রাধিকার ঐ পঞ্চায়েতের কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের বিরুদ্ধে গৃহীত হইবার জন্য যেরূপ প্রস্তাবিত হইতে পারে সেরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহাকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দিবার পর, ঐরূপ কর্মকর্তা বা সদস্যকে নিলম্বনাধীন রাখিতে পারিবেন, যদি তিনি –

(i) দৃষ্টতঃ হিসাবপত্রে নিরীক্ষার পরিদর্শন প্রতিবেদনে আপরাধিক বিশ্বাসভঙ্গ বা আপরাধিক অবহেলা বা গুরুতর বিত্তীয় অনিয়মিততা বা অনৌচিত্যে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন, এবং অধিকতর তদন্তে সম্ভাব্য বিলম্ব বা কোন অভিলেখ বিকৃতি বা ধ্বংস নিবারিত করিতে তাঁহার নিলম্বন প্রয়োজন হয়, অথবা

(ii) কোন ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক কৃত পরিদর্শনে, দৃষ্টতঃ আপরাধিক বিশ্বাসভঙ্গ, বিত্তীয় অনিয়মিততা, অন্যায়ভাবে লাভের জন্য ক্ষমতার দুরোপযোগ বা অপব্যবহার অথবা কর্তব্যের এরূপ গুরুতর অবহেলায় দোষী দৃষ্ট হইয়াছেন যাহা ক্ষমতাপন্ন পদাধিকার কর্তৃক দন্ডমূলক ব্যবস্থা অনুজ্ঞাত করে এবং পুনরায় তদন্তে সম্ভাব্য বিলম্ব বা কোন অভিলেখের বিকৃতি বা ধ্বংস নিবারিত করিতে তাঁহার নিলম্বন প্রয়োজন হয়, অথবা

(iii) ক্ষেত্রানুযায়ী ৮ ধারার (জ) প্রকরণে, ৯৭ ধারা বা ১৪২ ধারায় উল্লিখিত কোন আপরাধিক অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রারম্ভ করা হইয়াছে এরূপ কোন কার্যবাহে জড়াইয়াছেন এবং ঐরূপ কার্যবাহের অনুসরণক্রমে তাঁহাকে আটচল্লিশ ঘন্টার অধিক সময়সীমার জন্য হেফাজতে আটক রাখা হইয়াছে বা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর ধারণা ও অর্থে বিনির্দিষ্ট অভিযোগের সুনির্দিষ্টরূপে সূত্রিত করিয়া ক্ষমতাপন্ন বিধি আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গঠিত হইয়াছেঃ ১৯৭৪-এর ২।

তবে, কর্মকর্তাকে নিলম্বনাধীন রাখিবার অব্যবহিত পরে বিহিত প্রাধিকার ঐরূপ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কৃত অভিযোগের পূর্ণ অনুসন্ধান করাইতে অগ্রসর হইবেন এবং ঐরূপ অনুসন্ধান সমাপনের পর, --

(ক) তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী আপরাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁহার বিরুদ্ধে কার্যবাহ রুজু করিতে পারিবেন,

(খ) এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন নিয়ম অনুযায়ী যেরূপ যথাযোগ্য গণ্য হইতে পারে তাঁহার বিরুদ্ধে সেরূপ বৈধিক ব্যবস্থাদির সুপারিশ করিয়া কোন ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারের নিকট প্রস্তাব দাখিল করিতে পারিবেন, অথবা

(গ) নিলম্বনের আদেশ প্রতিসংহরণ করিতে পারিবেন এবং যেরূপ উপযুক্ত গণ্য হইতে পারে সেরূপ নির্দেশসহ তাঁহাকে তাঁহার পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত করিবেন, যদি বিহিত প্রাধিকারীর অভিমতে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত হেতু থাকে যে, কোন আপরাধিক অভিপ্রায়ের প্রমাণ ছাড়াই ও তাঁহার কোন অন্যায়ভাবে লাভ ব্যতীত বা পঞ্চায়েতের কোন অন্যায়ভাবে ক্ষতি ব্যতীত অনিয়মিততা সংঘটিত হইয়াছে তাহা হইলে ঐরূপ পুনর্বহালের পর ঐরূপ কর্মকর্তা নিলম্বনের কারণে কোন বিঘ্ন ব্যতীতই তাঁহার পদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যখন কোন পঞ্চায়েতে কোন কর্মকর্তাকে (১) উপধারা অনুযায়ী নিলম্বনাধীন রাখা হয়, তখন–

(ক) (খ) প্রকরণ অনুযায়ী বিধান সাপেক্ষে, ঐরূপ পঞ্চায়েতের অন্য কর্মকর্তা সমূহের ক্ষেত্রানুযায়ী ৯ ধারার (৪) উপধারা বা (৫) উপধারা, ৯৮ ধারা বা ১৪৩ ধারা অনুযায়ী নিলম্বনাধীন কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগ, কৃত্য সম্পাদন ও কর্তব্য নির্বাহ করিবেন,

(খ) (ক) প্রকরণ অনুযায়ী বিধান সত্ত্বেও, ঐরূপ পঞ্চায়েত নিলম্বনাধীন কর্মকর্তার স্থলে সাময়িকভাবে কার্য করিতে বাছাই-এর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহুত কোন অধিবেশনে ঐ পঞ্চায়েতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত বিদ্যমান অধিকাংশ

সদস্যের সিদ্ধান্ত দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে পদাধিকারী নহেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে বাছাই করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ বাছাই হইবার পর, তিনি ঐরূপ পদাধিকারীর ক্ষমতা প্রয়োগ, কৃত্য সম্পাদন ও কর্তব্য নির্বাহ করিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না নিলম্বনাধীন পদাধিকারী এই আইনের বিধান ও তদধীন প্রণীত নিয়ম অনুসারে, তাঁহার পদে পুনর্বহাল হন বা পরে অপসারিত হন বা পদত্যাগের কারণে বা অন্যথা পদশূন্য করেনঃ

তবে, ঐরূপ অধিবেশনের নোটিস, পদভার গ্রহণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষেত্রানুযায়ী ১৬ ধারার (১) উপধারার প্রথম অনুবিধিতে, ১০৫ ধারা বা ১৫০ ধারায় উল্লিখিত বিহিত প্রাধিকার নিকট সূচনাসহ প্রদত্ত হইবে এবং ঐরূপ বিহিত প্রাধিকার ঐরূপ অধিবেশনের জন্য কোন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি ঐ অধিবেশনের এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ অধিবেশনের কার্যবাহের উপর লিখিত প্রতিবেদন বিহিত প্রাধিকারে নিকট উপস্থাপন করিবেন।

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী নিলম্বনাধীন রাখা হইয়াছে এরূপ কোন কর্মকর্তা বা সদস্য নিলম্বনের আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন সেরূপ প্রাধিকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং তদুপরি ঐরূপ নিযুক্ত প্রাধিকার, আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আদেশের সংক্রিয়তা স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং বিহিত প্রাধিকারকে আপীলের নোটিস প্রদানের পর এবং আপীলকারীকে শুনানির সুযোগ দিবার পর ঐ আদেশ সংপরিবর্তন, খারিজ বা বহাল রাখিতে পারিবেন।

(৪) ঐরূপ আপীল সম্পর্কে উপর যথা-পূর্বোক্ত প্রাধিকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

লোকায়ুক্ত বা উপ-লোকায়ুক্তের ক্ষেত্রাধিকার।

২১৩ই। এই আইনের কোন কিছুই, ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের কর্মকর্তা সমেত কোন সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতিগ্রস্থ আচরণ অভিকথিত করিয়া কোন অভিযোগ সম্পর্কে, দি ওয়েস্টবেঙ্গল লোকায়ুক্ত অ্যাক্ট, ২০০৩ অনুযায়ী লোকযুক্ত বা উপ-লোকায়ুক্ত কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষেত্রাধিকার বা উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করিবে না। ২০০৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৫ আইন।

রাজ্য সরকারের গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে অধিক্রমণ করিবার ক্ষমতা।

২১৪। (১) যদি রাজ্য সরকারের অভিমতে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ –

(i) এই আইন বা অন্য কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী উহার উপর আরোপিত কর্তব্য সম্পাদন করিতে তদীয় অক্ষমতা দেখাইয়াছেন বা উহা সম্পাদনে অবিচ্ছিন্নভাবে খেলাপ করিয়াছেন, অথবা

(ii) উহার ক্ষমতা অতিক্রম বা অপব্যবহার করিয়াছেন,

তাহা হইলে রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এরূপ আদেশের কারণসমূহ বিবৃত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে অধিক্রমণ করিতে পারিবেন এবং নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, উহা আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে অনধিক ছয় মাসের সেরূপ সময়সীমার মধ্যে পুনর্গঠিত হইবেঃ

তবে, যথা-পুনর্গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সদস্যগণ, ক্ষেত্রানুযায়ী ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদে অধিক্রান্ত না হইলে উহার সদস্যগণ যে সময়সীমার জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন সেই সময়সীমার অনবসিত অংশের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(২) রাজ্য সরকার (১) উপধারা অনুযায়ী কোন আদেশ দিবার পূর্বে ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিবেদন করিবার সুযোগ দিবেন।

জেলা পরিষদ।

২১৪অ। (১) প্রত্যেক জেলায় নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া পঞ্চায়েতের জন্য জেলা পরিষদ গঠিত হইবেঃ-

(i) অধ্যক্ষ বা চেয়ারপারসন– জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদে স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সংরক্ষিত প্রতীক লইয়া প্রত্যক্ষরূপে নির্বাচিত অধিকতম সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট স্বীকৃত বিরোধী রাজনীতিক দলের দলনেতাঃ

তবে, যদি সাধারণ নির্বাচনকালে কোনও বিরোধী সদস্য জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদে কোন স্বীকৃত রাজনীতিক দলের সংরক্ষিত প্রতীক লইয়া নির্বাচিত না হন, তাহা হইলে ঐ মেয়াদের অধ্যক্ষ কোন অধিবেশনে সংখ্যাধিক্য ভোটে, ক্ষেত্রানুযায়ী জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা, সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি বা কর্মাধ্যক্ষ নহেন এরূপ সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(ii) উপাধ্যক্ষ বা উপ-চেয়ারপারসন– কোন অধিবেশনে সংখ্যাধিক্য ভোটে ক্ষেত্রানুযায়ী জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা, সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি বা কর্মাধ্যক্ষ নহেন ঐরূপ সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(iii) ক্ষেত্রানুযায়ী জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য;

(iv) রাজ্য সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা নিগমের আধিকারিক এবং রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন বিশেষীকৃত জ্ঞানসম্পন্ন সেরূপ তিনজন সদস্য যাঁহার রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(v) জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহিক আধিকারিক – সদস্য-সচিব।

(২) এই আইনে বা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, জেলা পরিষদের কৃত্য নিম্নরূপ হইবেঃ-

(ক) পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাহিত ব্যয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট সম্পর্কে উহার স্থানিক ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে ঐরূপ পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র, ঐ পঞ্চায়েতের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং জেলা পরিষদ যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন পঞ্চায়েতের সেরূপ অন্য হিসাবপত্রের পরীক্ষা করা;

(খ) পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র সমীক্ষা করিবারকালে স্বীয় প্রতীতি উৎপাদন করা যে,–

(i) হিসাবপত্রে যে অর্থ সংবিতরিত হইয়াছে বলিয়া দর্শানো হইয়াছে তাহা যে পরিষেবার জন্য বা যে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা এতদুদ্দেশ্যে বৈধভাবে প্রাপ্তিসাধ্য ও প্রযোজ্য ছিল,

(ii) যে নিয়ম ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে ঐ ব্যয় সেই নিয়মের অনুসারে হয় এবং ঐরূপ ব্যয়ের বিত্তীয় ঔচিত্য এবং

(iii) যেরূপ প্রযোজ্য হয় সেরূপ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক পুনরুপযোজন কৃত হইয়াছে;

(গ) ১৮৬ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত নিরীক্ষকগণের দ্বারা চালিত, পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে উহার হিসাবপত্রের বার্ষিক নিরীক্ষার উপর পরিদর্শন প্রতিবেদন বিবেচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের দ্বারা দাখিলকৃত জবাবের পরীক্ষা করা;

(ঘ) পঞ্চায়েতের নিজ নিজ ক্ষেত্রাধিকার এলাকার মধ্যে উহাদের দ্বারা রক্ষিত ভান্ডার ও মজুতের হিসাব পরীক্ষা করা;

(ঙ) ঐরূপ পঞ্চায়েতের হিসাবপত্রের নিরীক্ষার উপর পরিদর্শন প্রতিবেদনে উত্থাপিত অনিষ্পত্তিকৃত আপত্তি সম্পর্কিত বিষয় অনুসন্ধান করা এবং সংশোধনক্ষম ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রাধিকারগণের নিকট এরূপ বিষয় প্রেষণ করা;

(চ) পঞ্চায়েত নিজ নিজ ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে এই আইনের কোন বিধান বা তদধীনে প্রণীত নিয়ম কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে অসুবিধার অভিজ্ঞতা কিছু থাকিলে তাহা দূর করিবার পন্থা ও উপায়ের প্রস্তাব করা।

(৩) জেলা পরিষদের সদস্যের পদের মেয়াদ জিলা পরিষদের সদস্যগণের পদমেয়াদের সম্পূর্ণ সময়সীমার জন্য হইবে, যদি না জেলা পরিষদের কোন সদস্য জিলা পরিষদের কোন সদস্যরূপে থাকিয়া যাইতে এই আইনের অন্য কোন বিধান দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন।

(৪) জেলা পরিষদ উহার স্বীয় প্রক্রিয়া নির্ধারণ করিবেন এবং উহার নিজ ক্ষেত্রাধিকারের এলাকার মধ্যে কোন পঞ্চায়েতের হিসাবপত্রের নিরীক্ষার উপর প্রত্যেক পরিদর্শন প্রতিবেদনের প্রতিলিপি লাভ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তিনি উহার পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপিত করিতে হইবে ঐ এলাকার মধ্যে পঞ্চায়েতের এরূপ যে কোন অভিলেখ তলব করিতে পারিবেন।

(৫) (৪) উপধারার বিধানসমূহের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা,—

(ক) জেলা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিবার প্রক্রিয়া এবং অধিবেশনের জন্য প্রক্রিয়া,

(খ) জেলা পরিষদের সচিবের ক্ষমতা ও কর্তব্য,

(গ) জেলা পরিষদের ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের পদের মেয়াদ এবং ঐরূপ সদস্যকে প্রদেয় ভ্রমণ ভাতা।

(৬) জেলা পরিষদের নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্যগণ ক্ষেত্রানুযায়ী জিলা পরিষদের সভাধিপতি বা মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির নিকট লিখিত পদত্যাগপত্র দিয়া ঐরূপ সদস্যরূপে তাঁহার পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ পদত্যাগ সভাধিপতি কর্তৃকে গৃহীত হইবার তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(৭) জেলা পরিষদের কোন সদস্যদের পদে কোন আকস্মিক পদশূন্যতা যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ প্রণালীতে পূরণ করা হইবে এবং ঐরূপ আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণ করিতে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য জিলা পরিষদের মেয়াদের অনবসিত অংশের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

অধিক্রমণের পরিণাম।

২১৫। (১) ২১৪ ধারা অনুযায়ী অধিক্রমণের কোন আদেশ প্রদত্ত হইলে আদেশের তারিখ হইতে কার্যকারিতা সহ—

(ক) ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সকল সদস্য এবং উহার স্থায়ী সমিতির সকল সদস্য তাঁহাদের পদ শূন্য করিবেন;

(খ) এই আইনের বিধান বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা উপবিধি অথবা তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী সকল ক্ষমতা, কর্তব্য ও কৃত্য যাহা ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ অথবা উহার কোন স্থায়ী সমিতি কর্তৃক প্রয়োগকৃত, নির্বাহিত বা সম্পাদিত পারে তাহা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত হইতে পারেন সেরূপ প্রধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রয়োগকৃত, নির্বাহিত বা সম্পাদিত হইবে;

(গ) ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের উপর বর্তানো সকল সম্পত্তি রাজ্য সরকারের উপর বর্তাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের পুনর্গঠন করা হইবে।

(২) ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের পুনর্গঠনের পর (১) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী নিযুক্ত প্রাধিকারী, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ তাঁহাদের কৃত্য আর সম্পাদন করিবেন না।

আদালত হইতে প্রতিষেধাত্মক আদেশের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান।

২১৬। যেক্ষেত্রে কোন ক্ষমতাপন্ন আদালতের কোন আদেশের কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী উহার উপর অর্পিত বা আরোপিত ক্ষমতা, কর্তব্য বা কৃত্য প্রয়োগ বা সম্পাদন করিতে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ঐরূপ অসমর্থতার সময়সীমাকালে যেরূপ রাজ্য সরকার নির্দেশ দিতে পারেন সেরূপ প্রণালীতে ও সেরূপ শর্তে ঐরূপ যে কোন বা সকল ক্ষমতা, কর্তব্য বা কৃত্য ক্ষেত্রানুযায়ী প্রয়োগ বা সম্পাদন করিতে প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

অস্থায়ী বিধান।

২১৭। (১) কোন এলাকায় এই আইন বলবৎ হইবার পর রাজ্য সরকার দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৭ অনুযায়ী ঐ এলাকায় গঠিত কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, বা অঞ্চল পঞ্চায়েতের জন্য অথবা দি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ অনুযায়ী ঐ এলাকায় স্থাপিত কোন আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদের জন্য কোন প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে নিয়াগ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপে নিযুক্ত প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, বা অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদের সকল ক্ষমতা, কৃত্য ও কর্তব্য প্রয়োগ, সম্পাদন ও নির্বাহ করিবেন।

১৯৫৭-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ১।
১৯৬৩-র পশ্চিমবঙ্গ আইন ৩৫।

(২) (১) উপধারায় উল্লিখিত প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিয়োগ ক্রমে, ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ক্ষেত্রানুযায়ী যে গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদে ঐরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন উহার সকল সদস্যগণ ঐরূপ সদস্যরূপে তাঁহাদের পদ শূন্য করিয়া দিবেন।

নিরসন।

২১৮। (১) ৪ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পদাসীন হইবার তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ গ্রাম সভা, গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, ও ন্যায় পঞ্চায়েত সম্পর্কিত দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৭-এর বিধানসমূহ গ্রামের স্থানিক সীমার মধ্যে নিরসিত হইয়া যাইবে এবং দি বেঙ্গল ভিলেজ সেল্‌ফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯১৯ অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়ন পর্ষদ আর কৃত্য করিবেন না। ১৯১৯-এর বঙ্গীয় ৫ আইন।

(২) ৯৪ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি পদাসীন হইবার তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কিত দি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্ট, ১৯৬৩-এর বিধানসমূহ ব্লকের স্থানিক সীমার মধ্যে নিরসিত হইয়া যাইবে।

(৩) ১৪০ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী জিলা পরিষদ পদাসীন হইবার তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ দি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্ট, ১৯৬৩-এর বিধানসমূহ জেলায় নিরসিত হইয়া জিলা পরিষদ সম্পর্কিত হইয়া যাইবে।

বর্তানো।

২১৯। যখন ২১৮ ধারায় উল্লিখিত অধিনিয়ম নিরসনের ফলে দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৭ অনুযায়ী গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত, ন্যায় পঞ্চায়েত বা অঞ্চল পঞ্চায়েত অথবা দি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ অনুযায়ী স্থাপিত আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদ আর বিদ্যমান না থাকে অথবা যখন দি বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ্ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯১৯ অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়ন পর্ষদ কোন এলাকায় আর কৃত্য না করেন, তখন—

১৯৫৭-র পশ্চিমবঙ্গ ১ আইন।
১৯৬৩-র পশ্চিমবঙ্গ ৩৫ আইন।
১৯১৯-এর বঙ্গীয় ৫ আইন।

(ক) ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদ সকল কৃত্যের প্রয়োগ আর করিবেন না,

(খ) সকল অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি এবং সকল পরিসম্পত—

(i) যাহা ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর বর্তানো আছে, তাহা বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেরূপ বিভাজন অনুসারে সেরূপ এলাকায় এই আইন অনুযায়ী গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের উপর বর্তাইবে এবং ঐরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে,

(ii) যাহা ঐরূপ অঞ্চল পঞ্চায়েতের উপর বর্তানো আছে, তাহা যেরূপ বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেরূপ বিভাজন অনুসারে সেরূপ এলাকায় এই আইন অনুযায়ী গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের উপর বর্তাইবে এবং ঐরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে,

(iiক) যাহা ঐরূপ ইউনিয়ন পর্ষদের উপর বর্তানো আছে, তাহা যেরূপ বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে, সেরূপ বিভাজন অনুসারে সেরূপ এলাকায় এই আইন অনুযায়ী গঠিত ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের উপর বর্তাইবে এবং ঐরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে,

(iii) যাহা ঐরূপ আঞ্চলিক পরিষদের উপর বর্তানো আছে, তাহা যেরূপ বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেরূপ বিভাজন অনুসারে সেরূপ এলাকায় এই আইন অনুযায়ী গঠিত ঐরূপ পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের উপর বর্তাইবে এবং ঐরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে,

(৭) জেলা পরিষদের কোন সদস্যদের পদে কোন আকস্মিক পদশূন্যতা যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ প্রণালীতে পূরণ করা হইবে এবং ঐরূপ আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণ করিতে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য জিলা পরিষদের মেয়াদের অনবসিত অংশের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

অধিক্রমণের পরিণাম।

২১৫। (১) ২১৪ ধারা অনুযায়ী অধিক্রমণের কোন আদেশ প্রদত্ত হইলে আদেশের তারিখ হইতে কার্যকারিতা সহ—

(ক) ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের সকল সদস্য এবং উহার স্থায়ী সমিতির সকল সদস্য তাঁহাদের পদ শূন্য করিবেন;

(খ) এই আইনের বিধান বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা উপবিধি অথবা তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী সকল ক্ষমতা, কর্তব্য ও কৃত্য যাহা ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ অথবা উহার কোন স্থায়ী সমিতি কর্তৃক প্রয়োগকৃত, নির্বাহিত বা সম্পাদিত পারে তাহা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ নিযুক্ত হইতে পারেন সেরূপ প্রধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রয়োগকৃত, নির্বাহিত বা সম্পাদিত হইবে;

(গ) ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের উপর বর্তানো সকল সম্পত্তি রাজ্য সরকারের উপর বর্তাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের পুনর্গঠন করা হইবে।

(২) ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের পুনর্গঠনের পর (১) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী নিযুক্ত প্রাধিকারী, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ তাঁহাদের কৃত্য আর সম্পাদন করিবেন না।

আদালত হইতে প্রতিষেধাত্মক আদেশের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান।

২১৬। যেক্ষেত্রে কোন ক্ষমতাপন্ন আদালতের কোন আদেশের কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী উহার উপর অর্পিত বা আরোপিত ক্ষমতা, কর্তব্য বা কৃত্য প্রয়োগ বা সম্পাদন করিতে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ঐরূপ অসমর্থতার সময়সীমাকালে যেরূপ রাজ্য সরকার নির্দেশ দিতে পারেন সেরূপ প্রণালীতে ও সেরূপ শর্তে ঐরূপ যে কোন বা সকল ক্ষমতা, কর্তব্য বা কৃত্য ক্ষেত্রানুযায়ী প্রয়োগ বা সম্পাদন করিতে প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

অস্থায়ী বিধান।

২১৭। (১) কোন এলাকায় এই আইন বলবৎ হইবার পর রাজ্য সরকার দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৭ অনুযায়ী ঐ এলাকায় গঠিত কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, বা অঞ্চল পঞ্চায়েতের জন্য অথবা দি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ অনুযায়ী ঐ এলাকায় স্থাপিত কোন আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদের জন্য কোন প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে নিয়াগ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপে নিযুক্ত প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, বা অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদের সকল ক্ষমতা, কৃত্য ও কর্তব্য প্রয়োগ, সম্পাদন ও নির্বাহ করিবেন।

১৯৫৭-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ১।
১৯৬৩-র পশ্চিমবঙ্গ আইন ৩৫।

(২) (১) উপধারায় উল্লিখিত প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিয়োগ ক্রমে, ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ প্রাধিকার, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ক্ষেত্রানুযায়ী যে গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদে ঐরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন উহার সকল সদস্যগণ ঐরূপ সদস্যরূপে তাঁহাদের পদ শূন্য করিয়া দিবেন।

(iv) যাহা ঐরূপ জিলা পরিষদের উপর বর্তানো আছে, তাহা এই আইন অনুযায়ী গঠিত জিলা পরিষদের উপর বর্তাইবে।

(গ) অর্জিত সকল অধিকার, নির্বাহিত সকল ঋণ ও দায়, ব্যাপৃত হইবে বলিয়া সকল বিষয় ও বস্তু যাহা—

(i) ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা অর্জিত, নির্বাহিত বা ব্যাপৃত হইয়াছিল তাহা (খ) প্রকরণের (i) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেরূপ এলাকায় এই আইন অনুযায়ী গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত, বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা অর্জিত, নির্বাহিত বা ব্যাপৃত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ii) ঐরূপ অঞ্চল পঞ্চায়েতের দ্বারা অর্জিত, নির্বাহিত বা ব্যাপৃত হইয়াছিল তাহা (খ) প্রকরণের (ii) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেরূপ এলাকায় এই আইন অনুযায়ী গঠিত ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা অর্জিত, নির্বাহিত বা ব্যাপৃত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(iiক) ঐরূপ ইউনিয়ন পর্ষদের দ্বারা অর্জিত, নির্বাহিত বা ব্যাপৃত হইয়াছিল, তাহা (খ) প্রকরণের (ii ক) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেরূপ এলাকায় এই আইন অনুযায়ী গঠিত ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা অর্জিত, নির্বাহিত বা ব্যাপৃত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(iii) ঐরূপ আঞ্চলিক পরিষদের দ্বারা অর্জিত, নির্বাহিত বা ব্যাপৃত হইয়াছিল, তাহা (খ) প্রকরণের (iii) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেরূপ এলাকায় এই অনুযায়ী গঠিত ঐরূপ পঞ্চায়েত সমিতি বা পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের দ্বারা অর্জিত, নির্বাহিত বা ব্যাপৃত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(iv) ঐরূপ জিলা পরিষদের দ্বারা অর্জিত, নির্বাহিত বা ব্যাপৃত হইয়াছিল তাহা এই আইন অনুযায়ী গঠিত জিলা পরিষদের দ্বারা অর্জিত, নির্বাহিত বা ব্যাপৃত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) দি বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯১৯ অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়ন পর্ষদ বা দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৭ অনুযায়ী গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত বা অঞ্চল পঞ্চায়েত অথবা দি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক পরিষদ বা জিলা পরিষদ কর্তৃক বা তৎবিরুদ্ধে যেসকল মোকদ্দমা বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ আনীত হইয়াছিল অথবা এই আইন অনুযায়ী গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ পদাসীন না হইলে আনীত হইতে পারিত, সেই সকল মোকদ্দমা বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ (খ) প্রকরণের (i), (ii), (ii ক), (iii) উপ-প্রকরণ

১৯১৯-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ৫।
১৯৫৭-র পশ্চিমবঙ্গ আইন ১।
১৯৬৩-র পশ্চিমবঙ্গ আইন ৩৫।

অনুযায়ী বিহিত প্রাধিকার যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, বা পঞ্চায়েত সমিতি দ্বারা বা বিরুদ্ধে অথবা ক্ষেত্রানুযায়ী জিলা পরিষদের দ্বারা বা বিরুদ্ধে চালানো যাইতে বা আনীত হইতে পারিবে এবং ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিচারাধীন ঐরূপ সকল মোকদ্দমা বা অন্য বৈধিক কার্যবাহক্রমে এই আইন অনুযায়ী গঠিত ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ প্রতিস্থাপিত হইয়া যাইবে;

(ঙ) দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৭ অনুযায়ী গঠিত ন্যায় পঞ্চায়েতের সমক্ষে বিচারাধীন সকল মোকদ্দমা ও মামলা বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে এই আইন অনুযায়ী গঠিত সেরূপ ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; ১৯৫৭-র পশ্চিমবঙ্গ ১ আইন।

(চ) (i) ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং ঐরূপ এলাকার জন্য এই আইন অনুযায়ী গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের পদাসীন হইবার অব্যবহিত পূর্বে পদে বহাল থাকা ব্যক্তিগণ, যেরূপ বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে এই আইন অনুযায়ী গঠিত সেরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন,

(ii) ঐরূপ অঞ্চল পঞ্চায়েত দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং ঐরূপ এলাকার জন্য এই আইন অনুযায়ী গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ পদাসীন হইবার অব্যবহিত পূর্বে পদে বহাল থাকা ব্যক্তিগণ, বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে, এই আইন অনুযায়ী গঠিত সেরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(iiক) ঐরূপ ইউনিয়ন পর্ষদের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং ঐরূপ এলাকার জন্য এই আইন অনুযায়ী গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ পদাসীন হইবার অব্যবহিত পূর্বে পদে বহাল থাকা ব্যক্তিগণ, বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে এই আইন অনুযায়ী গঠিত সেরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন,

(iii) ঐরূপ আঞ্চলিক পরিষদ দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং ঐরূপ এলাকার জন্য এই আইন অনুযায়ী গঠিত পঞ্চায়েত সমিতি বা পঞ্চায়েত সমিতিসমূহ পদাসীন হইবার অব্যবহিত পূর্বে পদে বহাল থাকা ব্যক্তিগণ বিহিত প্রাধিকারের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেরূপ পঞ্চায়েত সমিতি বা পঞ্চায়েত সমিতিসমূহের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন,

(iv) ঐরূপ জেলা পরিষদের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং এই আইন অনুযায়ী গঠিত জিলা পরিষদের পদাসীন হইবার অব্যবহিত পূর্বে পদে বহাল থাকা ব্যক্তিগণ ঐরূপ জিলা পরিষদের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেনঃ

তবে, ঐরূপ ব্যক্তিগণের জন্য শর্ত ও কড়ার ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের পদাসীন হইবার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহারা যে সুবিধা উপভোগ করিতেন তদপেক্ষা ন্যূন সুবিধা হইবে না;

(ছ) যে সকল নিয়ম আদেশ, উপবিধি ও প্রজ্ঞাপন দি বেঙ্গল লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৫৫-র বিধান সমূহ অনুযায়ী সময়ে সময়ে প্রণীত বা জারিকৃত হইয়াছিল এবং জেলা পর্ষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল অথবা দি বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯১৯ অনুযায়ী সময়ে সময়ে প্রণীত বা জারিকৃত হইয়াছিল এবং ইউনিয়ন পর্ষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল অথবা দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৭ বা দি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিলা পরিষদ অ্যাক্ট, ১৯৬৩ অনুযায়ী সময়ে সময়ে প্রণীত বা জারিকৃত হইয়াছিল এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ ও জিলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল এবং এই আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ পদাসীন হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিয়া গিয়াছিল, সেই নিয়ম, আদেশ, উপবিধি ও প্রজ্ঞাপন, যতদূর পর্যন্ত এই আইনের বিধানের সহিত অসমঞ্জস না হয় ততদূর পর্যন্ত, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ পদাসীন হইবার পরেও বলবৎ থাকিয়া যাইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহারা নিরসিত বা সংশোধিত হইয়া যায়।

১৮৮৫-র বঙ্গীয় আইন ৩।

১৯১৯-এর বঙ্গীয় আইন ৫।

১৯৫৭-র পশ্চিমবঙ্গ আইন ১।

১৯৬৩-র পশ্চিমবঙ্গ আইন ৩৫।

অভিযুক্তি।

২২০। উপবিধি ভঙ্গের জন্য এই আইন অনুযায়ী কোন আদালতে অভিযুক্তি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ অথবা এতৎপক্ষে ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের দ্বারা প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তির দ্বারা রুজু হইতে পারে।

বকেয়া আদায়।

২২১। এই আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের দ্বারা উদ্‌গ্রহণযোগ্য সকল বকেয়া কর, পথকর, অভিকর, ফী ও উপকর, আদায়ের পদ্ধতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া সরকারী প্রাপ্যরূপে আদায়যোগ্য হইবে।

২২২। [(অসুবিধা দূর করিবার বিধান।)—দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮৪ (১৯৮৪-র পশ্চিমবঙ্গ ৩৭ আইন)-এর ৬১ ধারা দ্বারা বাদ যাইবে।]

উপবিধি।

২২৩। (১) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ, এই আইন অনুযায়ী তদীয় কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিতে নিজেদের সমর্থ করিবার জন্য এই আইনের বিধানসমূহ বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর সহিত অসমঞ্জস নহে এরূপ উপবিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন অথবা সেরূপ উপবিধিসমূহ সংশোধন করিবেন।

(১ক) (১) উপধারা অনুযায়ী প্রণীত বা সংশোধিত উপবিধিসমূহ বিহিত প্রণালীতে ক্ষেত্রানুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত, বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদের দ্বারা প্রকাশিত হইবে।

(২) রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন উপবিধি প্রত্যাহরণ করিতে পারিবেন এবং তদুপরি ঐরূপ উপবিধির আর কার্যকারিতা থাকিবে না।

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী উপবিধির প্রণয়নক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জিলা পরিষদ এরূপ ব্যবস্থা করতে পারিবেন যে, অপরাধকারী ঐরূপ ভঙ্গে দোষী সাব্যস্ত হইবার পর ঐ উপবিধি ভঙ্গের দন্ডরূপে একশত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দন্ডনীয় হইবেন এবং ঐরূপ ভঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন হইবার ক্ষেত্রে, ঐ ভঙ্গ চলিতে থাকাকালে প্রত্যেক দিনের জন্য দশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ আরও জরিমানায় দন্ডনীয় হইবেন।

নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা।

২২৪। (১) রাজ্য সরকার, পূর্ব প্রকাশনের পর এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যপকতা ক্ষুন্ন না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলী এরূপ সকল বা যে কোন বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে যাহা, এই আইনের বিধান অনুযায়ী বিহিত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত হয় বা নিয়ম দ্বারা ব্যবস্থিত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত হয়।

(৩) এই আইন অনুযায়ী প্রণীত সকল নিয়ম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক অন্য কোন পরবর্তী তারিখ নির্দিষ্ট না হইলে উহা ঐরূপ প্রকাশনের তারিখে বলবৎ হইবে।

(৪) এই আইন অনুযায়ী প্রণীত সকল নিয়ম, উহা প্রণীত হইবার পর, যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্য বিধানমন্ডলের সমক্ষে অন্যূন চৌদ্দ দিনের জন্য স্থাপিত হইবে এবং যে সত্রে উহা ঐরূপে স্থাপিত হয় সেই সত্র চলিতে থাকাকালে রাজ্য বিধানমণ্ডল যেরূপ সংপরিবর্তন করিবেন সেরূপ সংপরিবর্তন সাপেক্ষে হইবে। রাজ্য বিধানমন্ডল কর্তৃক প্রণীত উক্ত নিয়মাবলীর কোন সংপরিবর্তন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক অন্য কোন পরবর্তী তারিখ নির্দিষ্ট না হইলে উহা ঐরূপ প্রকাশনের তারিখে বলবৎ হইবে।

দ্বিতীয় তফসিল

ন্যায় পঞ্চায়েতের দ্বারা বিচার্য অপরাধ

(৫১ ও ৫২ ধারা দ্রষ্টব্য)

ভাগ-অ

১। দি ক্যাটল ট্রেসপাস অ্যাক্ট, ১৮৭১-এর ২৬ ও ২৭ ধারার অধীন অপরাধ। ১৮৭১-এর ১।

২। অধিনিয়মসমূহ (ভারতীয় দন্ড সংহিতা এবং এই আইন ভিন্ন) বা তদধীনে প্রনীত কোন নিয়ম বা উপবিধি অনুযায়ী অপরাধ যাহা মাত্র পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানায় দন্ডনীয় হয়।

৩। দি পুলিশ অ্যাক্ট, ১৮৬১-এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী অপরাধ। ১৮৬১-এর ৫।

৪। ২৮ ও ৩০ ধারা অনুযায়ী অপরাধ ব্যতীত, দি বেঙ্গল ফেরিস অ্যাক্ট, ১৮৮৫ অনুযায়ী অপরাধ। ১৮৮৫-র বঙ্গীয় আইন ১।

৫। ভারতীয় দন্ড সংহিতার নিম্নলিখিত ধারা, যথা-১৬০, ২৬৯, ২৭৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯৪, ৩২৩, ৩৪১, ৩৫২, ৩৫৮, ৪২৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৫০৪ ও ৫১০ ধারা অনুযায়ী অপরাধ, এবং যেক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য ন্যায় পঞ্চায়েতের অভিমতে দুইশত টাকার অধিক নহে, সেক্ষেত্রে ৩৭৯ ও ৪১১ ধারা।

ভাগ-আ

ভারতীয় দন্ড সংহিতার নিম্নলিখিত ধারা, যথা-২৮৩, ৪২৮, ৪৩০, ৪৩১, ৫০৬ ও ৫০৯ ধারার অধীন অপরাধ এবং যেক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমতে দুইশত টাকার অধিক নহে, সেক্ষেত্রে ৪০৩ ধারার অধীন অপরাধ।

তৃতীয় তফসিল

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জিলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের কোন সদস্যের দ্বারা যেরূপ শপথ বা প্রতিজ্ঞা কৃত হইবে সেরূপ শপথ বা প্রতিজ্ঞার ফরম

আমি অ, আ, _________________ গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি/জিলা পরিষদ/ মহকুমা পরিষদের একজন সদস্য নির্বাচিত/ নিযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি/ সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যথা-বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব এবং আমি যে কর্তব্য পালন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করিব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ) কলকাতা–৭০০০৫৬-এ মুদ্রিত।

SPL-2024–10–LAW/387-L(175)